# রহস্য-বিপ্লব

ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস

শ্রীপাঁচকড়ি দে-সঙ্কলিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

CALCUTTA :
BENGAL MEDICAL LIBRARY,
201, CORNWALLIS STREET.
1912.

Published by **Paul Brothers & Co.**
*7, Shibkrishna Daw's Lane, Jorasanko, Calcutta.*
Printed at the **Shaha's Printing Works,**
BY SATISH CHANDRA GHOSE.
*38. Radha Madhab Shaha's Lane, Chorebagan, Calcutta.*
ILLUSTRATED BY P. G. DASS.


---

এই পুস্তক মূল্যবান স্বদেশী দীর্ঘস্থায়ী ক্লাসিক এন্টিক উভ কাগজে ছাপা হইল।

প্রকাশক।

# বিজ্ঞাপন।

"রহস্য-বিপ্লব" বহুকাল পূর্ব্বে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। তাহার পর এতদিন অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া ছিল; নানা কারণে ইহা আমি শেষ করিতে পারি নাই। কয়েকজন সাহিত্য-সেবী বন্ধুর চেষ্টা ও উৎসাহে এক্ষণে ইহা সমাপ্ত ও প্রকাশিত হইল। চতুর্থ খণ্ডের ৬ষ্ঠ হইতে ৮ম ও ১৫শ হইতে ২১শ পরিচ্ছেদ আমার নূতন লেখা। পুস্তক যন্ত্রস্থ হইলে উহা লিখিত হয়।

এই উপন্যাসের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি কল্পে কোন কোন স্থানে আমাকে ফরাসী সাহিত্যের একখানি বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ফরাসী ভাষায় যেরূপ হৃদয়গ্রাহী ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস আছে ইংরাজী ভাষাতে তেমন নাই।

এই পুস্তকের কেবল চুরি সংক্রান্ত ব্যাপারটি সেই ফরাসী দেশীয় ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস হইতে গৃহীত হইয়াছে। এবং আরও দুই-একটি চরিত্র সংগঠনে আমি ঋণী আছি। নতুবা ইহার অনেক ঘটনা স্বকপোলকল্পিত।

এই পুস্তকের ঘটনাবলী অত্যদ্ভুত রহস্যজালে জড়িত। এবং পাঠক একবার যাহা ভাবেন নাই, যাহা মনেও করেন নাই, এরূপ ফলাফলের অবতারণা করিয়া পুস্তকখানিকে হৃদয়গ্রাহী করিতে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা পাইয়াছি। অথচ সেদিকে একাগ্রচিত্ত থাকিয়াও উপন্যাসোচিত শিক্ষা ও সুনীতি সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখিতে ত্রুটি করি নাই। এবং ইহা ফরাসী

# বিজ্ঞাপন।

ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের ছায়াবলম্বিত হইলেও ইহার মধ্যে কুল-ললনার নৈশ অভিসার, নদীতীরে নির্জ্জন-মিলন, কুমারীর গর্ভাধান, ভ্রূণ-সংগোপন প্রভৃতি কুৎসিত ঘটনাবলীর কুৎসিত দৃশ্যসমূহ উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করা দূরে থাক, আমি তাহা সাধ্যানুসারে পরিত্যাগ করিয়াছি। কারণ, আমাদের সমাজে তাহা একেবারে বিসদৃশ। তবে সেরূপ পুস্তক তরল-মস্তিষ্ক পাঠকবর্গের খুব উপাদেয় হইতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু ভদ্রলোকের নিকটে গ্রন্থকারের কক্ষে পাইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না; এবং বঙ্গের শুচিস্মিতা পাঠিকাদিগের পবিত্র হস্তে সেই পুস্তক অসঙ্কোচে দেওয়া যায় না। এখন আমার প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণের নিকটে এই পুস্তক আদৃত হইলেই সুখের বিষয়।

৭ই নভেম্বর, ১৯০৪।

গ্রন্থকার।

স্বদেশহিতৈষী, বিদ্যোৎসাহী,

অশেষগুণসম্পন্ন

কলিকাতা হাইকোর্টের সুযোগ্য উকিল

শ্রীযুক্ত বাবু মুকুন্দলাল কুণ্ডু বি, এল,

মহোদয়কে

প্রীতি ও শ্রদ্ধা এবং আনন্দ ও আগ্রহের সহিত

অর্পণ করিলাম।

**Woman is an eternal riddle that man has been trying to solve since the beginning of the world, but every attempt has faild.**



"রস্তমজা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন।"

[রহস্য-বিপ্লব—৮ পৃষ্ঠা।

# প্রথম খণ্ড

## খুন ও চুরী

# রহস্য-বিপ্লব

## প্রথম খণ্ড

### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### গৃহত্যাগ

হরমসজী বোম্বাই সহরের একজন প্রধান ধনাঢ্য ব্যক্তি। এলফিনষ্টোন সার্কেলে তাঁহার প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা। উহার ত্রিতলে তিনি সপরিবারে বাস করিতেন। নিম্নে তাঁহার প্রকাণ্ড আফিস।

হরমসজী অনেকরূপ ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন, কিন্তু ব্যাঙ্কিং, অথবা টাকা দেনা-পাওনা, মজুত রাখা, হুণ্ডি প্রভৃতির কার্য্য করাই তাঁহার প্রধান ব্যবসায় ছিল।

তাঁহার নিবাস স্থরাট নগরে। তিনি ধনবানের সন্তান নহেন। অতি শৈশবেই তিনি পিতৃমাতৃহীন হইয়াছিলেন। এখন তিনি যে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, তাহা তাঁহারই স্বোপার্জ্জিত। তিনি রিক্তহস্তে বোম্বে সহরে আসিয়াছিলেন; কিন্তু নিজের চেষ্টা, উদ্যম ও যত্নে বহু অর্থোপার্জ্জন করিয়া তিনি এক্ষণে পার্শী-সমাজের মধ্যে একজন মহা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হইয়াছেন।

ধনোপার্জ্জন না করিয়া বিবাহ করিব না, মনে মনে ইহা স্থির করিয়া তিনি অল্প বয়সে বিবাহ করেন নাই। যখন তাঁহার বয়স ছত্রিশ বৎসর, তখন তিনি রাজা বাঈকে বিবাহ করেন। রাজা বাঈএর বয়ঃক্রম তখন প্রায় বিংশ বৎসর হইয়াছিল।

বিবাহের দুই বৎসর পরে তাঁহাদের এক কন্যা হয়। সেই কন্যা কমলা বাঈ এক্ষণে ষোড়শ বর্ষীয়া পূর্ণ-যৌবনা হইয়াছেন। কমলা বাঈএর ন্যায় সুন্দরী, চিরসুন্দরী পার্শী রমণীগণের মধ্যেও অতি বিরল ছিল।

কমলা বাঈ যে, কেবল রূপে অতুলনীয়া, তাহা নহে; তাঁহার ন্যায় সুশিক্ষিতা, গুণবতী রমণীও বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলেই কমলার রূপে-গুণে বিশেষ মুগ্ধ।

হরমসজীর আর কোন সন্তানাদি হয় নাই। তবে তাঁহার পরিবারে আর একটি যুবক বাস করিতেন। ইঁহার নাম রস্তমজী। ইনি হরমসজীর একটি বন্ধুর পুত্র। ইঁহাকে তিনি পুত্র নির্ব্বিশেষে ভালবাসিতেন। নিজের ধন-সম্পত্তি সকলই ইঁহাকে দিয়া বিশ্বাস করিতেন। ইঁহার বিংশ বৎসর বয়স হইতে-না-হইতেই, তিনি ইঁহাকে নিজ কেঁসিয়ার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই পাঁচ-ছয় বৎসর রস্তমজীই ব্যাঙ্কের সমস্ত কার্য্য করিতেছেন। রস্তমজী ও কমলা বাঈ এক সঙ্গে লালিত-পালিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। উভয়ের মধ্যে স্বভাবতই ভালবাসা জন্মিয়াছিল। উভয়ে উভয়কে বড় ভালবাসিতেন।

বিবাহের পর হইতে এই সতের-আঠার বৎসর হরমসজী সপরিবারে বড়ই সুখে কাটাইয়াছিলেন। দিন দিন তাঁহার ধন-মান-যশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। শোক, দুঃখ, চিন্তা ও বিষণ্নতার ছায়া তাঁহার শান্তি-নিকেতনের ছায়াস্পর্শও করিতে পারে নাই।

কিন্তু চিরকাল কাহারও সমান যায় না। এক বৎসর হইল, একটি

লোক আসিয়া গোপনে রাজা বাঈএর সহিত সাক্ষাৎ করিল। কি কথা হইল, হরমসজী তাহা কিছুই জানিতে পারিলেন না। তিনি শুনিলেন যে, তাঁহার স্ত্রীর এক ভগ্নীর ছেলে তাঁহার কাকার সহিত বোম্বেয় আসিয়াছেন। তাঁহারা দিন-কতক এইখানেই থাকিবেন।

হরমসজী জানিতেন, তাঁহার স্ত্রীর এক ভগ্নী ছিলেন। সেই ভগ্নীর স্বামী বহু বৎসর হইল, রেঙ্গুনে ব্যবসা করিতে যান; তদবধি তাঁহাদের আর কোন সন্ধান নাই। তিনি তাঁহার স্ত্রীর কথা বিশ্বাস করিলেন। তাঁহার কাছে শুনিলেন, তাঁহার সেই ভগ্নী ও ভগ্নিপতি উভয়েরই রেঙ্গুনে মৃত্যু হইয়াছে। সেই ভগ্নিপতির ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্রকে সঙ্গে লইয়া বোম্বেয় বেড়াইতে আসিয়াছেন।

পরে তাঁহারা উভয়েই হরমসজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। একজন অতি সুপুরুষ যুবক, তাঁহার নাম মাঞ্চারজী, ইনিই হরমসজীর শালী-পুত্র। অপরের বয়স চল্লিশের অধিক। ইঁহার নাম বর্জরজী। ইঁহার চেহারা দেখিলে সহসা ভক্তি বা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না; অথচ ইনি কুরূপও নহেন। কথাবার্ত্তায় লোকের মন ভুলাইতে ইনি সিদ্ধহস্ত। অন্ততঃ একদিনের আলাপেই হরমসজী ইঁহার প্রতি বড়ই প্রীত হইলেন।

হরমসজী ইঁহাদিগকে নিজের বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তাঁহারা ইহাতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না, তবে প্রত্যহ কোন-না-কোন সময়ে একবার আসিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এক মাস যাইতে-না-যাইতে বর্জরজী, হরমসজীর ব্যাঙ্কে লক্ষ টাকা জমা রাখায় তাঁহার উপর হরমসজীর বিশ্বাস ও ভক্তি অধিকতর বৃদ্ধি পাইল।

ইঁহাদের আগমনে কেবল দুইজন সন্তুষ্ট হইলেন না—কমলা বাঈ ও রস্তমজী। কিন্তু উভয়ের কাহারও কোন কথা মুখ ফুটিয়া বলিবার উপায় ছিল না।

দুইমাস যাইতে-না-যাইতে হরমসজী একদিন রস্তমজীকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, কমলা এখন বড় হইয়াছে। এখন তোমার আর আমাদের বাড়ী থাকা ভাল দেখায় না। ইহারই মধ্যে নানা লোকে নানা কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার নামে কোন কলঙ্ক রটিলে তুমি নিশ্চয়ই বিশেষ দুঃখিত হইবে।"

রস্তমজী বলিলেন, "নিশ্চয়ই। আমি আজই অন্যত্রে থাকিবার বন্দোবস্ত করিব।"

হরমসজী বলিলেন, "আমি এইজন্য আজ হইতে তোমার একশত টাকা মাহিনা বাড়াইয়া দিলাম। অন্যত্রে থাকিতে তোমার খরচও কিছু বাড়িবে।"

রস্তমজী বলিলেন, "আপনি ত আমাকে যথেষ্টই দিতেছেন।"

সেইদিনই বাসা স্থির করিয়া রস্তমজী, হরমসজীর বাড়ী পরিত্যাগ করিলেন। কমলা বাঈকে কোন কথা বলিবার সুযোগ পাইলেন না। দেখিলেন, কমলা বাঈ সেদিন অন্যত্র গিয়াছে বা প্রেরিত হইয়াছে। সাক্ষাতের সুবিধা হইল না।

তিনি অন্যত্র বাসা লইবার দিন-কতক পরে পেষ্টনজী তোরাবজী নামে একটি ধনাঢ্য যুবক বোম্বে সহরে আসিলেন। তিনি হরমসজীর নামে পত্র আনিয়াছিলেন। রস্তমজী শুনিলেন, তিনি কমলা বাঈএর পাণি-প্রার্থী।

পেষ্টনজী, বর্জরজী ও মাঞ্চারজী তিন জনেরই সহিত রস্তমজীর পরিচয় হইল—বন্ধুত্বও হইল। নিজের দুঃখের কারণের জন্য তিনি কাহারও উপরই রাগ করিতে পারিলেন না। মনের দুঃখ মনেই লুকাইয়া রাখিলেন।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## উদ্যানে

প্রায় তিন মাস অতীত হইয়াছে। ইহারই মধ্যে রস্তমজীর চরিত্রেরও বিশেষ একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তিনি সে রস্তমজী আর নাই। কমলাকে হারাইয়াই তাঁহার এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মনের যন্ত্রণা লাঘব করিবার জন্য এখন হইতে তিনি জুয়া ও মদ ধরিয়াছেন।

তিনি বেশ জানিতে পারিয়াছিলেন, মাঞ্চারজী ও পেষ্টনজী উভয়েই কমলাকে ভালবাসেন; উভয়েই কমলা-লাভের জন্য ব্যাকুল। যদিও তাঁহার ইঁহাদের সহিত বিশেষ সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল, এক সঙ্গে খেলা, আমোদ-প্রমোদ করিতেন, তথাপি তিনি ইঁহাদের মনে মনে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। ইঁহাদের উপর তাঁহার আন্তরিক ক্রোধ ছিল। নিজের ঈর্ষানলে নিজেই সর্ব্বদা দগ্ধ হইতেন।

ইঁহাদের মনের ভাব অন্যরূপ ছিল না। মনে মনে ইঁহাদেরও রস্তমজীর উপর মর্ম্মান্তিক আক্রোশ ছিল। তিনজনই উষ্ণরক্ত যুবক, মধ্যে মিষ্ট-চরিত্র প্রৌঢ় বর্জরজী না থাকিলে হয় ত অনেক দিনই ইঁহাদের পরস্পর বিশেষ বিদ্বেষভাব প্রকাশ পাইত। হয় ত একটা খুন-খুনীর ব্যাপার ঘটিত।

রস্তমজীর আরও রাগ, ইঁহারা প্রত্যহই কমলা বাঈকে দেখিতে পাইতেন, তাহার সহিত কথা কহিতেন, হাস্য-পরিহাস করিতেন; কিন্তু প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গেল, তিনি একবারও কমলার সহিত

দেখা করিতে পারিলেন না। হরমসজী তাঁহাকে কমলার সহিত দেখা করিতে একেবারেই নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন।

রস্তমজী আর একবারমাত্র কমলার সহিত দেখা করিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিলেন। কিন্তু এতদিন কাটিয়া গেল, তথাপি তিনি তাহার কোনই সুবিধা পাইলেন না; দিন রাত্রি তিনি এক অসহনীয় যাতনা, দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা হৃদয় মধ্যে পোষণ করিতে লাগিলেন।

তিনি তাঁহার হৃদয়ের জ্বালা কাহাকেও জানাইতেন না। কেবল তাঁহার প্রাণের বন্ধু ফ্রামজীকে কখন-কখনও বলিয়া যাতনার উপশম করিতেন। ফ্রামজী তাঁহার সমবয়সী, তাঁহারই ন্যায়, হরমসজীর ব্যাঙ্কে একাউণ্ট্যাণ্টের কাজ করিতেন। তাঁহাদের পরস্পর এতই বন্ধুত্ব ছিল যে, দুইজনে একই জুতা, একই পোষাক, একই কাপড় পরিতেন, একই আহার-বিহার করিতেন।

একদিন রাত্রি প্রায় দশটার সময় রস্তমজী রাস্তায় ঘুরিতে ঘুরিতে এলফিনষ্টোন সার্কেলের নিকট আসিলেন। অন্যমনস্কে এলফিনষ্টোন সার্কেলের সুন্দর উদ্যানে প্রবিষ্ট হইলেন। ভাবিলেন, উদ্যানের নির্জ্জনতায় ও অবাধ বায়ু-প্রবাহে হয় ত তাঁহার হৃদয় কতকটা শান্তিলাভ করিতে পারে। উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কিছুদূরে আসিয়া তিনি দেখিলেন, অনতিদূরে এক স্থানে একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া করলগ্নকপোলা একটি সুন্দরী নির্জ্জনে চিন্তামগ্না রহিয়াছে। তাহার পার্শ্বে আসিয়া রস্তমজী স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। এ যে কমলা বাঈ! কমলা বাঈ তাঁহার দিকে চমকিত হইয়া চাহিল, তৎপরে সত্বর উঠিয়া দাঁড়াইল।

রস্তমজী বলিলেন, "কমলা, এতদিন পরে তোমার দেখা পাইয়াছি—"

কমলা বাঈ বাধা দিয়া বলিল, "তুমি কি আমাকে পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে বল? তিনি আমাকে তোমার সঙ্গে দেখা করতে মানা করেছেন।"

রস্তমজী বলিলেন, "কখনও নয়। তবে যখন দেখা হইয়াছে, তখন কেবল দুইটি কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

কমলা বাঈ কোন উত্তর দিল না। মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রস্তমজী বলিলেন, "তুমি কি পেষ্টনজীকে বিবাহ করিবে?"

"না।"

"মাঞ্চারজীকে?"

"না।"

"আর কখনও কি তোমার সহিত আমার দেখা হইবে?"

"আমাকে ভুলে যাও," বলিয়া কমলা বাঈ গমনোদ্যতা হইল।

"আমার জন্য তুমি যাইবে কেন? আমিই যাইতেছি," বলিয়া রস্তমজী সত্বরপদে উদ্যান হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা গেল, কমলা বাঈ তাঁহার দিকে অনিমেষদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

কমলা বাঈ দেখিল যে, রস্তমজী রাজপথে আসিবামাত্র একটি বালক তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল। তিনি গ্যাসের নিকট গিয়া পত্রখানি পাঠ করিয়া পকেটে রাখিলেন। বালককে বিদায় দিয়া তিনি যেমন অগ্রসর হইবেন, অমনই বর্জরজীকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। কমলা দেখিল, তাঁহারা দুইজনে কেবল দুই-একটি কথা কহিয়া দুইজনে দুইদিকে চলিয়া গেলেন।

রস্তমজী দ্রুতপদে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গেলেন। কমলা স্পষ্ট দেখিল যে, মাঞ্চারজী বাগানের একটা ঝোপের মধ্য হইতে বাহির হইয়া গোপনে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। ক্রমে উভয়েই তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেলেন।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### অদ্ভুত চুরী

পরদিবস প্রাতে বেলা দশটার সময় বর্জরজী, হরমসজীর ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইলেন। তখনও হরমসজী বা তাঁহার কেসিয়ার রস্তমজী আসেন নাই। একাউণ্ট্যাণ্ট ফ্রামজী ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ উপস্থিত।

বর্জরজী কেসিয়ারকে না দেখিয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! কাল আমি হরমসজী সাহেবকে আর রস্তমজীকে বিশেষ করিয়া বলিয়া গেলাম যে, দশটার সময়ই আমার টাকার দরকার, আর দুজনের একজনেরও এখনও দেখা নাই! বড়ই দুঃখের বিষয়।"

তাঁহার কথা শুনিয়া ফ্রামজী নিজের আসন হইতে উঠিয়া আসিয়া বলিলেন, "রস্তমজী এখনই আসিবেন। আমি জানি, দশটার সময় আপনার টাকা চাই বলিয়া তিনি কাল আসনার লাখ টাকা ব্যাঙ্ক হইতে আনিয়া সিন্দুকে রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি এখনই আসিবেন।"

বর্জরজী বলিলেন, "আমি তাঁহার জন্য কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া এখানে বসিয়া থাকিতে পারি না। নিজের টাকা জমা রাখিয়া দরকারের সময় ভিখারীর মত দাঁড়াইয়া থাকিবে কে? হরমসজী সাহেব কোথায়?"

"আমি দেখিতেছি। বোধ হয়, তিনি বাড়ীতেই আছেন," বলিয়া ফ্রামজী সত্বর হরমসজীর অনুসন্ধানে গেলেন। পাঁচ-সাত মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "তিনি বাড়ীতে নাই, কোন কাজে বাহিরে গিয়াছেন।"

বর্জরজী বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! এ রকম চমৎকার ব্যাঙ্ক আমি আর কখনও কোথায় দেখি নাই।"

"রস্তমজী এখনই আসিবেন। তিনি কখনও বিলম্ব করেন না।"

"তা দেখাই যাইতেছে। যাহা হউক, আমি এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিব। আমার টাকা যেন ঠিক থাকে।"

"নিশ্চয়ই থাকিবে।"

বর্জরজী ক্রোধভরে চলিয়া গেলেন। ফ্রামজীও নিজ কার্য্যে মনসংযোগ করিতে চেষ্টা করিলেন।

রস্তমজী ঠিক দশটার সময় আফিসে আসিতেন; তাঁহার কখনও বিলম্ব হইত না। আজ সাড়ে দশটা বাজিয়া গেল, তথাপি রস্তমজীর দেখা নাই। প্রিয় বন্ধু ফ্রামজী তাঁহার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

যাহাই হউক, প্রায় এগারটার সময় রস্তমজী আফিসে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহাকে দেখিলেই স্পষ্ট বোধ হয়, তিনি সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যান নাই।

তিনি আসিবামাত্রই ফ্রামজী বলিলেন, "বর্জরজী টাকার জন্য ঠিক দশটার সময় আসিয়াছিলেন। তোমার দেখা না পাইয়া বড়ই বিরক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছেন।"

রস্তমজী বলিলেন, "আমার আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে। তাঁহার টাকা আমি কালই ব্যাঙ্ক থেকে আনিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছি।"

"সে কথা আমি তাঁহাকে বলিয়াছি।"

"এবার কখন তিনি আসিবেন?"

"এগারটার সময়।"

"এগারটা ত বাজে। আমি তাঁহার জন্য এখনই সিন্দুক হইতে টাকা বাহির করিয়া রাখিতেছি। এবার তাঁহাকে এক মিনিটও দেরী রতে হইবে না।"

এই বলিয়া রস্তমজী তোষাখানায় প্রবেশ করিলেন। তোষাখানার সিন্দুক তিনি ও হরমসজী ব্যতীত আর কাহারও খুলিবার সাধ্য নাই। ঐ সিন্দুকের একটি চাবী রস্তমের নিকট থাকে, অপরটি স্বয়ং হরমসজী রাখেন।

সেই সিন্দুকের তালা অতি অদ্ভুত কৌশলে নির্ম্মিত। তালার গায়ে কতকগুলি চাকার উপর ইংরাজী অক্ষর বসান আছে। চাকা ঘুরাইয়া কোন একটি সাঙ্কেতিক শব্দ প্রস্তুত করিয়া এক সারিতে রাখিতে হয়; তাহার পর চাবী বন্ধ করিয়া অক্ষরগুলি এদিকে-ওদিকে করিয়া গোলমাল করিয়া দিতে হয়। সিন্দুক খুলিবার সময় সেই অক্ষরগুলি ঠিক করিয়া সমশ্রেণীতে সাজাইয়া পুনরায় সেই সাঙ্কেতিক শব্দ গঠন করিতে পারিলে তবে সিন্দুক খোলা যাইত। কিন্তু সেই সাঙ্কেতিক শব্দ কেবল রস্তমজী ও হরমসজী জানিতেন; সুতরাং সহস্র চেষ্টা করিলেও এই সিন্দুক অপর কাহারও খুলিবার সাধ্য ছিল না।

রস্তমজী সহসা সবেগে তোষাখানা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে!"

কর্ম্মচারিগণ সকলেই বিস্মিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ফ্রামজী বলিলেন, "কি হইয়াছে?"

ব্যাকুলভাবে রস্তমজী বলিলেন, "সর্ব্বনাশ! সব চুরী গিয়াছে।"

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন "কি চুরী গিয়াছে?"

রস্তমজী বলিলেন, "টাকা—টাকা। সিন্দুকে আর একটি পয়সাও নাই।"

সকলে স্তম্ভিত ও নির্ব্বাক্! কেবল একজন বৃদ্ধ কর্ম্মচারী বলিলেন, "রস্তমজী সাহেব, অধীর হইবেন না। হয় ত কোন বিশেষ কারণে হরমসজী সাহেব রাত্রে সিন্দুক হইতে টাকা বাহির করিয়া লইয়াছেন।"

এই সময়ে স্বয়ং হরমসজী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, "কি হইয়াছে ?"

প্রথমে কেহই কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে ?"

তখন রস্তমজী বলিলেন, "আপনি ত জানেন, বর্জরজী আজ তাঁহার টাকা চাহেন বলিয়া ব্যাঙ্ক থেকে কাল লাখ টাকা বাহির করিয়া সিন্দুকে রাখি।"

হরমস। তা জানি। তার পর হয়েছে কি ?

রস্তম। সে টাকা সিন্দুকে নাই।

হরমস। কি ?

রস্তম। সিন্দুকে এক পয়সাও নাই।

হরমস। সিন্দুকে এক পয়সাও নাই ! চুরী ! এখনও পুলিসে খবর দাও নাই কেন ? একজন এখনই পুলিসে যাও—ছুটে যাও।

একজন পুলিসে ছুটিল।

এই সময়ে বর্জরজী তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া হরমসজী বলিলেন, "কোন কারণে আপনাকে এখন নগদ টাকা দিতে পারিলাম না, ক্ষমা করিবেন। বোম্বাই ব্যাঙ্কের উপর চেক দিতেছি।"

হরমসজী নিজ আফিসে গিয়া বর্জরজীকে চেক লিখিয়া দিলেন। বর্জরজী চলিয়া যাইবার পর তিনি রস্তমজীকে তথায় ডাকিলেন। রস্তমজী গৃহে প্রবিষ্ট হইলে বলিলেন, "আগে দরজা বন্ধ করিয়া দাও।"

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

### অনুযোগ

হরমসজী কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কে সিন্দুক খুলিল?"

রস্তমজী অতি বিষণ্ণভাবে কহিলেন, "কেমন করিয়া বলিব?"

হরমসজী বলিলেন, "তুমি কিম্বা আমি ব্যতীত গুপ্তকথা কেহ জানিত না। তুমি কিম্বা আমি ব্যতীত আর কাহারও সাধ্য নাই যে, এই সিন্দুক খুলে।"

রস্তমজী বলিলেন, "সুতরাং আমি ব্যতীত আর কেহ টাকা নিতে পারে না।"

হরমসজী দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "তাহা হইলে স্বীকার করিতেছ যে, তুমিই টাকা লইয়াছ?"

রস্তমজী কাতরভাবে বলিলেন, "ভগবানের নিকট শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি ইহার কিছুই জানি না। কাল সিন্দুকে টাকা রাখিয়াছিলাম, আজ সিন্দুক খুলিয়া দেখি, টাকা নাই।"

হরমসজী রুষ্ট হইলেন, ভর্ৎসনার স্বরে বলিলেন, "হতভাগ্য যুবক! তবে কে টাকা লইল?"

রস্তমজী কথা কহিলেন না। নীরবে অবনতমুখে ভূমি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হরমসজীও বহুক্ষণ নীরবে রহিলেন, তৎপরে রস্তমজীর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "দেখ, তোমাকে আমি পুত্র

স্নেহে পালন করিয়াছি। যথাসর্ব্বস্ব দিয়া তোমাকে বিশ্বাস করিয়া থাকি। আজ পর্য্যন্ত তোমাকে কখনও অবিশ্বাস করি নাই। নিজের ছেলের মত তোমাকে বাড়ীতে রাখিয়াছি, আমাকে মিথ্যা কথা বলিয়ো না।"

রস্তমজী তথাপি কোন উত্তর করিলেন না দেখিয়া, হরমসজী পুনরায় বলিলেন, "পিতার নিকট সন্তান দোষ করিলেও স্বীকার করা কর্ত্তব্য। আমি তোমার পিতৃতুল্য, আমার নিকট স্বীকার কর।"

রস্তম। কি স্বীকার করিব? স্বীকার করিবার কিছুই দেখিতেছি না।

হরমস। দেখ, এখনও বলিতেছি, আমার নিকট স্বীকার করিলে আমি তোমাকে কেবল যে ক্ষমা করিব—তাহা নহে, যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা ভুলিব। এ কথা জগতের জনপ্রাণী জানিতে পারিবে না।

রস্তম। আপনি আমাকে কি বলিতে বলেন?

হরমস। সত্যকথা। মানুষ সকল রকমে ভাল হইলেও সময়-সময় লোভের বশীভূত হইয়া জীবনের মধ্যে এমন দুই-একটি কুকার্য্য করিয়া ফেলে। স্বীকার কর—আমি তোমাকে ক্ষমা করিব। সত্যকথা বলিলে যেমন ভালবাসিতাম, যেমন বিশ্বাস করিতাম, সেইরূপই করিব।

রস্তম। আমি আপনাকে সত্যকথাই বলিয়াছি। আমি টাকা লই নাই।

হরমসজী, রস্তমজীর বারংবার এইরূপ সংক্ষিপ্ত উত্তরে মনে মনে পূর্ব্ব হইতেই ক্রমশঃ রুষ্ট হইতেছিলেন। এবার তাঁহার ক্রোধ সীমাতিক্রম করিয়া উঠিল। তিনি এবার অত্যন্ত কঠিনভাবে বলিলেন, "নির্ব্বোধ! তুমি কি মনে কর যে, আমি তোমার কথা কিছুই জানি না। তোমার কোন সংবাদই আমি রাখি না—এমনই অর্ব্বাচীন আমি! আমার কানে

তোমার সকল কথাই আসে। আমার বাড়ী ছাড়িয়া তোমার যে দুর্দ্দশা হইয়াছে, সে সংবাদও আমি ভাল রকম রাখি। জুয়া খেলিয়া অসৎ-সংসর্গে মিশিয়া কুকাজে তুমি কত টাকা নষ্ট করিয়াছ, তাহা কি আমি জানি না।"

রস্তমজী নীরব।

হরমসজীও বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। তৎপরে বলিলেন, "রস্তম, যাহা হইয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে আমি কিছু মনে করি নাই। সিন্দুকটা ভাল করিয়া আর একবার দেখ, হয় ত ভুলক্রমে তুমি টাকা দেখিতে পাও নাই। আমি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এ বিষয়ের উচ্চবাচ্য করিব না। আশা করি, সব টাকা পাওয়া না যাক, অধিকাংশ পাওয়া যাইবে। যাও, ভাল করে খুঁজে দেখ।"

এবার রস্তমজী কথা কহিলেন। বলিলেন, "মহাশয়, আমি টাকার এক পয়সাও লই নাই, সুতরাং আমি এক পয়সাও ফেরৎ দিতে পারি না।"

ক্রোধভরে হরমসজী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "তবে কি তুমি বলিতে চাও, সেই টাকা আমি লইয়াছি?"

রস্তমজী কথা কহিলেন না।

হরমসজী বলিলেন, "এখনও সত্যকথা বল। এতক্ষণে পুলিস আসিয়াছে। কিন্তু বুঝিয়া দেখ, ইহার পর আর আমার হাত থাকিবে না—এখনও আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারি।"

রস্তম। আমি সত্যকথাই বলিয়াছি।

হরমস। তবে তাই হউক, তুমি টাকা লইয়াছ—কি আমি লইয়াছি, তাহা বিচারালয়েই সপ্রমাণ হউক। এস, আমার সঙ্গে এস।

উভয়ে বাহিরের ঘরে আসিলেন; তথায় দুইজন পুলিস-কর্ম্মচারী

উপস্থিত ছিলেন। হরমসজী তাঁহাদের সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "আপনারা বোধ হয় শুনিয়াছেন, কি জন্য আপনাদিগকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "হাঁ, চুরি হইয়াছে।"

হরমসজী। গত রাত্রে লাখ টাকা আমার সিন্দুক থেকে চুরি হইয়াছে। সিন্দুকের চাবী আমার নিকট একটা এবং আমার কেসিয়ার রস্তমজীর নিকট একটা থাকে।

ইন্‌স্পেক্টর। বাহির হইতে কাহারও ক্যাস-ঘরে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা আছে?

হরমসজী। সম্ভবতঃ নয়। একজন সর্ব্বদাই রাত-দিন সেখানে পাহারায় থাকে।

ইন্‌স্পেক্টর। কাল রাত্রে কে পাহারায় ছিল?

হরমসজী সেই প্রহরীকে ডাকিলেন।

প্রহরী বলিল, সে কাল সমস্ত রাত্রিই জাগিয়া ছিল। কেবল স্বয়ং হরমসজী ভিতরের দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে পারেন, কিন্তু তিনি কাল রাত্রে আসেন নাই।

ইন্‌স্পেক্টর। এ কথা তুমি নিশ্চয় বলিতে পার?

প্রহরী। নিশ্চয় পারি।

ইন্‌স্পেক্টর। বেশ, ঘরগুলি একবার দেখা যাক—দাদাভাস্কর ভাল করিয়া দেখ।

দাদাভাস্কর ডিটেক্‌টিভ-ইনস্পেক্টর। তিনি উঠিলেন—ইন্‌স্পেক্টর ও হরমসজী ঘরগুলি দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু দাদাভাস্কর এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার দৃষ্টি রস্তমজীর দিকে রাখিতে ভুলিলেন না।

সকলে অন্য গৃহে গমন করিলে রস্তমজী বিষণ্ণমনে তথায় বসিয়া

রহিলেন। সহসা পার্শ্বের একটি দরজা খুলিয়া গেল। রস্তমজী চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে দাঁড়াইয়া—কমলা বাঈ।

কমলাও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল; তৎপরে বলিল, "তুমি! বাবা কোথায়? মার বড় অসুখ, তাই তাঁকে বল্‌তে এসেছিলাম।"

রস্তমজী ব্যাকুলস্বরে বলিলেন, "হাঁ, আমি রস্তমজী। তোমার বাল্য-সখা—এখন চোর, জেলে যাব। তোমার বাবা পুলিস নিয়ে অপর ঘরে।"

কমলা বিস্মিত হইয়া কহিল, "সে কি!"

"সব শুনিতে পাইবে। এখন যাও, দয়া করে আর কষ্ট দিয়ো না।" এই বলিয়া রস্তমজী কমলাকে সেই গৃহ হইতে বাহির করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

দাদাভাস্কর অন্তরালে ছিলেন। রস্তমজী একা বসিয়া কি করেন, তাঁহার মুখভাবের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় কি না—এই সকল পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য দাদাভাস্কর ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেও তিনি অন্তরাল হইতে রস্তমজীর উপরে দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। দাদাভাস্কর এ দৃশ্য দূর হইতে দেখিলেন। দেখিয়া মনে মনে বলিলেন, "এতক্ষণে ব্যাপারটা সব বুঝিলাম। কেসিয়ার রস্তমজী, ব্যাঙ্কার হরমসজীর কন্যাকে ভালবাসে। কন্যাও তাহাকে ভালবাসে। ব্যাঙ্কার মহাশয় কন্যার সহিত কেসিয়ারের বিবাহ দিতে সম্মত নহেন। এরূপ অবস্থায় কিরূপে তাহাকে সরান যায়। জেলই সুপ্রশস্ত ব্যবস্থা। তাই টাকাগুলি নিজে সরিয়ে তাহার নামে এই চুরির মামলায় বন্দোবস্ত খুব বুদ্ধিমানের মতই হইয়াছে, সন্দেহ নাই।"

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

### তদন্তে

এই সময়ে হরমসজী ও ইন্‌স্পেক্টর তথায় উপস্থিত হইলেন। ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "এখন ক্যাস-ঘর দেখা যাক। এস, দাদাভাস্কর।"

তাঁহারা চারিজনেই ক্যাস-ঘরে প্রবিষ্ট হইলেন। বিশেষ করিয়া চারিদিক লক্ষ্য করিয়া ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "বাহির হইতে এ ঘরে আসিবার কোন উপায়ই নাই।"

দাদাভাস্কর সিন্দুকটি বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "সিন্দুকের উপরের তালা কেহ জোর করিয়া খুলিবার চেষ্টা পায় নাই। তালার উপর তেমন কোন চিহ্ন দেখিতেছি না। যে কেহ এ সিন্দুক খুলুক না কেন, তার কাছে ইহার চাবী ছিল, আর তার গুপ্তকথাটিও জানা ছিল। চাবী খুলিবার স্থানে একটা আঁচড়ের দাগ লাগিয়াছে বটে, কিন্তু ইহাতে জানা যাইতেছে যে, লোকটা খুব তাড়াতাড়ি সিন্দুক খুলিয়া তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়াছিল; নতুবা চাবীর ঘেঁস্‌ড়ার দাগ এই কুলুপের উপর পড়িত না। দাগটা একবার দেখুন।

ইন্‌স্পেক্টর। তা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। এরূপ অবস্থায় আমি আমার কর্ত্তব্য কাজ করিতে বাধ্য। (রস্তমজীর প্রতি) রস্তমজী, আমি আপনাকে এই চুরি অপরাধে গ্রেপ্তার করিলাম।

রস্তমজী বলিলেন, "আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি নিরপরাধ।"

ইন্‌স্পেক্টর। নিরপরাধ হইলে নিশ্চয়ই মুক্তি পাইবেন। হরমসজী সাহেব, আপনার সহিত আরও দুই-একটি কথা আছে।

হরমসজী। আসুন্, আমার আফিস-গৃহে।

ইন্‌স্পেক্টর। দাদাভাস্কর, আসামী রহিল।

অনন্তর তাঁহারা উভয়ে প্রস্থান করিলেন। দাদাভাস্কর একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া, তন্দ্রার ভাণ করিয়া, চক্ষু মুদিত করিয়া চিন্তামগ্ন হইলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষু রস্তমজীর উপরে ন্যস্ত ছিল।

রস্তমজী একখানা চেয়ারে বসিয়া একটা পেন্‌সিল লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে লাগিলেন। দাদাভাস্করের তীক্ষ্ণদৃষ্টি দেখিল যে, রস্তমজী একখানা কাগজে কয়েকছত্র কি লিখিলেন। লিখিয়া তাড়াতাড়ি মুড়িয়া ফেলিলেন।

এই সময়ে ফ্রামজী আসিয়া বলিলেন, "রস্তমজী, চুরি কে করিল ?"

রস্তমজী বলিলেন, "কেমন করিয়া বলিব, ভাই ?"

দাদাভাস্কর দেখিলেন, রস্তমজী সেই মোড়া কাগজখানি অতি সন্তর্পণে লুক্কায়িতভাবে ফ্রামজীর হাতের ভিতর দিলেন। ফ্রামজী ধীরে ধীরে গিয়া নিজস্থানে বসিলেন।

দাদাভাস্কর ভাবিলেন, "ওঃ ! এর ভিতর অনেক কাণ্ড আছে !"

এই সময়ে ইন্‌স্পেক্টর ফিরিয়া আসিয়া রস্তমজীকে বলিলেন, "আপনার যা কিছু বলিবার আছে,ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বলিতে পারেন—এখন চলুন।"

রস্তমজী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তৎপরে হরমসজীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মহাশয়, এই আপনার চাবী, আপনার খাতাপত্র সব বুঝিয়া লউন। আপনার তহবিলেও কিছু টাকা কম আছে।"

ইন্‌স্পেক্টর। ওঃ ! কেবল চুরি নহে,—তহবিল-তছরূপও আছে।

রস্তমজী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "আমার মাহিনার হিসাবে কিছু অগ্রিম লইয়াছি,—আফিসের অন্যান্য লোকও কিছু কিছু

লইয়াছেন। সকলেরই হিসাব আছে। আমার পাঁচ হাজার টাকা আপনার ব্যাঙ্কে জমা আছে। আমি আমার পাওনা হইতে যদি কিছু বেশি লইয়া থাকি, তবে ঐ টাকা হইতে লইবেন।"

হরমসজী কোন কথা কহিলেন না। ইন্‌স্পেক্টর আসামী লইয়া প্রস্থান করিলেন। রস্তমজীকে সকলেই ভালবাসিতেন, সকলেরই চক্ষে জল আসিল। কেহ কেহ একেবারে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

ফ্রামজী চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আমি জোর করিয়া বলিতেছি, রস্তমজী টাকা চুরি করেন নাই।"

"কি ?" বলিয়া হরমসজী তাঁহার দিকে ফিরিলেন।

ফ্রামজী বলিলেন, "আমি শপথ করিতে পারি, রস্তমজী এ চুরির কিছুই জানেন না।"

"ভগবান্ তাই করুন," এই বলিয়া হরমসজী সত্বর নিজ আফিস-গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি প্রকৃতই রস্তমজীকে বড় ভালবাসিতেন।

সেদিন ব্যাঙ্কের আর কোন কাজ-কর্ম্ম হইল না।

বাহিরে আসিয়া দাদাভাস্কর ইন্‌স্পেক্টরকে বলিলেন, "আমার একটু কাজ আছে, আপনি আসামী লইয়া যান। আমি পরে যাইতেছি।"

তিনি আপত্তি করিলেন না। আসামীকে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

দাদাভাস্কর নিকটস্থ একটা দোকানে গিয়া বসিলেন। মনে মনে বলিলেন, "কেসিয়ার মহাশয়ের গুপ্ত চিঠীখানি চাই। এখানি হস্তগত হইলে এই চুরি রহস্যের একটা-না-একটা দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবেই। কে চুরি করিয়াছে, তাহা যদিও বেশ বুঝিতে পারা গিয়াছে, তবুও চিঠীখানা চাই। লুকান চিঠী ভাল নয়। ফ্রামজী সাহেব এখনই চিঠী বিলি করিবার জন্য বাহির হইবেন। সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জরুরী পত্র নিশ্চয়ই। এই যে ফ্রামজী সাহেবের আবির্ভাব—আর দেরী সহে নাই।"

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

### অদ্ভুত খুন

বলা বাহুল্য, এই অদ্ভুত চুরির ব্যাপার লইয়া বোম্বাই সহরে খুব একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। যেখানে-সেখানে হাটে-বাজারে সর্ব্বত্র এই কথা। লোকে কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া ইহারই আন্দোলন করিতে লাগিল। এই সময়ে আর একটা ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডে সহরবাসীদিগের মস্তক আরও চঞ্চল করিয়া তুলিল।

সেই হত্যাকাণ্ড ও চুরি সংক্রান্ত ব্যাপার "গুজরাটী" পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ;—

"গত মঙ্গলবার রাত্রে দুইটী ভয়াবহ ঘটনা এ সহরে ঘটিয়াছে। আমাদের যতদূর স্মরণ হয়, বোম্বাই সহরে এরূপ ঘটনা বহুকাল ঘটে নাই।

"সোমবার রাত্রে একটার সময় একজন ভাড়াটিয়া গাড়ীর গাড়োয়ান গিরগামের মোড়ের পাহরাওয়ালাকে আহ্বান করে। সে আসিয়া দেখে যে, গাড়ীর ভিতর একজন ভদ্র পার্শীর মৃতদেহ। তখনই পাহারাওয়ালা গাড়ীসুদ্ধ লাস থানায় লইয়া আসে। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, অতিরিক্ত ক্লোরাফর্ম্মে লোকটার মৃত্যু হইয়াছে। প্রকৃতই ক্লোরাফর্ম্মে ভিজান একখানি রুমাল লোকটির মুখের উপর ছিল। ঐ রুমালের এককোণে লেখা, "ফ্রামজী।"

"কোচ্‌ম্যান বলে যে, গ্রাণ্টরোডের মোড়ে একজন পার্শী ভদ্রলোক তাহাকে ডাকিয়া বলেন, 'এই ভদ্রলোক বড় মাতাল হয়েছেন, এঁকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দাও। গিরগামে পৌঁছিলে ইনি বাড়ীর ঠিকানা বলিয়া দিতে পারিবেন।' এই বলিয়া তিনি একজন মদ্যপকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া সত্বরপদে একটা গলির ভিতর প্রবিষ্ট হয়েন; কিন্তু একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলেন, 'না, আমিই একে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতেছি।' এই বলিয়া তিনি গাড়ীতে উঠিয়া বসেন। গাড়ী গিরগামের মোড়ের নিকট আসিলে ইনি গাড়ী থামাইতে বলেন। গাড়ী থামিলে ইনি নামিয়া বলেন, 'ইনি আমার সঙ্গে আর যাইতে চাহেন না। একটু আগে গেলেই এঁর বাড়ী।' এই বলিয়া তিনি সত্বরপদে চলিয়া যান। কোচ্‌ম্যান মোড়ে আসিয়া পাহারাওয়ালাকে ডাকে। তাহার পর মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায়।

"পুলিস তদন্ত করিয়া আরও একজন কোচ্‌ম্যানকে পাইয়াছে। সে বলে যে, রাত্রি প্রায় একটার সময় পূর্ব্বোক্ত কোচ্‌ম্যান যেরূপ বেশযুক্ত পার্শী ভদ্রলোকের কথা বলিয়াছে, ঠিক সেইরূপ একটি লোক গিরগামের গাড়ী দাঁড়াইবার স্থানে আসিয়া তাহাকে কলবাদেবী রোডে লইতে বলে। কোচ্‌ম্যান তাহাকে তথায় পৌঁছিয়া দিয়াছিল।

"মৃতব্যক্তি যে কে, পুলিস প্রথমে কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। এক্ষণে অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, ইঁহার নাম পেষ্টনজী, কলিকাতার কোন ধনাঢ্য সওদাগরের পুত্র। কয়েক মাস হইল, বোম্বে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন।

"ইনি বিখ্যাত ব্যাঙ্কার হরমসজীর নিকট পত্র লইয়া আসিয়াছিলেন। সর্ব্বদাই তাঁহার বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। তাঁহার কন্যার সহিত বিবাহের কথাবার্ত্তাও হইতেছিল।

"হরমসজীর শ্যালিকা-পুত্র মাঞ্চারজী পুলিসের নিকট বলিয়াছেন যে, ঘটনার রাত্রে প্রায় রাত্রি বারটার সময় তিনি হরমসজীর কেসিয়ার রস্তমজীর সহিত পেষ্টনজীকে কথাবার্ত্তা কহিতে দেখিয়াছেন। তিনি তখন ব্যস্ত হইয়া বাসায় যাইতেছিলেন, তাহার পর কি হইয়াছে—জানেন না।

"হরমসজীর বন্ধু ও আত্মীয় বর্জরজী বলিয়াছেন যে, সেই রাত্রে প্রায় বারটার সময় তাঁহার সহিত রস্তমজীর এলফিনষ্টোন সার্কেলের বাগানের সম্মুখে দেখা হইয়াছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, রস্তমজী ব্যস্ত হইয়া গ্রাণ্টরোডের দিকে গিয়াছিলেন।

"পুলিস আরও তদন্তে জানিয়াছেন যে, সেইদিন প্রাতে হরমসজীর একাউণ্টেণ্ট ফ্রামজী, পাট্রিজ্ কোম্পানীর দোকান হইতে এক শিশি ক্লোরাফর্ম্ম কিনিয়াছিলেন। মৃতের মুখের উপর ক্লোরাফর্ম্ম ভিজান যে রুমাল পাওয়া গিয়াছে, সে রুমালের কোণে লেখা, "ফ্রামজী।"

"যে ব্যক্তি সেই রাত্রে গাড়ী করিয়া কলবাদেবী রোডে আসিয়াছিল, সে যে ফ্রামজী, তাহাও প্রমাণ হইয়াছে। তিনি গাড়ী হইতে নামিলে বিটের পাহারাওয়ালা তাঁহাকে সেলাম দিয়াছিল। সে এখন শপথ করিয়া বলিতেছে, যে ব্যক্তি গাড়ী হইতে সে রাত্রে নামিয়াছিল, সে নিশ্চয়ই ফ্রামজী।

"ফ্রামজী পুলিসের নিকট বলিয়াছেন; তিনি সে রাত্রে আদৌ বোম্বে সহরে ছিলেন না। কোথায় ছিলেন, তাহা তিনি কোন ক্রমেই বলিবেন না। আরও বলিয়াছেন যে, মফঃস্বলের একটি ডাক্তার বন্ধু লেখায় তাঁহাকে পাঠাইয়া দিবার জন্য তিনি ক্লোরাফর্ম্ম কিনিয়াছিলেন। যে কোটের পকেটে এই ক্লোরাফর্ম্ম ও রুমাল ছিল, তাহা তাহার পূর্ব্বদিনে তাঁহার বাসা হইতে চুরি গিয়াছে।

"ইহাই ত এই ভয়াবহ লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের বিবরণ। পুলিস এখনও এই হত্যাকাণ্ডের জন্য কাহাকেও ধৃত করেন নাই। সেই রাত্রে হরমসজীর ব্যাঙ্ক হইতেও লাখ টাকা চুরি গিয়াছে। এই চুরির জন্য পুলিস কেসিয়ার রস্তমজীকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। এই চুরির সহিত এই হত্যাকাণ্ডের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা এখন আমরা কিছুই বলিতে পারি না। আমাদের বোম্বের পুলিস দক্ষতার জন্য জগদ্বিখ্যাত; নিশ্চয়ই তাঁহারা এই রহস্য ভেদ করিতে পারিবেন।

"আমরা এ সম্বন্ধে এক্ষণে অধিক আর কিছুই বলিব না। যে অপরাধী, সে নিশ্চয়ই বিচারে সমুচিত দণ্ড পাইবে। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, এরূপ খুন ও চুরি এ সহরে পুলিসের চোখের উপর সম্ভব হইলে, কাহারই আর ধনপ্রাণ নিরাপদ নহে।"

# সপ্তম পরিচ্ছেদ

## গুপ্তপত্র

দাদাভাস্কর ফ্রামজীর প্রতীক্ষায় ছিলেন। ফ্রামজী বাহির হইয়া আসিবামাত্র দাদাভাস্কর তাঁহার নিকটস্থ হইলেন। ফ্রামজী অতি সত্বরপদে যাইতেছিলেন। দাদাভাস্কর দ্রুতপদে নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "মহাশয়, একটু দাঁড়ান।"

চমকিত হইয়া ফ্রামজী ফিরিলেন। দাদা ভাস্কর বলিলেন, "আপনি একটি সংবাদ দিলে আমি বিশেষ বাধিত হইব।"

ফ্রামজী। আমি! কি সংবাদ?

দাদাভাস্কর। আজ্ঞে হাঁ।

ফ্রামজী। আপনাকে ত আমি চিনি না।

দাদাভাস্কর। আপনার স্মরণশক্তি বড় তীক্ষ্ণ নয় দেখিতেছি। আপনি একটু পূর্ব্বেই আমাকে দেখিয়াছিলেন।

ফ্রামজী তখন দাদাভাস্করকে চিনিলেন। পুলিসের লোক তাঁহাকে কি জিজ্ঞাসা করিতে চাহে ভাবিয়া, একটু উদ্বিগ্নও হইলেন; বলিলেন, "কি জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন, বলুন।"

দাদা। রস্তমজী একটু আগে আপনাকে একখানা পত্র দিয়াছিলেন।

ফ্রামজী। আপনার ভুল হইয়াছে—তিনি আমাকে কোন পত্র দেন নাই।

দাদা। দুঃখের বিষয়, আমার প্রায়ই ভুল হয় না। যাহা হউক, আশা করি, আমাকে কঠোর প্রথা অবলম্বন করিতে হইবে না।

ফ্রামজী। হাঁ, রস্তমজী আমাকে একখানা পত্র দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আমি সে পত্র পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছি।

দাদা। কেন আমাকে বৃথা ভুলাইবার চেষ্টা পাইতেছেন, ইহাতে আপনি নিজেই বিপদ্‌গ্রস্ত হইবেন। সে পত্র আপনার পকেটেই আছে, আপনি সেই পত্র যথাস্থানে বিলির জন্য বাহির হইয়াছেন। যাহা হউক, যখন আপনি আমার হাতে পড়িয়াছেন, তখন আপনার দ্বারা সে পত্রের যথাস্থানে পৌঁছিবার আশা বড়ই কম। এখন অনুগ্রহ করিয়া পত্রখানি আমাকে দিন।

ফ্রামজী। প্রাণ থাকিতে নয়।

দাদা। কেন বিপদ্ ডাকিতেছেন? আমার পরামর্শ যদি গ্রহণ করেন, তবে এই চুরির হাঙ্গামার একেবারে তফাতে থাকিবেন। ভাল চাহেন—এখনই পত্রখানি বাহির করিয়া দিন।

ফ্রামজী। কিছুতেই দিব না।

দাদা। তাহা হইলে আমি দুইজন কনেষ্টবল ডাকিতে বাধ্য হইব। তাহারা আপনার দুইখানি হাত ধরিয়া থানায় লইয়া যাইবে। তথায় আপনার পকেট অনুসন্ধান করিলেই পত্রখানি পাইব। তবে কথাটা হইতেছে এই, তাহাতে নিজেকে একটু পরিশ্রম করিতে হইবে, কিছু আপনাকেও অপমানিত হইতে হইবে; বলুন, সেটাই কি আপনি বড় সুবিধাজনক মনে করেন?

ফ্রামজী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমি এখন আপনার হাতে, এই সে পত্র লউন—ইহাতে আপনার কোন কাজই হইবে না।"

দাদাভাস্কর পত্রখানি লইয়া পাঠ করিলেন। তাহাতে এই কয় ছত্রমাত্র লেখা ছিল ;—

"রতন !

যদি আমার উপর এক বিন্দুমাত্রও ভালবাসা থাকে, তবে এই পত্র পাইবামাত্র কোন কথা না বলিয়া, বাড়ীর সমস্ত দ্রব্য লইয়া অন্যত্র উঠিয়া যাইয়ো। যাহাতে কেহ তোমার সন্ধান না পায়, তাহা করিবে। চুরি অপরাধে আমি ধৃত হইয়াছি। আমার কথা রাখ বা না রাখ, সে তোমার ইচ্ছা, কিন্তু ইহা স্থির জানিয়ো, আমার জীবন-মরণ ইহার উপর নির্ভর করিতেছে। ফ্রামজীকে তোমার নূতন ঠিকানা বলিয়ো, তাহা হইলেই আমি জানিতে পারিব।

রস্তমজী।"

পত্রপাঠান্তে ললাট কুঞ্চিত করিয়া দাদাভাস্কর বলিলেন, "না, এ পত্র আমার বিশেষ কাজে আসিবে না। যাহা হউক, আপনাকে আর কষ্ট পাইতে হইবে না, আমিই এ পত্র রতনকে দিব। নিশ্চয়ই রতন রস্তমজীর বিশেষ বন্ধু। তিনি কোথায় থাকেন ?"

ফ্রামজী। কিছুতেই তাহা বলিব না।

দাদা। আমি সে সন্ধান নিজেই লইতে পারিব। ইচ্ছা করিলে এ বিষয়ে আপনি আমার সাহায্য করিতে পারেন। না করেন, আমি রস্তমজীর কোন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলে সে নিশ্চয়ই বলিয়া দিবে। তবে আপনি বলিলে আপনার পক্ষে ভাল হইত ; নতুবা বুঝিব, আপনিও এ চুরির মধ্যে কিছু জড়িত আছেন।

ফ্রামজী কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া রতনের ঠিকানা বলিয়া দিলেন।

দাদাভাস্কর জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বন্ধুটি স্ত্রীলোক না পুরুষ? আমার কথার পরিষ্কার উত্তর দিলে আপনারই উপকার।"

ফ্রামজী। স্ত্রীলোক।

দাদা। ওঃ! তাহা হইলে স্ত্রীলোকও ইহার ভিতরে আছেন। এত ভ্রম আমার! নতুবা এতটা মজা হইবে কেন? তাই বলি, স্ত্রীলোক ব্যতীত সংসারে কোন কাজ হয় কি? যেখানে ফৌজদারী মাম্‌লা—সেইখানেই জলজীয়ন্ত স্ত্রীলোক।

ফ্রামজী। রুস্তমজী এ চুরির কিছুই জানেন না।

দাদা। খুব ভাল কথা, তবে আপনাকে সৎপরামর্শ দিই, আপনি এ বিষয়ে বেশী সংশ্লিষ্ট থাকিবেন না—থাকিলে বিপদে পড়িবেন।

এই বলিয়া দাদা ভাস্কর সত্বরপদে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি ফ্রামজীর নিকট যে ঠিকানা পাইয়াছিলেন, সেইদিকেই দ্রুতপদে চলিলেন।

*　*　*　*　*　*

শীঘ্রই দাদাভাস্কর রতন যে বাড়ীতে থাকিত, তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, বাড়ীটি ছোট বটে, কিন্তু দেখিতে বড়ই সুন্দর। চারিদিকে ক্রোটন ও ফুলের বাগান।

দ্বারে একজন ভৃত্য দণ্ডায়মান ছিল। দাদাভাস্কর তাহাকে সেই পত্রখানি দেখাইয়া বলিলেন, "রুস্তমজী সাহেব এই চিঠী রতন বাঈকে দিতে বলিয়াছেন। তিনি কোথায়?"

ভৃত্য বলিল, "চিঠী আমাকে দিন।"

দাদাভাস্কর বলিলেন, "দিতে হুকুম নাই। নিজের হাতে বিবিকে পত্র দিয়া উত্তর লইতে বলিয়াছেন।"

"তবে দাঁড়ান। বিবিকে খবর দিই," বলিয়া ভৃত্য বাটীর ভিতরে চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে ভিতরে যাইতে ইঙ্গিত করিল। দাদাভাস্কর সত্বর গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

তিনি দেখিলেন, বাড়ীটি অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত। নানা মূল্যবান্ আস্‌বাবে পূর্ণ। প্রাচীরে বড় বড় দর্পণ, সুন্দর সুন্দর ছবি। নিম্নে ভাল ভাল গালিচা ও কার্পেট। যেখানে যেটি দিলে সুন্দর মানায়, সেইখানে সেইটি দিয়া সাজান।

দাদাভাস্কর মনে মনে ভাবিলেন, "রস্তমজী সৌখীন লোক বটে।"

এই সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী একটি দ্বার উন্মুক্ত হইল। দাদাভাস্কর সেইদিকে চাহিলেন। তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন। দেখিলেন, একটি অষ্টাদশবর্ষীয়া অলোকসামান্যা লাবণ্যময়ী যুবতী দণ্ডায়মানা। তিনি সেরূপ অপরূপ সৌন্দর্য্য আর কখনও দেখেন নাই। দেখিলেন, যুবতী সুন্দর গুজরাটী বেশে সজ্জিতা। তাহার পরিহিত সুচিক্কন কারুকার্য্যময় সাড়ীর ভিতর দিয়া তাহার দেহের বর্ণবিভা বিকীর্ণ হইতেছে। তাহার সুকৃষ্ণ কেশদাম স্কন্ধে, পৃষ্ঠে, গুচ্ছে গুচ্ছে লুটাইয়া পড়িয়াছে। তাহার সমুজ্জ্বল আয়ত কৃষ্ণতার নয়নদ্বয়ে চঞ্চলদৃষ্টি—যেন প্রতিক্ষণে বিদ্যুৎ ঝকিতেছে।

দাদাভাস্কর বিস্ময়বিহ্বল হইয়া ক্ষণকাল দুই অতি-বিস্ফারিত-নেত্রে সেই রূপসুধা পান করিতে লাগিলেন।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

### রতন বাঈ

রতন বাঈ মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার এখানে কি প্রয়োজন ?"

দাদাভাস্কর তাহার হাতে রস্তমজীর পত্র দিলেন।

রতন বাঈ পত্রপাঠ করিয়া স্তম্ভিত ও ব্যাকুল হইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল ;—মুখের রক্তরাগ পাণ্ডুর হইয়া গেল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই রতন বাঈ কিছু প্রকৃতিস্থ হইয়া বীণাকণ্ঠে বলিল, "এ সব কি ? চোর বলিয়া ধৃত হইয়াছেন কেন ?"

দাদা। হরমসজীর ব্যাঙ্কের সিন্দুক থেকে লাখ টাকা চুরি গিয়াছে। সেই সিন্দুকের চাবী তাঁহার কাছে, আর হরমসজীর কাছেই থাকিত। উহা খুলিবার গুপ্তকথা কেবল তাঁহারা দুজনেই জানিতেন, সুতরাং টাকা আর কে লইবে ?

রতন। মিথ্যাকথা ! রস্তমজী কখনও টাকা লয়েন নাই।

দাদা। তিনি কিম্বা হরমসজী ভিন্ন আর কে লইবে ?

রতন। তবে হরমসজীই লইয়াছেন—তিনি এখন কোথায় ?

দাদা। যথাস্থানে—হাজতে।

রতন নিকটস্থ একটি আল্‌মারীতে ভর দিয়া দাঁড়াইল ; নতুবা হয় ত সে পড়িয়া যাইত। বহুক্ষণ সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চিন্তিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে কিছু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "আমি এখনই তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইব।"

দাদাভাস্কর বলিলেন, "সেটা কি ভাল হইবে? তিনি আপনাকে লুকাইয়া থাকিতে বলিয়াছেন।"

"কাহারও কথা শুনিব না। রুস্তমজী বিপদে—আর আমি এখনও নিশ্চিন্ত বসিয়া আছি!"

"আপনি গেলে তাঁহাকে আরও বিপদে পড়িতে হইবে।"

"কেন?"

"না হইলে তিনি কেন আপনাকে লুকাইয়া থাকিতে লিখিয়াছেন। আরও লিখিয়াছেন যে, আপনার লুকিয়ে থাকার উপর তাঁহার জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে।"

"কেন তিনি এমন লিখিয়াছেন?"

"ইহা আপনারই বুঝিয়া দেখা উচিত। তিনি আপনার জন্য অনেক টাকা খরচ করিতেন। তাঁহার মাহিনার অপেক্ষা তাঁহার খরচ অনেক বেশী; এ সব টাকা কোথা হইতে আসিত? এখন লোকে যদি আপনার কথা জানিতে পারে, বিচারে যদি এ কথা প্রকাশ পায়, তবে সকলই মনে করিবে, এই সকল খরচ যোগাইবার জন্যই রুস্তমজী ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইয়াছেন।"

রতন বাঈ ব্যগ্রভাবে বলিল, "না—না—না,—তিনি আমার জন্য অনেক খরচ করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার টাকা ছিল। তিনি কখনই পরের টাকা লইতে পারেন না।"

"লোকে আপনাকে দেখে, আর আপনার এই বাড়ী ঘর আস্‌বাব দেখে তা কি বিশ্বাস করিবে?"

"তিনি আমাকে ভালবাসেন না,—তিনি কমলা বাঈকে ভালবাসেন। তিনি দয়া করে আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন,—আমি তাঁহাকে ভালবাসি বলিয়া আমাকে স্থান দিয়াছেন। আমি

না বুঝিয়া তাঁহাকে এত খরচ করাইয়াছি। আমার মরণ হইল না কেন ?”

রতন কাঁদিয়া উঠিল। বহুক্ষণ ধরিয়া, বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। তৎপরে সহসা বলিয়া উঠিল, “হাঁ, আমি তাঁহার এ আদেশ পালন করিব। তিনি যখন আমাকে লুকাইয়া থাকিতে হুকুম দিয়াছেন, তখন আমি নিশ্চয়ই তাহাই থাকিব। কিন্তু আমি কোথায় যাইব, তাহা ত জানি না।”

দাদাভাস্কর বলিলেন, “আমার স্ত্রীর নিকট দিনকতক থাকিতে পারেন। তিনি প্যারেলে থাকেন; সেখানে কেহ আপনার সন্ধান পাইবে না।”

রতন তাঁহার মুখের দিকে চাহিল।

দাদাভাস্কর বলিলেন, “রুস্তমজী আমাকে নিতান্ত বিশ্বাসী না জানিলে আপনার নিকট পাঠাইতেন না।”

“ফ্রামজীকে পাঠাইলেন না কেন ?”

“ফ্রামজী তাঁহার সঙ্গে থানায় গিয়াছেন।”

“এ সব কে দেখিবে ?”

“ফ্রামজী।”

“চলুন, তবে আর দেরী করিবেন না। পুলিস এখনই আসিতে পারে।”

“তা পারে।”

দাদাভাস্কর ভৃত্যকে গাড়ী ডাকিতে আজ্ঞা করিলেন। রতন সত্বর বেশ-বিন্যাস করিয়া, সামান্য কিছু বস্ত্রাদি ও যে টাকা হাতে ছিল, তাহা লইয়া গাড়ীতে আসিয়া উঠিল। ভৃত্যদিগকে বলিল, “আমি শীঘ্র ফিরিব।”

গাড়ী ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে পৌঁছিল। রেলে উঠিয়া দাদাভাস্কর রতনকে লইয়া প্যারেলে আসিলেন। সেখানে তাঁহার স্ত্রীকে রতন বাঈকে বিশেষ যত্নে রাখিতে বলিয়া ও নিজের উদ্দেশ্য জানাইয়া তিনি তখনই আবার বোম্বের দিকে রওনা হইলেন।

দাদাভাস্কর পথে আসিতে আসিতে ভাবিলেন, "যাহা হউক, অন্ততঃ একজন সাক্ষী আমার হস্তগত হইল। দেখা যাক্, কত দূর কি হয়।"

তিনি একখানি গাড়ী লইলেন। সত্বর আসিয়া ফ্রামজীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাকে একপার্শ্বে ডাকিয়া আনিয়া গোপনে বলিলেন, "রুস্তমজীর পত্র রতন বাঈকে দিয়াছি। রতন বাঈ পত্রানুযায়ী কার্য্য করিয়াছে। তখনই সে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।"

ফ্রামজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায়?"

দাদা। তা আমাকে বলে নাই, আপনাকে পত্র লিখিবে, বলিয়াছে।

ফ্রামজী। বাড়ী-ঘর কাহার জিম্মায় রাখিয়া গেল?

দাদা। সেইজন্যই আপনার নিকট আসিয়াছি। তিনি যতদিন না ফিরেন, সে সব আপনাকেই দেখিতে বলিয়া গিয়াছেন। আপনি এখনই সেখানে একবার যান।

ফ্রামজী। এখনই যাইব।

ফ্রামজীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া দাদাভাস্কর পুলিস আফিসের দিকে যাত্রা করিলেন।

## নবম পরিচ্ছেদ

### বেনামী পত্র

ফ্রামজী প্রিয়বন্ধু রুস্তমজীর জন্য বড়ই চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন ছিলেন। যত শীঘ্র সম্ভব, আফিসের কাজ শেষ করিয়া তিনি রতন বাঈএর বাড়ী আসিলেন। সকলই সেইরূপ আছে, কেবল রতন বাঈ নাই। সেই সুন্দরীর অভাবে আজ যেন সেই সুন্দর বাড়ীখানি কি একখানা বিষাদের মেঘে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

তিনি বাড়ীর সমস্ত ঘর একে একে চাবী বন্ধ করিলেন। তৎপরে ভৃত্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ বিবি সাহেব দিন-কয়েক অন্যত্রে গিয়াছেন, রুস্তমজীর নামে যে মিথ্যা নালিশ হইয়াছে, তাহারই জন্য তিনি গিয়াছেন। তোমরা ভাবিয়ো না—খুব সাবধানে থাকিবে।"

তিনি রতন বাঈএর বাড়ীর সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া নিজের বাড়ীর দিকে চলিলেন। বাড়ীর নিকটস্থ হইলে তাঁহাকে একজন পাহারাওয়ালা সেলাম করিল। সহসা তাঁহার পেষ্টনজীর খুনের কথা ও গুজরাটী কাগজের বর্ণনা মনে পড়িল, তিনি দাঁড়াইলেন।

এই পাহারাওয়ালাকে তিনি বিশেষ চিনিতেন। বিটের পাহারা-ওয়ালা বলিয়া, মধ্যে মধ্যে বক্‌শিস দিতেন। সে-ও তাঁহাকে দেখিলেই সেলাম দিত। তিনি তাহাকে বলিলেন, "তুমি বলিয়াছ, পেষ্টনজীর খুনের রাত্রে আমাকে গাড়ী থেকে এখানে নামিতে দেখিয়াছ। ঠিক মনে করে দেখ দেখি—সে আমি কিনা?"

পাহারাওয়ালা উত্তর করিল, "না, ঘুমচোখ ছিল, তবে আপনি যে রকম কোট পাগ্‌ড়ী পরেন, তারও তাই পরা ছিল।"

"এখান থেকে আমার বাড়ী দেখা যায়। তুমি কি দেখেছিলে যে, তিনি আমার বাড়ীতে প্রবেশ করেছিলেন?"

"এখন মনে পড়েছে, সে লোকটি আপনার বাড়ীতে যায় নাই; একটু আগে গিয়াই একটা গলির ভিতরে যায়। আমি মনে করেছিলাম——"

"তার পর আর তাকে দেখেছিলে?"

"না।"

"খুব ভাল করে ভেবে দেখ দেখি, সে লোকটি কি আমার চেয়ে লম্বা না ছোট?"

"এখন মনে পড়্‌ছে, তিনি আপনার চেয়ে অনেক বেশী লম্বা। হাঁ, বেশ মনে পড়্‌ছে, তখনই মনে হয়েছিল, যেন তিনি একটা ছোট কোট গায়ে দিয়েছেন।"

"এই কথা তোমাদের বড় সাহেবকে আজই জানাইতে ভুলিয়ো না।" বলিয়া ফ্রামজী নিজ গৃহাভিমুখে দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। বাড়ীতে আসিয়া দেখিলেন, রেজিষ্টারী ডাকে তাঁহার জন্য একটি ছোট বাক্স আসিয়াছে; কে পাঠাইয়াছে, কোথা হইতে পাঠাইয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য তিনি সেই বাক্সটি উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া বারংবার দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, কোলাবা ডাকঘরের মোহর আছে।

তিনি বাক্সটি খুলিয়া দেখিলেন, বাক্সটি নোটে পূর্ণ। নোটগুলি বাহির করিয়া দেখিলেন, সবগুলিই দশ টাকার। গণিয়া দেখিলেন, পাঁচ হাজার টাকার নোট।

বাক্সের ভিতর একখানি পত্র ছিল। তিনি পাঠ করিলেন ;—

"ফ্রামজী সাহেব,

আপনি রস্তমজীর বিশেষ বন্ধু। তাহাই আপনার নিকট এই পাঁচ হাজার টাকা পাঠাইলাম। তাঁহার মোকদ্দমা চালাইবার টাকা নাই। তাঁহার বিশেষ শুভানুধ্যায়ীর নিকট হইতে ইহা যাইতেছে, বলিয়া গ্রহণ করিবেন। তিনি নির্দ্দোষ, এই টাকায় ভাল উকীল কৌন্সিলী দিয়া তাঁহাকে খালাস করিবেন। আপনাকে বিশেষ করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন।

রস্তমজীর জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষী।"

ফ্রামজী ভাবিলেন, "এ টাকা কে পাঠাইল ? রস্তমজীর যে যেখানে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব আছেন, তাহা আমি সব জানি। আমি জানি না, এমন আর কে আছেন ? আমার ত এমন কারও নাম এখন মনে পড়ে না। তবে হয় ত হরমসজীর এখন অনুতাপ হইয়াছে। তিনিই এ টাকা লইয়াছেন, নতুবা আর কেহই লইতে পারে না। আর কাহার লইবার সাধ্যও নাই। এখন একজন নিরপরাধ লোক জেলে যায় দেখিয়া অনুতাপ হইয়াছে, হয় ত তাহাই তাঁহার উকীল কৌন্সিলীর খরচের জন্য এই টাকা বেনামী করিয়া পাঠাইয়াছেন। যাহাই হউক, যখন এ টাকা আর ফেরৎ দিবার উপায় নাই, তখন এ টাকায় আমি নিশ্চয়ই রস্তমজীকে খালাস করিতে পারিব। পাপীর টাকায় পুণ্যের জয় হইবে।

* * * * * *

ফ্রামজী সেই রাত্রেই বোম্বের একজন বিখ্যাত উকীলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "মোকদ্দমা যে খুব কঠিন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ দুইজন ব্যতীত

সিন্দুক অপর কাহারই খুলিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। তাহা হইলে, টাকা হয় হরমসজী, না হয় রস্তমজী লইয়াছেন। হরমসজীর বিরুদ্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।"

ফ্রামজী বলিলেন, "রস্তমজীর বিরুদ্ধেই বা কি আছে?"

উকীল বলিলেন, "যথেষ্ট—রস্তমজীর একটি রক্ষিতা স্ত্রীলোক আছে। তিনি তাহার জন্য জলের মত অর্থ ব্যয় করিয়া আসিতেছেন। ইহার উপর তাঁহার জুয়াখেলা আছে,—মদও আছে,—তিনি যাহা মাহিনা পান, তাহাতে তাঁহার এত খরচ কোন ক্রমেই চলিতে পারে না।"

ফ্রামজী বলিলেন, "আমি জানি, তিনি কোম্পানীর কাগজের কেনা-বেচায় অনেক টাকা পাইয়াছিলেন।"

উকীল বলিলেন, "প্রমাণ করা শক্ত, জুরীরা স্বভাবতই মনে করিবে যে, এইরূপ দুই হাতে খরচ করায় রস্তমজীর নিতান্তই টাকার টানাটানি হইয়াছিল, টানাটানিতে অনেকে যাহা করে, তিনিও তাহাই করিয়াছিলেন। নিতান্ত দায়ে পড়িয়া সিন্দুক হইতে টাকা লইয়াছেন। যাহাই হউক, বিশেষ চেষ্টা করিয়া দেখা যাইবে। একেবারে যে কোন আশা নাই, এমন কথা বলি না।"

নিতান্ত বিষণ্ণচিত্তে ফ্রামজী গৃহে ফিরিলেন। সে রাত্রে রতন বাঈএর কোন সংবাদ পাইলেন না।

## দশম পরিচ্ছেদ

### আবার বেনামী পত্র

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে দাদাভাস্কর গৃহে ফিরিলেন। স্ত্রীকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু সন্দেহ করে নাই ত?"

স্ত্রী। না।

দাদা। কোন অযত্ন হয় নাই ত? খুব খুসী আছে ত?

স্ত্রী। হাঁ।

দাদা। এখন কোথায়?

স্ত্রী। সমস্ত দিন ছট্‌ফট্ কর্‌ছে। এক মিনিট এক জায়গায় স্থির থাক্‌তে পার্‌ছে না। এখন একটু ঐ দিকে বেড়াচ্ছে। আহা, বাছা বড় কষ্ট পাচ্ছে।

দাদা। ওর ভালর জন্যই চেষ্টা পাওয়া যাচ্ছে। তাতে আর কষ্ট না পেলে চল্‌বে কেন?

স্ত্রী। ভাল কথা মনে পড়েছে। একখানা চিঠী আমাকে ডাকে দিতে দিয়েছিল, কিন্তু তোমাকে দেখাব বলে দিই নাই। ভাল করি নাই কি?

দাদা। বেশ বুদ্ধিমতীর কাজই করেছ। কই দেখি?

গৃহিণী পত্রখানি স্বামীর হস্তে দিলেন। দাদাভাস্কর তাহা তাড়াতাড়ি খুলিয়া পাঠ করিলেন;—

"শ্রদ্ধাস্পদ বর্জরজী সাহেব,

রস্তমজীর বিপদের কথা আপনি নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন। আপনাদের উভয়ে বাহিরে বন্ধুত্ব থাকিলেও ভিতরে ভিতরে যে বিরোধ ভাব আছে, তাহা আমি জানি। যাহাই হউক, আপনার টাকার অভাব নাই। আশা করি, আপনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া রস্তমজীকে এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবেন।

যদি না করেন, তবে নিশ্চয় জানিবেন, আপনার সহিত সেদিন মাঞ্চারজীর যে কথোপকথন হইয়াছিল, আমি অপর ঘর হইতে সব শুনিতে পাইয়াছিলাম, এখন তাহা সকলকে প্রকাশ করিয়া দিব।

আমি এখন কোথায় আছি, আপনাকে জানাইতে পারিলাম না। তাহা শুনিবার আপনার কোন প্রয়োজনও নাই।

রতন বাঈ।"

দাদাভাস্কর পত্রখানি আবার পূর্ব্ববৎ আঁটিয়া বলিলেন, "দেখিতেছি, ইহার ভিতর অনেক ব্যাপার আছে। যত সহজ ভাবিয়াছিলাম, তত সহজ নহে।"

এই সময়ে রতন বাঈ সেখানে আসিয়া পড়িল। তাহার হস্তে একখানি পত্র। রতন বাঈ বলিল, "এই পত্র একটি ছেলে আমার হাতে দিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।"

দাদাভাস্কর বলিলেন, "পত্রখানি কি দেখিতে পারি?"

রতন বাঈ পত্রখানি তাঁহার সম্মুখে ফেলিয়া দিল। দাদাভাস্কর পড়িলেন;—

"আমি রস্তমজীর বিশেষ বন্ধু। তাঁহারই জন্য আপনার সহিত গোপনে দুই-একটি কথা বলা আবশ্যক। পাছে অন্যত্র দেখা করিতে আপনি ইতস্ততঃ করেন বলিয়া, আমি প্রকাশ্য স্থানই স্থির করিলাম।

রাত্রি নয়টার সময় প্যারেল ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে আমি থাকিব। সেই-খানে আসিলেই আমার সঙ্গে দেখা হইবে।"

দাদাভাস্কর পত্র পাঠ করিয়া বলিলেন, "আপনি কি যাইবেন?"

রতন। নিশ্চয়।

দাদা। আপনার ইহাতে বিপদ্ ঘটিতে পারে।

রতন। আর আমার বিপদাপদ কি আছে! আর আমার কিছু-তেই ভয় নাই। নয়টা বাজে।

এই বলিয়া সে মুহূর্ত্তমধ্যে বাহির হইয়া গেল।

দাদাভাস্কর লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। স্ত্রীকে বলিলেন, "এ ছুঁড়ীটা বদ্ধ পাগল—শীঘ্র আমার কাপড় দাও।"

তিনিও শীঘ্র একটা ছদ্মবেশ পরিয়া বাহির হইয়া গেলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, রতন বাঈ প্যারেল ষ্টেশনে প্রবিষ্ট হইল। তিনিও দূরে থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

তিনি দেখিলেন, একটি মোটা পার্শী ভদ্রলোক একখানা বেঞ্চের উপর বসিয়া আছেন। রতন বাঈকে দেখিয়া তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রতন বাঈ তাঁহার নিকটস্থ হইল। দাদাভাস্কর নিকটে অন্ধকারে লুক্কায়িত হইলেন।

পার্শী ভদ্রলোকটি রতনকে কি বলিলেন। তখন উভয়ে সেই বেঞ্চের উপর উপবিষ্ট হইলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ দাদাভাস্কর তাঁহাদের কোন কথা শুনিতে পাইলেন না। তিনি মনে মনে বলিলেন, "আমি কি গাধা, আরও কাছে যাওয়া দরকার ছিল।"

বহুক্ষণ ধরিয়া উভয়ের কথোপকথন হইল। তৎপরে উভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। উভয়ে ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া একখানা গাড়ীতে উঠি-লেন। দাদাভাস্কর বলিলেন, "এইবার সব বিষ্কেই টের পাওয়া যাইবে।"

গাড়ী চলিল। দাদাভাস্কর নিঃশব্দে আসিয়া গাড়ীর পিছনে উঠিলেন। মনে মনে বলিলেন, "এখন যত ইচ্ছা জোরে হাঁকাও।"

ক্রমে গাড়ী বহুদূর আসিয়া একটা বাড়ীর সম্মুখে থামিল। দাদাভাস্কর সত্বর নামিয়া অন্ধকারে লুকাইলেন। দেখিলেন, কোচ্‌ম্যান লম্ফ দিয়া নীচে নামিল। কিন্তু তিনি পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করিলেন, তবুও কেহ গাড়ী হইতে নামিল না। তখন তিনি ব্যাপার কি দেখিবার জন্য ধীরে ধীরে শুঁড়ি মারিয়া গাড়ীর নিকটস্থ হইলেন। অতি সন্তর্পণে গাড়ীর ভিতর উঁকি মারিয়া দেখিলেন। হা অদৃষ্ট! এ কি! গাড়ীর ভিতরে জনপ্রাণী নাই। তিনি মনে মনে বলিলেন, "শেষে দাদাভাস্করকেও গাধা বানাইল? আমার চোখে ধূলা দিল! নিশ্চয়ই এই গাড়ীর ভিতর এক দ্বার দিয়া উঠিয়া, কখন অন্য দ্বার দিয়া নামিয়া গিয়াছে।"

তিনি ভাবিলেন, কোচ্‌ম্যানকে দুই-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। কিন্তু সে তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া এমনই কুৎসিত ভাবে তাঁহাকে গালি দিয়া উঠিল যে, তিনি দুই পদ সরিয়া দাঁড়াইলেন। সে ঘোড়াকে চাবুক লাগাইয়া তীরবেগে অন্তর্দ্ধান হইয়া গেল।

বহুক্ষণ দাদাভাস্কর হতবুদ্ধি হইয়া তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন। আর এখানে দাঁড়াইয়া থাকা বৃথা ভাবিয়া তিনি ধীরে ধীরে গৃহের দিকে ফিরিলেন। ভাবিলেন, "এ নিশ্চয়ই ফ্রামজীর কাজ।"

---

দাদাভাস্কর বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, রতন বাঈ ফিরে নাই। তখন তিনি বুঝিলেন, রতন বাঈ তাঁহার হাত হইতে পলাইয়াছে। তিনি নিতান্তই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। ভাবিলেন, "হরমসজী যে রকম লোক, সে-ও রতন বাঈকে হাত করিতে পারে। সে ছেলেমানুষ বই ত নয়। যাহা হউক, কাল ইহার বিশেষ তদন্ত করিতে হইবে।"

# একাদশ পরিচ্ছেদ

## কৃষ্ণজী বলবন্ত কীর্ত্তিকর

পরদিবস প্রাতেই পুলিস-আফিস হইতে দাদাভাস্করকে ডাক পড়িল। তিনি সত্বর বেশ-বিন্যাস করিয়া রওনা হইলেন।

তিনি আফিসে প্রবিষ্ট হইলে তাঁহারই ন্যায় একজন ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যে তোমায় খুঁজ্‌ছেন—শীঘ্র যাও।"

দাদাভাস্কর সত্বরপদে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আফিস-ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেই গৃহে একখানি বৃহৎ টেবিলের সম্মুখে একজন অর্দ্ধপক্ক কেশ মারাঠী ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। তাঁহার সোনার চশমার পশ্চাৎ হইতে তাঁহার চক্ষু দুইটি তারার মত জ্বলিতেছে। ইনিই বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কৃষ্ণজী বলবন্ত কীর্ত্তিকর।

দাদাভাস্কর তাঁহাকে সসম্ভ্রমে সেলাম করিলে তিনি বলিলেন, "ব্যাঙ্ক চুরি কেসের কতদূর কি করিলে হে? আজই যে রিপোর্ট দেওয়া চাই। আমাদের দোষে আসামী বেচারা হাজতে পচিতে পারে না।"

দাদাভাস্কর মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "এখন মাষ্টার—এখন——"

কীর্ত্তিকর গম্ভীরভাবে বলিলেন, "জানি, এখনও তুমি কিছুই করিতে পার নাই, বরং সমস্ত গণ্ডগোল করিয়াছ।"

দাদাভাস্কর বিনীতভাবে অত্যন্ত সংকোচের সহিত বলিলেন, "মাষ্টার,

আমার এ বিষয়ে তত দোষ নাই। আমি প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেছি। ঐ ব্যাপারের কোন একটা সূত্র নাই।"

কীর্ত্তিকর রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তুমি একটি প্রকাণ্ড গাধা। কেন? ইহার প্রধান সূত্রই ত তুমি প্রথম দিনেই লক্ষ্য করিয়াছিলে? বুদ্ধি থাকিলে দোষীকে এতদ্দিনে ধরিতে পারিতে।"

দাদাভাস্কর ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "কি সূত্র আপনি বলিতেছেন?"

কীর্ত্তিকর বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, "কেন? হরমসজীর চাবীতে কি রস্তমজীর চাবীতে সিন্দুক খোলা হইয়াছিল, তাহা তুমি ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই জানিতে পারিতে।"

দাদাভাস্কর বলিলেন, "কেমন করে?"

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "মনে আছে, সিন্দুকের তালার উপর রঙের ধেঁসড়া দাগ দেখেছিলে?"

দাদাভাস্কর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "হাঁ।"

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "যে চাবীতে সিন্দুক খোলা হইয়াছিল, নিশ্চয়ই তার মুখে একটু-না-একটু রং লেগে থাকা সম্ভব, তখনই তোমার দুই চাবীই দেখা উচিত ছিল। তোমার মত এমন চেপে চোখ বুঝে থাকলে সূত্র ত দূরের কথা—খুব মোটা রজ্জুও দেখিতে পাওয়া যায় না।"

দাদাভাস্কর বলিলেন, "হাঁ, এখন বুঝেছি।"

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "এই দাগেই চোর ধরা পড়িবে। ইহাতেই আমি তাহাকে ধরিব।"

দাদাভাস্কর বলিলেন, "আপনিও তাহা হইলে এ মোকদ্দমার তদন্ত করিতেছেন?"

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "হাঁ, কিছু কিছু, কিন্তু ভার তোমার উপর আছে, যাহা হউক, তুমি যাহা সন্ধান লইয়াছ, সমস্ত আমাকে বল।"

দাদাভাস্কর যাহা যাহা করিয়াছিলেন, সমস্তই বলিলেন। কেবল রতন বাঈ তাঁহার চোখে কিরূপে ধূলা দিয়াছিল, তিরস্কারের ভয়ে তাহাই কেবল বলিতে সাহস করিলেন না।

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "দাদাভাস্কর, তুমি একটা কথা ভুলিয়া যাইতেছ। কতদূর তুমি সেই খালি গাড়ীর পিছনে পিছনে গিয়াছিলে?"

দাদাভাস্কর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কীর্ত্তিকরের মুখের দিকে চাহিলেন; সবিস্ময়ে বলিলেন, "মাষ্টার, তাও আপনি জানেন?"

কীর্ত্তিকর মৃদুহাস্যে বলিলেন, "আমি সব খবর রাখি হে—সব খবর রাখি! আমার কাছে কোন কথা গোপন করিবার চেষ্টা করিয়ো না।"

দাদাভাস্কর বলিলেন, "ওঃ! এখন বুঝেছি, আপনিই সেই মোটা পার্শী—কিন্তু এমন মোটা হইলেন কি করে? আপনাকে আমিও চিনিতে পারি নাই।"

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "এখনও ছদ্মবেশ কাকে বলে, তুমি তা জানিতে পার নাই। চোখ আর ঠোঁটের ভঙ্গী বদ্‌লাইতে না পারিলে কেহই ছদ্মবেশ ধরিতে পারে না।"

দাদা। তা হইলে রতন বাঈ আপনাকে সব বলেছে?

কীর্ত্তি। হাঁ।

দাদা। তবে আপনি জানেন, সে এখন কোথায় আছে।

কীর্ত্তি। জানি। সে এখনও আমার হাতে আছে, আমার পরামর্শ মত কাজ কর্‌ছে।

দাদা। তা হইলে আমার আর কি কর্‌বার আছে?

কীর্ত্তি। অনেক আছে—ব্যস্ত হইয়ো না।

দাদা। আপনি কি তবে চোর কে, তা জানিতে পারিয়াছেন?

কীর্ত্তি। তা ঠিক এখনও বলিতে পারি না। তবে এই পর্য্যন্ত

বলিতে পারি, হরমসজী বা রস্তমজী এ দুজনের মধ্যে কেহই টাকা চুরি করেন নাই। এ দিকে এস।

দাদাভাস্কর সম্মুখে সরিয়া দাঁড়াইলেন। কীর্ত্তিকর তাঁহার সম্মুখে একখানি বড় ফটোগ্রাফ রাখিয়া বলিলেন, "এ ফটোগ্রাফ কিসের দেখিতে পাইতেছ ?"

"হাঁ, এ দেখিতেছি সেই সিন্দুকের তালার ফটোগ্রাফ।"

"এই সেই দাগ দেখিতেছ। চাবীর স্থান হইতে ইহা নীচের দিকে গিয়াছে ; ভাল করে দেখ, এটা বাম দিক্ হইতে ডান দিকে গিয়াছে।"

"তাহা এখন বেশ স্পষ্ট দেখিতেছি।"

"তুমি স্বভাবতই মনে করিয়াছিলে, যে লোক টাকা লইয়াছে, সিন্দুক খুলিবার সময় তাহারই চাবীতে এই দাগ হইয়াছিল। ভাল কথা, আমি এই একটা তালা ঠিক সেই রকম গ্রীণ রংএর পাইয়াছি। এই চাবী, দেখ দেখি, দাগ পড়ে কি না ?" বলিয়া কীর্ত্তিকর বাক্সের ভিতর হইতে একটা সবুজ রং মাখান তালা বাহির করিলেন।

দাদাভাস্কর চাবী দিয়া সেই তালায় দাগ করিবার চেষ্টা পাইয়া বলিলেন, "এ রং ভারি শক্ত, সহজে দাগ পড়ে না।"

"সে তালার রং আরও শক্ত ছিল, সুতরাং চোরের কম্পিত হস্তে চাবী সরিয়া পড়িয়া এ দাগ হইতে পারে না।"

"এখন বুঝিতেছি, নিশ্চয়ই এ দাগ হইতে খুব জোর লাগিয়াছিল।"

"হাঁ, খুব জোর না লাগিলে এরূপ দাগ পড়া সম্ভব নহে। তবে দাগটি কিরূপে পড়িয়াছে, সে বিষয়ে তোমার কি মনে হয় ?"

"মাষ্টার মহাশয়, আপনার কথা শুনে আমার মাথার ভিতরে ভয়ানক গোলমাল বাঁধিয়া গিয়াছে, কিছুই ভাল বুঝিতে পারিতেছি না।"

"তবে দেখ।"

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

### মুক্তির উপায়

কীর্ত্তিকর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দরজার কড়ায় সেই গ্রীণ রঙের তালাটা লাগাইয়া দিয়া দাদাভাস্করকে বলিলেন, "এই দরজার নিকট এস। মনে কর, আমি এই দরজা এই চাবী দিয়া খুলিতে চাই, আর তুমি আমাকে কোন মতে দরজা খুলিতে দিবে না। এই আমি চাবী লাগাইতে উদ্যত হইলাম, তুমি এখন কি করিবে ?"

দাদাভাস্কর বলিলেন, "আমি আপনার হাত ধরিয়া টানিয়া নিজের দিকে আনিব।"

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "ঠিক কথা। আমি এই চাবী লাগাইতেছি, তুমি আমার হাত ধরিয়া বাধা দাও।"

কীর্ত্তিকর চাবী লাগাইতে উদ্যত হইলেন। দাদাভাস্কর তাঁহার হাত ধরিয়া বল প্রয়োগে বাধা দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; অমনি সেই তালাতে চাবীর একটা দাগ পড়িয়া গেল। যেমনি দাগ পড়া—অমনি দাদাভাস্করের একটি অত্যুচ্চ লম্ফ প্রদান—যেন স্বর্গ হস্তগত হইল।

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "দেখ দেখি এখন, সিন্দুকে ঠিক এমনই ধরণের একটা দাগ পড়িয়াছিল কিনা ?"

দাদাভাস্কর উৎসাহের সহিত বলিলেন, "তাই ত—ঠিক ত !"

"এখন কিছু বুঝিতে পার ?"

"এখন গাধাও বুঝিতে পারে।"

"কি বুঝিলে ?"

"স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। চুরির সময় দুজন ছিল। একজন চাবী খুলিতে চেষ্টা পাইতেছিল, আর একজন বাধা দিতেছিল। তা হলে আমি যাহা মনে করিয়াছিলাম, তাহাই ঠিক ; রস্তমজী চুরি করে নাই। রস্তমজী ইচ্ছা করিলেই যখন-তখন সিন্দুক খুলিতে পারিত, সুতরাং সে কেন আর একজনকে লইয়া চুরি করিতে যাইবে। সে বাধা দিতে পারে, কিন্তু তাহাই বা কিরূপে হইবে ?"

"সংসারে সবই সম্ভব। মনে কর, তাহার প্রিয়বন্ধু ফ্রামজী চুরি করিতে যাইতেছিল, সে বাধা দিয়াছিল।"

"খুব সম্ভব। আপনি কি তবে ফ্রামজীকেই চোর মনে করেন ?"

"আমি এখন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই—এখন ঠিক করিয়া কিছুই বলিতে পারি না।"

"কিন্তু রস্তমজী এবং হরমসজী ভিন্ন আর কেহ গুপ্তকথা জানিত না। রস্তমজী যদি টাকা না লইয়া থাকে, তবে হরমসজী নিশ্চয়ই লইয়াছেন।"

"যে কারণে রস্তমজীর উপর সন্দেহের কারণ নাই, সেই কারণে হরমসজীর উপরও নাই। তিনি যখন ইচ্ছা, তখনই সিন্দুক খুলিতে পারিতেন। এত গোপনে খুলিবার প্রয়োজন কি ? তাহার টাকা তিনি লইবেন, তাহাতে কে প্রতিবন্ধক দিতে যাইবে ?"

"তাও ঠিক কথা। তবে কে চুরি করিল ?"

সুতরাং তৃতীয় ব্যক্তি চুরি করিয়াছে। এই তৃতীয় ব্যক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করাই আমাদের কাজ।"

"আপনি কি অনুমান করেন ? বাড়ীর ভিতরের সিঁড়ী দিয়া ক্যাস-ঘরে আসা যায়, চোর ভিতরের সেই সিঁড়ী দিয়াই কি আসিয়াছিল ?"

"সম্ভব।"

"কি ভয়ানক! তবে কি আপনি মনে করেন যে, হরমসজীর স্ত্রী বা কন্যা এই টাকা লইয়াছেন ?"

"আমি এখন কিছুই মনে করি নাই। সন্ধানে থাক, আমিও আছি। শীঘ্র চোর ধরা পড়িবে।"

"আমাকে কি করিতে বলেন ?"

"পরে বলিয়া দিব। এখন তোমার রিপোর্ট কমিশনার সাহেবের কাছে নিজেই লইয়া যাও। যদি তিনি কোন কথা বলেন, সব বুঝাইয়া দিয়ো। নিরপরাধ লোককে জেলে ফেলিয়া রাখা উচিত নহে।"

"আমি এখনই যাইতেছি।"

"কমিশনার সাহেব একেবারে রস্তমজীকে ছাড়িবেন না। বোধ হয়, তাঁহার পাঁচ হাজার টাকার জামিন চাহিবেন। তাহা হইলে তুমি হরমসজীকে রস্তমজীর জামিন হইতে বলিবে। দেখ, তিনি কি বলেন।"

"তিনি জামিন হইতে নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন না।"

"আমার বিশ্বাস—হইবেন।"

"মাষ্টার, আপনার অপেক্ষা অধিক কে বুঝিবে ?"

---

দাদাভাস্কর সমস্ত কথা রিপোর্টে লিখিয়া স্বয়ং কমিশনার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি সকল কথা শুনিয়া বুঝিলেন যে, প্রকৃতই এরূপ অবস্থায় রস্তমজীর চুরি করা সম্ভব নহে। তবে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রমাণও অনেক আছে; কিন্তু যখন সন্দেহ আছে, তখন তাঁহাকে আর হাজতে রাখা ঠিক নহে।

কীর্ত্তিকর যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই হইল। কমিশনার সাহেব পাঁচ হাজার টাকার জামিনে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হুকুম দিলেন। হুকুম শুনিয়া দাদাভাস্কর চিন্তিত মনে হরমসজীর বাড়ীর দিকে চলিলেন।

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

### রাজা বাঈ

দাদাভাস্করের বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিল না যে, হরমসজী, রুস্তমজীর জামিন হইবেন। তবুও সর্দ্দারের হুকুমে তিনি তাঁহার সহিত দেখা করিতে চলিলেন। ব্যাঙ্কে আসিয়া দেখিলেন, হরমসজী সেখানে নাই। দাদাভাস্করকে আসিতে দেখিয়া ফ্রামজী সত্বর তাঁহার নিকট আসিয়া সাদর-সম্ভাষণ করিলেন। দাদাভাস্কর জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরমসজী সাহেব কোথায়?"

ফ্রামজী। তিনি এখনও আফিসে আসেন নাই। উপরে নিজের বৈঠকখানায় আছেন। কেহ আসিলে সেইখানেই তাঁহাকে সংবাদ দিতে আজ্ঞা করিয়াছেন।

দাদা। তবে তাই সংবাদ দিন।

ফ্রামজী। নূতন কিছু সংবাদ আছে কি? শুনিতে পাই না?

দাদা। নিশ্চয়, আমরা প্রমাণ পাইয়াছি যে, রুস্তমজী টাকা চুরি করেন নাই।

ফ্রামজী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "আমি ত আগেই আপনাকে এ কথা বলিয়াছিলাম।"

দাদাভাস্কর মনে মনে বলিলেন, "ভায়া, তুমি সহসা এত আহ্লাদ প্রকাশ করো না।"

তাঁহার কথা শুনিয়া ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারিগণ আসিয়া দাদাভাস্করকে

ঘেরিলেন। সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "তিনি কি খালাস পাইয়াছেন?"

দাদা। এখনও পান নাই—হুকুম হইয়াছে। পাঁচ হাজার টাকার জামিনে খালাসের হুকুম হইয়াছে। সেইজন্য হরমসজী সাহেবের নিকট আসিয়াছি; যদি তিনি জামিন হন।

ফ্রামজী। তিনি কি হইবেন?

দাদা। দেখা যাক জিজ্ঞাসা করে; নতুবা আর কে হতে পারে?

ফ্রামজী। জামিন না পাওয়া যায়, টাকা জমা দিলে হতে পারে?

দাদা। নিশ্চয়।

তখন ব্যাঙ্কের সমস্ত কর্ম্মচারী একবাক্যে বলিলেন, "আমাদের যাহার যাহা সঞ্চিত আছে, সকলেই রস্তমজীর খালাসের জন্য জমা রাখিতে প্রস্তুত আছি।"

দাদা। দেখা যাক, একবার হরমসজী সাহেবকে সংবাদ দিন।

উপরে সংবাদ দেওয়া হইল। হরমসজী দাদাভাস্করকে উপরে পাঠাইয়া দিতে বলিলেন।

দাদাভাস্কর প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলে হরমসজী তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। তৎপরে বলিলেন, "আর কিছু কি অনুসন্ধানের জন্য আসিয়াছেন?"

"না, তা ঠিক নয়। তবে আমরা প্রমাণ পাইয়াছি যে, রস্তমজী আপনার টাকা চুরি করেন নাই।"

"তবে কে চুরি করিয়াছে?"

"তা এখনও বলিতে পারি না।"

"তবে কাহাকে সন্দেহ করেন?"

"এখন কাহাকেও নয়।"

"চোর ধরা ত চাই।"

"নিশ্চয়ই ধরা পড়িবে।"

"আপনারা তবে রস্তমজীকে ছাড়িয়া দিয়াছেন ?"

"এখনও দিই নাই, সেইজন্যই আপনার নিকট আসিয়াছি।"

"কেন ?"

"পাঁচ হাজার টাকা জামিনে তাঁহার খালাসের হুকুম হইয়াছে তাঁহার জামিন হন, এমন লোক এখানে কেহ নাই। আপনি তাঁহার জামিন হইবেন কি না, তাহাই জানিতে আসিয়াছি।"

"আমি !"

"কেন নয় ? যখন তিনি আপনার টাকা চুরি করেন নাই, তখন আপনারই জামিন হওয়া কর্ত্তব্য।"

"কখনও নয়—তাহার উপর আমার আর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নাই।"

"তিনি চুরি করেন নাই, তবুও নয়।"

"আপনার এ অনুরোধ অন্যায়। আর কোন কথা আছে ?"

"না," বলিয়া দাদাভাস্কর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এই সময়ে সহসা পার্শ্বের দরজা খুলিয়া গেল। রাজা বাঈ স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া অতি ব্যাকুলস্বরে বলিলেন, "তুমি জামিন হও।"

হরমসজী অত্যন্ত বিস্মিতভাবে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য ! আমি ? কখনও নয়—তুমি এ সব ব্যাপারের কি বুঝ ?"

রাজা বাঈ বলিলেন, "আমি পুনঃপুনঃ বলিয়াছি যে, রস্তমজী টাকা চুরি করে নাই; তথাপি আমার কথা বিশ্বাস হয় না। সে নিরপরাধ,—তুমি তার জামিন না হইলে কে হইবে ?"

"এ সব বিষয় তুমি কিছু বুঝিবে না—যাও।"

"তুমি সম্মত না হইলে আমি যাইব না,—কিছুতেই যাইব না।"

"বিরক্ত করিয়ো না।"

রাজা বাঈ সহসা স্বামীর পদপ্রান্তে জানু পাতিয়া বসিয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "তোমাকে আমি কখনও এরূপভাবে কিছুর জন্য অনুরোধ করি নাই। এত জেদও করি নাই, আজ আমার অনুরোধ রাখ।"

হরমসজী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "একেবারে কাণ্ড-জ্ঞান হারাইলে! দেখিতেছ না, এখানে একজন অপর লোক রহিয়াছে?"

এই বলিয়া তিনি রাজা বাঈএর হাত ধরিয়া তুলিলেন। রাজা বাঈএর দুই চক্ষু দিয়া জলধারা বহিতেছিল। হরমসজী তাহার হাত ধরিয়া অন্য গৃহে গেলেন।

দাদাভাস্কর মনে মনে বলিলেন, "এই চুরি সংবাদ আমার গুরু কীর্ত্তিকর মহাশয় যাহা জানেন না, তাহা এই ভদ্র মহিলা অবগত আছেন। এ কথা যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে এই দাদাভাস্করটি সত্যসত্যই একটি প্রকাণ্ড হস্তী-মূর্খ।"

* * * * * *

কিয়ৎক্ষণ পরে হরমসজী ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমি জামিন হইব—চলুন।"

দাদাভাস্কর সহসা হরমসজীর এই মত-পরিবর্ত্তনে বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন না,—কারণ তাঁহার গুরুদেব এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ব্বেই করিয়াছিলেন।

তাঁহারা উভয়ে নীচে নামিয়া আসিলেন। তৎপরে নীরবে বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন।

ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের দিকে আশ্চর্য্যান্বিতভাবে চাহিয়া রহিল। একজন বৃদ্ধ বলিলেন, "হরমসজী সাহেব রুস্তমজীকে বড়ই ভালবাসেন। দেখিতেছ না, জামিন হইতে যাইতেছেন।"

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

## মুক্তি

আজ সাতদিন হইল, রত্তমজী কারাগারে আবদ্ধ রহিয়াছেন। তিনি নিজের দুঃখে ম্রিয়মাণ, কাহারও সহিত কোন কথা কহেন না। অন্যান্য বন্দিগণ তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকে, কেহ কেহ বা তাঁহাকে বিদ্রূপ করে, তিনি লজ্জায় অপমানে সর্ব্বদাই মৃত্যু বাঞ্ছনীয় মনে করেন। এই সাতদিনে যেন তিনি বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন।

নানা চিন্তায় তাঁহার মন সর্ব্বদাই আকুল। কখন মনে করেন, এ অপমান মাথায় করিয়া আর বাঁচিয়া ফল কি? আত্মহত্যা করি না কেন? আবার মনে করেন, না, আত্মহত্যা করিয়া মহাপাতকী হইব না। আমি যে নিরপরাধ, তাহা জগতে প্রচার করিয়া তবে মরিতে হয় মরিব? আবার ভাবিলেন, কেহই আর আমার খবর লইতেছে না। সকলেই কি আমাকে ভুলিয়া গেল? ফ্রামজীও কি ভুলিল? সে-ও কি আমাকে খালাস করিবার জন্য কিছুই চেষ্টা করিবে না? আমার মরণই ভাল। কমলাও নিশ্চয় আমাকে চোর ভাবিয়াছে। সে কি মনে করিতেছে? আর আমার এ জেল হইতে বাহির হইয়া লাভ কি? আর কিরূপে লোকালয়ে মুখ দেখাইব? কখন কখন তাঁহার হৃদয়-দর্পণে চকিতে রতনের মুখ প্রতিফলিত হয়। তিনি ভাবেন, হায়, সে আমায় বড় ভালবাসে, সে আমাকে ভুলে নাই। সে আমার জন্য বড়ই কষ্ট পাইতেছে! সে নিশ্চয়ই আমার চিঠী পাইয়া

সে বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে! কোথায় গিয়াছে কে জানে—নিশ্চয়ই কত কষ্ট পাইতেছে!

এই সময়ে কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত হইবার শব্দ হইল। তিনি চমকিত হইয়া দ্বারের দিকে চাহিলেন।

দ্বার খুলিয়া গেল। একজন কারা-রক্ষক আসিয়া তাঁহাকে কটুকণ্ঠে বলিল, "বেরিয়ে আয়, সাহেব ডাক্‌ছে।"

রস্তমজী মনে মনে কাতরভাবে বলিলেন, "ভগবান্, আর কেন? আমার মাথায় বজ্রাঘাত করুন। আর আমার এ অপমান সহ্য হয় না!"

তিনি নীরবে কারা-রক্ষকের সঙ্গে চলিলেন। সাহেবের সম্মুখে আসিলে সাহেব বলিলেন, "তোমার জামিনে খালাসের হুকুম হইয়াছে—এই কাগজে সই কর।"

রস্তমজী, সাহেবের কথা ভাল বুঝিলেন না। কলের পুত্তলীর ন্যায় কাগজে সই করিলেন। সাহেব বলিলেন, "এ আসামী খালাস।"

কারা-রক্ষক তাঁহাকে সঙ্গে আসিতে ইঙ্গিত করিল। তিনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

সহসা তিনি দেখিলেন, তিনি কারাগারের বাহিরে—রাজপথে। পশ্চাতে কারাগারের লৌহ কবাট মহাশব্দে রুদ্ধ হইল। তিনি কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন। ক্রমে ধীরে ধীরে তাঁহার বিবেচনা শক্তির পুনরাবির্ভাব হইল। তিনি তখন বুঝিলেন, তিনি কারামুক্ত হইয়াছেন। জামিনে এখন তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কে তাঁহার জামিন হইল—কেন তাঁহাকে সহসা ছাড়িয়া দিল—তবে কি প্রকৃত চোর ধরা পড়িয়াছে, এইরূপ নানা চিন্তায় তাঁহার মন বড় ব্যাকুল হইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন, রাস্তার অনেকেই তাঁহার দিকে সবিস্ময়ে চাহিতেছে,—তাহাই তিনি আর

সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা উচিত নহে বিবেচনা করিয়া দ্রুতপদে চলিলেন।

তিনি কোথায় যাইবেন, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। এইরূপে অন্যমনস্কে তিনি দ্রুতপদে চলিলেন। এই সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার পৃষ্ঠে হস্তস্থাপন করিল। তিনি চমকিত হইয়া ফিরিলেন। দেখিলেন, মাঞ্চারজী—হরমসজীর শালী-পুত্র। ইঁহার সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্টতা জন্মিয়াছিল। সুতরাং ইঁহার সহিত দেখা হওয়ায় রস্তমজী প্রথমে লজ্জা বোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু একজন পরিচিত লোকের মুখ দেখিয়া মনে বড় আনন্দ হইল।

মাঞ্চারজী বলিলেন, "কত যে খুসী হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। পুলিস নিতান্ত বেকুব, তাই তোমাকে ধরিয়াছিল; আমরা সকলেই জানিতাম, কথনই তোমার দ্বারা এ কাজ হইতে পারে না।"

রস্তমজী বলিলেন, "তোমরা যে সকলে আমাকে নির্দ্দোষ মনে করিয়াছিলে, ইহাতেই আমি খুসী।"

মাঞ্চারজী বলিলেন, "সকলই শুনিয়াছিলাম, তোমার জামিনে খালাসের হুকুম হইয়াছে। কখন খালাস হইলে? না খালাস হইলে আমি যথাসর্ব্বস্ব খরচ করিয়া তোমাকে নিশ্চয়ই খালাস করিতাম।"

রস্তম। তোমাদের ভালবাসা আমি জানি।

মাঞ্চার। এখন কোথায় যাবে? আমার ওখানে চল।

রস্তম। না, আমি ফ্রামজীর সঙ্গে দেখা করিয়া পরে বাসায় যাইব মনে করিয়াছি। ব্যাঙ্কে আর যাইব না। তুমি যদি একটা কাজ কর, তবে আমার বড় উপকার হয়।

মাঞ্চার। কি বল, এখনই করিব।

রস্তম। যদি ফ্রামজীকে সংবাদ দাও। সে এখন ব্যাঙ্কে আছে,

এখনই ছুটী লইয়া যেন বাসায় যায়। আমি সেখানে তাহার জন্য অপেক্ষা করিব।

মাঞ্চার। আমি এখনই যাচ্ছি—রাত্রে আবার দেখা করিব।

এই বলিয়া মাঞ্চারজী সত্বর ব্যাঙ্কের দিকে প্রস্থান করিলেন। রুস্তমজী চিন্তিতমনে রতনের বাড়ীর দিকে চলিলেন। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, যেন রাস্তার সকলেই বিদ্রূপব্যঞ্জকনেত্রে আজ তাঁহার দিকে চাহিতেছে।

রতনের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া রুস্তমজী বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। সবেগে তাঁহার হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল। তাঁহার বোধ হইল যেন, বাড়ীতে জন-মানব নাই; এমনই নীরব—এমনই নিস্তব্ধ।

বহুক্ষণ তিনি বাড়ীর সম্মুখে পরিক্রমণ করিলেন, অবশেষে বুকে সাহস বাঁধিয়া কম্পিতপদে গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

### আবার বন্দী

স্পন্দিতহৃদয়ে রস্তমজী উপরে উঠিলেন; দেখিলেন, সমস্ত ঘরই বন্ধ, চাবী দেওয়া, জনপ্রাণী নাই। যে গৃহে একদিন আমোদ-প্রমোদের উচ্চরোলে সতত প্রতিধ্বনিত হইত—আজ তাহা নীরব—নিস্তব্ধ।

ভৃত্যাদিগের গৃহেও চাবী বন্ধ। বোধ হয়, বাড়ী মনিব-বিহীন দেখিয়া তাহারা বন্ধু-বান্ধবের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছে।

রস্তমজীর হৃদয়ে বড়ই দারুণ বেদনা বোধ হইল। তিনি সত্বর সে বাড়ী পরিত্যাগ করিলেন। তিনি ধীরে ধীরে কলবাদেবী রোডে ফ্রামজীর বাড়ীর দিকে চলিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, ফ্রামজী তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

তিনি মাঞ্চারজীর নিকট সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ গাড়ী করিয়া নিজের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন; সুতরাং রস্তমজীর তথায় উপস্থিত হইবার বহুপূর্ব্বেই তিনি বাড়ী আসিয়াছিলেন।

দুইবন্ধুর এরূপ সম্মিলনের দৃশ্য আমরা বর্ণন করিবার প্রয়াস পাইব না। উভয়েরই চক্ষে দরবিগলিতধারে নয়নাশ্রু বহিল।

রস্তমজী একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "কে আমার জামিন হইয়াছেন, জান?"

ফ্রামজী বলিলেন, "খুব সম্ভব, হরমসজী হইয়াছেন। দাদাভাস্কর তাঁহার নিকট তোমার জামিন হইবার জন্য অনুরোধ করিতে আসিয়াছিলেন। তার পর উভয়ে একত্রে বাহির হইয়া যান।"

রস্তমজী কোন কথা কহিলেন না।

ফ্রামজী বলিলেন, "বোধ হয়, এখন অনুতাপ হইয়াছে।"

"তবে কি তুমি মনে কর, টাকা তিনিই লইয়া এ চুরির দাবী আমার উপর দিয়াছেন ?"

"আর কে লইবে ? আর কে সঙ্কেতের গুপ্তকথা জানিবে ? তোমার কি মনে পড়ে, কখন কাহাকেও তুমি সে কথা বলিয়াছিলে ?"

"কাহাকেও নয়।"

"এই দেখ," বলিয়া ফ্রামজী টাকাসহ যে পত্র পাইয়াছিলেন, তাহা রস্তমজীকে দেখাইলেন। বলিলেন, "এ ত যে টাকা লইয়াছে, তাহারই কাজ—নতুবা আর কে এত টাকা পাঠাইবে ?"

রস্তমজী বলিলেন, "কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, ভাই। তিনি নিজের টাকা নিজে কেন চুরি করিবেন ? এ টাকাই বা কে পাঠাইল ?"

"কমলা বাঈ পাঠাইতে পারেন।"

"না না—সে আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে।"

উভয়েই কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। তৎপরে রস্তমজী বলিলেন, "যেমন করিয়া হউক, ঐ অপবাদ ঘুচাইতে হইবে। আমি যে নির্দ্দোষ, জগতকে তাহা জানাইতেই হইবে। আমরা প্রাণপণে পুলিসকে সাহায্য করিব, তাহা হইলে নিশ্চয়ই চোর ধরা পড়িবে ?"

ফ্রামজী বলিলেন, "আমরাও এ বিষয়ের বিশেষ সন্ধান লইব। আমি এ কার্য্যে নিযুক্ত আছি।"

রস্তমজী ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া সহসা বলিলেন, "রতন কোথায় ?"

ফ্রামজী উত্তর করিলেন, "জানি না। তোমার পত্র আমি তাহাকে দিতে পারি নাই। দাদাভাস্কর সে পত্র সেইদিনই আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন। তিনিই পত্র তাহাকে দিয়াছিলেন। তুমি

তখনই তাহাকে যাইতে বলিয়াছিলে,—সে তখনই সে বাড়ী ত্যাগ করিয়া যায়।"

"কোথায় ?"

"সন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে, সে দাদাভাস্করের বাড়ীতে প্যারেলে লুকাইয়া ছিল।"

"এখনও কি সেখানে আছে ?"

"না, আমি সন্ধান লইয়াছিলাম—সে সেখানে নাই। আমি দাদাভাস্করের স্ত্রীর সহিত দেখা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন যে, কার পত্র পেয়ে সে তার সঙ্গে প্যারেল ষ্টেশনে রাত্রি নয়টার সময় দেখা করিতে যায়—আর ফেরে নাই। কোথায় গিয়াছে, কেহ জানে না।"

"তাহাকে কেহ কোনখানে আটক করিয়া রাখিয়াছে।"

"খুবই সম্ভব,—কিন্তু তাহাকে আটকাইয়া রাখাও বড় সহজ নহে।"

রস্তমজী ম্লানহাসি হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, সে আটক থাকিবার মেয়েই বটে। যাহা হউক, তাহার সন্ধান করা আবশ্যক। তুমি এখনই একবার দাদাভাস্করের সঙ্গে দেখা কর। সকল কথা তাঁহাকে বলিলে, তিনি নিশ্চয়ই তাহার অনুসন্ধান করিবেন।"

"এখনই যাইব। কোথায় তোমার দেখা পাইব ?"

"আমি বাসায় যাইতেছি। সেইখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করিব।"

দুইজনে বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন। ফ্রামজী সত্বরপদে কোর্টের দিকে প্রস্থান করিলেন। রস্তমজী কোন্‌দিকে যাইবেন, স্থির করিতে না পারিয়া তথায় কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

রস্তমজী সেইখানে ধীরে ধীরে পদচারণা করিতেছেন, এমন সময়ে কে আসিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে হস্তস্থাপন করিল। তিনি চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলেন—একজন পুলিস-ইন্‌স্পেক্টর।

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "আপনার নামে একখানা ওয়ারেণ্ট আছে। পেষ্টনজীর খুনের জন্য আপনাকে গ্রেপ্তার করিলাম।"

রস্তমজী স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন, "পেষ্টনজী—পেষ্টনজীর খুন! কোন্ পেষ্টনজী,—কবে খুন হইল ?"

ইন্‌স্পেক্টর খুনের কথা সংক্ষেপে বলিলেন। শুনিয়া রস্তমজী বলিলেন, "বলেন কি, গাড়ীর ভিতরে তিনি এরূপ ভাবে খুন হইয়াছেন! সেই রাত্রে যে তাঁহার সঙ্গে গিরগামের কাছে আমার দেখা হইয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "আপনাকে আমার বলা কর্ত্তব্য,—আপনি এখন যাহা বলিবেন, পরে তাহা আপনারই বিরুদ্ধে যাইবে।"

"তবে আমি কিছুই বলিব না।"

এই সময়ে কে পশ্চাৎ হইতে বলিলেন, "ভয় নাই রস্তমজী, আমি তোমাকে খালাস করিব।"

রস্তমজী ফিরিয়া দেখিলেন, একটি বৃদ্ধ মারাঠী ভদ্রলোক।

রস্তমজী বলিলেন, "আপনাকে ত আমি চিনি না।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "আমি তোমার পিতার বিশেষ বন্ধু ছিলাম। সকল বিষয় জেলে সাক্ষাৎ করিয়া বলিব।"

"আপনি আমার বন্ধু ফ্রামজীকে আমার বিপদের কথা বলিবেন। তিনি এই বাড়ীতে থাকেন।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "বলিব।"

ইন্‌স্পেক্টর সত্বর একখানা গাড়ী ডাকিয়া তাঁহার আসামী লইয়া প্রস্থান করিলেন।

বার ঘণ্টা যাইতে-না-যাইতে হতভাগ্য রস্তমজী আবার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

# দ্বিতীয় খণ্ড

## খুনী কে ?

# দ্বিতীয় খণ্ড

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### অপরাধী কে ?

পরদিবস দুই প্রহরের সময়ে কৃষ্ণজী বলবন্ত কীর্ত্তিকর নিজ আফিসে আসিয়া দাদাভাস্করকে আহ্বান করিলেন। দাদাভাস্কর তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন; সংবাদ পাইবামাত্র আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন।

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "চুরি সম্বন্ধে উপস্থিত আর কোন সংবাদ সংগ্রহ হইল ?"

দাদাভাস্কর বলিলেন, "হাঁ, ফ্রামজী বলিতেছে, কে তাহাকে ডাকে পাঁচ হাজার টাকা পাঠাইয়াছে। লিখিয়াছে যে, এই টাকা রস্তমজীকে খালাস করিবার জন্য খরচ করিতে। চিঠীখানা বেনামী।"

কীর্ত্তিকর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে পাঠাইয়াছে, মনে কর ?"

দাদাভাস্কর বলিলেন, "কেহই পাঠায় নাই। চুরির টাকা ত কোন গতিকে খরচ করিতে হইবে—তাই এই কাণ্ড।"

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "তাহা হইলে দেখিতেছি, তুমি এখন তোমার হরমসজীকে ছাড়িয়া ফ্রামজীকে ধরিয়াছ।"

দাদাভাস্কর বলিলেন, "যদি রস্তমজী ও হরমসজী টাকা না লইয়া থাকেন—তবে নিশ্চয়ই ফ্রামজী লইয়াছে। সে রস্তমজীর বিশেষ বন্ধু, তাহার পক্ষে গুপ্তকথা জানা শক্ত নয়।"

কীর্ত্তি। তুমি কি শুনিয়াছ যে, রস্তমজী আবার হাজতে গিয়াছে?

দাদা। (সবিস্ময়ে) কেন?

কীর্ত্তি। এ খবর কিছুই রাখ না—অথচ খুব বুক ফুলাইয়া গোয়েন্দাগিরী করিতেছ। তোমার এই পর্য্যন্ত—আর কিছু হইতেছে না।

দাদা। আমি এই চুরির ব্যাপার লইয়াই ব্যস্ত, অন্যদিকে তত নজর রাখি নাই। আবার হাজতে কেন?

কীর্ত্তি। খুনের জন্য।

দাদা। (আরও বিস্ময়ে) খুনের জন্য! কোন্ খুন?

কীর্ত্তি। তুমি একেবারে আকাশ হইতে পড়িলে দেখিতেছি। পেষ্টনজীর খুন—গাড়ীর ভিতরে খুন।

দাদা। রস্তমজী তার কি জানে? সে খুন ত স্পষ্টই জানা যায়, ফ্রামজী করিয়াছে। ফ্রামজী ক্লোরাফর্ম্ম কিনিয়াছিল; তাহার রুমাল লাসের মুখের উপরে পাওয়া গিয়াছে; সে খুন হইবার একটু পরেই সেই স্থানের নিকটেই গাড়ীতে উঠিয়াছিল। সেই রাত্রে নিজের বাড়ীর নিকটে গাড়ী হইতে নামিয়াছিল। আর প্রমাণ কি চাই?

কীর্ত্তি। ফ্রামজী কি জন্য পেষ্টনজীকে খুন করিবে? জানই ত উদ্দেশ্য সপ্রমাণ না করিতে পারিলে আসামীর সাজা হয় না।

দাদা। উদ্দেশ্য! অবশ্য তার নিজের যে কোন আক্রোশ পেষ্টনজীর উপরে ছিল, ইহার প্রমাণ আছে কিনা তা এখন বলিতে পারি না। তবে বন্ধুর জন্য বন্ধু সব করিতে পারে। এ কেস্ তদন্তের ভার লালুভাইএর উপরে আছে; তিনি এ বিষয় নিশ্চয় তদন্ত করিয়াছেন।

কীৰ্ত্তি। তিনিও একজন মহাপণ্ডিত। তোমার ফ্রামজীকে না গ্রেপ্তার করিয়া রস্তমজীকে করিয়াছেন। রিপোর্ট আমাকে না দেখাইয়াই তাড়াতাড়ি কমিশনার সাহেবকে বলিয়া ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়াছেন। পণ্ডিত ভাবিয়াছিলেন, যখন এ লোকটা হাজত হইতে এক মোকদ্দমায় খালাস হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই ফেরারী হইবে।

দাদা। আমার বিশ্বাস, লালুভাই ভায়া একেবারে উল্টা বুঝিয়াছেন। যদি কাহারও বিরুদ্ধে খুনের প্রমাণ থাকে—তবে সে ফ্রামজী।

কীৰ্ত্তি। রস্তমজীর বিরুদ্ধে লালুভাই কি প্রমাণ পাইয়াছেন, তাহা এখনই জানা যাইবে। আমি তাহাকে রিপোর্ট লইয়া আসিতে বলিয়াছি। সে কথা পরে হইবে—এখন তোমার উপর যে ভার আছে, তাহাতেই তুমি মনোনিবেশ কর। আমি হরমসজীর উপর নজর রাখিয়াছি; সুতরাং হরমসজী বা তাঁহার বাড়ীর কাহারও সম্বন্ধে কোন সন্ধান-সুলভে তোমার আবশ্যকতা নাই।

দাদা। ফ্রামজীর সম্বন্ধে কি করিব?

কীৰ্ত্তি। ফ্রামজীর সম্বন্ধে কিছু করিতে হইবে না। ফ্রামজী, রস্তমজী ও হরমসজী ব্যতীত যে আর দুইজন লোক আছে, তাহা দেখিতেছি, তুমি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছ।

দাদা। কে?

কীৰ্ত্তিকরের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। তিনি রুক্ষস্বরে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! তুমি এই বুদ্ধি লইয়া ডিটেক্‌টিভগিরী করিতেছ—মাথাটা একেবারে গোময়পূর্ণ। তোমার দ্বারা যে, কখনও ডিটেক্‌টিভ লাইনের কোন প্রকার উন্নতি হইবে, সে আশা আমার নাই।"

দাদাভাস্কর বলিলেন, "আপনি গুরুদেব আছেন।"

কীৰ্ত্তিকর বলিলেন, "গুরুদেব গাধা পিটে ঘোড়া করিতে পারে কি?"

দাদাভাস্কর বলিলেন, "হাঁ, মনে পড়েছে—বর্জরজী আর মাঞ্চারজী।"

কীর্ত্তিকর জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইঁহারা সর্ব্বদাই হরমসজীর বাড়ীতে যাওয়া-আসা করেন। ইঁহাদের বিষয় কি জান?"

"মাঞ্চারজী হরমসজীর শালীর ছেলে—আর বর্জরজী তাঁহার স্ত্রীর আত্মীয়।"

"এ ছাড়া আর কিছু জান না? ইঁহারা বোম্বের লোক নহেন।"

"তা জানি, কয়েক মাস মাত্র এখানে আছেন।"

"ইঁহারা কে, ইঁহাদের পূর্ব্ব ইতিহাস কি, তাহা কি আমাদের এখন জানা নিতান্ত আবশ্যক নহে?"

"নিশ্চয়ই। ইঁহারা যে পরিচয় দিয়াছেন, মিথ্যা হইতেও পারে।"

"মিথ্যা এবং সত্য, দুইই হইতে পারে, সুতরাং ইঁহাদের সকল কথা আমাদের জানা প্রয়োজন।"

"তবে কি আপনি মনে করেন, ইঁহারাই টাকা চুরি করিয়াছেন?"

"আমি তোমার মত আগে হইতে একটা যাহা কিছু মনে করি না।"

"আমাকে এখন কি করিতে বলেন?"

"বর্জরজীর একজন চাকরের দরকার হইয়াছে, তুমি সেই চাকর হও; বিশেষ নজর রাখ। সেখানে যাহা ঘটিবে, আমায় বলিবে।"

"কালই চাকর হইব।"

এই সময়ে অপর ডিটেক্‌টিভ-ইন্‌স্পেক্টর বৃদ্ধ লালুভাই উপস্থিত হইয়া কীর্ত্তিকর সাহেবকে অভিবাদন করিলেন। কীর্ত্তিকর বলিলেন, "এই যে লালুভাই সাহেব। এখন খুনের ব্যাপারটা শোনা যাক্।"

দাদাভাস্কর উঠিয়াছিলেন। কীর্ত্তিকর বসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### সন্দেহের কারণ

কীত্তিকর লালুভাইকে বসিতে অনুজ্ঞা করিলেন। লালুভাই বসিয়া সম্মুখস্থ টেবিলের উপর একটা বাণ্ডিল রাখিলেন। তৎপরে অতি সাবধানে ধীরে ধীরে একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া কীর্ত্তিকরের সম্মুখে স্থাপন করিলেন।

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "লালুভাই সাহেব, আপনার বন্ধু দাদাভাস্কর বলিতেছে যে, আপনি রস্তমজীকে গ্রেপ্তার করিয়া গাধার মত কাজ করিয়াছেন। খুন রস্তমজী করে নাই—ফ্রামজী করিয়াছে।"

লালুভাই চোখ রাঙাইয়া দাদাভাস্করের দিকে চাহিলেন। দাদাভাস্কর অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "মাষ্টার মহাশয় অন্যায় বলিতেছেন, আমি গাধা বলি নাই।"

লালুভাই মস্তকান্দোলন করিতে করিতে বলিলেন, "কে গাধা, এই চুরির ব্যাপারেই তাহা জানিতে পারা গিয়াছে। আসামী আবার খালাস হইয়া যাইবে—এমন কাজ আমি করি না। প্রমাণ—অকাট্য প্রমাণ হস্তগত না করে লালুভাই কখনও আসামী গ্রেপ্তার করেন না।"

কীর্ত্তিকর হাসিয়া বলিলেন, "এখন আপনার এই অকাট্য প্রমাণগুলা একে একে শোনা যাক্।"

লালুভাই বলিলেন, "প্রথমতঃ—মাঞ্চারজী সেই রাত্রে রস্তমজীকে পেষ্টনজীর সঙ্গে কথা কহিতে দেখিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ—তিনি

যেখানে এই দুজনকে দেখেন, সেইখানেই গাড়ী ভাড়া করা হয়। তৃতীয়তঃ—ঐ গাড়ীতে রস্তমজী পেষ্টনজীকে তুলিয়া দেয়। আসামীও এ কথা স্বীকার করিয়াছে। চতুর্থতঃ—গাড়োয়ান শপথ করিয়া বলিতেছে, যে ব্যক্তি অপর মাতাল ব্যক্তিকে গাড়ীতে তুলিয়া দেন, তিনিও গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন। পঞ্চমতঃ—গিরগামের মোড়ে এ ব্যক্তি নামিয়া যান। ষষ্ঠতঃ—আর একজন গাড়োয়ান বলিতেছে, ঠিক ঐ সময়ে এক ব্যক্তি তাহার গাড়ী ভাড়া করিয়া কলবাদেবী রোডে নামিয়া যায়। সে যেরূপ ঐ লোকের বর্ণন করে, তাহাতে সে রস্তমজী ভিন্ন আর কেহ হইতে পারে না। তাহার পর আরও দেখুন, কলবাদেবী রোডের পাহারাওয়ালা বলিতেছে যে, সে যাহাকে দেখিয়াছিল, তিনি ফ্রামজী নহেন। প্রথমে তাঁহাই মনে করিয়াছিল বটে, কিন্তু এখন বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিয়া বলিতেছে যে, সে যে ব্যক্তিকে দেখিয়াছিল, তিনি ফ্রামজী হইতে লম্বা। আর রস্তমজীকে সেই পোষাকে দেখিয়া বলিতেছে, সম্ভবতঃ ইনি সেই লোক। সপ্তমতঃ—ফ্রামজী যে বাড়ীতে থাকেন, সেই বাড়ীর নীচের একজন দোকানদার বলিতেছে, যেদিন খুন হয়, তাহার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময়ে সে এক ব্যক্তিকে হাতের উপর একটা কোট ঝুলাইয়া লইয়া যাইতে দেখিয়াছে। তখন অন্ধকার হইয়াছিল, সুতরাং সে লোকটার মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পায় নাই। সে রস্তমজীকে খুব ভালরূপ চিনে। তাহার বিশ্বাস, সে লোক রুস্তমজী ভিন্ন আর কেহ নহে। অষ্টমতঃ—ফ্রামজীর চাকর তাহার মনিবের সহিত ক্লোরাফর্ম্ম লইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে শুনিয়াছে; সুতরাং বোঝা যাইতেছে, রস্তমজীর জন্যই ফ্রামজী ক্লোরাফর্ম্ম কিনিয়াছিল। নবমতঃ—রস্তমজী ও পেষ্টনজী উভয়েই কমলা বাঈকে ভালবাসিত, উভয়েই তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য পাগল, সুতরাং উভয়ের প্রতি উভয়েরই দারুণ ঈর্ষা ছিল। তাহার

পর আরও দেখুন, রস্তমজীর চাকর বলিয়াছে যে, একদিন পেষ্টনজী ও রস্তমজীতে খেলা লইয়া ঝগড়া হয়, উভয়ে মারামারি হইয়াছিল। পেষ্টনজী বাহির হইয়া গেলে রস্তমজী বলিয়াছিল, 'তোমার রক্ত না দেখি ত আমি রস্তমজী নই।' আর কি প্রমাণ চাই! এর যদি ফাঁসী না হয়, তবে এতদিন ডিটেক্‌টিভ লাইনে কাজ করিলাম বৃথা!"

এই বলিয়া বৃদ্ধ লালুভাই সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া সম্মুখে টেবিলের উপরে সজোরে এক চপেটাঘাত করিলেন।

কীর্ত্তিকর মৃদুহাস্যে বলিলেন, "তাহা ত নিশ্চয়। কিন্তু লালুভাই সাহেব, লাসের যে কোটটা পরা ছিল, তাহা কি আপনি ভাল করিয়া দেখিয়াছেন?"

লালু। না। প্রয়োজন কি?

কীর্ত্তি। দেখুন দেখি, এই কোটটা। এই কোটই পেষ্টনজীর পরা ছিল। ইহার ভিতরটা দেখুন। দেখিতেছেন, এইখানে কোটের অস্তরের কাপড়ের নীচে কিছু সেলাই করা ছিল।

লালুভাই। তাহা ত দেখিতেছি।

কীর্ত্তি। এই কোটের নীচে দুইখানা কাগজ সেলাই করা ছিল। সেই দুইখানা কাগজ কেহ কাপড় ছিঁড়িয়া তাড়াতাড়ি বাহির করিয়া লইয়াছিল। ছেঁড়াটা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায়, যখন পেষ্টনজী গাড়ীর ভিতরে খুন হয়, তখনই কেহ এই কাগজ লইয়াছিল।

দাদা। ছেঁড়াটা নূতন সন্দেহ নাই।

কীর্ত্তি। হাঁ, তাহার পর কাগজ কাপড়ের নীচে সেলাই করা হইয়াছিল; কাজেই কাগজের খানিকটাশুদ্ধ সেলাই হইয়া গিয়াছিল। যে এই কাগজ লইয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি কাগজ টানিয়া লয়, কাজেই কাগজের খানিকটা কোণ কোটের কাপড়ের নীচেই থাকিয়া যায়।

এই দুই টুক্‌রা কাগজ থাকিয়া গিয়াছিল। আমি কাপড় কাটিয়া ইহা পাইয়াছি। দেখুন দেখি, এ কোন্ কাগজের কোণ ?

লালুভাই ও দাদাভাস্কর উভয়েই বিশেষ করিয়া সেই কাগজ দুই টুক্‌রা দেখিলেন। অবশেষে লালুভাই বলিলেন, "এর একখানা বিবাহের সার্টিফিকেট, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

দাদা। অন্যখানা বোধ হইতেছে, জন্ম সার্টিফিকেট।

কীর্ত্তি। হাঁ, তাই। সরকারী ভিন্ন ভিন্ন ফরমে ভিন্ন ভিন্ন মার্কা থাকে। এই দুই টুক্‌রায় যে মার্কার কতকাংশ আছে, তাহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে, একখানা বিবাহের, অপরখানা জন্মের সার্টিফিকেট। এখন কথা হইতেছে, পেষ্টনজী এ দুইখানা কাগজ এত গোপনে, এত যত্নে নিজের কোটের ভিতরকার কাপড়ের নীচে রাখিয়াছিল কেন ?

লালু। নিশ্চয়ই তাঁহার এই দুইখানি ভারি দরকারী কাগজ ছিল।

কীর্ত্তি। তা হইলে বুঝিতে পারা যাইতেছে, যে লোক তাঁহার নিকট হইতে এই দুইখানি কাগজ ছিনাইয়া লইয়াছিল, তাহারও এ দুইখানি কাগজ ভারি দরকারী। আরও দেখুন, লোকটা এই দুইখানা কাগজ লইবার জন্যই পেষ্টনজীকে ক্লোরাফর্ম্ম দিয়া অজ্ঞান করিয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহাকে তাহার খুন করিবার ইচ্ছা ছিল না। পেষ্টনজী ভয়ানক মাতাল হইয়াছিল, তাহাই সে ক্লোরাফর্ম্ম সহ্য করিতে পারে নাই, মরিয়া গিয়াছে। ডাক্তারও পোষ্টমর্টেম পরীক্ষায় এই কথাই বলিয়াছেন।

লালু। হাঁ।

কীর্ত্তি। তাহা হইলে, এ খুন কোন স্ত্রীলোকের ভালবাসার ঈর্ষায় হয় নাই। এই দুইখানা সার্টিফিকেটের জন্যই হইয়াছে।

লালু। তাহা ত এখন দেখিতেছি।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## ছিন্নপত্র

লালুভাই ও দাদাভাস্কর বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। অবশেষে দাদাভাস্কর বলিলেন, "তবে আপনি কি মনে করেন যে, রস্তমজী ও ফ্রামজী এ দুজনের কেহই খুন করে নাই ?"

কীৰ্ত্তিকর বিরক্তভাবে বলিলেন, "তুমি গাধার মত পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়ো না, 'আপনি কি মনে করেন ?' তোমাকে উত্তর দিতে দিতে আমি নাস্তানাবুদ। আমি কিছুই মনে করি না। আমি বলিতেছি যে, এই খুন এই দুইখানা সার্টিফিকেটের জন্য হইয়াছে।"

দাদা। এখন তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। তবে লালুভাই সাহেব কি বলিতে চাহেন, তাহাই শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি।

লালুভাই। হাঁ, আমি যে রকমে কেস্ প্রস্তুত করিয়াছিলাম, এখন তাহার একটু গোলযোগ ঘটিল বটে। এখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে,এই দুইখানা সার্টিফিকেট লইবার জন্যই লোকটাকে ক্লোরাফৰ্ম করিয়াছিল।

দাদা। নিশ্চয়ই।

কীৰ্ত্তি। আঃ ! বোকার মত কেবল নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই করিয়ো না।

দাদা। না, মাষ্টার, না।

কীৰ্ত্তিকর। এখন অনুসন্ধান করিতে হইবে, এই দুইখানা সার্টিফিকেট কাহার বিবাহের ও কাহার জন্মের ?

লালুভাই। তাহা হইলেই জানা যাইবে, ইহার সঙ্গে রস্তমজীর কোন সম্বন্ধ আছে কি না।

কীর্ত্তিকর। আরও একটা বিষয় সন্ধানের ভার আপনাকে দিব। রস্তমজী স্বীকার করিয়াছে যে, সেই রাত্রে পেষ্টনজীর সহিত গিরগামের নিকট তাহার দেখা হইয়াছিল।

লালুভাই। হাঁ, আরও বলিয়াছে যে, সে গাড়ী ডাকিয়া মাতাল পেষ্টনজীকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়াছিল। অথচ সে যে তাহার সঙ্গে গাড়ীতে গিয়াছিল তাহা স্বীকার করে না। বলে যে তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া তখনই সে চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কোথায় গিয়াছিল, তা কিছুতেই প্রকাশ করে না।

কীর্ত্তিকর। আচ্ছা, আমি তাহার সহিত জেলে দেখা করিব। আমি জানিয়াছি, সেইদিন রাত্রে কমলা বাঈএর সহিত তাহার এলফিন্‌ষ্টোন সার্কেলের মধ্যে দেখা হয়। কমলা বাঈ বলে, রস্তমজী তাহার নিকট হইতে বাহিরে গেলে একটি বালক তাহার হাতে একখানা পত্র দেয়, তাহার পর সেইখানেই তাঁহার সঙ্গে বর্জরজীর দেখা হয়। দুইজন দুইদিকে চলিয়া যায়। পরে কমলা বাঈ দেখিতে পায় যে, মাঞ্চারজী গোপনে তাঁহার অনুসরণ করেন।

দাদা। আপনি কি মনে——

কীর্ত্তি। (বাধা দিয়া) আবার ঐ মনে করেন! তুমি আমাকে অস্থির করিয়া তুলিলে! একটু চুপ করিয়া থাকিতে পার না?

দাদা। না মাষ্টার; তা হলে এর ভিতরেও অনেক গোলমাল আছে।

কীর্ত্তি। তোমার বিশ্বাস, তুমি যে কেসে থাক, সেইটাতেই বড় গোলমাল।

লালুভাই। কিন্তু সহজগুলাই ভায়ার হাতে পড়ে।

দাদা। বদলে নিন্ না কেন? আপনি চুরির কেস নিন্—আমাকে এই খুনের কেসটা দিন্। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, কত ধানে কত চাল।

কীর্ত্তি। তাহার পর যাহা বলিতেছিলাম—আমি যেরূপে হউক, কমলা বাঈএর নিকট এ সকল সংবাদ পাইয়াছি। তোমরা যেন কোন রূপে কমলা বাঈকে বিরক্ত করিয়ো না।

দাদা। কবে আপনার কথা অমান্য করিয়াছি?

কীর্ত্তি। বেশ—আগেই বলিলাম, সেই রাত্রে রুস্তমজীকে একটি বালক একখানা চিঠী দেয়। আমি সেই চিঠীর তল্লাসে তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিলাম। তাঁহার ছেঁড়া বাতীল কাগজ-পত্র যে ঝুড়িতে ছিল, তাহার মধ্যে এইটুকু পাইয়াছি।

কীর্ত্তিকর একখানা পত্রের অর্দ্ধাংশ লালুভাইএর সম্মুখে রাখিলেন। পত্রাংশ এইরূপ ;—

"রুস্তমজী সাহেব মহাশয়,

নিতান্ত প্রয়োজনে লিখিলাম, স্ত্রী
মৃত্যু শয্যায়। বিশেষ কথা আ
আপনার উপকার হইবার বিশেষ সু
আমাকে অতি অভাগিনী জানিবেন, আপ
অদ্য বুধবার নিশ্চয় লোকের সহিত
সে আপনাকে সঙ্গে করিয়া
না হইলে সকল কথা"

লালুভাই পত্রাংশ বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। দাদাভাস্করও দেখিলেন।

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "কি বুঝিলেন?"

লালুভাই। ভাল কিছুই বুঝিতেছি না।

কীর্ত্তিকর। কেন? স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, কোন স্ত্রীলোক মৃত্যুশয্যা হইতে রস্তমজীকে সে রাত্রে এই পত্র লিখিয়াছিল। পত্র স্ত্রীলোকের হাতের লেখা।

দাদা। তাহাও দেখিতেছি।

কীর্ত্তিকর। নিশ্চয়ই রস্তমজী সেই স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহাই সম্ভব। তিনি পেষ্টনজীর সঙ্গে গাড়ীতে যান নাই। তাঁহারই মত পোষাক পরা আর একজন গাড়ীতে গিয়াছিল।

দাদা। ফ্রামজী।

কীর্ত্তিকর। ব্যস্ত হইয়ো না। আগে হইতে হঠাৎ কোন একটা অনুমান করে ধারণাটা খারাপ করিয়ো না, তাহা হইলেই গোলমাল। দোষীকে ধরিয়া তাহার উপযুক্ত দণ্ড দেওয়া যেমন আমাদের একটা কর্ত্তব্য, তেমনই নির্দ্দোষী যাহাতে দণ্ডিত না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা তদপেক্ষা এক মহান্ কর্ত্তব্য। লালুভাই সাহেব, এই পত্র কে লিখিয়াছে, এখন তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা আপনার কাজ। এ বিষয়ে মনোনিবেশ করুন।

লালুভাই। বিশেষ চেষ্টা করিব।

কীর্ত্তিকর। এখন এই পর্য্যন্ত। দুইদিন পরে কতদূর কি করেন, আমাকে সংবাদ দিবেন।

লালুভাই। অবশ্যই দিব।

কীর্ত্তিকর। ব্যস্ত হইয়া হঠাৎ কোন কাজ করিবেন না।

উভয় পুলিস-কর্ম্মচারী স্বকার্য্যোদ্ধারে প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কীর্ত্তিকরও একটা ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

### ইনি কে ?

বারংবার বিপদে পড়িয়া রস্তমজী একেবারে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নানা চিন্তায় তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। কি করিবেন—এ বিপদে তাঁহাকে কে রক্ষা করিবে? শেষে কি বিনাপরাধে ফাঁসী-কাঠে ঝুলিবেন, এইরূপ নানা চিন্তায় তিনি উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহার আহার নিদ্রা ছিল না।

সহসা দ্বার উদ্‌ঘাটনের শব্দ পাইয়া তিনি চমকিত হইয়া সেইদিকে ফিরিলেন। দেখিলেন, একটি বৃদ্ধ মারাঠি ভদ্রলোক। দেখিবামাত্রেই তিনি তাঁহাকে চিনিলেন। যেদিন রস্তমজী দ্বিতীয়বার পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হন, সেইদিন ইনিই তাঁহার প্রতি সেই অভয়বাণী প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধ তাঁহার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "বোধ হয়, তুমি আমাকে চিনিতে পার "নাই—না পারিবারই কথা। বহুকাল দেখা-সাক্ষাৎ নাই। তোমার পিতার সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তোমার বিপদের কথা শুনিয়া আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না। ভয় নাই, তুমি নির্দ্দোষ—তোমার ভয় কি বাপু?"

বিপদে বন্ধুলাভ করিলে কাহার না হৃদয়ে আনন্দ জন্মে? রস্তমজীর হৃদয়ে প্রথমে একটু সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে বৃদ্ধের মিষ্ট কথায় সে সন্দেহ মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

বৃদ্ধ বলিলেন, "আমার নাম কাশীনাথ নায়েক। বোধ হয়, তোমার একটু একটু আমাকে মনে পড়িতে পারে। তোমাকে আমি ছেলে-মানুষ দেখিয়াছিলাম।"

রুস্তমজী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ঠিক মনে পড়ে না। আপনি যে এ বিপদে আমাকে সাহায্য করিতে আসিয়াছেন, ইহাতে আমি যে কি আনন্দিত হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না।"

বৃদ্ধ কাশীনাথ নায়েক বলিলেন, "এখন যদি এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইতে চাও, তবে আমাকে সব কথা খুলিয়া বল।"

রুস্তমজী। কি বলিব—আমি ইহার কিছুই জানি না।

কাশীনাথ বলিলেন, "পুলিস তোমার বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছে।"

রুস্তমজী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "তা আমি জানি। আমার আর রক্ষা পাইবার উপায় নাই।"

কাশীনাথ বলিলেন, "হতাশ হইয়ো না। চুরি সম্বন্ধেও তোমার বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণ সংগ্রহ হইয়াছিল, কিন্তু পুলিস পরে বুঝিয়াছিল যে, তুমি চুরি কর নাই।"

"খুন সম্বন্ধে আমার আর আশা নাই।"

"কেন? আমাকে সব খুলিয়া বল, নিশ্চয়ই তুমি মুক্তি পাইবে।"

"কি বলিব, আমার কিছুই বলিবার নাই।"

"তোমার সঙ্গে সে রাত্রে পেষ্টনজীর দেখা হইয়াছিল?"

"হাঁ।"

"তুমি তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়াছিলে?"

"হাঁ, দিয়াছিলাম।"

"তাহার পর তুমি সেই গাড়ীতে উঠিয়াছিলে?"

"না।"

"তবে কে উঠিয়াছিল ?"

"কিরূপে বলিব ? অগ্নিদেব জানেন।"

"তুমি যদি না উঠিয়া থাক, তবে ত ভাল কথা। তুমি কোথায় গিয়াছিলে, এইটা প্রমাণ হইলেই তুমি মুক্তি পাইবে।"

"কিন্তু আমি কোথায় গিয়াছিলাম, তাহা বলিব না। আপনি শত্রুই হউন, আর মিত্রই হউন, প্রাণ থাকিতে বলিব না, কাহাকেও বলিব না।"

"ইচ্ছা করিয়া ফাঁসীকাঠে ঝুলিবে ? এ উন্মত্ততা ব্যতীত আর কিছুই নহে। দেখ, আমি তোমার পিতৃবন্ধু, তোমার সাহায্যের জন্য আসিয়াছি ; আমাকে কিছু গোপন করিয়ো না—কোথায় গিয়াছিলে বল।"

"ক্ষমা করুন—"

"না, জীবন নিয়ে টানাটানি ব্যাপারে ক্ষমার কথা বলিয়ো না। সে কথা আমি শুনিব না, কোথায় গিয়াছিলে বল।"

"বলিব না—কিছুতেই না।"

"তুমি কি পাগল হইয়াছ ? তোমার কি বুদ্ধি একেবারে লোপ পাইয়াছে ? তোমার মাথার উপরে ভয়ানক বিপদের খাড়া উদ্যত রহিয়াছে—তাহা কি তুমি বুঝিতেছ না। তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ নও।"

"আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা বলিবার উপায় নাই।"

"আচ্ছা, আমি নিজেই সন্ধান করিয়া বাহির করিব।"

"সে স্ত্রীলোক আর নাই।"

"বটে স্ত্রীলোক,—তার নাম কি ?"

রস্তমজী সহসা স্ত্রীলোকের কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন ; এক্ষণে বলিলেন, "মহাশয়, আমাকে ক্ষমা করুন, এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না। তাহা হইলে আমি আর কোন কথা কহিব না।"

কাশীনাথ যেন একটু হতাশ হইয়া গেলেন। বলিলেন, "না বল, কি করিব! আমাকে নিজেই সন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে। এখন আমি আর একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব, বলিবে কি?"

রস্তম। বলুন।

কাশী। তোমার এই খুনের জন্য কাহারও উপর সন্দেহ হয় কি না?

রস্তম। হয়, কিন্তু বলিব না।

কাশী। তুমি যদি না বল, আমি তোমার হইয়া বলিতেছি।

রস্তম। বলিতে পারেন।

কাশী। তোমার ভূতপূর্ব্ব মনিব হরমসজী এই হতভাগ্য পেষ্টনজীকে খুন করিয়াছে।

রস্তমজী লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "আপনাকে কে ইহা বলিল?"

কাশী। ওঃ! এই ব্যাপার; তোমারও বিশ্বাস, তাহা হইলে দেখিতেছি হরমসজীই খুনী। কেন তিনি খুন করিয়াছেন, তাহাও তুমি জান; কেবল কমলার জন্য বলিতেছ না। ভালবাসা খুব ভাল জিনিষ, সন্দেহ নাই, তবে ভালবাসার জন্য নিজের প্রাণ অনর্থক দেওয়া উন্মত্ততা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আর সে সকল উপন্যাসে বেশ শোভন হয়।"

রস্তম। হরমসজীর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নাই।

কাশী। যথেষ্ট আছে।

রস্তম। তিনি কেন খুন করিতে যাইবেন?

কাশীনাথ রস্তমজীর কানের নিকটে মুখ লইয়া চুপি চুপি কি বলিলেন।

রস্তমজী আবার লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "আপনাকে কে বলিল?"

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## বিভ্রাটে রস্তম

কাশীনাথ সস্নেহে রস্তমজীর হাত ধরিয়া বসাইলেন, এবং তাঁহার মাথায় ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "স্থির হইয়া বস—চঞ্চল হইয়ো না। তুমি নির্দ্দোষ, আমি তোমাকে রক্ষা করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সুতরাং তুমি বল না বল, আমি সকল কথাই জানিতে পারিব। সে ক্ষমতা আমি রাখি।"

রস্তমজী কোন কথা কহিলেন না; নীরবে বসিয়া রহিলেন।

কাশীনাথ বলিলেন, "দেখ, আমি অনেক কথাই জানি। যদি আমি তোমায় বলি যে, হরমসজী এ খুনের কিছুই জানেন না, তাহা হইলে কি তুমি আমাকে বলিবে, তুমি সে রাত্রে কোথায় গিয়াছিলে?"

রস্তমজী কোন উত্তর দিলেন না। অবনতমস্তকে ভূমি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কাশীনাথ বলিলেন, "সেই রাত্রে এলফিন্‌ষ্টোন সার্কেলের বাগানে কমলা বাঈএর সঙ্গে তোমার দেখা হইয়াছিল?"

"আপনাকে কে বলিল?"

"সে নিজেই বলিয়াছে।"

"আপনি কি তবে তাহার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন?"

"হাঁ, তার পর তাহার নিকট হইতে বাহিরে আসিলে একটি বালক তোমার হাতে একখানা পত্র দিয়াছিল। কোন স্ত্রীলোক মৃত্যুশয্যা হইতে তোমাকে সেই পত্র লিখিয়াছিল।"

"আপনাকে এ সকল কথা কে বলিল ?"

"তোমার বাসাতেই বিছানার উপরে সেই পত্রের কতকাংশ আমি পাইয়াছিলাম।"

"আমি সে পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি।"

"হাঁ, আমি তাহার কতকাংশ পাইয়াছি; বাকী আধখানা পাই নাই। তুমি সেই স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলে ?"

রস্তমজী নিরুত্তর।

কাশীনাথ বলিলেন, "দেখিতেছ, আমি অনেক কথাই জানি, সুতরাং আমাকে গোপন করা বৃথা।"

"হাঁ, আমি সেই রাত্রে পেষ্টনজীকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম।"

"তাহার নাম কি ?"

"তাহা আমি বলিব না।"

"সে বাঁচিয়া আছে, কি মরিয়াছে ?"

"না—সে বাঁচিয়া নাই।"

"সে তোমাকে কেন ডাকিয়াছিল ?"

"তাহা আমি বলিব না।"

"তাহা হইলে তোমার হইয়া আমিই বলি," বলিয়া কাশীনাথ, রস্তমজীর কানের নিকটে মুখ লইয়া কি বলিলেন।

রস্তমজী বলিলেন, "আপনি যাহা অনুমান করুন না কেন, সে যাহা বলিয়াছিল, তাহা আমি কিছুতেই বলিব না।"

"ফাঁসীতে ঝুলিবে, তবুও বলিবে না ?"

"না।"

"কমলা বাঈ অনুরোধ করিলেও বলিবে না ?"

রস্তমজী কথা কহিলেন না।

বৃদ্ধ বলিলেন, "তোমার সহিত হরমসজীরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সুতরাং এই স্ত্রীলোক হরমসজী সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার জন্য তোমাকে ডাকিয়াছিল, ইহাই নয় কি ?"

"ক্ষমা করুন, আমি কোন কথা বলিব না।"

বৃদ্ধ কাশীনাথ বুঝাইয়া বলিলেন, "দেখ রস্তমজী, অন্য লোক হইলে তোমার উপর রাগ করিত, কিন্তু আমি তোমার পিতার বাল্য-বন্ধু, সুতরাং তোমার উপর রাগ করিব না। তুমি কি উন্মত্ততা প্রকাশ করিতেছ, তাহা কি বুঝিতেছ না ? এ উন্মত্ততার পরিণাম যে কি ভয়ানক হইবে, তাহা যে তুমি না বুঝিতে পার, এমন নহে।"

রস্তমজীর দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, "মহাশয়, রাগ করিবেন না। আমার সব কথা খুলিয়া বলিবার উপায় থাকিলে নিশ্চয়ই আপনাকে বলিতাম।"

কাশীনাথ কহিলেন, "তবে এই স্ত্রীলোক কোথায় ছিল, তাহা তুমি আমাকে কিছুতেই বলিবে না। আচ্ছা আমিই খুঁজিয়া লইব," বলিয়া বৃদ্ধ উঠিলেন। উঠিয়া রস্তমজীকে বলিলেন, "এখনও সময় আছে, ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ। কেন পাগ্‌লামী করিয়া নিজের মৃত্যু নিজে ডাকিয়া আনিবে। ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিয়া কেন বংশে কালী দিবে ? একে চোর অপবাদ হইয়াছে, তাহার উপর আবার খুনী অপবাদ আনিয়া বাপ-পিতামহের মুখে কালী দাও কেন ? ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ, সকল কথা খুলিয়া বলিলে তোমার কোনই ভয় নাই। আমি আবার দুই-তিন দিন পরে তোমার সহিত দেখা করিব।"

রস্তমজী কোন কথা কহিলেন না। বৃদ্ধ কাশীনাথ নায়েক ধীরে ধীরে কারাগার হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

### অবগুণ্ঠিতা

রাত্রি প্রায় আটটার সময় বৃদ্ধ কাশীনাথ নায়েক এলফিনষ্টোন সার্কেলের মধ্যে একখানি বেঞ্চের উপরে বসিয়া কাহার অপেক্ষা করিতেছিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে একটি অবগুণ্ঠিতা মারাঠী রমণী তথায় উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিলে সে যে কোন বাড়ীর দাসী, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

সে নিকটে আসিলে নায়েক মহাশয় তাহাকে সেই বেঞ্চে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। সে তথায় বসিল; সেই স্থানে গাছের ছায়ার জন্য গ্যাসের আলো পড়িতে পায় নাই—সুতরাং নিতান্ত নিকটে না গেলে তাঁহাদের উভয়কে সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না।

কাশীনাথ বলিলেন, "নূতন কিছু খবর আছে?"

রমণী বলিল, "নূতন কিছুই নাই। তবে এইটুকু জানিয়াছি যে, রাজা বাঈ ও কমলা বাঈ উভয়েই বর্জরজীকে বড় ভয় করে—কেন তা এখনও ঠিক জানিতে পারি নাই।"

কাশী। বর্জরজী এখনও সেইরূপ যাওয়া-আসা করে?

রমণী। কাল হরমসজী কি কাজে বেন্দোরা গিয়াছিলেন—বর্জরজী রাজা বাঈএর নিকটে প্রায় রাত্রি একটা পর্য্যন্ত ছিল।

কাশী। কি কথা হইল, কিছু শুনিতে পাইলে?

রমণী। না।

কাশী। মাঞ্চারজী কোথায় ছিল?

রমণী। সে-ও ছিল, কমলা বাঈএর সঙ্গে কথা কহিতেছিল।

কাশী। কমলা বাঈ কোন কথা বলে?

রমণী। না, সে একাকী হইলেই গোপনে কাঁদে। তাহার প্রাণে কোন কারণে একটা যে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে—তাহা তাহাকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। মনে হয়, সে যেন কি একটা দুঃসহ যন্ত্রণা বুকের মধ্যে পোষণ করিতেছে। আর তাহার উপর আমার রাগ নাই—আমি বড় কষ্ট পাইতেছি বটে, কিন্তু সে হয় ত আমার চেয়েও কষ্ট পাইতেছে। আমি ছেলেবেলা থেকে অনেক কষ্ট পাইয়াছি, অনেক সহ্য করিতেও পারি; আহা, সে যে কখনও কোন কষ্ট পায় নাই!

কাশী। রস্তমজীর সংবাদ পাইয়াছ?

রমণী। পাইয়াছি—সকলেই পাইয়াছে।

কাশী। এ বিষয়ে তুমি কি মনে কর?

রমণী। তিনি যে নির্দ্দোষ, তাঁহাকে কি আপনি জানেন না? তিনি কি চুরি করিতে পারেন? তিনি কি খুন করিতে পারেন?

কাশী। তাহা আমি জানি—কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণ।

রমণী। সব মিথ্যা। প্রমাণসত্ত্বেও তাঁহাকে নির্দ্দোষ সপ্রমাণ করিব। তাঁহাকে একবার দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়, অনেক দিন দেখি নাই। একবার দেখা করিতে পারি না কি? আপনি কি ইহার একটা কোন উপায় করিতে পারেন না?

কাশী। সেই কথা বলিবার জন্য আসিয়াছি।

রমণী। আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিব।

কাশী। পেষ্টনজীর সঙ্গে তাঁহার খুনের রাত্রে দেখা হইয়াছিল, রস্তমজীই তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দেন। কিন্তু তিনি সে গাড়ীতে চড়েন নাই, আর একজন চড়িয়াছিল।

রমণী। সে কে?

কাশী। তাহাকেই ত খুঁজিতেছি। তাহাকে পাইলেই সকল গোলযোগ মিটিয়া যায়।

রমণী। রস্তমজী কি বলেন?

কাশী। তিনি কমলা বাঈএর সঙ্গে দেখা হইবার পরে একখানি পত্র পাইয়াছিলেন। কোন স্ত্রীলোক মৃত্যুশয্যায় তাঁহাকে তাহার সহিত দেখা করিতে অনুরোধ করে। পেষ্টনজীকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া তিনি তাহার সহিত দেখা করিতে যান, কিন্তু তিনি কোথায় গিয়াছিলেন এবং সে স্ত্রীলোকের নামই বা কি—তাহা কিছুতেই তিনি বলিতে চাহেন না।

রমণী। কি বলিলেন—একজন স্ত্রীলোক মৃত্যুশয্যায় তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল। আমাকেও যেন কে এই রকম দেখা করিতে ডাকিয়াছিল, আমি যাই নাই। আমার ঠিক মনে পড়িতেছে না।

কাশী। কি রকম? তোমাকেও খবর দিয়াছিল? চিঠী লিখেছিল কি?

রমণী। না—আমার মনে পড়িয়াছে—হাঁ ঠিক হইয়াছে। যেদিন রাত্রে পেষ্টনজী খুন হন, সেইদিন বৈকালে তিনি আমার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। তিনিই আমাকে বলিয়াছিলেন, একজন স্ত্রীলোকের মৃত্যু আসন্ন—সে একবার তাঁহাকে দেখিতে চাহিয়াছে।

কাশী। কে সে স্ত্রীলোক, তাহা কিছু বলিয়াছিল?

রমণী। না, আমি উপহাস মনে করিয়া সে কথায় তখন কান দিই নাই; হাঁ—তিনি যাইবার সময় হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, —দেখা করিলে লাভ আছে, যেয়ো।

কাশী। কোথায় যেতে হবে, তা কিছু বলিয়াছিলেন?

রমণী। হাঁ, বোধ হইতেছে যেন বলিয়াছিলেন; কিন্তু আমার এখন

কিছুতেই মনে পড়িতেছে না। তখন তাঁহার কথায় আমি তেমন কান দিতে পারি নাই; মন বড় অস্থির ছিল। তাহার পর এই সব বিপদ্‌-আপদে আমার অনেক কথাই মনে নাই।

কাশী। রস্তমজী ফাঁসী যাইবেন তাহাও স্বীকার, তবুও তিনি সে স্ত্রীলোকের কোন কথা কিছুতেই বলিবেন না। কাজেই এখন আমাকে সন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে। খুব ভাল করে মনে করিয়া দেখ।

রমণী। এখন কিছুই মনে হইতেছে না—পরে মনে হইতে পারে।

কাশী। খুব চেষ্টা কর। সেই স্ত্রীলোককে আমাদের বাহির করিতেই হইবে। তার পর যাহা বলিতে আসিয়াছিলাম, আমার ইচ্ছা, তোমাদের দুজনকে আমি একবার রস্তমজীর কাছে লইয়া যাই। তোমাকে এ অবস্থায় দেখিলে, আর কমলা বাঈ অনুরোধ করিলে তিনি নিশ্চয়ই সব কথা বলিতে পারেন। পারিবে কি?

রমণী। তাঁহার জন্য যখন এত পারিতেছি, তখন ইহাও পারিব।

কাশী। সকল কথা বলিয়া কমলা বাঈকে সম্মত করিবে।

রমণী। আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিব।

কাশী। যথার্থ তোমার ভালবাসাই ভালবাসা—তুমি দেবী।

রমণী। আমি মহা পাপিয়সী। তাঁহার পায়ের ধূলার যোগ্যও নহি।

তখনই রমণী বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া সত্বর সেখান হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিল।

বৃদ্ধ কাশীনাথ নায়েকও চিন্তিত মনে ধীরে ধীরে অন্যত্রে প্রস্থান করিলেন।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

### কাজের কথা

পরদিবস অতি প্রত্যূষে দাদাভাস্কর কীর্ত্তিকরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এখন দেখিলে দাদাভাস্করকে দাদাভাস্কর বলিয়া চেনা যায় না। সাধারণতঃ পার্শী ভৃত্যগণ যে বেশ ব্যবহার করিয়া থাকে, এক্ষণে তিনি সেই বেশে সজ্জিত।

তাঁহাকে দেখিয়া কীর্ত্তিকর মৃদুহাস্য করিলেন। দেখিয়া দাদাভাস্কর বলিলেন, "এখন কে আমাকে পুলিস-ইন্‌স্পেক্টর দাদাভাস্কর বলিয়া চিনুক দেখি।"

কীর্ত্তিকর হাসিয়া বলিলেন, "দাদাভাস্কর, তুমি এক সময়ে উন্নতি করিতে পারিবে। এ ছদ্মবেশে তোমার বড় বাহাদুরী প্রকাশ পাইতেছে।"

"তবুও ত গুরুদেব আমাকে গাধা বলেন।"

"সে আদর করিয়া বলি। নতুবা তোমার কার্য্যকুশলতার উপর আমার প্রগাঢ় বিশ্বাস আছে।"

"আদর করিয়া গাধা বলা, আপনারই সাজে।"

"থাক্, এখন খবর কি বল।"

হাঁ, বেশীক্ষণ দেরী করিতে পারিব না। এখনি বেটা আমাকে খুঁজিবে।"

"তোমাকে সন্দেহ করিতে পারে নাই ত ?"

"তাহার অনেক দেরী আছে।"

"কি জানিতে পারিলে বল।"

"আপনি যাহা মনে করিয়াছিলেন, তাহাই।"

"কি ?"

"বর্জরজী আর মাঞ্চারজী রাজা বাঈএর আত্মীয় বা কুটুম্ব নয়।"

"কি করিয়া জানিলে ?"

"সব বলিতেছি। কাল রাত্রে এ দুজনের ভারি ঝগড়া হইয়াছে ; আমি দরজার পাশে লুকাইয়া থাকিয়া সব শুনিয়াছি।"

"কিসের জন্য ঝগ্‌ড়া ?"

"টাকা-কড়ির বখ্‌রা লইয়া।"

"তার পর ?"

"তাদের দুজনের ঝগ্‌ড়াতে বুঝিলাম যে, মাঞ্চারজী বর্জরজীর চেলা। তাহাকে বর্জরজীই খেলাইতেছে। ভাবে বোধ হয়, দুজনের কিছু সম্বন্ধও আছে।"

কীর্ত্তিকর একবার কি ভাবিলেন। ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "বর্জরজী, মাঞ্চারজীকে কি বুলিল, তাহাই শুনিতে চাই।"

দাদাভাস্কর বলিলেন, "বর্জরজী ক্রোধে মাঞ্চারজীকে বলিল, 'তোকে এতদিন খাইয়ে মানুষ কর্‌লেম। রাজা বাঈকে জোগাড় করে দিলাম, এখন তুই টাকার ভাগ চাস্‌ ? এত বড় আস্পর্দ্ধা ! আচ্ছা, তোমায় আমি ঠিক করে দিচ্ছি।' "

কীর্ত্তিকর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহাতে মাঞ্চারজী কি উত্তর দিল ?"

দাদা। সে বলিল, 'তার সমস্ত গহনা আমায় দিয়েছে, ভয়ে হরমসজীর কাছে এখন টাকা চাহিতে পারিতেছে না—তা হলে আমার চলে কিসে ?' তখন বর্জরজী বলিল, 'এত বাবুগিরী কর কেন ?'

সে উত্তর করিল, 'কেন করব না, টাকা ত আমিই সব জোগাড় করেছি। তুমি আর কি করছো? অমন কর যদি, আমি সমস্তই গোল করে দেব।' এই কথা শুনিয়া বর্জরজী একটু নরম হইল। বলিল, 'দেখ মাঞ্চারজী, যদি আমাদের দুজনে এখন ঝগ্‌ড়া হয়, তবে সব কাজই পণ্ড হবে। তোমার যে অবস্থা ছিল, তাই আবার দাঁড়াবে। দিন কতক চুপ-চাপ করে থাক। হরমসজী বেটার মৃত্যু-শর আমার হাতে আছে। যত টাকা ইচ্ছা, তার কাছে আদায় হবে।'

কীর্ত্তি। মাঞ্চারজী কি বলিল?

দাদা। সে বলিল, 'এখন আমার চলে কিসে?' তাহাতে বর্জরজী উত্তর করিল, 'তার উপায় করে দিচ্ছি। গণেশমলের কাছে গহনা-গুলো বাঁধা আছে। আর বাঁধা রেখে কাজ কি? তার কাছে বেচে ফেল্‌লে এখন অনেক নগদ টাকা পাওয়া যায়।'

কীর্ত্তি। গণেশ্ মল?

দাদা। হাঁ, গণেশ মল। সে নাম কি আমি ভুলি?

কীর্ত্তি। তা জানি।

দাদা। মাঞ্চারজী তাতে খুব সন্তুষ্ট হইল; বলিল, 'তবে আজই বিক্রী করে দাও। আমার হাতে এক পয়সাও নাই।' বর্জরজী বলিল, 'আচ্ছা, তাই হবে।' তাহার পর কিছু পরেই দুজনে বাহির হইয়া গেল।

কীর্ত্তি। তাহা হইলে কি বুঝিলে?

দাদা। বুঝিলাম, বর্জরজী বেটা মহা পাজী। এই ছোঁড়াটাকে দিয়ে হরমসজীর সর্ব্বনাশ করিতেছে।

কীর্ত্তি। তবে রাজা বাঈ নিজের গহনাগুলি পর্য্যন্ত মাঞ্চারজীকে দিয়াছে! ওঃ! ইহার ভিতর একটা মহা জটিল রহস্য নিহিত আছে।

দাদা। প্রেমের জন্য স্ত্রীলোকেরা সব পারে।

কীর্ত্তি। মাঞ্চারজী রাজা বাঈএর ছেলের বয়সী।

দাদা। স্ত্রীলোকের পক্ষে সব সম্ভব।

কীর্ত্তি। আমি জানিয়াছি, রাজা বাঈ আর কমলা বাঈ উভয়েই বর্জরজীকে ভয় করে, কেন?

দাদা। পাছে বর্জরজী গুপ্ত-রহস্য হরমসজীকে বলিয়া দেয়।

কীর্ত্তি। সম্ভব, কিন্তু কমলা বাঈ ভয় করিবে কেন?

দাদা। একই কারণে।

কীর্ত্তি। এখন চুরি যে হরমসজীর বাড়ীর লোক দিয়া হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছ?

দাদা। বেশ বুঝিয়াছি। মাঞ্চারজীর রোজ টাকার দরকার। আর গহনা নাই যে দিবে; তাহাই রাজা বাঈ গোপনে সিন্দুক হইতে টাকা বাহির করিয়া লইয়াছিল। কমলা বাঈ জানিতে পারিয়া প্রতিবন্ধক দিতে যায়। তাহার পর যাহা হইয়াছে, আমরা জানি।

কীর্ত্তি। ঠিক তাহা নহে। তবে ইহাও সম্ভব বটে। যাহাই হউক, শীঘ্রই চোর ধরা পড়িবে। বর্জরজী ও মাঞ্চারজীর উপর বিশেষ নজর রাখিয়ো।

দাদা। ত্রুটি করিতেছি না।

কীর্ত্তি। কাল কোন গতিকে ছুটি লইয়া আমার সহিত একবার আফিসে দেখা করিয়ো।

দাদা। করিব।

দাদাভাস্কর প্রস্থান করিলে কীর্ত্তিকর বহুক্ষণ চিন্তিতমনে গৃহমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন। তৎপরে লালুভাইকে ডাকিয়া আনিতে আজ্ঞা দিয়া একজন ভৃত্যকে প্রেরণ করিলেন।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

### খুন সম্বন্ধে

যতক্ষণ লালুভাই না আসিলেন, ততক্ষণ কীর্ত্তিকর কক্ষমধ্যে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি যে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, তাহা তাঁহাকে দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। পরে তিনি সহসা টেবিলের সম্মুখে যাইয়া বসিলেন—একখানা কাগজ টানিয়া লইলেন। আবার বহুক্ষণ কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি একখানি পত্র লিখিয়া ভৃত্যের হাতে দিলেন; বলিলেন, হরমসজীর বাড়ীর পিছনে যে গলি আছে, সেই গলিতে শিশ্ দিলে একটি স্ত্রীলোক বাহির হইয়া আসিবে, তাহাকে এই পত্র দিবে। খুব সাবধানে আর গোপনে দিবে, যেন কেহ দেখিতে না পায়।

ভৃত্য সেলাম দিয়া চলিয়া গেল। ক্ষণপরে লালুভাইও তথায় উপস্থিত হইলেন।

কীর্ত্তিকর তাঁহাকে বলিলেন, "কতদূর কি করিলেন? সাহেব আমাকে বলিতেছিলেন যে, খুনের মোকদ্দমা আর ফেলিয়া রাখা যায় না। এ অবস্থায় মোকদ্দমা হইলে আসামী খালাস হইয়া যাইবে।"

বৃদ্ধ লালুভাই বলিলেন, "তা ত দেখিতেছি।"

"রস্তমজী খুন করে নাই, সুতরাং তাহাকে হাজতে রাখা অন্যায়।"

"সেই ছোক্‌রাকে পাইয়াছি।"

"কোন্ ছোক্‌রা ?"

"যে ছোক্‌রা সেদিন রাত্রে রস্তমজীকে পত্র দেয়।"

"সে কি বলে ?"

"তাহাকে সঙ্গে আনিয়াছি।"

"এইখানে ডাকুন।"

লালুভাই উঠিয়া গিয়া ছিন্নবস্ত্রপরিহিত, ধূলি-ধূসরিত এক বালককে সেখানে উপস্থিত করিলেন।

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "আপনি ইহাকে কিরূপে পাইলেন ?"

"এলফিন্‌ষ্টোন সার্কেলের নিকটে অনেক ছেলে খেলা করে, তাহাদের মধ্যে সন্ধান করিয়া ইহাকে পাইয়াছি।"

"ও কি বলে ?"

"আপনিই শুনুন।"

কীর্ত্তিকর সেই বালকের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই একদিন রাত্রে একজন পার্শী ভদ্রলোককে একখানা চিঠী দিয়াছিলি ?"

বালক। হাঁ।

কীর্ত্তি। কে তোকে চিঠী দিয়াছিল ?

বালক। একজন মেয়েমানুষ।

কীর্ত্তি। সে কে ?

বালক। জানি না।

কীর্ত্তি। পার্শী, ভাটিয়া না মারাঠী ?

বালক। মারাঠী।

কীর্ত্তি। কোথায় তোকে চিঠী দিয়াছিল ?

বালক। বাগানের দরজায়।

কীর্ত্তি। কি বলিল ?

বালক। 'ঐ পার্শী বেরিয়ে এলে এই চিঠী ওকে দিস্। এই নে তোকে একটা টাকা দিলেম।'

কীর্ত্তি। তার পর সে কোথায় গেল ?

বালক। তা জানি না।

কীর্ত্তি। দূর হ, এখান থেকে।

বালক নিমেষ মধ্যে অন্তর্হিত হইল।

কীর্ত্তিকর হাসিয়া বলিলেন, "লালুভাই সাহেব, এই বালকের তল্লাসে না থাকিয়া যদি মড়া পোড়াইবার ঘাটে সন্ধান লইতেন, তাহা হইলে কাজ হইত।"

লালুভাই বলিলেন, "কি হইত ?"

"এই দেখুন," এই বলিয়া কীর্ত্তিকর টেবিলস্থ কাগজ-পত্রের ভিতর হইতে একখানা কাগজ টানিয়া বাহির করিলেন। বলিলেন, "আমি ঘাট হইতে যে দিন খুন হয়, তাহার পর দিনের মৃত্যু রেজেষ্টারীর কাপি আনিয়াছি।"

"সে স্ত্রীলোক কি মরিয়াছে ?"

"সেইদিন রাত্রেই সে মারা যায়।"

"আপনি কেমন করিয়া জানিলেন ? সে মরিয়াছে জানিলে আমি নিশ্চয়ই ঘাটে সন্ধান লইতাম।"

"যাহাই হউক, এই দেখুন; সেদিন সাতটি মারাঠীর মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে তিনটি পুরুষ আর চারিটি স্ত্রীলোক।"

"তাহা হইলে এই চারিজন স্ত্রীলোকের মধ্যে সে নিশ্চয়ই একজন

"নিশ্চয়ই। দেখুন, ইহার মধ্যে দুইটি বড়লোকের বাড়ীর-জাদা বনিয়াদী ঘর। এ দুটি নয়।"

"কেন ?"

"রুস্তমজী যে চিঠী পাইয়াছিলেন, তাহা ত দেখিয়াছেন।"

"আপনার কাছেই ত দেখিলাম।"

"ভাল—সেই চিঠী অতি জঘন্য কাগজে লেখা। বড় লোকের ঘরে সেরূপ কাগজ থাকা সম্ভব নয়।"

"হাঁ, ঠিক বলিয়াছেন বটে।"

"তাহা হইলে সে স্ত্রীলোক এই দুইটির মধ্যে একটিও নহে।"

"সম্ভব।"

"সম্ভব নয়—নিশ্চয়ই। তাহা হইলে থাকিল আর দুইটি। ইহার মধ্যে দেখিতেছি, একটি সধবা—সুতরাং সেটিও হইতে পারে না।"

"কেন?"

কীর্ত্তিকর ভ্রুকুটি-কুটিল মুখে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আপনি ডিটেক্‌টিভগিরী করিয়া চুল পাকাইয়া ফেলিলেন; ইহাও আবার আপনাকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে? স্বামী থাকিতে কোন্ স্ত্রীলোক মৃত্যু-শয্যা হইতে নিজে অপরিচিত ভদ্রলোককে পত্র লিখিবে? লিখিতে হইলে তাহার স্বামী বা আত্মীয় কেহ লিখিত।"

"হাঁ বুঝিয়াছি।"

"তা হইলে থাকিতেছে একটি, সেইটিই এ স্ত্রীলোক।"

"এ ত দেখিতেছি, লিখিয়াছে বারবনিতা।"

"তাহাই হওয়া বিশেষ সম্ভব, পরে সকলই জানিবেন। ইহার ঠিকানাটি লিখিয়া লউন। এ কে, ইহার বৃত্তান্ত বা কি সমস্তই অনুসন্ধান করিবার ভার আপনার উপর থাকিল।"

"আমি এখনই রওনা হইলাম।"

"কতদূর কি হয়, আমাকে আফিসে সংবাদ দিবেন।"

লালুভাই প্রস্থান করিলে কীর্ত্তিকর স্নান আহারাদি করিতে গেলেন।

## নবম পরিচ্ছেদ

### উদ্যানে

ঠিক দুই প্রহরের সময় কমলা বাঈ তাহার দাসী সমভিব্যাহারে ভিক্টোরিয়া গার্ডেনে কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। বাগানের একপার্শ্বে একখানি বেঞ্চে তাহারা দুইজনে বসিয়াছিল। কেহ কাহারও সহিত কথা কহিতেছিল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে কমলা বাঈ বলিল, "কই তিনি ত এখনও আসিলেন না।"

দাসী কহিল, "তিনি একটার সময় আসিবেন, আমাকে লিখিয়াছিলেন। এখনও একটা বাজে নাই।"

আবার উভয়ে বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। সহসা দাসী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এই যে তিনি আসতেছেন।"

কমলা বাঈ সেই দিকে চাহিয়া দেখিল, একটি বৃদ্ধ মারাঠী ভদ্রলোক তাহাদের দিকে আসিতেছেন। বৃদ্ধ মারাঠী নিকটে আসিয়া কমলা বাঈকে বলিল, "আপনার নাম কমলা বাঈ? ধনাঢ্য পার্শী ব্যাঙ্কার হরমসজীর কন্যা?"

কমলা বাঈ সলজ্জভাবে ঘাড় নাড়িল। বৃদ্ধ বলিলেন, "আমি রুস্তমজীর পিতার বাল্য-বন্ধু—আমার নাম কাশীনাথ নায়েক। তাঁহার বিপদ্ শুনিয়া তাঁহাকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে আসিয়াছি। লোক পরম্পরায় শুনিলাম, আপনি তাঁহাকে বড়——"

সহসা কমলার কমনীয় কপোলযুগ আরক্ত হইয়া উঠিল। দেখিয়া বৃদ্ধ কাশীনাথ কথা ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন, "যেদিন পেষ্টনজী খুন হয়, সেদিন রাত্রে তাঁহার সহিত পেষ্টনজীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনিই তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দেন—কিন্তু তিনি আর সে গাড়ীতে তাঁহার সঙ্গে যান নাই। অপর কেহ গিয়াছিল।"

"তবে তিনি খুন করিলেন কিরূপে?"

"সেই কথাই হইতেছে। তিনি সে রাত্রে পেষ্টনজীকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া কাহার সঙ্গে যে দেখা করিয়াছিলেন, ইহা কিছুতেই বলিতেছেন না। আমি অনেক বুঝাইয়াছি।"

"কেন?"

"তাহাও তিনি বলেন নাই। তিনি পেষ্টনজীর সঙ্গে গাড়ীতে না গিয়া অন্যত্রে গিয়াছিলেন; ইহা প্রমাণ করিতে পারিলেই তিনি মুক্তি পাইতে পারেন, অথচ তিনি এমন নির্ব্বোধ—ইহা কিছুতেই বলিবেন না। এমন অবুঝ লোক কি করিয়া যে আপনার পিতার এত বড় কারবার চালাইতেন, আমি ত কিছুই ভাবিয়া পাই না। তিনি কিছুতেই প্রকৃত ব্যাপার প্রকাশ করিবেন না।"

"কেন?"

"সেইজন্য অনেক চেষ্টা করিয়া আপনার দাসীর সহিত পরিচিত হইয়াছি। আমার কথা তিনি ত কিছুতেই শুনিতেছেন না। সম্ভবতঃ আপনার অনুরোধ তিনি রক্ষা করিতে পারেন।"

"তা কি করিবেন?"

"তিনি যদি পাগল হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের কি তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে? তাঁহার কি বিপদ্, তাহা তিনি বুঝিতেছেন না। ফাঁসী——"

শুনিয়া উভয় রমণীই একটি অস্পষ্ট কাতরোক্তি করিয়া উঠিল।

কাশীনাথ বলিলেন, "নির্দ্দোষী কখনও সাজা পায় না। তিনি নির্দ্দোষ, তাঁহার ভয় কি ?"

"তিনি কি মুক্তি পাইবেন ?"

"নিশ্চয়ই—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

"আমাকে কি করিতে বলেন ?"

"আপনাকে একবার তাঁহার সহিত দেখা করিতে বলি।"

"কিরূপে দেখা করিব ?"

"জেলের সাহেবের সহিত আমার আলাপ-পরিচয় আছে। আমার সঙ্গে গেলে তিনি আপনাকে রুস্তমজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিবেন।"

"বাবা জানিতে পারিলে আমাকে কি বলিবেন ? আপনার সহিত এরূপে দেখা করিয়াই হয় ত আমি ভাল করি নাই।"

"একজন লোক বিনা দোষে ফাঁসী যায়, আর আপনি একটা কাজ করিলে যদি সে বাঁচে, তাহা কি আপনার করা কর্ত্তব্য নহে ?"

"আমি জেলে তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছি, এ কথা প্রকাশ হইলে আমাকে বড়ই লজ্জা পাইতে হইবে। বাবা শুনিলেও আমাকে তিরস্কার করিবেন। তাঁহাকে না বলিয়া আমার কি কোন কাজ করা কর্ত্তব্য ?"

"ঘটনা বিশেষে কর্ত্তব্য। একজনের জীবন-মরণ লইয়া কথা—বিবেচনা করিয়া দেখুন।"

এই সময়ে দাসী কমলার দুইটি হাত ধরিয়া করুণকণ্ঠে বলিল, "চলুন।"

কাশীনাথ বলিলেন, "হাঁ, চলুন। আপনি অনুরোধ করিলে তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন যে, তিনি সে রাত্রে কাহার সঙ্গে দেখা করিতে

গিয়াছিলেন। ইহা জানিতে পারিলে তিনি নিশ্চয়ই মুক্ত হইবেন। আমার বিশ্বাস, আপনার কথা তিনি ঠেলিতে পারিবেন না।"

কমলা। তিনি কি আমার অনুরোধ রাখিবেন?

কাশী। তিনি আপনাকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন। যদি কাহারও অনুরোধ তিনি রক্ষা করেন, তবে আপনারই অনুরোধ রক্ষা করিবেন।

কমলার কপোল রক্তাভ হইয়া উঠিল। সে সলজ্জভাবে মস্তক অবনত করিয়া বলিল, "তবে চলুন।"

কাশীনাথ অগ্রে অগ্রে চলিলেন। কমলা ও দাসী তাঁহার অনুসরণ করিল।

বৃদ্ধ কাশীনাথ নায়েক উদ্যানের বাহিরে একখানি গাড়ী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। গাড়ীর নিকটে আসিয়া তিনি কমলা ও তাহাব দাসীকে গাড়ীতে উঠিতে বলিলেন। তাহারা গাড়ীতে উঠিয়া দেখিল, গাড়ীর ভিতর দুইখানি গাত্রবস্ত্র রহিয়াছে।

বৃদ্ধ গাড়ীতে উঠিয়া বলিলেন, "আপনাদের জন্য এই দুইখানা গাত্র-বস্ত্র আনিয়াছি। বেশ ভাল করিয়া গায়ে দিন। অবগুণ্ঠন ভাল করিয়া দিন, তাহা হইলে আপনাদের কেহই চিনিতে পারিবে না। আপনারা যে জেলে রস্তমজীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন, তাহাও কেহ জানিবে না।"

বৃদ্ধের কথামত উভয়ে গাত্রবস্ত্র দ্বারা অবগুণ্ঠন করিয়া লইল। গাড়ীও সবেগে জেলের দিকে ছুটিল।

## দশম পরিচ্ছেদ

### কারাগৃহে

গাড়ী আসিয়া জেলখানার দ্বারে দাঁড়াইল। বৃদ্ধ গাড়ী হইতে নামিয়া গেলেন।

এখানে আসিয়া কমলা বাঈএর হৃদয়ের অন্তস্তম প্রদেশ একেবারে বসিয়া গেল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। কিরূপে জেলের ভিতরে প্রবেশ করিবে, তাহাই ভাবিয়া মনে মনে অত্যন্ত ব্যাকুল হইতে লাগিল।

তাহার অবস্থা দেখিয়া দাসী বলিল, "স্থির হউন, এমন ভাঙ্গিয়া পড়িবেন না। আপনি অধীরা হইলে রস্তমজী সাহেবকে রক্ষা করিতে পারা যাইবে না।"

কমলা। আমি ত স্থির আছি।

দাসী। হাঁ—না হইলে লোকে আমাদের দেখিবে।

কমলা। তুমি যদি কাহাকেও কখনও ভালবাসিতে, তাহা হইলে আমার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিতে।

দাসী কোন উত্তর না দিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে একটি দীর্ঘনিশ্বাস বহির্গত হইল। কমলা চমকিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল।

এই সময়ে কাশীনাথ গাড়ীর নিকটে আসিয়া বলিলেন, "আসুন।" উভয়ে গাড়ী হইতে নামিল। কমলা বড় উদ্বেগে বড় কাঁপিতে

ছিল; দাসী তাহাকে ধরিয়া লইয়া চলিল। সকলে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে জেলখানার মধ্যে প্রবেশ করিল।

একজন প্রহরী তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া চলিল। এক স্থানে আসিয়া সে দাঁড়াইল; এবং ঘোর রোলে লৌহদ্বার খুলিল। কমলা ও দাসীকে সেখানে রাখিয়া কাশীনাথ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা উভয়ে অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল।

কাশীনাথকে আসিতে দেখিয়া রস্তমজী মাথা তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন। কাশীনাথ বলিলেন, "কমলা বাঈ তোমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে?"

রস্তমজী চমকিত হইয়া বলিলেন, "কে?"

কাশীনাথ কোন উত্তর না দিয়া বাহিরে গিয়া উভয়কে ভিতরে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। কম্পিতপদে, স্পন্দিতহৃদয়ে কমলা বাঈ ধীরে ধীরে নতমুখে কারাগৃহে প্রবেশ করিল।

অতীব বিস্ময়ে রস্তমজী লম্ফ দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না এবং তাঁহার চোখ দুটি জলে ভরিয়া গেল।

কমলা বাঈ আত্মসংযম করিতে পারিল না। সে-ও কাঁদিয়া ফেলিল। বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিল। আর দাসী—সে অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া প্রাচীর অবলম্বনে নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

কাশীনাথ বলিলেন, "আমার কথায় তুমি সব কথা প্রকাশ কর নাই। তাহাই অনেক চেষ্টায় কমলা বাঈকে আনিয়াছি। তুমি ইচ্ছা করিয়া এরূপ ঘোরতর উন্মত্ততা প্রকাশ করিলে আমরা নিশ্চিন্ত থাকি কিরূপে?"

রস্তমজী কাতরভাবে বলিলেন, "আপনাকে কি বলিব? আমাকে কষ্ট দিতেছেন কেন?"

কাশীনাথ বলিলেন, "আমি তোমার পিতার বাল্য-বন্ধু, আমি তোমাকে বিনা কারণে কিরূপে ফাঁসীকাঠে ঝুলিতে দেখিব ?"

রস্তমজী কোন কথা কহিলেন না। তখন কাশীনাথ কমলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি অনুরোধ করুন। ইনি আমার কোন কথাই শুনিতেছেন না।"

কমলা কথা কহিবার চেষ্টা করিয়াও পারিল না; তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। তখন কাশীনাথ দাসীকে বলিলেন, "তুমি তোমার কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে বল। আমি ত বাবু আর পারি না।"

অতি কষ্টে দাসী আসিয়া কমলার হাত ধরিল। কিন্তু আত্মসংযমে সক্ষম হইল না। তাহার কণ্ঠ হইতে অস্পষ্ট ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইল। সেই সময়ে তাহার অবগুণ্ঠন একটু অপসারিত হইল।

রস্তমজী বিস্ময় ও আবেগপূর্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি !"

দাসী নিজের অসাবধানতা বুঝিতে পারিল; চকিতে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল। কমলা চমকিত হইয়া রস্তমজীর দিকে চাহিল, তৎপরে দাসীর দিকে চাহিল। তাহার সমস্তই যেন একটা মস্ত প্রহেলিকা বোধ হইতে লাগিল।

রস্তমজী লজ্জিত হইলেন। মনে মনে বলিলেন, "আমি কি পাগল হইয়াছি। সে কিরূপে কমলার দাসী হইবে। কিন্তু যেন ঠিক সেই মুখ।"

কাশীনাথ রস্তমজীকে বলিলেন, "দেখ, দাসী কমলা বাঈকে এত ভালবাসে যে, সে-ও তোমার জন্য কাঁদিতেছে। একটা কথা বলিলে যদি সকল গোল মিটিয়া যায়, তবে কেন তুমি সে কথা বলিতেছ না ? আমরা যে তোমার জন্য এত করিতেছি, ইহা দেখিয়া একান্ত অকৃতজ্ঞ না হইলে এরূপ ব্যবহার কেহ করে না।"

রস্তমজী বিনীতভাবে বলিলেন, "ক্ষমা করুন, আমার বলিবার উপায় নাই, নতুবা বলিতাম।"

এবার কমলা কথা কহিল। বলিল, "বলুন না।"

রস্তমজী আবেগের সহিত বলিলেন, "কমলা, তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়ো না। কেমন করিয়া তোমার কথা ঠেলিতে হয়, তাহা আমি এখনও শিখি নাই—আমাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিয়ো না।"

কমলা বলিল, "আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

রস্তমজী। আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়ো না।

কমলা সহসা রস্তমজীর পদতলে বসিয়া পড়িল। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "যদি কখনও আমাকে বিন্দুমাত্র ভালবাসিয়া থাক, তবে বল, সে রাত্রে তুমি কাহার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলে। পরের জন্য নিজের জীবনকে বিপন্ন করা কি উচিত?"

রস্তমজী কমলাকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন। বলিলেন, "কমলা, তুমি কি জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা তুমি জান না।"

কমলা ব্যাকুলভাবে বলিল, "জানি-না-জানি বুঝি না। আমি সামান্য স্ত্রীলোক বই ত নই। তুমি পরের জন্য কেন——"

কাশীনাথ মধ্যপথে বাধা দিয়া বলিলেন, "সামান্য একটা স্ত্রীলোকের জন্য——"

রস্তমজী সবেগে বলিলেন, "হাঁ, স্ত্রীলোকের জন্য সত্য।"

কমলা অশ্রুপূর্ণনেত্রে রস্তমজীর মুখের দিকে চাহিল। তৎপরে কাঁদিয়া উঠিল।

অভাগিনী দাসীও অবগুণ্ঠন মধ্য হইতে অশ্রুপূর্ণনেত্রে চাহিল, তাহারও বুক চোখের জলে ভিজিতেছিল।

# একাদশ পরিচ্ছেদ

## সেইভাব

বহুক্ষণ সকলেই নীরব। অবশেষে বৃদ্ধ বলিলেন, "দেখ রস্তমজী, তোমাকে স্পষ্ট কথা বলি, তুমি একটি ভয়ানক বদ্‌লোক। এই বালিকা তোমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তোমার পায়ে পর্য্যন্ত পড়িল, আর তুমি এমনই পাষণ্ড যে, একবার ইহার মুখের দিকে চাহিলে না!"

রস্তমজী নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিলেন, "মহাশয়, আপনি জানেন না, কমলাও জানে না। কমলার জন্যই আমার কোন কথা বলিবার উপায় নাই।"

কমলা মাথা তুলিয়া চমকিত ভাবে বলিল, "আমার জন্য!"

কাশীনাথ বলিলেন, "ইহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, ইহার কথায় কান দিবেন না। আমি দেখিতেছি, ইহাকে পাগল বলিয়াই বিচারকালে সপ্রমাণ করিতে হইবে; আর কোন উপায় নাই।"

রস্তমজী বলিলেন, "আমি পাগল নই। কমলা, আমি সত্যই বলিতেছি, তোমার জন্যই আমার কিছুই বলিবার যো নাই। ইহাতে আমায় যদি ফাঁসীকাঠে ঝুলিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ—কিছুতেই আমি কোন কথা প্রকাশ করিব না—করিতে পারিব না।"

কমলা ধীরে ধীরে আসিয়া রস্তমজীর হাত ধরিল। বলিল, "আমার বিষয় ভাবিয়ো না। বরং আজীবন আমি চিরদুঃখ ভোগ করিব; তুমি এ বিপদ্ হইতে রক্ষা পাও। তোমার কিছু হইলে আমি কি

বাঁচিব? তবে তুমি কেন আমার বিষয় ভাবিতেছ? আমার যাহাই হউক না কেন, তুমি সব কথা খুলিয়া ইঁহাকে বল। আমার সম্মুখে বলিতে না চাও, আমি এখনই চলিয়া যাইতেছি।”

রস্তমজী করুণকণ্ঠে বলিলেন, “কমলা, হয় ত এক সময়ে আমি বলিলেও বলিতে পারিতাম, কিন্তু এখন আর উপায় নাই। আমি জানি যে, এ খুনের দায় হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় আছে; আমি সে রাত্রে কার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলাম বলিলেই মুক্তি পাই; কিন্তু আমার বলিবার উপায় নাই। আমি কিছুতেই বলিতে পারিব না।”

কমলা ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দাসীও এতক্ষণ কাঁদিতেছিল। সহসা সে রস্তমজীর নিকটবর্ত্তী হইল; বোধ হইল, যেন সে রস্তমজীর হাত ধরিতে যাইতেছিল, কিন্তু আত্মসংযম করিল। রস্তমজী স্তম্ভিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। বিস্মিতভাবে তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

কমলা একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার আসিয়া রস্তমজীর হাত ধরিল। অতি ব্যাকুল ও কাতরভাবে বলিল, “যে কারণই থাক্, তাহাতে আমার যাহাই হউক, তুমি বল।”

রস্তমজীও অতি ব্যাকুলভাবে বলিলেন, “কমলা, তুমি জান না—তুমি আমাকে কি জিজ্ঞাসা করিতেছ।”

কমলা বলিল, “এমন কি ঘটনা হইতে পারে যে, তুমি তাহা বলিতে পার না?”

রস্তমজী বলিলেন, “আর আমাকে কষ্ট দিয়ো না। আমি বলিতে পারিব না।”

কমলা বলিল, “তবে তুমি ইচ্ছা করিয়া আত্মহত্যা করিতেছ। আমি তোমার কাছে কি এমন অপরাধ করিয়াছি?”

কমলা আর সহ্য করিতে পারিল না। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। বৃদ্ধ কাশীনাথ নায়েক না ধরিলে সে ভূপতিতা হইত।

নায়েক রস্তমজীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “বুঝিয়াছি, তুমি নিজে পেষ্টনজীকে খুন কর নাই বটে, কিন্তু কে খুন করিয়াছে, তুমি তাহা জান।”

এই বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে কমলাকে লইয়া গৃহের বাহির হইয়া গেলেন।

অমনই দাসী অবগুণ্ঠন দূর করিয়া নিমেষমধ্যে আসিয়া রস্তমজীর হাত ধরিল। বলিল, “কথা শোন—কেন কষ্ট দাও।”

সহসা কিছু ভয়াবহ ব্যাপার দেখিলে লোকের যাহা হয়, রস্তমজীরও তাহাই হইল। তিনি বিস্ময়বিহ্বল হইয়া বলিলেন, “তুমি! তবে আমার ভ্রম হয় নাই!”

দাসী বলিল, “হাঁ, আমি। তোমারই জন্য আজ আমি কমলার দাসী। ওঃ! এত নিষ্ঠুর তুমি—এতেও কি তোমার দয়া হয় না? তোমাকে নিষ্ঠুরই বলি কি করিয়া, আমি ত জানি, দয়া-মায়া-স্নেহে তোমার হৃদয় পরিপূর্ণ।”

মুহূর্ত্ত মধ্যে সে গৃহ হইতে অন্তর্হিত হইল। রস্তমজী ভূমে বসিয়া পড়িয়া বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। বলিলেন, “হা ভগবান্! আমার এ কি করিলে!”

*　*　*　*　*　*

বৃদ্ধ কাশীনাথ, কমলা ও দাসীকে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। তিনি তাহাদিগকে আবার সেই বাগানে নামাইয়া দিয়া বলিলেন, “আপনারা অস্থির হইবেন না। রস্তমজী না বলুক, কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে সে রাত্রে দেখা করিয়াছিল, তাহা আমি নিজেই সন্ধান করিয়া বাহির করিব।”



"এত নিষ্ঠুর তুমি, এতেও কি দয়া হয় না ?"

[রহস্য-বিপ্লব—১০৬ পৃষ্ঠা।]

উভয়ের কেহই কোন কথা কহিল না। তাহাদের উভয়কে তথায় রাখিয়া বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বাগান হইতে বাহির হইলেন। দূরে একটু অন্তরালে দাঁড়াইয়া দেখিলেন যে, তাহারা বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। তখন তিনিও নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন।

তিনি ভাবিতেছিলেন, "বিশেষ কারণে রস্তমজীর মুখ বন্ধ হইয়াছে। নতুবা কে ইচ্ছা করিয়া ফাঁসীকাঠে ঝুলিতে চায়? একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল। সে স্ত্রীলোক কে? যে মরিয়াছে, সে পতিতা। সে মৃত্যুকালে রস্তমজীকে ডাকিবে কেন? বিশেষতঃ রস্তমজীর হরমসজী ব্যতীত আর কোন লোকের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ বোম্বাই সহরে নাই। একজন মেয়ে মানুষ, একজন পুরুষকে যখনই ডাকিবে, তখনই জানিতে হইবে যে,তাহার ভিতর আর একজন স্ত্রীলোক আছেই আছে। সে স্ত্রীলোক নিশ্চয়ই কমলা বাঈ। এমন কি কথা সে স্ত্রীলোক বলিতে পারে, যাহা রস্তমজী কমলার জন্য প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। সম্ভবতঃ সে বলিয়াছিল যে, সে হরমসজীর বিবাহিতা স্ত্রী। তারপর কোন কারণে হয় ত তাহার অধঃপতন হইয়াছিল। সম্ভব, এ বিবাহ হরমসজী গোপনে করিয়াছিলেন। এই স্ত্রীলোক ঘটনাচক্রে পড়িয়া পেষ্টনজীর হাতে পড়ে। তাহার পর যাহা কিছু ঘটিয়াছে, এ সকল অনুমান হইলেও ইহার ভিতর অনেকাংশ সত্য নিহিত আছে নিশ্চয়। দিবালোকের ন্যায় সমুদয় পরিস্কার বোধ হইতেছে। রস্তমজী সকলই জানেন। এরূপ অবস্থায় রুস্তমজী যে এ কথা প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, ইহাতে আমার সহানুভূতি আছে। তাহার কর্ত্তব্য-জ্ঞানকে আমার ধন্যবাদ।"

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

### সন্ধান হইল

লালুভাই মৃত স্ত্রীলোকের ঠিকানা কীর্ত্তিকরের নিকট পাইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি সেই ঠিকানানুযায়ী পাইছুনির এক 'চলে' উপস্থিত হইলেন। বোম্বাই সহরে যে ছয়-সাততলা বাড়ীতে এক একটি ঘর ভাড়া লইয়া পাঁচ-ছয় শত অতি দরিদ্র পরিবার বাস করে, তাহাকেই 'চল' বলে। এই সকল 'চলে' নানা জাতীয় নানা প্রকৃতির লোক বাস করে।

লালুভাই যে 'চলে' প্রবেশ করিলেন, তাহা নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তিতে পূর্ণ, সুতরাং তদনুরূপ কদর্য্য ও আবর্জ্জনাময়। দুর্গন্ধও এমনই ভয়ানক যে, সহজে ইহাতে প্রবেশ করা দুরূহ। এই সকল 'চলে' কাহারও সন্ধান করাও বড় সহজ নহে। লালুভাই প্রথমে নিম্নতল হইতেই আরম্ভ করিলেন। নিম্নতলে অধিকাংশই দোকান। তিনি ইহাকে উহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে; একটি লোক দশ-বার দিন হইল, এই 'চলে' মরিয়াছে, কিন্তু সে কোন্ ঘরের লোক এবং স্ত্রীলোক কি পুরুষ, তাহা তাহারা নিশ্চিত বলিতে পারিল না। এই সকল 'চল'বাসিগণ প্রায়ই কেহ কাহারও কোন সন্ধান রাখে না, কাজেই কাহারও সন্ধান পাওয়া সহজ নহে। লালুভাই দ্বিতলে উঠিলেন; সেখানেও তিনি বড় বেগতিক দেখিলেন। পুলিসের ভয়ে সেখানকার কেহ কোন সন্ধান দিতে অসম্মত। বিশেষতঃ কাহারও মৃত্যু সন্ধান দিলে পাছে কোন পুলিস-হাঙ্গামা হয় বলিয়া ইহারা কোন কথা বলে না।

দ্বিতলে বিফলমনোরথ হইয়া লালুভাই ত্রিতলে উঠিলেন। জিজ্ঞাসা

করিলেন। সকলেই বলে জানি না। অন্য কথা জিজ্ঞাসা করিলে সরিয়া যায়। এখানেও লালুভাইকে হতাশ হইতে হইল।

লালুভাই চতুর্থ তলে উঠিলেন; তথায় একটি ঘরে একটি অতি দরিদ্র রমণী একটি শিশুকে স্তন পান করাইতেছিল। লালুভাই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বলিতে পার বাছা, কোন্ ঘরে একটি স্ত্রীলোক দশ-বার দিন হইল, মারা গিয়াছে।"

সে কিয়ৎক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ঔষধ ধরিয়াছে দেখিয়া লালুভাই বলিলেন, "তিনি আমার আত্মীয়া ছিলেন।"

তখন স্ত্রীলোক বলিল, "উপরে যান। তিনি ৫২ নম্বর ঘরে ছিলেন।"

লালুভাই আর একতল উপরে উঠিলেন। অনেক কষ্টে ৫২ নম্বর ঘর পাইলেন। কিন্তু দেখিলেন, সে ঘরের দ্বারে চাবি বন্ধ।

তিনি পার্শ্ববর্ত্তী ঘরের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ঘরে কে ছিল?"

একজন বলিল, "একটি স্ত্রীলোক ছিল।"

লালুভাই। তার নাম কি?

লোক। তা জানি না।

লালুভাই। তিনি আমার আত্মীয়।

লোক। সে দশ-বার দিন হইল, মারা গিয়াছে।

লালুভাই। তার জিনিষ-পত্র কে লইল?

লোক। তা জানি না।

তাহার পর তিনি যাহা জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতেই সে বলে "জানি না।" তিনি হতাশ হইয়া নিম্নতলে পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীলোকের নিকট আসিলেন।

সে তখনও শিশুকে স্তনপান করাইতেছিল। লালুভাই তাহার

নিকট আসিয়া বলিলেন, "যিনি মারা গিয়াছেন, তিনি আমার আত্মীয় ছিলেন। সম্বন্ধে খুড়ী হইতেন। ব্যারাম হইয়াছে বলিয়া আমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। আমি তাড়াতাড়ি সুরাট হইতে আসিতেছি। আহা, দেখা হইল না!"

স্ত্রীলোক বলিল, "হাঁ, তিনি বড় কষ্টে মারা গেছেন। এক পয়সাও ছিল না।"

লালুভাই। আমি আগে সংবাদ পাইলে তাঁহার এ কষ্ট হইত না।

এই বলিয়া তিনি তথায় বসিলেন। বসিয়া বলিলেন, "আপনি যদি তাঁহার সংবাদ আমাকে দেন, তাহা হইলে আপনাকে আমি একটা টাকা দিব। কেহই আমাকে তাঁহার বিষয় কিছু বলে না।"

টাকা দেখিয়া স্ত্রীলোকটির চক্ষু উজ্জ্বল হইল। সে বলিল, "কি জানিতে চান বলুন।"

"আপনার সঙ্গে কি তাঁহার আলাপ ছিল?"

"হাঁ আমি বড় গরীব, যা পারি তাঁর করেছি। বোধ হয়, চিকিৎসা হলে তিনি মরিতেন না।"

"তিনি আমাদের না জানিয়েই এখানে এসেছিলেন। কত দিন হইল, এখানে এসেছিলেন?"

"প্রায় তিন মাস।"

"কত দিন হইল, তাহার ব্যারাম হইয়াছিল?"

"মাসখানেক হইল।"

"কি ব্যারাম হইয়াছিল?"

"মুখ দিয়ে রক্ত উঠিত।"

"না জানি, কত কষ্ট পাইয়াছেন। একটু আগে যদি আমাদের খবর দিতেন। মরিবার সময়ে কেহ তাঁর কাছে এসেছিল?"

"হাঁ, তিনি সেই রাত্রে আমাকে একখানা পত্র দিয়ে হরমসজী সাহেবের লোক রস্তমজী সাহেবের নিকট পাঠিয়ে দেন।"

"তার পর?"

"আমি খুঁজে খুঁজে এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সার্কেলের বাগানে তাঁকে দেখ্‌তে পেয়ে একটা ছোক্‌রাকে দিয়ে তাঁকে সেই পত্র দিই।"

"কে তোমায় তাঁকে চিনিয়ে দিয়েছিল?"

"হরমসজী সাহেবের দ্বরওয়ান।"

"তার পর তিনি এসেছিলেন?"

"হাঁ, রাত্রি প্রায় বারটার সময়ে এসেছিলেন।"

"কতক্ষণ ছিলেন?"

"প্রায় দুঘণ্টা ছিলেন।"

"তাঁদের কি কথাবার্ত্তা হলো?"

"তা আমি শুনি নাই। তাঁরা দরজা বন্ধ করে দিয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন।"

"তার পর?"

"তার পর তাঁর চলে যাবার এক ঘণ্টা পরেই তাঁর মৃত্যু হয়।"

"তাঁর মৃতদেহের সৎকার করিল কে?"

"বাড়ীওয়ালী লোক-জন জোগাড় করে নিয়ে যান্।"

"তাঁর জিনিষ-পত্র কি হল?"

"কিছুই বড় ছিল না। যা ছিল, বাড়ীওয়ালা নিয়ে গেছেন।"

"আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম।" এই বলিয়া লালুভাই রমণীর হস্তে একটি টাকা দিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

# ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

## সন্ধানের ফল

লালুভাই নিম্নে নামিয়া আসিয়া একজন দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বাড়ী কার?"

সে বলিল, "মহালক্ষ্মীর দাদাভাই মাণিকজীর।"

লালুভাই মহালক্ষ্মীর দিকে রওনা হইলেন।

দাদাভাই মাণিকজী ধনাঢ্য ব্যক্তি। লালুভাই তাঁহার বাটী চিনিতেন। তথায় আসিয়া তিনি মাণিকজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। একব্যক্তি তাঁহাকে বসাইয়া মাণিকজীকে সংবাদ দিতে গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি সেখানে আসিলে লালুভাই উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

দাদাভাই বলিলেন, "আমার নিকটে মহাশয়ের কি দরকার?"

লালুভাই বলিলেন, "আমি ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর, লালুভাই।"

"ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর! আমার নিকটে কি প্রয়োজন?"

"একটু আছে।"

"বসুন।"

লালুভাই বসিলেন—তিনিও বসিলেন। লালুভাই বলিলেন, "আপনার পাইদুনিতে এক 'চল' আছে?"

"আছে।"

"সেই 'চলে' দশ দিন হইল একটি স্ত্রীলোক মারা গিয়াছে?"

"হাঁ।"

"কত দিন হইল, সে ঐ বাড়ীতে আসিয়াছিল ?"

"আমি ঠিক বলিতে পারি না, আমার কর্ম্মচারী জানেন।"

"থাক—সে বিষয়ে আমার তত প্রয়োজন নাই।"

"আপনি এ সন্ধান লইতেছেন কেন, জিজ্ঞাসা করিতে পারি ?"

"আপনি পেষ্টনজী বলিয়া একটি লোকের কথা শুনিয়াছেন কি ?"

"হাঁ, সংবাদপত্রে পড়িয়াছি।"

"আমরা যে লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছি, সেই লোকটি এই মৃত স্ত্রীলোকের নিকট সেই রাত্রে বহুক্ষণ ছিলেন।"

"তা হলে——"

লালুভাই বাধা দিয়া বলিলেন, "যখন পেষ্টনজী খুন হয়, তখন তিনি এই স্ত্রীলোকের নিকটে।"

"তা হলে তিনি খুন করেন নাই ?"

"না।"

"এখন আমার নিকটে কি জানিতে চান ?"

"আপনি এই স্ত্রীলোকের দ্রব্যাদি সব লইয়া আসিয়াছেন ?"

"হাঁ, আমার কর্ম্মচারী লইয়া আসিয়াছিলেন। তাহার বিশেষ কিছুই ছিল না বলিয়া আর তাহা পুলিসে পাঠাই নাই।"

"তবু কি ছিল ?"

"একটা ভাঙা টিনের বাক্স, তাহার ভিতরে দুই-তিনখানা ছেঁড়া কাপড়।"

"আমি সেটা একবার দেখিতে চাই।"

মাণিকজী এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া সেই বাক্সটি আনিতে বলিলেন। বহু আবর্জ্জনার ভিতরে সেই ভাঙ্গা বাক্সটি ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সুতরাং শীঘ্র খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

বিলম্ব দেখিয়া মাণিকজী বিরক্ত হইয়া স্বয়ং দেখিতে গেলেন। লালুভাই তথায় বসিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মাণিকজী ফিরিলেন, একজন ভৃত্য একটা ভাঙ্গা টিনের বাক্স সঙ্গে আনিল। মাণিকজী বলিলেন, "এই সেই বাক্স।"

লালুভাই বাক্সটি খুলিয়া একে একে ছিন্ন মলিন বস্ত্রগুলি হাতে করিয়া তুলিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি বাক্সের ভিতরে একখানি কাগজের উপর পড়িল। তিনি মাণিকজীর অজ্ঞাতসারে সেটি প্রথমে হস্তস্থ, তাহার পর একেবারে পকেটস্থ করিলেন। আবার কাপড়গুলি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে লাগিলেন, তৎপরে বলিলেন, "হইয়াছে, আর দেখিবার কিছুই নাই, এ আর আপনাকে পুলিসে পাঠাইতে হইবে না।"

মাণিকজী বিনীতভাবে বলিলেন, "আমার দ্বারা আপনার যদি কোন কাজ হয়, তাহা করিতে সর্ব্বদাই আমি প্রস্তুত আছি।"

"তাহা আমরা সকলেই অবগত আছি," বলিয়া লালুভাই তাঁহার বাড়ী হইতে বাহির হইলেন।

* * * * * *

কিয়দ্দূর আসিয়া লালুভাই পকেট হইতে সেই কাগজখানি বাহির করিয়া বিশেষ ঐকান্তিকতার সহিত পাঠ করিলেন। তৎপরে মনে মনে বলিলেন, "কীর্ত্তিকর সাহেব আমাকে নিতান্তই আহাম্মুখ ঠাওরান। কিন্তু এবার এ কাগজখানা দেখিয়া কি বলিবেন!"

এই সময়ে কে তাঁহার পৃষ্ঠে হস্তস্থাপন করিলেন। তিনি ফিরিয়া দেখিলেন—স্বয়ং কীর্ত্তিকর। হাসিয়া বলিলেন, "আপনি কি সর্ব্বত্রই আছেন?"

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "না হলে চলে কই—সরকারী মাহিনা খাই ত। এখন দাদাভাই মাণিকজীর নিকটে কি সংবাদ পাইলেন?"

লালুভাই বলিলেন, "দেখিতেছি, আপনি তাহাও জানেন।"

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "সবই কিছু কিছু জানিতে হয়।"

লালুভাই সংক্ষেপে তাঁহাকে সকল কথা বলিয়া সেই কাগজখানি হাতে দিলেন। তিনি এইমাত্র আশা করিয়াছিলেন, সেই কাগজখানি দেখিয়া কীর্ত্তিকর নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, কিন্তু সে বিষয়ে তাঁহাকে একেবারে নিরাশ হইতে হইল। কীর্ত্তিকরের মুখে আশ্চর্য্য বা বিস্ময়ের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। তিনি কেবলমাত্র বলিলেন, "ইহাতে যাহা আছে, তাহা আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম।"

"জানিতেন?"

"হাঁ।"

"এখন আর এই আসামীকে গ্রেপ্তার করিতে এক মিনিটও দেরী করা উচিত নহে।"

"আফিসে দেখা করিবেন, বিবেচনা করা যাইবে। একটা কাজ আপনার ভুল হইয়াছে।"

"কি বলুন।"

"দাদাভাই মাণিকজীর একজন কর্ম্মচারী সে রাত্রে স্ত্রীলোকটিকে মুমূর্ষু জানিয়া পার্ত্তিনির 'চলে' উপস্থিত ছিল; সুতরাং সে রস্তমজীকে নিশ্চয়ই দেখিয়াছে। সে রস্তমজীকে চেনে—কারণ হরমসজীর ব্যাঙ্কের সঙ্গে মাণিকজীরও কারকারবার আছে।"

"এখন আমাকে কি করিতে বলেন?"

"এই লোককে খুঁজিয়া বাহির করুন।"

"এখনই যাইতেছি।"

তখন দুইজনে দুইদিকে প্রস্থান করিলেন।

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

### নায়েক মহাশয়ের যুক্তি

ফ্রামজী নিজের বাসায় বসিয়া বন্ধু রস্তমজীর কথা ভাবিতেছেন। এমন সময়ে সেখানে কাশীনাথ নায়েক মহাশয় উপস্থিত হইলেন। প্রথমেই তিনি আরম্ভ করিলেন, "আপনার সহিত আমার পরিচয় ছিল না। আমি রস্তমজীর পিতার বাল্য-বন্ধু, তাঁহার বিপদের কথা শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না। তাঁহাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আসিয়াছি।"

ফ্রামজী তাঁহাকে সসম্মানে একখানি চেয়ারে বসাইয়া বলিলেন, "রস্তমজীর এ বিপদে সাহায্য করিবার লোক কেহই নাই।"

কাশীনাথ বলিলেন, "শুনিয়াছি, আপনি তাঁহার বিশেষ বন্ধু—"

ফ্রামজী বলিলেন, "বন্ধু হইলেও আমি একাকী কি করিতে পারি? বিশেষতঃ আমার উপরও নাকি পুলিসে এ খুনের সন্দেহ করিয়াছে।"

কাশীনাথ। খুনের সব কথাই শুনিয়াছি। আপনার উপর সন্দেহের অনেকখানি কারণও আছে। আপনি ক্লোরাফর্ম্ম কিনিয়াছিলেন—আপনার ক্লোরাফর্ম্ম মাখা রুমাল লাসের মুখের উপর পাওয়া গিয়াছে। যেখানে খুন হইয়াছিল, আপনি সেই রাত্রে সেইখান হইতে গাড়ী করিয়া নিজের বাড়ীর নিকট নামিয়াছিলেন।

ফ্রামজী। আমি প্রমাণ দিতে পারিব, আমি সে রাত্রে আদৌ বোম্বে সহরে ছিলাম না।

কাশীনাথ। সে রাত্রে আপনার গতিবিধি সম্বন্ধে যদি আপনি সে প্রমাণ দিতে পারেন, তবে আপনার আর ভয় কি ? যাহা হউক, কাল রস্তমজীর বিচার আরম্ভ হইবে। সেইজন্য আপনার নিকটে আসিয়াছি, যে কোন উপায়ে তাঁহাকে রক্ষা করা চাই।

ফ্রামজী। আমাকে কি করিতে হইবে, বলুন।

কাশী। প্রথমে একজন ভাল উকীল প্রয়োজন। আপনার নিকট টাকা আছে।

ফ্রামজী। আপনি কেমন করিয়া জানিলেন ?

কাশী। শুনিয়াছি, আপনাকে কে রস্তমজীর উদ্ধারের জন্য পাঁচ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিয়াছে। যেই পাঠাক, এখন আমাদের কাজে লাগিবে।

ফ্রামজী। বালকিষণ হরকিষণকে ঠিক করিয়া রাখিয়াছি।

কাশী। খুব ভাল করিয়াছেন। আজকাল তিনিই ফৌজদারী মোকদ্দমার প্রধান উকীল।

ফ্রামজী। কিন্তু তিনি বলেন, রস্তমজী যে পেষ্টনজীর সঙ্গে গাড়ীতে যান্ নাই, ইহা প্রমাণ না করিতে পারিলে কিছুতেই কিছু হইবে না। তাঁহার বিরুদ্ধে প্রমাণ অনেক।

কাশী। তা জানি। তাঁহার স্বপক্ষে প্রমাণও আমি কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়াছি।

ফ্রামজী। উকীল লইয়া আমি তাঁহার সঙ্গে জেলে দেখা করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি বলেন যে, পেষ্টনজীর সঙ্গে গাড়ীতে যান্ নাই, তবে সে রাত্রে কোথায় গিয়াছিলেন, তাহাও কিছুতেই স্বীকার করিবেন না।

কাশী। আমিও জেলে তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলাম। তিনি আমার নিকটেও স্বীকার করেন নাই।

ফ্রামজী। বিপদে পড়িয়া তাঁহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে।

কাশী। যাহা হউক, তিনি কিছুতেই স্বীকার না করিলেও আমার কাছে এখন তাহা অগোচর নাই; তবে ইহার জন্য আমাকেই একটু কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তিনি সে রাত্রে কোথায় কাহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি।

ফ্রামজী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "তবে রস্তমজী নিশ্চয়ই খালাস হইবেন।"

কাশী। নির্দ্দোষীর দণ্ড কেন হইবে? এখন শুনুন—আমি যাহা বলিতেছি, উকীলকে বলিবেন।

ফ্রামজী। বলুন।

কাশী। সেই রাত্রে রাত্রি দশটার সময় এলফিন্‌ষ্টোন বাগানের সম্মুখে একটি বালক রস্তমজীকে একখানা পত্র দেয়, এই সেই পত্র।

ফ্রামজী উদ্‌গ্রীব হইয়া পত্র পাঠ করিলেন। বলিলেন, "একটি স্ত্রীলোক মৃত্যুশয্যা হইতে তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠায়?"

কাশীনাথ বলিলেন, "তিনি সেই রাত্রে তাড়াতাড়ি তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান। পথে পেষ্টনজীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। পেষ্টনজী নিতান্ত মাতাল হইয়াছে দেখিয়া, তিনি তাহাকে একখানা গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া তখনই সেই স্ত্রীলোকের সহিত দেখা করিতে যান।"

"স্ত্রীলোকটি এ কথা বলিবে?"

"সে স্ত্রীলোকটির সেই রাত্রেই মৃত্যু হইয়াছে।"

"তবে উপায়?"

"সেই বাড়ীতে আর একটি স্ত্রীলোকের সহিত মৃত স্ত্রীলোকটির আলাপ ছিল। এই স্ত্রীলোকই পত্র লইয়া রস্তমজীর নিকট আইসে।

এলফিন্‌ষ্টোন সার্কেলের সম্মুখে একটা বালককে দিয়া রস্তমজীর হাতে পত্র দেয়।”

“এ কথা সে স্ত্রীলোক বলিবে?”

“অবশ্য বলিবে—আরও বলিবে যে, মৃত স্ত্রীলোকের নিকট রস্তমজী দুই ঘণ্টার উপর ছিলেন। তাহা হইলে যখন পেষ্টনজী খুন হয়, তখন রস্তমজী এই স্ত্রীলোকের বাড়ীতে।”

“তা হইলে আর রস্তমজীর ভয় কি?”

“আরও সাক্ষী আছে। যে বাড়ীতে স্ত্রীলোকটি ছিল, সেই বাড়ী মহালক্ষ্মীর মাণিকজী সাহেবের। তাঁহার কর্ম্মচারী সে রাত্রে তথায় ছিল। হরমসজীর ব্যাঙ্কের সঙ্গে মাণিকজীরও কার-কারবার আছে, কাজেই এই কর্ম্মচারী রস্তমজীকে বেশ জানে। এ রস্তমজীকে সেই বাড়ীতে সে রাত্রে দুইঘণ্টা থাকিতে দেখিয়াছিল।”

“এ কথা সে বলিবে?”

“নিশ্চয় বলিবে—সত্যকথা বলিবে না কেন? আপনার উকীলকে এই তিন সাক্ষী ডাকিতে বলিবেন—বালক, স্ত্রীলোক, কর্ম্মচারী।”

“আমি এখনই তাঁহার নিকট চলিলাম।”

“মোকদ্দমা কাল, সুতরাং আজই প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক।”

“আমি এখনই যাইতেছি।”

“যদি পারি ত আবার দেখা করিব।”

“আপনার জন্যই রস্তমজী বাঁচিয়া গেলেন। নতুবা তাঁহার বাঁচিবার আশা ছিল না। তিনি চিরকাল আপনার নিকট বিক্রীত রহিলেন।”

“আমার কর্ত্তব্য নয় কি?” এই বলিয়া কাশীনাথ নায়েক প্রস্থান করিলেন। ফ্রামজীও তৎক্ষণাৎ উকীলের সহিত দেখা করিতে বাহির হইলেন।

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

### পরামর্শ

অন্ত সন্ধ্যার পর কীর্ত্তিকর নিজ আফিসে বসিয়া লালুভাই ও দাদাভাস্করের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। প্রথমে দাদাভাস্কর আসিলেন।

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "বসো, আর কোন খবর আছে?"

দাদাভাস্কর বলিলেন, "বেশী কিছু নয়, তবে দুজনের কথায় এ বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি যে, বর্জরজী একটি পাকা বদমায়েস—এর হাতের মধ্যে রাজা বাঈ আর কমলা বাঈ দুজনেই এসে পড়েছে। মাঞ্চারজী এর হাতে কলের পুতুল।"

"চুরি কে করিয়াছে, জানিতে পারিলে কি?'

"বোধ হয়, রাজা বাঈ।"

"রাজা বাঈএর সে গুপ্তকথা জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই।"

"কেন?"

"হরমসজী সে কথা নিজের স্ত্রীকেও কখনও বলিবে না। এরূপ না হইলে সে এত টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিত না।"

"মাঞ্চারজী, রুস্তমজীর সহিত খুব মিশিত। হয় ত, সে-ই মদ খেয়ে, মাতাল হয়ে কোন দিন তাহাকে বলিয়া ফেলিয়াছিল।"

"সম্ভব, কিন্তু সে এ কথা স্বীকার করে না।"

"যাই হউক, চোর শীঘ্রই ধরা পড়িবে। আর আমার বর্জরজীর চাকর হইয়া থাকিয়া লাভ নাই। বেটার চাকর হওয়া বড় সহজ ব্যাপার

নহে। একবার আমার পিঠের কাপড়টা খুলিয়া দেখাইলেই আপনার তা বেশ উপলব্ধি হইবে।”

কীর্ত্তিকর হাসিয়া বলিলেন, “তবে, আজ হতেই সরে পড়। দরকার হয়, সে নূতন চাকর খুঁজিয়া লইবে।”

এই সময়ে লালুভাই দেখা দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দাদাভাস্কর জিজ্ঞাসা করিলেন, “খুনের কতদূর কি করিলেন?”

লালুভাই বলিলেন, “আর কিছুই বাকী নাই। এবার যাঁহাকে গ্রেপ্তার করিব, তিনি আর এড়াইতে পারিতেছেন না।”

দাদা। ও কথা ত রস্তমজীকে গ্রেপ্তার করিবার সময়েও বলিয়াছিলেন।

লালু। এবার দেখ।

কীর্ত্তি। এই পত্রখানি লালুভাই সাহেব পাইয়াছেন, দেখ।

দাদাভাস্কর পাঠ করিলেন;—

“হরমসজী,

তোমাকে পত্র লিখিবার আমার মুখ নাই, তবে আর বেশীদিন বাঁচিব না, আমি মরিতেছি, তাহাই লিখিতেছি।

যদি তুমি আমাদের বিবাহ গোপন না রাখিতে, তাহা হইলে হয় ত আমার এ দশা হইত না। অদৃষ্টের দোষ দিব না—নিজের পাপের ফল নিজেই ভুগিতেছি।

না বুঝিয়া, পাপের প্রলোভনে পড়িয়া, তোমার মেয়েটি লইয়া, আমি তোমায় ছাড়িয়া পলাইয়াছিলাম। মেয়েটিকে অপরের কাছে রাখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাকে আর পাই নাই। শুনিয়াছি, সে এখনও বাঁচিয়া আছে। হয় ত আমারই অবস্থা তাহারও হইয়াছে। আমি পাপীয়সী তাহার কোন দোষ নাই। তাহাকে সন্ধান করিয়ো। এখন তোমায়

টাকার অভাব নাই, তাহাকে দেখিয়ো। আইন অনুসারে তোমার সব সম্পত্তির মালিক সে।

এই বিশ বৎসর আমি কি করিয়াছি না করিয়াছি, কিরূপ ছিলাম, তোমাকে শুনাইয়া লাভ নাই। যাহা হউক, শেষে পেষ্টনজী বলিয়া একটা লোকের নিকটে ছিলাম।

তাহার যাহা কিছু ছিল, সে উড়াইয়া দিয়া টাকার চেষ্টায় ফিরিতে থাকে। আমার কাছে সে তোমার কথা শুনে; তোমাকে ভয় দেখাইয়া টাকা আদায়ের চেষ্টায় আমার কাছ থেকে আমাদের বিবাহের সার্টিফিকেট আর মেয়ের জন্মের সার্টিফিকেট ভুলাইয়া লইয়া বোম্বে আসিয়াছে।

তোমার উপর আমার রাগ ছিল বটে, কিন্তু আমার দোহাই দিয়া তোমার কেহ সর্ব্বনাশ করে, আমার ইহা ইচ্ছা নয়। তাহাই অনেক কষ্টে আজ আড়াই মাস হইল, তাহার সন্ধানে এখানে আসিয়াছি। কিন্তু এখানে আসিয়া ব্যারামে পড়িয়াছি; বেশ বুঝিয়াছি, আর বাঁচিব না—বাঁচিবার ইচ্ছাও নাই।

পেষ্টনজীর সহিত আজ দেখা হইয়াছে। সে তোমাকে আমার কথা এখনও কিছুই বলে নাই। এমনই অর্থলোভী পিশাচ সে যে, তোমার মেয়েকে বিবাহ করিবার চেষ্টায় আছে। তাহা হইলে তোমার সমস্ত টাকাই তাহার হইবে। যাহাতে সে এ বিবাহ করিতে না পারে, তাহা আমি করিব—তুমিও সাবধান হইয়ো।

আর লিখিতে পারিতেছি না, হাত অসাড় হইতেছে। জানিয়াছি, রুস্তমজী বলিয়া একজন তোমার মেয়েকে ভালবাসে, তাহাকেও খবর দিব; পেষ্টনজী জালিয়াৎ জুয়াচোর নৃশংস। তাহার অসাধ্য কর্ম্ম এ জগতে কিছুই নাই।"

দাদাভাস্কর পত্রখানি পাঠ করিয়া কীর্ত্তিকরের সম্মুখে রাখিলেন। কীর্ত্তিকর জিজ্ঞাসিলেন, "কি বুঝ্‌লে ?"

দাদাভাস্কর বলিলেন, "স্ত্রীলোকটি হরমসজীর বিবাহিতা স্ত্রী ছিল। তার চরিত্র খারাপ ছিল বলিয়া, হরমসজী এ বিবাহ গোপন করিয়াছিলেন—এদের একটি মেয়ে হয়।"

কীর্ত্তিকর। তার পর ?

দাদা। তার পর মেয়েটিকে নিয়ে এ গৃহত্যাগ করে। পার্শী নাম থাকিলে কেহ চিনিতে পারে বলিয়া মারাঠী নাম লইয়াছিল।

কীর্ত্তিকর। তার পর পেষ্টনজীর কাছে থাকে, সে এর সার্টিফিকেট দুইখানি সংগ্রহ করিয়া হরমসজীর সর্ব্বনাশের চেষ্টায় আসে—এ ত এ চিঠী পড়িলে একজন হস্তীমূর্খেও বুঝ্‌তে পারে।

দাদা। তার পর ইহাও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এই স্ত্রীলোক কোন গতিকে হরমসজীকে সকল কথা জানায়। হরমসজী আত্মরক্ষা করিবার জন্য পেষ্টনজীর নিকট হইতে সার্টিফিকেট দুখানা হস্তগত করিবার চেষ্টায় থাকেন।

লালুভাই। তিনি ফ্রামজীকে নিজের দলভুক্ত করেন। ফ্রামজীকে দিয়া ক্লোরাফর্ম্ম ক্রয় করেন। ফ্রামজী ও রস্তমজী একই রকম কোট ব্যবহার করিতেন। সুতরাং ফ্রামজীর নিকট হইতে তাঁহার কোট চাহিয়া লইয়া সে রাত্রে পেষ্টনজীর অনুসরণ করেন।

কীর্ত্তিকর। তার পর ?

লালুভাই। রস্তমজীকে দেখে একটু সরিয়া দাঁড়ান। সে চলিয়া যাইবামাত্র পেষ্টনজীর গাড়ীতে উঠিয়া বসেন। তার পর তাহাকে ক্লোরাফর্ম্ম দেওয়া—তার সার্টিফিকেট লইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়া

—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব, হুরমলজীকে গ্রেপ্তার করিতে আর এক মিনিটও দেরী করিবেন না।

দাদা। আমারও তাই মত।

কীর্ত্তিকর। পরে দেখা যাইবে। রস্তমজীর মোকদ্দমা চুকিয়া যাক্। কাল তাহার মোকদ্দমা। আপনারা প্রস্তুত হউন।”

লালুভাই ও দাদাভাস্কর উভয়েই আর কোন কথা না কহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কীর্ত্তিকর তদুভয়কে বিদায় দিয়া কতকগুলা কাগজ-পত্র টানিয়া লইয়া নিজ কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

# তৃতীয় খণ্ড

## বিচার ও বিচারের ফল

# তৃতীয় খণ্ড

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### বিচারালয়ে

ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে আজ লোকে লোকারণ্য। আজ রস্তমজীর বিচার আরম্ভ হইবে। আদালতে আজ দেশের লোক ভাঙিয়া পড়িয়াছে। রস্তমজীকে অনেকেই চিনিত, হরমসজীর ব্যাঙ্কের কেসিয়ার বলিয়া তাঁহার নাম অনেকেরই জানা ছিল। বিশেষতঃ এই খুনের বিষয় কাগজে অনেক লেখা-লেখিও হইয়াছিল। এই নূতন প্রকার খুনের বিচার কিরূপ হয়, লোকে ইহা দেখিবার জন্য নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

বিচার-গৃহে এত লোক জমিয়াছিল যে, কোর্টে আর তিলার্দ্ধ স্থান ছিল না। অনেকে ভিতরে প্রবিষ্ট হইতে না পারিয়া বাহিরে থাকিয়া ভিতরে কি হইতেছে, দেখিবার চেষ্টা পাইতেছিল।

বহুকষ্টে সার্জ্জন ও কনেষ্টবলগণ গোল থামাইবার চেষ্টা পাইতেছিল, কিন্তু এত জনতা হইয়াছিল যে, কিছুতেই গোল থামিতে ছিল না। সকলেই আসামীকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া গোলযোগ করিতেছিলেন।

বেলা এগারটার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কনেষ্টবল পরিবেষ্টিত হইয়া আসামী কাঠগড়ার ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এক সময়ে সকলে যাঁহাকে সম্মান-সম্ভ্রম করিত, আজ তাঁহাকে এরূপ অবস্থায় দণ্ডায়মান হইতে হইলে যে কি হয়, তাহা এ অবস্থায় যিনি না পড়িয়াছেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন না। রস্তমজী মুখ তুলিয়া কোন দিকে চাহিতে সাহস করিলেন না।

এই কয়দিনে রস্তমজীর আকৃতির বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সহসা দেখিলে তাঁহাকে চিনিতে পারা যায় না। তাঁহার চোখ মুখ বিবর্ণ মলিন। তিনি মনে মনে বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার রক্ষা পাইবার কোন উপায় নাই। তিনি সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলে রক্ষা পাইতে পারেন, কিন্তু ইহা তিনি কিছুতেই পারিবেন না। পরের খুনের জন্য তিনি ফাঁসী যাইতেছেন, এই অল্প বয়সে তাঁহার সকল আশা-ভরসা শেষ হইয়া গেল, জীবনে কত সুখী হইবেন, কত কাজ করিবেন, দৈবদুর্ব্বিপাকে আজ সকলই ঘুচিয়া গেল। খুন করিল একজন, আর ফাঁসী যাইতেছেন তিনি! রক্ষা পাইবার উপায় নাই!

একবার তিনি অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে আদালতের চারিদিকে চাহিলেন। চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। তিনি পরিচিত লোক কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। বিশেষতঃ তিনি চোখে আর ভাল দেখিতে পাইতেছিলেন না।

একবার ফ্রামজীর কথা তাহার মনে পড়িল। ভাবিলেন, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা করিবেন। তাঁহার নিকটে টাকা আছে, নিশ্চয়ই ভাল উকীল দিয়াছেন, কিন্তু উকীলে কি করিবে? তিনি যে নিজে মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিতেছেন না।

তিনি ফ্রামজী আসিয়াছেন কি না দেখিবার জন্য চারিদিকে

চাহিলেন, কিন্তু ফ্রামজীকে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস বহির্গত হইল। তিনি মনে মনে বলিলেন, "হায়, বিপদে পরম বন্ধুও পর হইয়া যায়!"

একবার সেই বৃদ্ধ মারাঠীর কথা তাঁহার মনে পড়িল। ভাবিলেন, "তিনি আমার জন্য অনেক চেষ্টা পাইতেছেন। এখনও নিশ্চয়ই পাইবেন। কিন্তু তিনিই বা কি করিতে পারেন?"

এই সময়ে আদালতে একটা গোল উঠিল। সমস্ত লোক উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিয়া আদালতে বসিলেন। অমনই চারিদিকে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিল।

সাহেব প্রথমে কতকগুলি কাগজ-পত্রে সহি করিতে লাগিলেন। সেগুলি শেষ করিয়া তিনি আসামীর দিকে চাহিলেন। অমনই সরকারী উকীল উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "এ সেই গাড়ীতে খুনের কেস্।"

ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন, "আসামীর পক্ষে কেহ আছেন?"

এই প্রশ্নে রস্তমজী উদ্বিগ্নচিত্তে উকিলগণ যেখানে বসিয়াছিলেন, সেইদিকে চাহিলেন। তাঁহার পক্ষে কোন উকীল আছেন কি না, তাহা তিনি নিশ্চিত জানিতেন না। কিন্তু দেখিলেন, একজন উকীল উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "আমি আসামীর পক্ষে আছি।"

রস্তমজী ইহাঁকে চিনিতেন। ইনি বোম্বে আদালতের একজন সর্ব্ব-প্রধান উকীল। ইহাঁকে একদিন ফ্রামজী জেলে তাঁহার নিকটে লইয়া গিয়াছিলেন। ভাবিলেন, ফ্রামজী তাহা হইলে তাঁহাকে ভুলেন নাই। রস্তমজী জানিতেন, তাঁহার রক্ষার কোন উপায় নাই। তিনি ইচ্ছা করিয়াই প্রাণ দিতেছিলেন—তবুও ঐই উকীল তাঁহার পক্ষে আছে জানিয়া, তাঁহার মন অনেকটা আশ্বস্ত হইল।

ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর উকীলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এ সেসন

কেস্—আপনি এ কোর্টে নিশ্চয় আসামীর পক্ষ সমর্থন করিবেন না।”

আসামীর উকীল। না হুজুর—আমি এই আদালতেই সব করিব। এ মোকদ্দমা সেসন পর্য্যন্ত যাইবার প্রয়োজন হইবে না।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সরকারী উকীলের দিকে চাহিলেন। তিনি উঠিয়া বলিলেন, “আমার বন্ধু কি এইখানেই সাক্ষীদিগের জেরা করিতে চাহেন?”

আঃ উকীল। হাঁ—কেবল জেরা নয়, আমার যে যে সাক্ষী আছে, তাহা আমি এইখানেই ডাকিব।

ম্যাজিষ্ট্রেট। তা হইলে আপনি বলিতে চাহেন যে, আসামী নির্দ্দোষ।

আঃ উকীল। সাক্ষী-সাবুদ লওয়া হইলে হুজুরও তাহাই বলিবেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট। খুনী-মোকদ্দমা সেসনে পাঠানই নিয়ম।

আঃ উকীল। যদি আসামীর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না থাকে, তবে পাঠান নিষ্প্রয়োজন।

ম্যাজিষ্ট্রেট। এরূপ হইলে আমি এখানেই আসামীকে খালস দিতেও পারি।

সরকারী উকীল। এ সকল গুরুতর মোকদ্দমা সেসনে জুরীর সম্মুখে হওয়াই উচিত; তবে আমার বন্ধু যদি এ দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করেন, তবে আমার কোনই আপত্তি থাকিতে পারে না।

আঃ উকীল। আমি দায়িত্ব লইয়াছি।

ম্যাজিষ্ট্রেট সরকারী উকীল মহাশয়কে বলিলেন, “আপনি মোকদ্দমা আরম্ভ করিতে পারেন।”

তিনি তাঁহার কাগজপত্র গুছাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মোকদ্দমা আরম্ভ হইল।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## বিচার আরম্ভ

সরকারী উকীল মহাশয় বলিলেন, "আসামী রস্তমজী এখানকার বিখ্যাত ব্যাঙ্কার হরমসজীর কেসিয়ার ছিলেন। সম্প্রতি এই ব্যাঙ্কে লক্ষ টাকা চুরি গিয়াছে—এই চুরির জন্য আসামী রস্তমজীকেই পুলিসে ধৃত করেন; কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ না পাওয়ায় তাঁহাকে জামিনে খালাস দেওয়া হইয়াছে। যে রাত্রে ব্যাঙ্কে চুরি হইয়াছে, সেই রাত্রে এই খুনও হইয়াছিল। রস্তমজীর চরিত্র পূর্ব্বে অতিশয় ভাল ছিল; কিন্তু বৎসরেক হইতে তিনি মদ্যপ, বেশ্যাসক্ত ও জুয়ারী হইয়াছেন। হরমসজী হুজুরের সম্মুখে আসিয়া এ সকল কথা বলিবেন। এমন কি, আসামীর বিশেষ বন্ধু ফ্রামজীও ইহা স্বীকার করিবেন। হরমসজী আরও বলিবেন যে, তাঁহার কন্যার সহিত আসামীর প্রণয় ছিল, তাঁহার চরিত্র কলুষিত না হইলে তিনি তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দিতেন। এই সময়ে কলিকাতা হইতে একটি সম্ভ্রান্ত যুবক হরমসজীর কোন বন্ধুর নিকট হইতে পত্র লইয়া তাঁহার বাড়ীতে আসেন। ইঁহারই নাম পেষ্টনজী এবং এই হতভাগ্য যুবকই খুন হইয়াছেন। হরমসজী এই পেষ্টনজীর সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেওয়া একরূপ স্থির করিয়াছিলেন। ইহাতে বলা বাহুল্য, আসামী পেষ্টনজীর উপর অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন। উভয়ে আলাপ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু উভয়ের প্রতি উভয়ের বিজাতীয় দ্বেষ ছিল। আসামীর নিজের চাকর

বলিবে যে, একদিন সে দুইজনকে মারামারি করিতে দেখিয়াছিল। শুনিয়াছিল, আসামী বলে, 'যদি তোমার রক্ত না দেখি, তবে আমার নাম রস্তমজী নয়।' আসামীর আর একটি পরিচিত বন্ধু মাঞ্চারজী খুনের রাত্রে তাঁহাকে রাত্রি এগারটার সময় গিরগামের নিকট দেখিয়াছিলেন। আসামী পুলিসের নিকট এ কথা স্বীকার করিয়াছেন; আরও স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার সহিত পেষ্টনজীর ঐস্থানে দেখা হইয়াছিল। নিতান্ত মাতাল দেখিয়া তাহাকে তিনি একখানা গাড়ীতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। সেই গাড়ীর কোচম্যান্ বলিতেছে, যে ব্যক্তি গাড়ী ডাকিয়া পেষ্টনজীকে গাড়ীতে তুলিয়া দেন, তিনি প্রথমে কিয়দ্দূর চলিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আবার ফিরিয়া আসিয়া বলেন, 'না, আমি এঁকে বাড়ী পৌঁছাইয়া আসিতেছি।' এই বলিয়া সেই লোক গাড়ীতে উঠিয়া বসেন এবং শেষে গিরগামের মোড়ে নামিয়া যায়। গাড়োয়ান কিছুদূর আসিয়া গাড়ীর ভিতরের লোককে মৃত দেখিতে পায়। আর একজন গাড়োয়ান বলিবে যে, গিরগামের মোড় হইতে একজন লোক তাহার গাড়ীতে চড়িয়া কলবাদেবী রোডে নামিয়া যায়। সে যে সময় বলে, ঠিক সেই সময়ের কিছু পূর্ব্বে গাড়ীর ভিতরে খুন হইয়াছিল। সে সেই ব্যক্তির যে রূপ বর্ণনা করে, তাহাতে দুই ব্যক্তিই যে এক, ইহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। তাহার পর কলবাদেবীর বিটের পাহারাওয়ালা রাত্রি বারটার সময় এক ব্যক্তিকে গাড়ী হইতে নামিতে দেখে। প্রথমে সে তাঁহাকে ফ্রামজী মনে করিয়াছিল, কিন্তু এখন সে শপথ করিয়া বলিবে, তিনি ফ্রামজী নহেন—রস্তমজী। ফ্রামজী ও রস্তমজী একই রকম পোষাক পরিয়া থাকেন। এ কথা আসামী ও ফ্রামজী উভয়েই স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং সে ব্যক্তি রস্তমজী ব্যতীত যে আর কেহ নহেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই ঘটনার পূর্ব্বদিনে ফ্রামজী একশিশি

ক্লোরাফর্ম্ম কিনিয়াছিলেন; কেন কিনিয়াছিলেন, তাহার কারণ স্পষ্ট বলিতে পারেন না। তিনি বন্ধু রস্তমজীর জন্যই কিনিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, পেষ্টনজীর ক্লোরাফর্ম্মে মৃত্যু হইয়াছে। যে রুমালে ক্লোরাফর্ম্ম মাখান হইয়াছিল, তাহাতে ফ্রামজীর নাম লিখিতছিল। ফ্রামজী বলিবেন যে, তাঁহার রুমাল রস্তমজী সর্ব্বদাই ব্যবহার করিতেন। তবে আসামীর সাপক্ষে আমার ইহা বলাও কর্ত্তব্য যে, ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, যে ক্লোরাফর্ম্ম করিয়াছিল, তাহার খুন করিবার ইচ্ছা ছিল না। পেষ্টনজী ঘোরতর মাতাল না থাকিলে তাঁহার মৃত্যু হইত না। এরূপ স্থলেও রস্তমজী ব্যতীত আর অন্য কাহারই পেষ্টনজীকে খুন করিবার সম্ভাবনা নাই। আমার বন্ধু যদি আসামীকে নির্দ্দোষ সপ্রমাণ করিতে পারেন, তাহাতে আমি সন্তুষ্ট ব্যতীত অসন্তুষ্ট হইব না। যেমন দোষী যাহাতে দণ্ড পায়, তাহা দেখা আমার কর্ত্তব্য, নির্দ্দোষী যাহাতে কোনরূপে দণ্ডিত না হয়, তাহা দেখা আমার তেমনই কর্ত্তব্য। এখন আমি একে একে আমার সাক্ষী ডাকিব।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, "পুলিস যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহা আমি দেখিতে চাই।"

আসামীর উকীল উঠিয়া বলিলেন, "হুজুর, ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর লালুভাই এ মোকদ্দমার তদন্ত করিয়াছেন। তাঁহার রিপোর্টই আদালতে উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা শুনিয়াছি যে, তাঁহার রিপোর্ট সম্পূর্ণ নহে। ডিটেক্‌টিভ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এ মোকদ্দমায় পুনরায় রিপোর্ট দিবার অনুমতি চাহিয়াছেন। আমাদের প্রার্থনা, হুজর তাঁহার এ পত্রও তলব করিয়া দেখুন।"

ম্যাজিষ্ট্রেট। অবশ্য তাহাও দেখিব।

আসামীর উকীল। আমরা ইন্‌স্পেক্টর লালুভাইকে দুই-একটি প্রশ্ন করিতে চাহি। আশা করি, হুজুর আদালত হইতে তাঁহাকে তলব করিবেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট। আপনি এ বিষয়ে দরখাস্ত করিলে আমি বিবেচনা করিব। সরকারী উকীলের এ বিষয়ে কোন আপত্তি আছে কি ?

সরকারী উকীল। না হুজুর—ইহাতে আমার কোন আপত্তি নাই—থাকিতেও পারে না।

ম্যাজিষ্ট্রেট। আচ্ছা, আমি ইন্‌স্পেক্টর লালুভাইকে সাক্ষী দিবার জন্য তলব করিলাম।

পরে ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তোমার বিরুদ্ধে খুনের মোকদ্দমা হইয়াছে। এ বিষয়ে তোমার কিছু বলিবার আছে ?"

আসামীর উকীল উঠিতেছিলেন—কিন্তু তাঁহার উঠিবার পূর্ব্বেই রুস্তমজী বলিলেন, "আমি নির্দ্দোষ ; ইহা ছাড়া আমার যাহা কিছু বলিবার আছে, আমার উকীল বলিবেন।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সরকারী উকীলকে বলিলেন, "আপনি সাক্ষী ডাকিতে পারেন।"

সরকারী উকীল। ১নং কোচ্‌ম্যান।

কনেষ্টবল কোচ্‌ম্যানকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল। দর্শকগণ উদ্‌গ্রীব হইলেন।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### এজাহার

প্রথম সাক্ষী কোচ্‌ম্যান আসিয়া কাঠগড়ায় উঠিল। পেস্কার তাহাকে শপথ করাইলেন। সে নাম ধাম বলিয়া পুলিসের নিকট যাহা বলিয়াছিল, এখন আদালতেও তাহাই বলিল।

আসামীর উকীল জেরা করিতে উঠিলেন। সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে লোক পেষ্টনজীকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়াছিল, সেই কি আবার গাড়ীতে উঠিয়াছিল?"

কোচ্‌ম্যান। হাঁ।

আঃ উকীল। শপথ করিয়া বলিতেছ?

কোচ্‌ম্যান। হাঁ।

আঃ উকীল। কেমন ক'রে জান্‌লে সেই লোক—অপর নয়?

কোচ্‌ম্যান। আমি ঠিক বল্‌তে পারি।

আঃ উকীল। তুমি তার মুখ ভাল করে দেখেছিলে?

কোচ্‌ম্যান। তা ঠিক বল্‌তে পারি না।

আঃ উকীল। তা হ'লে দুজনের এক রকম পোষাক পরা ছিল বলে আন্দাজ ক'রে বল্‌ছ যে, সেই লোকই গাড়ীতে উঠেছিল?

কোচ্‌ম্যান। সে না হ'লে বল্‌বে কেন, 'আমার বন্ধু মাতাল হয়েছে, আমিই তাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া আসি।'

আঃ উকীল। এ কথা তোমার বেশ মনে আছে?

কোচ্‌ম্যান। খুব মনে আছে।

আঃ উকীল। প্রথম লোকের আর দ্বিতীয় লোকের গলার আওয়াজ কিছু তফাৎ ব'লে তোমার মনে হয়েছিল কি না ?

কোচ্ম্যান। না, তবে এই পর্য্যন্ত মনে পড়ে যে, প্রথমে যখন সেই লোক আমার সঙ্গে কথা কয়েছিল, তখন সে খুব চেঁচিয়ে কথা কয়েছিল, শেষে খুব আস্তে কথা কয়েছিল।

আঃ উকীল। সে রাত্রে তোমার মাথা ঠিক ছিল ?

কোচ্ম্যান। কেন থাক্‌বে না ?

আঃ উকীল। হুজুরের সম্মুখে শপথ করে বল যে, সে রাত্রে তুমি তাড়ী খাও নাই।

কোচ্ম্যান। যদি খেয়ে থাকি, তবে কারও ক্ষতি করি নাই।

আঃ উকীল। সে কথা শুন্‌তে চাই না, হাঁ কি না ?

কোচ্ম্যান। খেয়েছিলাম।

আঃ উকীল। কিছু বেশী খেয়েছিলে ?

কোচ্ম্যান। তা বল্‌তে পারি না।

আঃ উকীল। গাড়ী খুব জোরে হাঁকাচ্ছিলে—হাঁ কি না ?

কোচ্ম্যান। তা মনে নাই।

আঃ উকীল। তোমাকে পাহারাওয়ালা আস্তে যেতে বলেছিল কি না ? সাক্ষী দিতে এসে মিথ্যা বল্‌লে জেলে যেতে হয়, তা জান ?

কোচ্ম্যান। একজন পাহারাওয়ালা বলেছিল।

আঃ উকীল। তা হ'লে চোখে ভাল দেখ্‌তে পাচ্ছিলে না ?

কোচ্ম্যান। কেন ?

আঃ উকীল। কেন ? তাড়ী খাবার জন্য। যেখানে তুমি এই ভদ্রলোকদের তুলে নেবার জন্য দাঁড়িয়েছিলে, সেখান থেকে গ্যাসের আলো কত দূরে ছিল ?

কোচ্‌ম্যান। ঠিক মনে নাই। অত দেখি নাই।

আঃ উকীল। সে জায়গাটায় ভাল আলো ছিল না?

কোচ্‌ম্যান। বোধ হয়।

আঃ উকীল। তা হ'লে তুমি সে দুজন লোককে ভাল করে দেখ্‌তে পাও নাই?

কোচ্‌ম্যান। না।

আঃ উকীল। তা হ'লে শপথ করে বল্‌তে পার কি, যে তারা দুজনে এক লোক?

কোচ্‌ম্যান। না।

আঃ উকীল। দেখ দেখি আসামীর দিকে, এই কি সেই লোক? শপথ করে বল।

কোচ্‌ম্যান। না, আমি তা ঠিক বল্‌তে পারি না। আমি তাকে ভাল ক'রে দেখি নাই।

আসামীর উকীল বলিলেন, "ইহাকে আর কিছু জিজ্ঞাসার নাই।"

তিনি বসিলে সরকারী উকীল দ্বিতীয় নম্বরের কোচ্‌ম্যানকে ডাকিলেন। এই দ্বিতীয় সাক্ষী কোচ্‌ম্যান, পুলিসের নিকট যাহা বলিয়াছিল, এখনও তাহাই বলিল। পরে আসামীর উকীল উঠিলেন।

আঃ উকীল। তুমি যখন এই লোকটিকে গাড়ীতে তুলিয়াছিলে, তখন রাত্রি কটা?

২য় কোচ্‌ম্যান। সাড়ে এগারটা।

আঃ উকীল। কেমন করিয়া জানিলে সাড়ে এগারটা?

২য় কোচ্। একটু আগে পাহারাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

আঃ উকীল। যে লোক তোমার গাড়ীতে উঠেছিল, তার মুখ ভাল করে দেখেছিলে?

২য় কোচ্ম্যান। না।

আঃ উকীল। কেন ?

২য় কোচ্ম্যান। তিনি গাছের নীচে অন্ধকারে ছিলেন, মুখ ভাল করে দেখ্তে পাই নাই।

আঃ উকীল। তবে কেমন করে তার পোষাক দেখ্লে ?

২য় কোচ্ম্যান। তিনি কলবাদেবী রোডে আলোতে নেমেছিলেন, তাতেই পোষাক দেখেছিলাম।

আঃ উকীল। বটে, তিনি ভাড়া দিলেন কখন ?

২য় কোচ্ম্যান। নেমে।

আঃ উকীল। তখনও মুখ দেখ্তে পেলে না ?

২য় কোচ্ম্যান। তিনি মাথা নীচু করে ভাড়া দিয়েই চ'লে যান, আমি উপরে পয়সা গুণ্ছিলাম—ভাল করে তার মুখ দেখি নাই।

আঃ উকীল। তা হ'লে তুমি সে লোককে দেখ্লে চিন্তে পার্বে না ?

২য় কোচ্ম্যান। না।

আঃ উকীল। দেখ দেখি আসামীর দিকে। সে রাত্রে যিনি তোমার গাড়ীতে এসেছিলেন, তিনিই কি ইনি ?

২য় কোচ্ম্যান। তা বল্তে পারি না।

আঃ উকীল। ভাল ক'রে দেখ।

২য় কোচ্ম্যান। তাঁকে ভাল ক'রে দেখি নাই, কেমন ক'রে বল্ব।

আঃ উকীল। আচ্ছা যাও।

প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছিল। সেদিন এই পর্য্যন্ত হইয়া স্থগিত রহিল। আবার কাল হইবে বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট উঠিয়া গেলেন। কনেষ্টবল বেষ্টিত হইয়া রুস্তমজী আবার হাজতে গেলেন। দর্শকগণ আপনাপন মতামত প্রকাশ করিতে করিতে গৃহে ফিরিল।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## এজাহার—ক্রমশঃ

পরদিবস আদালতে সেইরূপই জনতা হইল। বরং পূর্ব্বদিন অপেক্ষা লোক সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। যতক্ষণ ম্যাজিষ্ট্রেট না আসিলেন, ততক্ষণ সকলে আসামীর উকীল কোন্ সাক্ষী ডাকিবেন তাহারই আলোচনা করিতে লাগিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়া এজলাসে বসিলে সরকারী উকীল তাঁহার তৃতীয় সাক্ষী ডাকিলেন। কলবাদেবী রোডের পাহারাওয়ালা আসিয়া কাঠ-গড়ায় দাঁড়াইল। সে পুলিসকে যাহা বলিয়াছিল, এখনও তাহাই বলিল।

সরকারী উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখন কিরূপে জানিলে যে, সে লোক ফ্রামজী নয়?"

পাহারাওয়ালা বলিল, "আমি ভাল করিয়া তাঁহার মুখ দেখি নাই। ফ্রামজী সাহেবের মত পোষাক পরা ছিল বলিয়া ভাবিয়াছিলাম, তিনি ফ্রামজীই হইবেন। এখন ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিয়া মনে হইতেছে যে, সে লোক ফ্রামজী হইতে লম্বা ছিলেন।"

"আসামীর দিকে দেখ। বল, এই লোক সেই লোক কি না।"

"হাঁ, এই সেই লোক"

আসামীর উকীল উঠিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "তখন রাত্রি কটা?"

পাহারাওয়ালা বলিল, "প্রায় একটা।"

"কেমন করে জানিলে?"

"একটু আগে ইনস্পেক্টর সাহেব আসিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন, একটা বাজে।"

"যখন সেই গাড়ী আসে, তখন তুমি বসেছিলে, কি দাঁড়িয়েছিলে ?"

"বসেছিলাম।"

"শপথ করে হাকিমকে বল, তুমি তখন ঝিমুচ্ছিলে কি না ?"

"কেন ঝিমুব ?"

"কেন ঝিমুবে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি না—ঝিমুচ্ছিলে কি না ?"

"আমার ঠিক মনে নাই।"

"পাহারা দিবার নিয়ম কি, বসিয়া থাকা না বেড়াইয়া বেড়ান ?"

"বেড়াইয়া বেড়ান।"

"তা হইলে ঘুম পাইলে বসিয়া থাক ? হাঁ, কি না ?"

"পা ব্যথা হইলে বসি।"

"এরূপ অবস্থায় বস্‌লে ঘুম পায় কি না ?"

"না।"

"কখনও এ রকম ব'সে থাক্‌লে তোমার ঘুম পেয়েছে কি না ?"

"কখন হতে পারে।"

"কতদূর থেকে তুমি গাড়ী দেখ্‌তে পেয়েছিলে ?"

"বেশী দূর থেকে নয়।"

"তা' হ'লে তুমি গাড়ী কাছে এলে তবে সেই গাড়ীর শব্দে উঠে দাঁড়িয়েছিলে ?"

"হাঁ।"

"চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে উঠে দাঁড়ালে ?"

"তা আমার মনে নাই।"

"তোমার লণ্ঠন কোথায় ছিল ?"

"হাতেই ছিল।"

"যে গাড়ী থেকে নেমেছিল, তার মুখের উপর লণ্ঠনের আলো ফেলেছিলে কি না?"

"মনে নাই।"

"মনে করে বল্‌তে হবে—মনে কর?"

"বোধ হয়, ফেলি নাই।"

"গাড়ী যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, তার কোন্ দিকে তুমি ছিলে?"

"ডান দিকে।"

সে লোক গাড়ীর কোন্ দিকে নেমেছিল?"

"বাঁ দিকে।"

"তা হ'লে তুমি তার মুখ দেখ্‌তে পাও নাই?"

"না।"

"তবে সে লোক কে, তাহা কিরূপে জানিলে?"

"সেইজন্য তাহাকে রুস্তমজী মনে করিয়াছিলাম।"

"তবে কোন্ আক্কেলে এখন বলিতেছ, সে লোক এই আসামী?"

"তার মত একে বোধ হয়।"

"ওঃ! বোধ হয়, আর আমার কিছু জিজ্ঞাসার নাই—যাও।"

পাহারাওয়ালা কাঠগড়া হইতে নামিলে সরকারী উকীল রুস্তমজীর ভৃত্যকে ডাকিলেন।

ভৃত্য বলিল, "যে প্রায় পনের দিন হইল রুস্তমজী ও পেষ্টনজীতে খেলা লইয়া মারামারি হইয়াছিল। রুস্তমজী পেষ্টনজীকে বলিয়াছিলেন, "যদি তোমার রক্ত না দেখি, ত আমার নাম রুস্তমজী নয়।"

আসামীর উকীল উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মারামারি হয় কেন?"

"খেলা নিয়ে।"

"কর্ত্তারা মদ খেয়েছিলেন ?"

"হাঁ।"

"কত মদ দুজনে খেয়েছিলেন ?"

"এক বোতল।"

"ঝগড়া হবার আগে বোতল শেষ হয়েছিল কি না ? হাকীমকে বল, তাঁরা দুজনেই খুব মাতাল হয়েছিলেন কিনা ?"

হাঁ, খুব মাতাল—মনিবকে আমি ধরিয়া শোয়াইয়া দিই। তিনি সেদিন কিছুই খান নাই !"

"শোয়াইয়া দিতেই তিনি ঘুমিয়ে পড়েন ?"

"হাঁ।"

আসামীর উকীল বসিলেন। হরমসজীর ডাক হইল। তিনি ধীরে ধীরে আসিয়া কাঠগড়ায় দাঁড়াইলেন।

সরকারী উকীল তাঁহাকে রস্তমজীর চরিত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। রস্তমজী যে মদ্যপ, জুয়ারী প্রভৃতি হইয়াছেন, তাহা তিনি বলিলেন। আসামীর উকীল জেরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি রস্তমজী সম্বন্ধে এখানে যাহা যাহা বলিলেন, তাহা কি আপনি স্বচক্ষে দেখিয়া জানিয়াছেন—না পরের মুখে শুনিয়াছেন ?"

হরমসজী। না, লোকে আমাকে এ সব বলিয়াছে, আমি স্বচক্ষে কিছু দেখি নাই।

আঃ উকীল। তাহা হইলে এ সব আপনার শোনা কথা।

হরমসজী। হাঁ

"ওঃ", বলিয়া আসামীর উকীল বসিলেন। পরের সাক্ষীর ডাক পড়িল।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

### এজাহার—ক্রমশঃ

এবার মাঞ্চারজী কাঠগড়ায় আসিলেন। গিরগামের নিকট যে তিনি পেষ্টনজীর সহিত রস্তমজীকে কথা কহিতে দেখিয়াছেন, তাহা বলিলেন।

আসামীর উকীল উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় না হরমসজীর কন্যার একজন পাণিপ্রার্থী?"

মাঞ্চারজী বলিল, "ঠিক বলিতে পারি না।"

"ইচ্ছা আছে?"

"থাকিতে পারে।"

"এইজন্যই তার উপর আপনার বিশেষ আক্রোশ আছে?"

"তিনি আমার বন্ধু।"

"বটে? পুলিস আপনাকে এই সাক্ষীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, না, মহাশয় নিজে পুলিসকে সংবাদ দিয়াছিলেন।"

"আমি বলিয়াছিলাম।"

"কেন—বন্ধুত্বের জন্য? আপনি আদর্শ বন্ধু!"

"প্রকৃত খুনীর যাহাতে সন্ধান হয়, সেইজন্য বলিয়াছিলাম।"

"বটে! আপনি এত রাত্রে গিরগামে কি করিতে গিয়াছিলেন? আপনি ত থাকেন, বাইকালায়?"

"রাস্তায় বেড়াইতেছিলাম।"

"রাত্রি এগারটার সময় নিজের বাসা হইতে এক ক্রোশ দূরে বেড়াইবার কারণ কি?"

"কারণ কিছুই নাই।"

"ঠিক করে হাকীমকে বলুন, আপনি এল্‌ফিনষ্টোন সার্কেল থেকে রত্নমঞ্জীর অনুসরণ করেছিলেন কিনা। মনে থাকে যেন, আপনি শপথ করিয়াছেন।"

"না।"

"যদি কেহ এই আদালতে আসিয়া শপথ করিয়া বলে যে, সে আপনাকে রত্নমঞ্জীর অনুসরণ করিতে দেখিয়াছিলেন, তাহা হইলে কি তিনি মিথ্যাকথা বলিবেন?"

"তা আমি জানি না।"

"জানি না কি? আপনি অনুসরণ করেছিলেন?"

"না।"

"এঁদের দেখিতে পাইয়া আপনি কেন দেখা করিলেন না? এঁরা দুজনেই আপনার বন্ধু।"

"আমি তখন ব্যস্ত ছিলাম।"

"কিসের জন্য?"

"আমার কাজ ছিল।"

আঃ উকীল। এই বলিলেন, কোনই কাজ ছিল না, কেবল বেড়াইতেছিলেন। হাকীমকে বলুন, কি কাজ ছিল।

মাঞ্চারজী। আমি তাহা বলিব না।

ম্যাজিষ্ট্রেট। বলিতে হইবে।

মাঞ্চারজী। একটি স্ত্রীলোকের সহিত দেখা করিতে যাইতেছিলাম।

আঃ উকীল। কে সে স্ত্রীলোক?

"একজন বারবনিতা।"

"তার নাম কি?"

"নাম জানি না।"

"নাম জান না, দেখা করিতে যাইতেছিলে—ঠিকানা কি ?"

"তা জানিতাম না, খুঁজিয়া লইব মনে করিয়া যাইতেছিলাম।"

"তবে ঠিকানাও জানা ছিল না। কে সন্ধান দিয়াছিল ?"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "এই সাক্ষীকে আর জিজ্ঞাসা করিয়া সময় নষ্ট করিবেন না।"

"হুজুরের আজ্ঞা শিরোধার্য্য," বলিয়া রস্তমজীর উকীল বসিলেন।

শেষ সাক্ষী ডাক্তার সাহেবের ডাক পড়িল। তিনি আসিয়া বলিলেন, "আমি লাসের শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়াছিলাম। ক্লোরাফর্ম্মে লোকটির মৃত্যু হইয়াছে। যে রুমাল পরীক্ষা করিয়াছি, তাহাতে ক্লোরাফর্ম্ম মাখান ছিল।"

আসামীর উকীল উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রুমালে যে পরিমাণে ক্লোরাফর্ম্ম মাখান সম্ভব, তাহাতে কি কাহারও মৃত্যু হইতে পারে ?"

ডাক্তার। না।

আঃ উকীল। তবে ক্লোরাফর্ম্মে লোকটির মৃত্যু হয় নাই ?

ডাক্তার। লোকটি ভয়ানক মাতাল ছিল, সেইজন্য এই ক্লোরাফর্ম্মে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

আঃ উকীল। মাতাল না থাকিলে মরিত না ?

ডাক্তার। না, কেবল অজ্ঞান হইত মাত্র।

আঃ উকীল। তাহা হইলে বলিতে হইবে, এই লোকটিকে ক্লোরাফর্ম্ম করিয়া ইহাকে প্রাণে মারিবার ইচ্ছা ছিল না ?

ডাক্তার। সম্ভব।

রস্তমজীর উকীল বসিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কোন সাক্ষী আছে ?"

সরকারী উকীল বলিলেন, "আমাদের ফ্রামজীকে ডাকিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তিনি আসামীর বিশেষ বন্ধু। তাঁহার নিকট কোন কথার আশা করা যায় না; সুতরাং আমরা তাঁহাকে ডাকিব না। আদালত, ইন্‌স্পেক্টর লালুভাইকে তলব দিয়াছেন, সুতরাং আমরা আর কোন সাক্ষী ডাকিবার আবশ্যকতা দেখি না।"

ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর উকীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কোন সাক্ষী ডাকিবার ইচ্ছা আছে?"

তিনি বলিলেন, "হাঁ, আছে।"

ম্যাজিষ্ট্রেট। কয় জন সাক্ষী ডাকিবেন?

আঃ উকীল। বেশী নহে, কেবল তিন-চারি জন।

ম্যাজিষ্ট্রেট। আপনি কি সপ্রমাণ করিতে চাহেন?

আঃ উকীল। আমি প্রমাণ করিব, আসামী আদৌ পেষ্টনজীর সঙ্গে গাড়ীতে যান নাই, সুতরাং পেষ্টনজী যখন গাড়ীর ভিতরে খুন হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই আমার ক্লায়েণ্ট খুন করেন নাই। আমরা আরও প্রমাণ দিব যে, যখন পেষ্টনজী খুন হন, তখন আসামী অন্যত্রে ছিলেন। রাত্রি এগারটা হইতে প্রায় দুইটা পর্য্যন্ত তিনি একটি মৃত্যুশয্যাগতা স্ত্রীলোকের পার্শ্বে ছিলেন। সুতরাং তাঁহার দ্বারা কখনও খুন হয় নাই। আদালত, ইন্‌স্পেক্টর লালুভাইকে তলব দিয়াছেন, নতুবা আমরা তাঁহাকেও ডাকিতাম। আমরা তাঁহার দ্বারাই দেখাইব যে, খুন প্রণয় সংক্রান্ত ঈর্ষায় হয় নাই। যে খুন করিয়াছে, তাহার অন্য কোন একটা উদ্দেশ্য ছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট। আচ্ছা, আজ এই পর্য্যন্ত থাকিল। কাল প্রথমেই লালুভাইএর সাক্ষ্য লইব; পরে আপনার সাক্ষী ডাকিবেন।

সেদিনের মত আদালত বন্ধ হইল। এখন অনেকেই বলিতে লাগিলেন, "রস্তমজী খুন করেন নাই—মুক্তি পাইবেন।"

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

### এজাহার—ক্রমশঃ

পর দিবস আদালত আরও লোকে লোকারণ্য। রস্তমজীর যে কোন সাক্ষী আছে, তাহা কেহ পূর্ব্বে ভাবেন নাই। তাঁহার সাক্ষিগণ কি বলিবেন, ইহাই জানিবার জন্য আজ সকলেই সমুৎসুক।

ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়াই ইন্‌স্পেক্টর লালুভাইকে ডাকিলেন। পেস্কার তাঁহাকে শপথ পাঠ করাইলে, ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমারই রিপোর্টে আসামী গ্রেপ্তার হইয়াছে ?"

লালুভাই। হাঁ, হুজুর।

ম্যাজিষ্ট্রেট। আসামী তোমার নিকটে কি স্বীকার করিয়াছিলেন ?

আঃ উকীল। আমরা হুজুরের এ প্রশ্নে আপত্তি করিতে পারি—কিন্তু করিব না।

লালুভাই। আসামী আমাকে বলিলেন যে, তাঁহার সহিত পেষ্টনজীর সে রাত্রে দেখা হইয়াছিল। তিনি তাঁহাকে মাতাল দেখিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি তাঁহার সঙ্গে গাড়ীতে যান নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট। কোথায় গিয়াছিলেন ?

লালুভাই। তিনি তাহা কিছুতেই বলিবেন না।

সরকারী উকীল। আপনাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব লিখিয়াছেন যে, আপনার রিপোর্ট সম্পূর্ণ নয়, ইহার অর্থ কি ?

লালুভাই। রস্তমজী খুন করিয়াছেন কি না, এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ আছে।

সঃ উকীল। কেন?

লালুভাই। তাহা আমি বলিতে পারি না।

ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর উকীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি জিজ্ঞাস্য আছে?"

আঃ উকীল। কিছু আছে। লালুভাই সাহেব, আপনি পেষ্টনজীর পোষাক বেশ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন কি?

লালুভাই। আগে দেখি নাই, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কীর্ত্তিকর সাহেব দেখিলে বলায় দেখিয়াছিলাম।

আঃ উকীল। পরীক্ষা করিয়া কি দেখিয়াছিলেন?

লালুভাই। দেখিয়াছিলাম, তাঁহার কোটের ভিতরকার কাপড়ের নীচে দুইখানি কাগজ সেলাই করা ছিল?

আঃ উকীল। সে কাগজ কি আপনারা যখন কোট দেখিয়াছিলেন, তখন সেখানে ছিল?

লালুভাই। না।

আঃ উকীল। দুইখানি কাগজ ছিল, ইহা কিরূপে জানিলেন?

লালুভাই। ঐ দুইখানি কাগজের দুইটা কোণ কোটের সঙ্গে ছিল।

আঃ উকীল। তাহা হইলে ঐ দুইখানি কাগজ কি কেহ তাড়াতাড়ি টানিয়া লয় নাই?

লালুভাই। হাঁ, লইয়াছিল।

আঃ উকীল। কোটের কাপড় ছেঁড়া ছিল কি?

লালুভাই। হাঁ।

আঃ উকীল। কবে আপনি এই কোট পরীক্ষা করেন?

লালুভাই। খুনের পর দিন।

আঃ উকীল। ছেঁড়াটা নূতন বলিয়া আপনার বোধ হয় নাই কি?

লালুভাই। হইয়াছিল।

আঃ উকীল। আপনি কি মনে করেন না যে, যখন এই লোকটি খুন হয়, অথবা ক্লোরাফর্ম্মে অজ্ঞান হইয়া পড়ে, তখন এই দুইখানি কাগজ কেহ তাঁহার কোটের কাপড়ের ভিতর হইতে ছিনাইয়া লইয়াছে ?

লালুভাই। হাঁ, তাহাই মনে হয়।

আঃ উকীল। তা হইলে আপনার কি অনুমান হয় না যে, এই কাগজ দুইখানি লইবার জন্যই পেষ্টনজীকে কেহ ক্লোরাফর্ম্ম করিয়াছিল ?

লালুভাই। হাঁ, ইহাই আমার অনুমান।

আঃ উকীল। কাগজ দুইখানির কোণ দেখিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, ঐ দুইখানি কাগজ কি ?

লালুভাই। হাঁ—ঐ কোণে যে ছাপা আছে, উহাতে স্পষ্ট জানা যায় যে, উহার একখানি কোন পার্শীর বিবাহের সার্টিফিকেট—আর একখানি কাহারও জন্মের সার্টিফিকেট।

আঃ উকীল। তাহা হইলে আপনি এখন কি মনে করেন না যে, কেহ ভালবাসার আক্রোশে পেষ্টনজীকে খুন করে নাই, এই দুইখানা কাগজ লইবার জন্যই খুন করিয়াছিল ?

লালুভাই। হাঁ, এখন আমার তাহাই মনে হয়।

আঃ উকীল। রস্তমজী এই দুইখানি কাগজ পাইবার জন্য ব্যগ্র হইতে পারেন, এমন কোন প্রমাণ আপনি অনুসন্ধানে পাইয়াছেন কি ?

লালুভাই। না।

আঃ উকীল। আমার বিজ্ঞ বন্ধু ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছিলেন যে, আসামী ভালবাসার আক্রোশে পেষ্টনজীকে খুন করিয়াছেন, তাহা আর খাটিতেছে না। আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নাই।

সরকারী উকীল উঠিয়া বলিলেন, "এরূপ স্থলে আপনি রুস্তমজীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য রিপোর্ট করিয়াছিলেন কেন?"

লালুভাই। রিপোর্ট দিবার পরে এ দুইখানি কাগজের কথা জানিতে পারি।

আঃ উকীল। তাহা হইলে এই দুইখানি কাগজ পাইবার পর হইতে আপনার বিশেষ সন্দেহ হইয়াছে যে, রুস্তমজী খুন করেন নাই।

লালুভাই। হাঁ।

ম্যাজিষ্ট্রেট। কাহার বিবাহের সার্টিফিকেট?

লালুভাই। অনুসন্ধান করিতেছি—এখনও কিছুই জানিতে পারি নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট। যাও।

লালুভাই সত্বর কাটগড়া হইতে নামিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর উকীলকে বলিলেন, "আপনার সাক্ষী ডাকুন।"

রুস্তমজীর উকীল পাইদুনির 'চলের' সেই স্ত্রীলোককে ডাকিলেন। সে লালুভাইকে যাহা যাহা বলিয়াছিল, আদালতেও তাহাই বলিল।

আসামীর উকীল বলিলেন, "আসামীর দিকে দেখুন, ইঁহাকেই কি আপনি ছোকরাকে দিয়া পত্র দিয়াছিলেন?"

স্ত্রীলোক। হাঁ।

আঃ উকীল। ইনিই কি সেই স্ত্রীলোকের নিকটে রাত এগারটা হইতে দুইটা পর্য্যন্ত ছিলেন?

স্ত্রীলোক। হাঁ।

সরকারী উকীল। রুস্তজীকে পত্র দিতে তিনি আপনাকে বলেন, কিন্তু ইনিই যে রুস্তমজী আপনি কেমন করিয়া জানিলেন?

স্ত্রীলোক। আমি সন্ধ্যা হতে হরমসজীর আফিসের কাছে রস্তমজীর তল্লাসে ছিলাম। রাত্রি দশটার সময়ে, হরমসজীর দ্বরোয়ান ইঁহাকে আমায় দেখাইয়া দেয়।

সরকারী উকীল। আপনি শপথ করিয়া বলিতে পারেন, এই সেই লোক ?

স্ত্রীলোক। হাঁ।

সরকারী উকীল আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। রস্তমজীর উকীল সেই বালককে, দ্বরোয়ানকে ও মাণিকজীর কর্ম্মচারীকে ডাকিলেন। এই সকল সাক্ষীর দ্বারা সুস্পষ্ট সপ্রমাণ হইল যে, রস্তমজী এগারটার সময় পত্র পাইয়া পাইদুনির 'চলে' মৃত্যুশয্যায় শায়িতা স্ত্রীলোকের নিকট গিয়াছিলেন এবং তথায় প্রায় রাত দুইটা পর্য্যন্ত ছিলেন। পেষ্টনজী রাত্রি সাড়ে এগারটার পর খুন হয়েন।

"কাল রায় দিব," বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট উঠিয়া গেলেন। কলরব করিতে করিতে দর্শকগণও যে যাহার গৃহের দিকে প্রস্থান করিলেন।

নানাচিন্তায় ব্যাকুলচিত্তে রস্তমজী পুনরায় জেলে চলিলেন।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

### বিচারের ফল—পুনর্মুক্তি

পরদিবসেও আদালতে আর লোক ধরে না। পূর্ব্বে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও আজ সহস্র কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। তাহা ছাড়া আরও অনেক নূতন দর্শকের সমাগম হইয়াছে; দেখিয়া মনে হয়, আজ যেন সমগ্র সহরটা আদালতে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। এমন মহা জনতা আদালতে আর কেহ কখনও দেখে নাই। সহরময় রাষ্ট্র হইয়াছে যে, রুস্তমজীর উকীল সাক্ষী ডাকিয়া প্রমাণ দিয়াছেন যে, যখন পেষ্টনজী খুন হইয়াছিলেন, তখন রুস্তমজী অন্যত্রে ছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট কি রায় দেন, দেখিবার জন্য আজ হাজার হাজার লোক আদালতে সমবেত হইয়াছেন।

স্পন্দিতহৃদয়ে রুস্তমজী কাঠগড়ায় আসিয়া নতমুখে দাঁড়াইলেন। তাঁহার উকীলের কার্য্যে তিনি বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন, তাঁহার উকীল কিরূপে জানিলেন, তিনি সে রাত্রে কোথায় গিয়াছিলেন? যাহা তিনি প্রাণ থাকিতে কাহাকেও বলিবেন না স্থির করিয়াছিলেন, তাহা কিরূপে প্রকাশ পাইল? কিরূপেই বা তিনি সার্টিফিকেটের কথা জানিলেন।

রুস্তমজী সমস্ত রাত্রি এই সকল চিন্তায় নিতান্তই ব্যাকুল হইয়াছিলেন। জীবনের মায়া নাই কাহার? এ সংসারে কে সহজে মরিতে চাহে? আদালতে কাল যে সকল ঘটনা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে

তাঁহার আশা হইয়াছে যে, হয় ত তিনি এ ঘোর বিপদ্ হইতে এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন। তাহাই নিতান্ত উদ্বিগ্নচিত্তে ও স্পন্দিতহৃদয়ে তিনি আজ কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান হইলেন।

অন্যান্য দিন তিনি কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিতেন। বাঁচিবার কোনরূপ আশা নাই জানিয়া, তাঁহার হৃদয়ও জড়তাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। নিতান্তই উদ্বেগে তিনি এই কয়দিন কাটাইয়াছেন; কিন্তু আজ যেন তিনি কিছু চঞ্চল, কিছু ব্যাকুল, কিছু উদ্বিগ্ন, কখন বিচারক আসিবেন—কি রায় দিবেন—সেজন্য উৎসুক। তাঁহার হৃদয় সবলে প্রতিক্ষণে স্পন্দিত হইতেছিল। একটা মিনিট যেন তাঁহার একটা দিন বলিয়া মনে হইতেছিল।

ঠিক এগারটার সময়ে ম্যাজিষ্ট্রেট আসিলেন। চারিদিকে ঘোর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিল। সকলেই তাঁহার দিকে কৌতূহলাচিত্তে চাহিয়া রহিলেন।

তিনি রায় পাঠ আরম্ভ করিলেন। প্রথমে খুনের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ বলিয়া শেষ সাক্ষীদিগের কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন। প্রথম সাক্ষী—কোচ্‌ম্যান তাড়ী খাইয়া মাতাল ছিল, নিজেই স্বীকার করিয়াছে; সুতরাং স্পষ্টই জানা যাইতেছে, একই লোক যে তাহাকে ডাকিয়া পেষ্টনজীকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়াছিল এবং পরে তাহার গাড়ীতে উঠিয়াছিল, সেই কোচ্‌ম্যান ইহা স্পষ্ট দেখে নাই, বলিতেও পারে না। দ্বিতীয় সাক্ষী কোচ্‌ম্যানও কিছুই বলিতে পারে নাই। তৃতীয় সাক্ষী পাহারাওয়ালা জেরায় স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়াছে যে, সে ঘুমাইতেছিল। লোকটিকে ভাল করিয়া দেখে নাই এবং তাহার মুখ আদৌ দেখিতে পায় নাই। চতুর্থ সাক্ষী আসামীর চাকর উভয়ের মারামারির কথা বলিয়াছে; কিন্তু জেরায় স্বীকার করিয়াছে

যে, সে মারামারি মাতলামী ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহার মনিবের তখন কোনই জ্ঞান ছিল না। পঞ্চম সাক্ষী মাঞ্চারজী প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছে যে, সে আসামীর অনুসরণ করিয়াছিল। সে যাহা বলিয়াছে, সমস্তই মিথ্যাকথা বলিয়াছে, তাহার একটি কথাও বিশ্বাসযোগ্য নহে। ইন্‌স্পেক্টর লালুভাইএর সাক্ষ্যে জানা গিয়াছে যে, খুন প্রণয় সংক্রান্ত ঈর্ষাবশে হয় নাই, পেষ্টনজী দুইখানা সার্টিফিকেট অতি সাবধানে ও গোপনে নিজের কোটের কাপড়ের নিম্নে সেলাই করিয়া রাখিয়াছিল। তাহাকে অজ্ঞান করিয়া বা খুন করিয়া কেহ ঐ দুইখানি কাগজ ছিনাইয়া লইয়াছে। সুতরাং খুন এই দুইখানা কাগজের জন্য হইয়াছে, ইহার অন্য দ্বিতীয় কারণ নাই। এই দুইখানি কাগজ পেষ্টনজীর নিকটে আছে, ইহা রস্তমজী জানিতেন বা এই দুইখানি কাগজ যে তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন, ইহার কোন প্রমাণ নাই; সুতরাং তিনি যে এই খুন করেন নাই, এ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহের কারণ দেখা যাইতেছে। অন্য কোন সাক্ষী না থাকিলেও আমি আসামীকে এই সন্দেহের জন্য খালাস দিতে বাধ্য হইতাম। আরও আসামীর উকীল, চারিজন সাক্ষী দিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, যখন পেষ্টনজী খুন হয়, তখন আসামী আদৌ তথায় ছিলেন না, অন্যত্রে ছিলেন। তাঁহার গতিবিধি সহজভাবে সপ্রমাণ হইয়াছে। এই সকল সাক্ষীর কথায় অবিশ্বাস করিবার বিন্দুমাত্র কারণ নাই। এরূপ স্থলে আমি আসামী রস্তমজীকে বিচারের জন্য সেসনে প্রেরণ করিবার কোনই কারণ দেখিতেছি না। ইহাতে আদালতের অনর্থক সময় নষ্ট হয় মাত্র। এইজন্য ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন অনুসারে আমি আসামী রস্তমজীকে খালাস দিলাম। উপসংহারে আমি নিম্ন মন্তব্য প্রকাশ করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম। প্রকাশ্য রাজপথে গাড়ীর ভিতর একব্যক্তি খুন হইল, সেই খুনীকে পুলিস বন্দি

ধৃত করিতে না পারে, তবে সে পুলিস যে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

রস্তমজীর খালাস সংবাদ মুহূর্ত্ত মধ্যে চারিদিকে প্রকাশ হইল। অমনি একটা আনন্দধ্বনি আকাশ ভেদ করিয়া উঠিল। কনেষ্টবলগণ গোল থামাইবার নিষ্ফল প্রয়াস পাইতে লাগিল।

কম্পিতপদে রস্তমজী জগদীশ্বর ও বিচারপতিকে ধন্যবাদ দিয়া কাঠগড়া হইতে নামিয়া বাহিরে আসিলেন। হাজার হাজার লোক তাঁহাকে চারিদিক হইতে বেষ্টন করিল। তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল, স্পষ্ট দিবালোকেও তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন—তিনি পড়িয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু কে তাঁহাকে ধরিল ?

তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রকৃতিস্থ হইলেন। দেখিলেন, একটি অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোক। সেই স্ত্রীলোকটি রস্তমজীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "এস।"

রস্তমজী কলের পুত্তলীর ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। একজন স্ত্রীলোক তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন; দেখিয়া সকলেই পথ ছাড়িয়া দিল।

নিকটে একখানা গাড়ী ছিল। উভয়ে সেই গাড়ীতে উঠিলেন। শীঘ্রই গাড়ী সকলের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল।

পাঠক! এই স্ত্রীলোক কে ?

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

## আলোচনা

কীর্ত্তিকর নিজ আফিসে উপবিষ্ট। লালুভাই ও দাদাভাস্কর সম্মুখস্থ টেবলের দুইদিকে দুইজন বসিয়া আছেন।

কীর্ত্তিকর কতকগুলি কাগজ-পত্র লইয়া শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজাইয়া রাখিতেছিলেন। পরে সেই কাগজগুলি একে একে একটি বাণ্ডিলে পরিণত করিয়া লালুভাইএর দিকে চাহিলেন।

লালুভাই তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টির দিকে চক্ষু রাখিতে না পারিয়া মস্তক অবনত করিলেন। কীর্ত্তিকরের সেই ভীষণ দৃষ্টির দিকে কেহই চাহিতে পারিত না।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপ চাহিয়া থাকিয়া কীর্ত্তিকর বলিলেন, "লালুভাই সাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়ে যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়াছেন কি ?"

লালুভাই। হাঁ, দেখিয়াছি।

কীর্ত্তি। আমাদের তিনি গাধা বলিয়াছেন।

দাদা। ঠিক এ কথা বলেন নাই।

কীর্ত্তি। তোমার মত পণ্ডিত পুলিসে আছে বলিয়াই এরূপ গালি খাইতে হয়।

দাদা। মাষ্টার, তিনি বলিতেছেন, যদি আমরা না ধরিতে পারি, তবে আমরা অপদার্থ—

কীর্ত্তি। ঠিকই বলিয়াছেন ; কিন্তু ধরিবার কি করিয়াছ ? দুই

জনেই ত অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছ। ধরিবার আশা আছে কি? দেখ, কমিশনার সাহেব কি লিখিয়াছেন।

এই বলিয়া কীর্ত্তিকর একখানা কাগজ দাদাভাস্করের দিকে ফেলিয়া দিলেন। দাদাভাস্কর সেখানি পাঠ করিয়া লালুভাইএর দিকে ঠেলিয়া দিলেন। তিনি কাগজখানিতে যাহা লিখা ছিল, পাঠ করিলেন।

কীর্ত্তি। দেখিলে কমিশনার সাহেব কি লিখিয়াছেন?

দাদা। তিনি লিখিবেন না কেন, তাঁহাকে ত নিজের হাতে কিছু করিতে হয় না?

কীর্ত্তি। তোমরা কিন্তু খুব বাহাদুরী দেখাইয়াছ। তুমি একজনকে চোর বলিয়া ধরিলে, শেষ নিজেদেরই ভুল স্বীকার করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইল। লালুভাই সাহেব খুনী বলিয়া আবার তাড়াতাড়ি তাহাকেই গ্রেপ্তার করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে খালাস দিয়া আমাদিগকে গাধা বলিলেন। কমিশনার সাহেবের ভারি অপরাধ যে, তিনি এরূপ পত্র লিখিয়াছেন! এই যে একজন নিরপরাধ ভদ্রসন্তানকে লইয়া নাস্তানাবুদ করিলে, ইহাতেই একটা খুব ডিটেক্‌টিভগিরী হইয়া গেল!

দাদা। তিনি একমাস সময় দিয়াছেন—তাহার পর ত! একমাসে নিশ্চয়ই চোর আর খুনী দুই ধরা পড়িবে।

কীর্ত্তি। না ধরিতে পারিলে কেবল বদনাম নয়, বিশেষ কিছু ব্যবস্থা করিবেন।

দাদা। দেখা যাবে; কিন্তু আপনি যে, আমরা যাহাই করিতে যাই, তাহাতেই আগে প্রতিবন্ধক দেন।

কীর্ত্তি। কি রকম?

দাদা। এখন চুরি কে করেছে, তা বেশ জানা গেছে—আপনি অনুমতি করিলেই ত রাজা বাঈকে গ্রেপ্তার করি।

কীর্ত্তি। রাজা বাঈ চুরি করে নাই।

দাদা। ওই ত!

লালু। হরমসজী যে খুন করিয়াছে, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে?

কীর্ত্তি। লালুভাই সাহেব, আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন; দাদাভাস্করকে যাহা মুখে আসে, বলিতে পারি, কিন্তু আপনাকে আমি যাহা তাহা বলিতে পারি না। এবার যদি কাহাকে গ্রেপ্তার করেন, আর সে খালাস হইয়া যায়, তাহা হইলে আপনাকে বাধ্য হইয়া পেন্সন লইতে হইবে কিনা? আর আমাকেও চাকরী ছাড়িয়া পলাইতে হইবে কি না, ভাবিয়া দেখুন দেখি, ব্যাপারটা হইতেছে কি, আমাদের সকলেরই যে একদম মাথাকাটা যাইতেছে। শুনিতেছি আবার, রস্তমজীর কে একজন পিতৃবন্ধু—নাম কাশীনাথ নায়েক, বয়সে বৃদ্ধ, তিনি নাকি রস্তমজীকে নির্দ্দোষ সপ্রমাণ করিবার জন্য খুব চেষ্টা করিতেছেন। শুনিয়াছি, তিনি অনেকদূর অগ্রসরও হইয়াছেন, তাঁহার দ্বারাই যদি এই কেসটা হাঁসিল হইয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের তিনজনেরই মুখে চূণ-কালী পড়িবে না কি? আমরা কি আর মুখ তুলিতে পারিব?

লালুভাই বলিলেন, "আমরা কি করিব বলুন, প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি—কাজে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "তাহারই নাম অকর্ম্মণ্যতা।"

দাদাভাস্কর বলিলেন, "সেই কাশীনাথ নায়েকের সঙ্গে একবার দেখা করিলে হয় না? তাঁহার কথা কই পূর্ব্বে ত শুনি নাই, এই আপনার মুখে প্রথম শুনিলাম। আচ্ছা, আজই আমি একবার তাঁহার সঙ্গে দেখা করিব—তিনি কতদূর কি করিয়াছেন, সে কথাগুলা তাঁহার নিকট হইতে বাহির করিয়া লইব।"

কীর্ত্তিকর রুক্ষস্বরে বলিলেন, "তাহা হইলেই খুব বাহাদুরী হইল আর কি! নিজে পুলিস লাইনে এতগুলা বৎসর অতিবাহিত করিয়া কিছুই করিতে পারিলে না, আর একজন বাজে লোকের দোহাই দিয়া এখন এই পুলিস-মাম্‌লার কিনারা করিতে হইবে! লোকে ইহা জানিলে বলিবে কি?"

দাদা। লোকে জানিবে কি করে? ছদ্মবেশে।

কীর্ত্তি। আরও দুই-চারিদিন যাইতে দাও—যখন একান্ত না পারিবে—তখন তাঁহারই দোহাই দিয়া কার্য্যোদ্ধার করিয়ো।

লালু। তবে এখন আমরা কি করিব, বলুন।

কীর্ত্তি। সেই বিষয়ের আলোচনার জন্য আপনাকে ডাকিয়াছি।

দাদা। মাষ্টার যাহা হুকুম করিতেছেন, তাহাই ত আমরা করিতেছি। আপনি ওরূপ না করিলে রস্তমজী কিছুতেই খালাস হইতে পারিত না।

কীর্ত্তি। দাদাভাস্কর, দোষী হউক, আর নির্দ্দোষী হউক, জেলে বা ফাঁসী-কাঠে ঝুলাইতে পারিলেই হইল, ইহা পুলিসের কাজ নহে। তোমাদের পুনঃপুনঃ বলিয়াছি, আবার বলিতেছি, দোষী যাহাতে দণ্ড পায়, তাহা দেখা যেমন পুলিসের কর্ত্তব্য—নির্দ্দোষী যাহাতে কোনরূপে দণ্ডিত না হয়, তাহা দেখাও সেইরূপ কর্ত্তব্য। যে পুলিস-কর্ম্মচারী ইহা না করে—সে পাষণ্ড। এবং তাহারা মানুষ হইলে তাহাদের ভিতরে মনুষ্যত্ব নামক পদার্থের একান্ত অভাব জানিবে।

দাদা। মাষ্টার, আমি এ কথা সর্ব্বদাই মনে রাখি।

কীর্ত্তি। তাহা ত এইমাত্র তোমার কথায় জানিতে পারিলাম।

লালু। যাহাই হউক, এখন কি করিব, বলুন।

কীর্ত্তি। বাজে কথায় সময় নষ্ট করিয়া ফল নাই। বর্জরজী ও মাঞ্চারজীর বিষয় অনুসন্ধান করাই এখন আমাদের প্রধান কাজ।

দাদা। সে কাজেই ত বেটার চাকর পর্য্যন্ত হইয়াছিলাম। তেমন বদমাইসের চাকর হওয়া সহজ ব্যাপার নয়।

কীর্ত্তি। হাঁ, কিন্তু জানিলে কি?

দাদা। জানিলাম, বেটা একটি ভয়ানক বদমাইস।

কীর্ত্তি। ব্যস্—তবেই আর কি। তাহাতে চুরির বা খুনের কি সন্ধান হইল?

দাদা। তাহা হইলে আপনি কি মনে করেন যে, এই বেটাই সব করেছে—যত নষ্টের মূল?

কীর্ত্তি। আবার সেই 'মনে করা'। আমি দুশোবার তোমাকে বলিয়াছি যে, আমি কিছুই মনে করি না।

দাদা। এর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নাই।

কীর্ত্তি। মাঞ্চারজীর বিরুদ্ধে?

দাদা। কিছু আছে।

কীর্ত্তিকর। কি?

দাদা। সে সেই রাত্রে রস্তমজীর সঙ্গ লইয়াছিল।

কীর্ত্তিকর মহা উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "বহুৎ আচ্ছা, দাদাভাস্কর, বহুৎ আচ্ছা! চেষ্টা ও যত্ন থাকিলে, তুমি এক সময়ে ডিটেক্‌টিভ লাইনে উন্নতি করিতে পারিবে।"

দাদাভাস্কর নতমস্তকে কহিলেন, "সে গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ।"

লালুভাই বলিলেন, "আপনি বলিলেন, এই দুইজন লোকের উপর নজর রাখিতে; আপনার কথা মত তাহাই করা যাক্।"

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "আমি ইহাদের সংবাদ যাহা যাহা জানিয়াছি, তাহা আপনাদিগকে বলি, ইহাতে আপনাদের অনুসন্ধানের কিছু কিছু সাহায্য হইবে।"

## নবম পরিচ্ছেদ

### রাজা বাঈ সম্বন্ধে

কীর্ত্তিকর টেবিলের উপর হইতে এক বাণ্ডিল কাগজ টানিয়া লইয়া বলিলেন, "হরমসজীর স্ত্রী রাজা বাঈ সম্বন্ধে সুরাটের পুলিস কি লিখিয়াছেন, শুনুন।"

দাদা। আপনি তবে এ সন্ধান করিবার জন্য সুরাটের পুলিসকে লিখিয়াছিলেন?

কীর্ত্তি। হাঁ, রাজা বাঈএর পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানিতে পারিলেই সম্ভবতঃ জানা যাইবে, কেন সে বর্জ্জরজীকে এত ভয় করে।

দাদা। তা ত নিশ্চয়।

কীর্ত্তি। সুরাটের পুলিস লিখিতেছে ;—

"সুরাটের ডোসাভাই নামক একব্যক্তির দুইটি কন্যা ছিল। রাজা বাঈ তাহার এক কন্যা। ডোসাভাই সামান্য একটি দোকান চালাইয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। অতি কষ্টে কোন গতিকে তাহাদের দিনাতিবাহিত হইত।

"রাজা বাঈএর বয়স পনের বৎসর হইলে তাহার সহিত তাহাদিগের বাড়ীর নিকটস্থ ধনাঢ্য জেমসেটজীর পুত্র হরেকজীর বড় সম্প্রীতি জন্মে। হরেকজী বড় লোক, সম্ভবতঃ তিনি রাজা বাঈকে বিবাহ করিতে পারেন ভাবিয়া রাজা বাঈএর পিতা ইহাতে কোন কথা কহিতেন না। যাহাই হউক, হরেকজীর সহিত রাজা বাঈএর বিবাহ হইল না।

জেমসেটজীর মৃত্যু হইলে হরেকজী অতুল ধনের অধিপতি হইলেন। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, রাজা বাঈএর পিতা তাঁহাকে অনেক গালি-গালাজ দিতেন এবং প্রকাশ্যভাবে তাঁহাকে সয়তান পাষণ্ড বলিতেন। যে কারণেই হউক, হরেকজী কনিষ্ঠ বর্জরজীর উপর বিষয়-সম্পত্তির ভার দিয়া কলিকাতায় চলিয়া যান, আর কখনও সুরাটে প্রত্যাগমন করেন নাই।

"এই সকল ঘটনার এক বৎসর পরে হরমসজীর সহিত রাজা বাঈএর বিবাহ হয়। হরমসজী বোম্বে সহরে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশে বিবাহ করিতে স্থির করিয়া সুরাটে আসিলেন। শেষে রাজা বাঈকে বিবাহ করিয়া লইয়া আবার বোম্বে ফিরিয়া যান। সেই পর্য্যন্ত রাজা বাঈ আর সুরাটে আসে নাই।

"তাঁহার বিবাহের এক বৎসর পরে রাজা বাঈএর অপর ভগ্নীর বিবাহ হয়। তাঁহাকে লইয়া তাঁহার স্বামী রেঙ্গুণে ব্যবসা করিতে গমন করেন। কিন্তু সেইখানে গিয়া তাঁহাদের উভয়েরই বিসূচিকা রোগে মৃত্যু হয়। এই সংবাদ পাইয়া তাঁহাদের শোকে রাজা বাঈএর পিতাও কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন।

"অনেক অনুসন্ধান করা হইয়াছে, রাজা বাঈএর ভগ্নীর যে কোন সন্তানাদি হইয়াছিল, এমন কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এখন অনুসন্ধানে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হইতেছে যে, রাজা বাঈএর পিতার রাজা বাঈ ও হরমসজী ব্যতীত আর কোন আত্মীয়-স্বজন জীবিত নাই।

"বর্জরজী অতুল সম্পত্তির মালিক হইয়া দুই হস্তে ধূলি-মুষ্টির ন্যায় স্বর্ণ-মুষ্টি উড়াইতে থাকেন। বোধ হয়, দুই-তিন বৎসরেই তিনি তাঁহার

অংশের সমস্ত সম্পত্তি উড়াইয়া দিয়াছিলেন। পরে নানারূপ জাল জুয়াচুরি করিয়া বড়-মানুষী চালাইতেছিলেন; কত লোকের যে সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন, তাহার স্থিরতা নাই। কত ঋণ করিয়াছিলেন, তাহাও স্থির বলা যায় না।

"গত কয়েক বৎসর হইতে পুলিস তাঁহার উপরে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন; কিন্তু বিশেষ কোন প্রমাণ না পাওয়ায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারা যায় নাই। দুই বৎসর হইল সহসা তিনি সুরাট পরিত্যাগ করিয়া যান। সুরাটে আর থাকা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছিল।

"তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পরে তাঁহার নামে অনেক নালিশ হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার অনেক অনুসন্ধানসত্বেও তাঁহার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এখনও তাঁহার নামে দুই-তিনখানি ওয়ারেণ্ট পুলিসের হস্তে আছে।"

সুরাট পুলিসের রিপোর্টটি পাঠ করিয়া কীর্ত্তিকর বলিলেন, "এখন কতক বুঝিলেন?"

দাদা। আমাদের বর্জরজী, যে সেই বর্জরজী, তাহার প্রমাণ কি?

"আছে," বলিয়া কীর্ত্তিকর টেবিলের মধ্য হইতে একখানি ফটোগ্রাফ বাহির করিলেন; বলিলেন, "দেখ দেখি, এইখানা কাহার ফটোগ্রাফ বলিয়া বোধ হয়?"

উভয়েই দেখিয়া বলিলেন, "হাঁ, এখানা নিশ্চয়ই বর্জরজীর ফটোগ্রাফ, তবে সে নিজের চেহারা এখন অনেকটা বদ্‌লাইয়া ফেলিয়াছে।"

কীর্ত্তি। হাঁ, যাহা হউক, এ যে তাহারই ফটোগ্রাফ তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি সুরাট পুলিসের রিপোর্ট পাইয়া তাহাদের বর্জরজীর কোন ফটোগ্রাফ যদি থাকে, তবে তাহা পাঠাইয়া দিতে লিখিয়াছিলাম।

দাদা। এ না হইলে আপনি এত বড় হইবেন কেন?

কীর্ত্তি। বাজে কথা কহিয়ো না। এখন বর্জ্জরজীর কতক সন্ধান পাইলে ? এ আগে হইতেই রাজা বাঈকে জানিত।

দাদা। স্পষ্ট ইহাও জানা যাইতেছে যে, ছেলেবেলায় রাজা বাঈএর সহিত বর্জ্জরজীর দাদার প্রণয়ও ছিল।

কীর্ত্তি। সম্ভবতঃ কুসম্বন্ধও ঘটিয়াছিল।

দাদা। চোখ খুলিয়া গিয়াছে। ওঃ! এখন কি জন্য রাজা বাঈ তাহাকে ভয় করে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। বদমাইস তাহার স্বামীকে তাহার গতজীবনের কুকীর্ত্তি বলিয়া দিবার ভয় দেখাইয়া তাহাকে হাত করিয়াছে—ভয় দেখাইয়া টাকা লইতেছে।

কীর্ত্তি। ব্যস্ত হইয়ো না। এখন কলিকাতার পুলিস কি লিখিতেছে, শুন।

দাদা। কলিকাতায়ও আপনি পত্র লিখিয়াছিলেন ? বুদ্ধি থাকিলে ঘরে বসিয়া কেল্লা মারা যায় দেখিতেছি। আপনার বুদ্ধির কাছে আমরা গাধাই বটে।

কীর্ত্তিকরের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। বিরক্তির সহিত কহিলেন, "তুমি নিজের কথাই বল, 'আমরা' বলিয়া লালুভাইকে জড়াইয়ো না। লালু-ভাই বয়সে আমার অপেক্ষা অনেক বড়। দুই-একটা কাজে তাঁহার ভুল হইলেও তিনি আমার নিকটে সম্মান্য।

# দশম পরিচ্ছেদ

## হরেকজী সম্বন্ধে

কীর্ত্তিকর আর একটি বাণ্ডিল টানিয়া বাহির করিলেন; বলিলেন, "সুরাটের রিপোর্ট পাইয়া আমি হরেকজীর সন্ধান লইবার জন্য কলিকাতা পুলিসকে লিখিয়াছিলাম। সেখানে পার্শীর সংখ্যা খুব কম, তাহাদের মধ্যে একজন পার্শীর সন্ধান লওয়া কঠিন নহে।"

দাদা। তাহারা কি লিখিয়াছে?

কীর্ত্তি। শোন, তাহারা কি লিখিতেছে;—

"প্রায় বিশ বৎসরের অধিক হইল, সুরাটের ধনাঢ্য বণিক জেমসেটজীর পুত্র হরেকজী কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। তিনি বিশেষ জাঁক্-জমকে থাকিতেন না; তাঁহার বন্ধু-বান্ধবও অধিক ছিল না। তিনি দুই-তিন বৎসর কলিকাতায় থাকিবার পর একটি বয়স্থা স্ত্রীলোক একটি চারি-পাঁচ বৎসর বয়স্ক বালক লইয়া তাঁহার বাড়ীতে বাস করে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, হরেকজী এই স্ত্রীলোকটিকে তাঁহার বিশেষ আত্মীয়া বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। বালকটি এই স্ত্রীলোকেরই একমাত্র পুত্র। বিধবা হওয়ায় রমণী হরেকজীর নিকটে আসিয়াছিলেন।

"হরেকজী বিবাহ করেন নাই, সুতরাং এই বিধবা তাঁহার বাটীতে থাকায় অনেকে অনেক কথা কহিত। তিনি যেরূপ ছেলেটিকে ভালবাসিতেন, তাহাতে অনেকে ভাবিয়াছিল যে,ছেলেটি তাঁহারই ঔরসজাত।

যাহাই হউক, এই স্ত্রীলোক ও এই বালক হরেকজীর মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার বাড়ীতে ছিল। প্রকৃতপক্ষে বালকটি হরেকজীর দত্তক-পুত্র রূপেই তাঁহার বাড়ীতে বাস করিত।

"হরেকজীর অর্থের অভাব ছিল না। তিনি বালকের জন্য যথেষ্ট খরচ করিতেন; কাজেই বালক যৌবনে পদার্পণ করিয়া ক্রমেই চরিত্রহীন হইয়া পড়িল। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, তাহার চরিত্র নিতান্তই খারাপ হইয়া গিয়াছিল। তাহার বয়ঃক্রম এখন প্রায় চব্বিশ বৎসর হইবে। ইহার নাম মাঞ্চারজী।

"তিন বৎসর হইল, একটি পার্শী ভদ্রলোক আসিয়া হরেকজীর বাড়ীতে বাস করিতে থাকেন। হরেকজী ইহাকে মাঞ্চারজীর শিক্ষক বলিয়া সকলকে পরিচয় দেন।

"এই পার্শীর আগমনের একমাস পরেই সহসা হরেকজীর মৃত্যু হয়। অনেকেই সেই সময়ে অনুমান করিয়াছিলেন যে, হরেকজীর স্বাভাবিক মৃত্যু হয় নাই; নিশ্চয়ই কেহ তাঁহাকে বিষ খাওয়াই মারিয়াছে, কিন্তু কোন প্রমাণ না পাওয়ায় পুলিস কিছুই করিতে পারে নাই।

"হরেকজীর মৃত্যুর পর যুবক মাঞ্চারজী, সেই স্ত্রীলোক ও মাঞ্চারজীর মাষ্টার, এই তিনজনে হরেকজীর বাড়ীতেই বাস করিতে থাকেন। মাঞ্চারজী পূর্ব্বে যেরূপ খরচ করিত, এক্ষণে তাহাপেক্ষা শতগুণে অধিক খরচ করিতে লাগিল। তাহার ব্যয়ের সীমা ছিল না।

"অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, হরেকজীর মৃত্যুর পর দুই বৎসর যাইতে -না-যাইতে মাঞ্চারজী তাহার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি উড়াইয়া দিয়াছিল। শেষে তাহাদের কেবল ঋণের উপর চলিতেছিল। তাহার নামে দুই একটা নালিশও হইয়াছিল।

"অনুসন্ধানে আরও জানা গিয়াছে যে, মাঞ্চারজীর মাষ্টারটি ভাল লোক নহেন। তিনি নাকি দুই-একটা গুরুতর জাল জুয়াচুরিও করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

"এক বৎসর হইল, মাঞ্চারজী তাহার মাষ্টারকে লইয়া কলিকাতা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। অনুসন্ধানে জানিলাম, সে বোম্বে বেড়াইতে গিয়াছে, সম্ভবতঃ সে সেইখানেই এখন আছে।

"সেই স্ত্রীলোকটি এখনও হরেকজীর বাড়ীতেই বাস করিতেছে। তাহার বয়স এখন অনেক হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলে কোন কথা বলিতে চাহে না। তবে মাঞ্চারজীকে নিমকহারাম প্রভৃতি বলিয়া গালি দেয়। মাষ্টারের কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তাহাতে সে বলিয়া উঠিয়াছিল, 'মাষ্টার—মাষ্টার ওর বাবা।'

"যদি এ সম্বন্ধে আরও কোন সন্ধান লইতে চাহেন, তবে ওখান হইতে একজন সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভ পাঠাইলেই ভাল হয়। স্বভাবতই তিনি পার্শী সমাজ ভালরূপ অবগত আছেন, সুতরাং সকল সংবাদ সহজে ও শীঘ্র সংগ্রহ করিতে পারিবেন।"

পাঠ শেষ করিয়া কীর্ত্তিকর বলিলেন, "আমাদের বর্জরজীর আরও কিছু সংবাদ পাইলে?"

দাদা। কই, মাঞ্চারজীর পাওয়া গেল বটে।

লালুভাই। তোমার মত লোকের বুঝিবার কার্য্য নয়। এটাও বুঝিলে না যে, মাষ্টারটিই বর্জরজী।

দাদা। হাঁ, তাই ত!

কীর্ত্তি। হরেকজীর স্বাভাবিক মৃত্যু হয় নাই, সম্ভবতঃ বিষে মৃত্যু হইয়াছে; বর্জরজী ভাইএর বাড়ী উপস্থিত হইবার দুই মাসের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে—

দাদা। কি ভয়ানক, বেটা কি তবে নিজের ভাইকে খুন করেছিল?

কীর্ত্তি। হাঁ, নিশ্চয়ই। ভাইকে খুন না করিলে তাহার বিষয় হস্তগত হয় কিসে?

দাদা। আর সেই ভাই পাছে পুলিসে ধরে বলিয়া ভাইকে মাষ্টার সাজাইয়া নিজের বাড়ীতে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। বেটাকে সাতবার ফাঁসী দিলেও যে রাগ যায় না!

কীর্ত্তি। তাহার বিরুদ্ধে সে খুনের কোন প্রমাণ নাই।

দাদা। না থাকে, এ খুনের প্রমাণ হবে।

কীর্ত্তিকর হাসিয়া বলিলেন, "দাদাভাস্কর, বিনা প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া কাহারও নামে কিছু বলিয়ো না। সম্প্রতিই ত এই হঠকারিতার জন্য তোমাকে যথেষ্ট লজ্জিত হইতে হইয়াছে—লালুভাইও বাদ পড়েন নাই। রস্তমজীকে যদি গ্রেপ্তার না করিয়া, তাঁহার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া কেবল প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করা হইত, তাহা হইলে এরূপ ঢলাঢলিটা আর হইত না—অথচ সকল দিক্ বজায় থাকিত।"

কীর্ত্তিকর আর একটি বাণ্ডিল বাহির করিলেন। দেখিয়া দাদাভাস্কর বলিলেন, "এটাতে আবার কার রিপোর্ট? দেখিতেছি, আরও একটা বাণ্ডিল আছে?"

কীর্ত্তি। হাঁ, আরও একটা আছে। এটা পেষ্টনজী সম্বন্ধে রিপোর্ট।

লালুভাই। পেষ্টনজীর পূর্ব্ব ইতিহাস জানিতে পারিলে খুন কে করিয়াছে, তাহার কতক সন্ধান হইতে পারে।

কীর্ত্তিকর। হাঁ, এই জন্যই পেষ্টনজীর সন্ধান লইতে রেঙ্গুণ পুলিসকে অনুসন্ধান করিতে লিখিয়াছিলাম। পেষ্টনজী রেঙ্গুণ হইতে হরমসজীর নিকট পত্র লইয়া আসিয়াছিল।

দাদা। সে সন্ধান আমি পাইয়াছিলাম।

## একাদশ পরিচ্ছেদ

### পেষ্টনজী সম্বন্ধে

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "শোন, পুলিস কি রিপোর্ট করিতেছে। তাহারা আমার পত্রের উত্তরে লিখিতেছে ;—

"পেষ্টনজী এখানে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী ছিলেন এবং এখনও আছেন। পেষ্টনজী এণ্ড কোম্পানি বহুদিনের সম্ভ্রান্ত ফার্ম্ম। ইঁহাদের কাজকর্ম্ম খুবই বিস্তৃত।

"কয়েক বৎসর হইল, পেষ্টনজীর পিতার মৃত্যু হইয়াছে। তদবধি তিনিই ফার্ম্মের কাজ দেখিতেছেন।

"গুপ্ত অনুসন্ধানে জানিলাম, পেষ্টনজীর বরাবরই একটি করিয়া রক্ষিতা স্ত্রীলোক আছে। কয়েক বৎসর হইতে একটি মারাঠী স্ত্রীলোক তাঁহার রক্ষিতা আছে। ইহার দাসীর নিকটে জানিতে পারিলাম, স্ত্রীলোকটী যদিও মারাঠী বেশ পরিধান করে, তাহা হইলেও সে মারাঠী নয় ; সম্ভবতঃ সে পার্শী। আরও জানিতে পারা গিয়াছে যে, পেষ্টনজীর ঘোড়দৌড়ের সখ অতিশয় প্রবল আছে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, যে, তিনি ঘোড়দৌড়ে অনেক টাকা বাজি ধরিতেন।

"কয়েক বৎসর হইতে তিনি হারিয়াই আসিতেছেন। বোধ হয়, অনেক টাকা হারিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার ফার্ম্মের অবস্থা খারাপ হইয়া গিয়াছে। গত এক বৎসর হইতে তাঁহার ফার্ম্ম একরূপ বন্ধ, বাজার দেনাও অনেক। শীঘ্র কিছু টাকা কোন রূপে সংগ্রহ করিতে না

পারিলে তাঁহার বা তাঁহার ফার্ম্মের রক্ষা পাইবার কোনই উপায় নাই। তাঁহার অবস্থা অতি সঙ্কটাপন্ন।

"কয়েকমাস গত হইল, তিনি বোম্বে গিয়াছেন। শোনা যায়, বোম্বের প্রধান ব্যাঙ্কার হরমসজীর কন্যাকে বিবাহ করিবার উদ্দেশ্যেই বোম্বে গিয়াছেন। যদি হরমসজীর কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, তাহা হইলে তাঁহার আর ভয় নাই—তিনিই হরমসজীর অতুল সম্পত্তির অধিপতি হইবেন।

"প্রায় তিনমাস হইল, তাঁহার রক্ষিতা মারাঠী রমণীটিও নিরুদ্দেশ হইয়াছে। কেহ তাঁহার কোন সন্ধান বলিতে পারে না। পেষ্টনজী বোম্বে যাত্রা করিবার মাসখানেক পরেই সে তাহার বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছে।

"আপনি যাহা যাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন, আশা করি, তাহা সমস্তই বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আর যদি কিছু জানিতে চাহেন, আমরা আনন্দের সহিত তাহা আপনাকে জানাইব।"

বাণ্ডিলটি ধীরে ধীরে বাঁধিয়া কীর্ত্তিকর জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা-ভাস্কর কি বুঝিলে?"

দাদা। পেষ্টনজী কমলাকে বিবাহ করিবার চেষ্টায় বোম্বে আসিয়াছিল।

কীর্ত্তিকর। কি পণ্ডিত! সে কথা ত তাহারাই লিখিয়াছে।

লালুভাই। ওঁর বুঝিবার বিলম্ব আছে। যে স্ত্রীলোকটি মরিয়াছিল এবং যাহার নিকটে খুনের রাত্রে রস্তমজী গিয়াছিলেন, সে পেষ্টনজীর রক্ষিতা, সেই মারাঠী স্ত্রীলোক।

কীর্ত্তিকর। সে পত্র তাহার বাক্সে আপনি পাইয়াছেন, তাহাতে সে ত তাহা বলিয়াছে।

লালুভাই। হাঁ, আরও জানা যাইতেছে, এই স্ত্রীলোকটি প্রকৃত পক্ষে মারাঠী নহে, পার্শী—আর এ হরমসজীর বিবাহিত স্ত্রী ছিল।

কীর্ত্তি। এ সব ত পূর্ব্বেই জানা গিয়াছে। এখন নূতন কি জানিলেন?

লালুভাই। নূতন এই যে হরমসজী নিজের মেয়ের বিবাহ তাহার সঙ্গে দিতে অসম্মত হইলে, সে তাহার পূর্ব্ব বিবাহের কথা বলিয়া ভয় দেখায়। বলে, "দেখ, যদি তোমার মেয়ের বিবাহ আমার সঙ্গে না দাও, তবে তোমায় অপদস্থ করিব—তুমি জেলে যাইবে। জানই ত এক থাকিতে আর এক বিবাহ করিলে পার্শীর জেল হয়।"

দাদা। এই মহা সঙ্কটে পড়িয়া, হরমসজী নিজের বিবাহের সার্টিফিকেটখানি পেষ্টনজীর নিকট হইতে যে কোন প্রকারে হস্তগত করিতে ব্যগ্র হয়েন। তার পর এই ক্লোরাফর্ম্ম ও খুন।

কীর্ত্তিকর। দাদাভাস্কর, পেষ্টনজীর সহিত বর্জরজীর বিষয়ও বিবেচনা কর। পেষ্টনজীও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া টাকার চেষ্টায় হরমসজীর নিকট আসিয়াছিল, বর্জরজীও মাঞ্চারজীকে লইয়া হরমসজীর নিকট হইতে টাকার চেষ্টায় আসিয়াছিল। পেষ্টনজী প্রাণ হারাইল। বর্জরজী অনেক টাকা পাইয়াছে ও পাইতেছে। গণেশমল্লের গদীতে রাজা বাঈএর গহনা বাঁধা দেখিয়াই তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়।

দাদা। হরমসজী খুন করিয়াছে, ইহা কি আপনার বিশ্বাস হয় না?

কীর্ত্তিকর। হরমসজীই কি নিজের টাকা নিজে চুরি করিয়াছে?

দাদা। না—তার স্ত্রী।

কীর্ত্তিকর। আচ্ছা, এ বিষয় পরে আলোচনা করিব। এখন আর একটা রিপোর্ট শুন।

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

### রতন বাঈ সম্বন্ধে

কীর্ত্তিকর আর একটি বাণ্ডিল টানিয়া লইলেন। বলিলেন, "এটি রতন বাঈএর ইতিহাস।"

দাদা। সে এখন কোথায়? আপনি ত আমার চোখে ধূলো দিয়া তাহাকে সরাইয়াছিলেন। সে হাতে থাকিলে আমি অনেক সন্ধান পাইতাম।

কীর্ত্তি। সে আমাকে অনেক সাহায্য করিতেছে।

দাদা। কাজেই; যাহার দ্বারা কাজ হইবে, তাহাকে আমাদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া, তাহার পর আমাদের গাধা বলা ন্যায়-সঙ্গত সন্দেহ নাই।

কীর্ত্তি। তোমার হাতে সে থাকিলে, তুমি তাহাকে দিয়া কোন কাজই করিতে পারিতে না।

দাদা। হাতে পাইতাম—তাহা হইলে বুঝিতাম।

লালু। আপনি অনেক কথা তাহারই নিকটে জানিতে পারিয়াছিলেন; আমরা কিরূপে জানিতে পারিব?

কীর্ত্তি। আপনারা চেষ্টা করেন নাই কেন?

দাদা। কিরূপে করিব? আপনি তাহাকে একবারে কোথায় অদৃশ্য করিয়া দিলেন, কিছুই জানিবার যো নাই।

কীর্ত্তি। আচ্ছা, সে সব কথা পরে হইবে। এখন রতন বাঈএর কথা কিছু শোন।

দাদা। তাহার কথা শুনিয়া লাভ কি ?

কীর্ত্তি। পরে বুঝিতে পারিবে।

দাদা। পড়ুন, শুনি।

কীর্ত্তিকর পাঠ করিতে লাগিলেন ;—"রতন বাঈএর যখন দশ-এগার বৎসর বয়স, তখন একজন মারাঠী স্ত্রীলোক গঙ্গা বাঈ নামে একটি গুজরাটি স্ত্রীলোকের নিকটে তাহাকে বোম্বে রাখিয়া অন্যত্রে চলিয়া যায়। বোধ হয়, তাহার লালন-পালনের জন্য কিছু টাকাও সে তাহাকে দিয়া গিয়াছিল ; কিন্তু গঙ্গা বাঈ সে টাকার এক পয়সাও খরচ করিত না। তাহাকে দিয়া ভিক্ষা করাইত। কোনদিন ভিক্ষায় কিছু না পাইলে তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিত।

"রতন বাঈ দেখিতে বড় সুন্দরী ছিল, ইহার উপর তাহার গলা বড় সুমিষ্ট। সে আপনা-আপনি শুনিয়া বেশ গান গাইতে পারিত ; সুতরাং প্রত্যহ সে ভিক্ষায় বাহির হইয়া বিস্তর পয়সা পাইত। ঘটনাক্রমে একদিন রস্তমজী তাহাকে দেখিতে পান। তিনি তাহার মুখে তাহার দুঃখের বৃত্তান্ত শুনিয়া বড়ই দয়ার্দ্র হন। তিনি গঙ্গা বাঈএর সহিত দেখা করেন, তাহাকে আর ভিক্ষায় পাঠাইতে নিষেধ করেন। তাহার ভরণ-পোষণের জন্য তিনি মাসে মাসে টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন। তিনি গঙ্গা বাঈকে রতনের জন্য নিয়মিত টাকা দিতেন ; কিন্তু গঙ্গা বাঈ সে টাকা সমস্তই আত্মসাৎ করিত। তাহাকে তবুও বড় কষ্ট দিত। এইরূপে আরও পাঁচ-ছয় বৎসর অতিবাহিত হইল, যৌবন-লাবণ্যে রতন বাঈএর সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া উঠিল। পাপিয়সী গঙ্গা বাঈ সুযোগ বুঝিয়া পয়সার লোভে তাহাকে পাপপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা পাইতে লাগিল।

রতন বাঈ এ কথা কখন রস্তমজীকে বলে নাই। রস্তমজী তাহাকে নিজ সহোদরা ভগ্নীর ন্যায় ভালবাসেন; কিন্তু রতন বাঈ তাঁহাকে হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতা করিয়াছিল।

"সহসা রতন বাঈ এক দিবস অন্তর্হিতা হইল। গঙ্গা বাঈ প্রাতে উঠিয়া দেখিল যে, রতন বাঈ গৃহে নাই। অনেক অনুসন্ধান করিল, কোথায়ও তাহাকে পাইল না। রস্তমজীও তাহার অন্তর্দ্ধানে হৃদয়ে বড়ই বেদনা পাইলেন। তিনি তাহার অনেক অনুসন্ধান করিলেন; পুলিসে খবর দিলেন। পুলিসও অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই রতন বাঈএর সন্ধান পাওয়া গেল না। সে নিশ্চয়ই বোম্বে সহর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

"এক বৎসর হইল, রস্তমজী এক হাঁসপাতাল হইতে এক পত্র পাইলেন। হাঁসপাতালে একটি মুমূর্ষু রমণী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে, এই সন্ধান পাইয়া তিনি হাঁসপাতালে গিয়াছিলেন।

"প্রায় ছয় বৎসর পরে তিনি নানা পীড়ায় পীড়িতা কঙ্কালসার রতন বাঈকে হাঁসপাতালের খট্টায় শায়িতা দেখিলেন। সে তাঁহাকে দেখিল; তখন তাহার কথা কহিবার শক্তি ছিল না। রস্তমজীকে দেখিয়া কেবল তাহার দুই চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারে অশ্রু বহিতে লাগিল। রস্তমজীও চক্ষুর জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি সেইদিনই তাহার জন্য একটি বাটী ভাড়া করিলেন। তাঁহাকে পাইয়া রুগ্না রতন বাঈএর পীড়া দিন দিন কমিতে লাগিল। ডাক্তারেরা যেদিন বলিলেন, যে এখন তাহাকে হাঁসপাতাল হইতে লইয়া যাইতে পারা যায়, সেই-দিনই তিনি তাহাকে সেই বাটীতে লইয়া আসিলেন। দিনে দিনে রতন বাঈ আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিল। তাহার পূর্ব্বের সৌন্দর্য্য ফিরিয়া আসিল। এই সময়ে রস্তমজী হরমসজীর বাটী হইতে দূরীভূত

হইলেন। কাজেই তিনি এখন সময় পাইলেই রতন বাঈএর গৃহে বিশ্রাম করিতেন। যাহাতে রতন বাঈ সুখী হয়, তাহাই তিনি করিতে লাগিলেন। ভাল ভাল বহুমূল্য আস্‌বাবে তাহার বাড়ী সজ্জিত করিলেন। সুন্দর সুন্দর বেশভূষায় তাহাকে সাজাইলেন। সর্ব্বদাই রতন বাঈএর বাড়ী আমোদ-প্রমোদের প্রবাহ ছুটিল, সকলেই জানিল, রতন বাঈ রস্তমজীর রক্ষিতা।”

সহসা কীর্ত্তিকর মাথা তুলিয়া বলিলেন, “এই পর্য্যন্ত, তাহার পর দাদাভাস্কর তুমি সুকৌশলে তাহাকে তোমার বাড়ী লইয়া যাও; তাহার পর যাহা হইয়াছিল, তাহা ত তুমি বেশ জান।”

দাদা। বেশ জানি, দাদাভাস্করকে গাধা বানাইয়া তাহার পর আপনি তাহাকে নিজের হাতে রাখিয়াছেন।

কীর্ত্তি। সে আমার নিকটে নাই। সে এখন হরমসজীর বাড়ীতে কমলা বাঈএর দাসী।

দাদাভাস্কর মহা বিস্ময়ে চোখ-মুখ কপালে তুলিয়া অবাঙ্মুখে কীর্ত্তিকরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

### কীর্ত্তিকরের যুক্তি

দাদাভাস্করের ভাব দেখিয়া কীর্ত্তিকর হাসিয়া উঠিলেন। বৃদ্ধ লালুভাইও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

কীর্ত্তিকর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দাদাভাস্কর, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে?"

দাদা। কিছুই না। এমন গোয়েন্দা হাতে থাকিলে আমিও অনেক বাহাদুরী দেখাইতে পারি।

কীর্ত্তি। ছিল ত হাতে।

দাদা। ছিল—কিন্তু এখন ত নাই; আপনি যে আমার চোখে ধূলি দিয়ে তাকে সরিয়ে নিলেন।

কীর্ত্তি। চোখে ধূলি দিতে দিলে কেন?

দাদা। গুরুদেবের সঙ্গে কে পারে?

কীর্ত্তি। যাক্, এখন কথা হইতেছে যে, এই [illegible] খুনীকে আমাদের ধরিতেই হইবে।

লালু। সে কথা আবার দু'বার করে বল্‌তে!

কীর্ত্তি। তাহাও শীঘ্র।

দাদা। তাহা না হইলে কমিশনার সাহেবের নিকট চাকরী বজায় রাখা দায় হইবে।

কীর্ত্তি। আলোচনা করে দেখা যাক, এ চোরই বা কে, আর এ খুনই বা কে করিয়াছে?

দাদা। বলুন।

কীর্ত্তি। তোমাদের মনে যাহা হয়, তাহাও বল, নতুবা সত্য বাহির হয় না। তর্কেই সত্যের নিরাকরণ হইয়া থাকে।

দাদা। তা ত নিশ্চয়।

কীর্ত্তি। তোমার ঘন ঘন 'নিশ্চয়ের' জ্বালায় আমি অস্থির।

লালু। দাদাভাস্কর চুপ করিয়া বসিয়া থাক।

কীর্ত্তি। এটা স্থির, রস্তমজী এ চুরি করে নাই, খুনও করে নাই।

দাদা। নিশ্চয়।

লালু। আবার?

দাদা। আর কথা কহিব না। একেবারে চুপ করিয়া থাকিলাম।

কীর্ত্তি। কেন একেবারে চুপ করিবে? আমার কথা যেটা মনে লাগিবে না, সেটায় তোমার স্বাধীন মত প্রকাশ করিবে, আর যেটা মনে লাগিবে, সেটার বেলায় চুপ করিয়া থাকিলেই হইল।

দাদা। তাহা হইলেই একেবারে চুপ করা। আপনার কথা মনে লাগিবে না, এমন ত কখনও হয় নাই। আপনার যুক্তি অখণ্ডনীয়।

কীর্ত্তি। বাজে কথা যাক্—তাহা হইলে এখন থাকিল হরমসজী, ক্রামজী, মাঞ্চারজী ও বর্জরজী,—এই চারি জনের প্রত্যেকেরই খুন করা সম্ভব।

লালু। এখন গুরুতর সন্দেহ হরমসজীর উপর।

কীর্ত্তি। হরমসজী বুদ্ধিমান্ লোক্, এ কাজ নিজের হাতে যে করিতে যাইবে, তাহা সম্ভব নহে। সে এ কাজ ক্রামজীকে দিয়াও করাইয়া লইতে পারে।

দাদা। ক্রামজীর বিরুদ্ধেও প্রমাণ অনেক।

কীর্ত্তি। হাঁ, কিন্তু আমাদের দুইটি বিষয় মনে করিতে হইবে।

দাদা। বলুন।

কীর্ত্তি। ফ্রামজীর বাড়ী হইতে যে তাহার কোট চুরি গিয়াছিল, তাহা যে সে কেবল বলিতেছে, তাহা নহে—নীচের দোকানদারও একজনকে কোট লইয়া যাইতে দেখিয়াছে। তাহার মিথ্যা বলিবার কোন কারণ নাই।

দাদা। এ কথা ঠিক।

কীর্ত্তি। দাদাভাস্কর, 'নিশ্চয়টারই' রূপান্তর 'একথা ঠিক'। হরমসজীর, ফ্রামজীর কোট চুরি করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। তিনি ফ্রামজীর নিকট কোট চাহিলেই পাইতেন, অথবা তাঁহার টাকার অভাব নাই, ঠিক সেইরূপ একটি কোট গোপনে প্রস্তুত করাইতেও পারিতেন।

দাদা। তা হইলে বোঝা যাইতেছে, অপর কেহ এই কোট চুরি করিয়াছিল।

কীর্ত্তি। তাহাই সম্ভব, আর সেই এ খুন করিয়াছে। আরও একটা বিষয় আছে, তাহাতে হরমসজীকে খুনী বলিয়া মনে হয় না।

দাদা। বলুন।

কীর্ত্তি। যে স্ত্রীলোকটি মারা গিয়াছে, এবং যে প্রকৃত পক্ষে হরমসজীর স্ত্রী ছিল; সে তাহার পত্রে বলিতেছে যে, পেষ্টনজী তখনও হরমসজীর সার্টিফিকেটের বা বিবাহের কথা হরমসজীকে বলে নাই। কেবল কমলা বাঈকে বিবাহের চেষ্টায় ছিল। নিতান্ত হরমসজীও অসম্মত হইলে তবে তাহার ব্রহ্মাস্ত্র সার্টিফিকেট বাহির করিত। ইহাই সম্ভব, সহজে কাজ হাঁসিল হইলে, কে ভাবি-শ্বশুরের সহিত অসদ্ভাব করিতে চায়?

লালু। তাহা হইলে আপনি কি বলেন যে, হরমসজী এ সার্টিফিকেটের কথা আদৌ জানিতেন না?

কীর্ত্তি। সম্ভব। স্ত্রীলোকের চিঠীর ভাব দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হয়, মৃত্যুর দিন বা তাহার পূর্ব্ব দিন সে এ পত্র লিখিয়াছিল।

দাদা। তা হইলে হরমসজী বা ফ্রামজী দুজনের মধ্যে একজনেরও খুন করা সম্ভব নহে। তাহারা সার্টিফিকেটের বিষয় যদি আদৌ জানিত না, তবে কেন খুন করিবে?

কীর্ত্তি। এইজন্য আমার বোধ হয়, অপর কেহ এই সার্টিফিকেটের কথা জানিতে পারিয়াছিল। পেষ্টনজীকে সরাইয়া, সার্টিফিকেট হস্তগত করিয়া, কমলা বাঈকে বিবাহ করা ও হরমসজীর টাকা হস্তগত করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল।

দাদা। এ বর্জরজী ভিন্ন আর কাহারও কাজ নহে।

কীর্ত্তি। তাহার বিরুদ্ধে এখনও আমরা কোন প্রমাণই পাই নাই; বরং মাঞ্চারজীর বিরুদ্ধে একটু আছে। সে সেই রাত্রে রস্তমজীর অনুসরণ করে।

দাদা। মাঞ্চারজী ছোকরা—বর্জরজীর হাতের পুতুল, তার এত সাহস হইবে না। এ সেই গেঁটে বদমাইস বর্জরজীর কাজ।

কীর্ত্তি। যদি আমরা এরূপ প্রমাণ পাই যে, বর্জরজী পেষ্টনজীর নিকটস্থ সার্টিফিকেটের বিষয় জানিতে পারিয়াছিল, তাহা হইলে আমরা সন্দেহ করিতে পারি—এখন নহে। লালুভাই সাহেব, আপনি ইহার সন্ধানে থাকুন।

লালু। এখন ব্যাপার বুঝিয়াছি—খুবই থাকিব।

কীর্ত্তি। ব্যস্ত হইয়া পূর্ব্ব হইতে কোন ধারণা করিবেন না। গোয়েন্দাগিরির সেটি একটি প্রধান ভুল। কাজ চালাইতে চালাইতে যেটুকু বুঝিতে পারিবেন, তাহাই ঠিক।

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

## মতামত

উভয়েই উঠিতেছিলেন। কীর্ত্তিকর তাঁহাদের বসিতে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন, "খুনের বিষয়ে যাহা হউক, কতকটা মীমাংসা হইল, এখন চুরির বিষয়ে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।"

দাদাভাস্কর। এ আমার কেস্, আমার যে ধারণা হইয়াছে, তাহা আমি আপনাকে বলি। এখন আমরা জানিয়াছি যে, হরমসজীর স্ত্রী রাজা বাঈএর সহিত বর্জরজীর বড় ভাইএর অবৈধ প্রণয় ছিল। বর্জরজী নিজের ও ভাইএর সমস্ত সম্পত্তি উড়াইয়া দিয়া টাকার চেষ্টায় বোম্বে আসে। হরমসজীর স্ত্রীকে তাহার পূর্ব্ব ইতিহাস বলিয়া দিবার ভয় দেখাইয়া টাকা আদায় করাই তাহার মতলব। এখানে আসিয়া রাজা বাঈএর সঙ্গে দেখা করে। সে তাহার ভয়ে যাহা সে করিতে বলিয়াছে, করিয়াছে—মাঞ্চারজীকে ভগ্নীর পুত্র বলিয়া স্বামীর নিকটে পরিচয় দিয়াছে, বর্জরজীকেও আত্মীয় বলিয়াছে। তার পর ভয়ে সর্ব্বদাই ইহাদের দুই জনকে টাকা দিয়াছে, গহনা দিয়াছে, যাহা কিছু ছিল সব দিয়াছে। ইতিমধ্যে মহা পাষণ্ড বর্জরজী মাঞ্চারজীকে রাজা বাঈএর উপপতি বানাইয়াছে—তাহাকে এইরূপে সরাইয়া নিজে কমলা বাঈকে বিবাহের চেষ্টায় আছে। সর্ব্বদাই দুইজনে 'টাকা টাকা' করিত, আর টাকার কোন উপায় না দেখিয়া রাজা বাঈ ব্যাঙ্কের সিন্দুক হইতে টাকা চুরি করিয়া ইহাদিগকে দিয়াছে।

কীর্ত্তিকর। সব বুঝিলাম, এখন কথা হইতেছে, রাজা বাঈ সিন্দুক খুলিবার গুপ্ত সঙ্কেত কিরূপে জানিল? হরমসজী এ কথা প্রকাশ করিবার লোক নহে।

দাদা। কোন রকমে জানিতে পারিয়াছিল।

কীর্ত্তিকর। রস্তমজী মাতাল হইয়াছিল, বরং এই কি অধিক সম্ভব নয় যে, সে মাতাল হইয়া কোন দিন কাহাকে বলিয়া দিয়াছিল?

দাদা। সম্ভব।

কীর্ত্তিকর। তাহা হইলে বোঝা যাইতেছে যে, সম্ভবতঃ রস্তমজী মাতাল হইয়া গুপ্তকথা হয় বর্জরজী কিম্বা মাঞ্চাজীরকে বলিয়াছিল।

দাদা। কেন?

কীর্ত্তিকর। কেন? আমরা জানিয়াছি, চোর ভিতর দিক্‌কার সিঁড়ী দিয়া আসিয়াছিল; সুতরাং রাজা বাঈএর সাহায্যে আসিয়াছিল। অথবা সে জানিয়াও ভয়ে এ কথা কাহাকেও বলে নাই। মাঞ্চারজী বা বর্জরজী ভিন্ন আর কেহ হরমসজীর বাড়ীর ভিতর দিয়া যাইতে পারে না।

দাদা। তা নিশ্চয়।

কীর্ত্তিকর। তাহা হইলে এই দুইজনের একজন টাকা চুরি করিয়াছে; সম্ভবতঃ রাজা বাঈ সিন্দুক খুলিবার সময় প্রতিবন্ধক দিয়াছিল।

দাদা। এখন দেখিতেছি, তাহাই সম্ভব।

কীর্ত্তিকর। তাহা হইলে রাজা বাঈ চুরি না করিতেও পারে।

দাদা। খুব সম্ভব।

কীর্ত্তিকর। এখন আমাদের সন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে, কোন্ সময়ে কাহার সম্মুখে রস্তমজী গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়াছিল।

দাদা। তাহা হইলে ত চোরকে তখনই জানিতে পারা যাইবে।

কীর্ত্তিকর। এখন এইটী জানিবার বিশেষ চেষ্টায় থাক। এই দুই জনের মধ্যে কে সর্ব্বদা রত্নমঞ্জীর সহিত মিশিত, তাহা জানা নিতান্ত আবশ্যক।

দাদা। এ কাজ আপনি না করিলে আমার দ্বারা কিরূপে হইবে?

কীর্ত্তিকর। কেন?

দাদা। যে এ সন্ধান দিবে, সে আপনার হাতে থাকিল।

কীর্ত্তিকর। কে সে?

দাদা। কেন, রতন বাঈ।

কীর্ত্তিকর। সে কিরূপে জানিবে?

দাদা। তাহার বাড়ীতেই আড্ডা ছিল। সেইখানেই সকলের আমোদ-প্রমোদ চলিত; যদি গুপ্তকথা রত্নমঞ্জী মাতাল হইয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, তবে সে সেইখানেই বলিয়াছে।

কীর্ত্তিকর। ইহারা ত অন্যত্রেও আড্ডা দিত।

দাদা। হাঁ, আমি সে সন্ধান লইব। তবে আমার বিশ্বাস, যদি প্রকাশ করিয়া থাকে, তবে রতন বাঈএর বাড়ীতেই প্রকাশ করিয়াছে।

কীর্ত্তিকর। খুব সম্ভব। আশ্চর্য্য! আমি এ কথা তাহাকে এত দিন জিজ্ঞাসা করি নাই।

দাদা। তা হইলে গুরুদেবেরও ভুল হয়?

কীর্ত্তিকর। ভুল কার না হয়?

দাদা। তাহাই বলিতেছি।

কীর্ত্তিকর। এখন দুইটা বিষয়েরই কতকটা স্থির হইল। আর এক সপ্তাহের মধ্যে দুইটা কেসের আসামী ধরাই চাই।

দাদা। গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ।

তখন সভা ভঙ্গ করিয়া তিনজনে ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রস্থান করিলেন।

# চতুর্থ খণ্ড

## অভিনব রহস্য

# চতুর্থ খণ্ড

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### রমণীর হৃদয়

আদালত হইতে খালাস পাইয়া রস্তমজী কলের পুত্তলীর ন্যায় যে অবগুণ্ঠনাবৃতা রমণীর সহিত গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন, সে কে তাহা তিনি জানিতেন না, সে সময়ে কোন বিষয়ের বিচারের ক্ষমতাও তাঁহার ছিল না।

গাড়ীর শব্দে সহসা তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি স্তম্ভিতহৃদয়ে রমণীর দিকে চাহিলেন। তখন তাহার মুখ হইতে অবগুণ্ঠন অপসারিত হইয়াছিল। দেখিয়া, চমকিত হইয়া রস্তমজী বলিলেন, "তুমি!"

রমণী উত্তর করিল, "হাঁ, আমি, কিন্তু এখন আর আমি সে রতন বাঈ নাই—কমলার দাসী।"

রস্তমজী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "কমলার দাসী!"

রতন বাঈ মৃদুস্বরে কহিল, "হাঁ, কমলার দাসী।"

"কেন?"

"কেন? তুমি বিপদে, আর আমি পরম নিশ্চিন্ত মনে নীরবে বসিয়া রহিব? তাহা হইলে আমার জীবনে ফল কি? কমলার দাসী না

হইলে তুমি এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার হও না—তোমার অপবাদ যায় না—প্রকৃত দোষীর দণ্ড হয় না ; কাজেই আমি কমলা বাঈএর দাসী।”

“আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না ; আমার আর বুঝিবার শক্তিও নাই।”

“যদি সময় হয় সকল খুলিয়া বলিব। এখন তুমি যাও—ইচ্ছা কর, আমার বাড়ীতে গিয়া থাকিয়ো।”

“তুমি কোথায় যাইবে ?”

“যেখান হইতে আসিয়াছি, সেইখানেই যাইতেছি। আমি কমলা বাঈএর নিকট যাইব।”

“কেন ? আমি এখন মুক্ত হইয়াছি। আর তোমার সেখানে যাইবার প্রয়োজন কি ? আমি তোমায় যাইতে দিব না।”

“এখনও পাপীর দণ্ড হয় নাই—এখনও তাহারা জেলে যায় নাই। তাহাদের যত দিন দণ্ড না হয়, ততদিন তুমিও নিজেকে নিরাপদ মনে করিয়ো না। তাহারা তোমাকে বিপদে ফেলিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেছে—ভিতরে ভিতরে গভীর ষড়্‌যন্ত্র চলিতেছে।”

“কে তাহারা ? আমি ত কাহারও কখনও কোন অনিষ্ট করি নাই।”

“অনিষ্ট না করিলে কি শত্রু হয় না ?”

“কে তাহারা ?”

“বর্জরজী আর মাঞ্চারজী।”

( সবিস্ময়ে ) “কে !”

“বর্জরজী—আর মাঞ্চারজী। এতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।”

“আমি তাহাদের কোন ক্ষতি করি নাই ?”

“করিয়াছ, তুমি কমলা বাঈকে বিবাহ করিতে চাও।”

"তাহাতে তাহাদের কি ?"

"তাহারাও কমলা বাঈকে চাহে; তাহারা হরমসজীর অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইতে চাহে।"

"কি ?"

"ভয় নাই, আমি থাকিতে তুমি ব্যতীত কমলা বাঈকে কেহ পাইবে না।"

"সেকি রতন! তুমি একি বলিতেছ ?"

"ঠিক বলিতেছি, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়ো না। কমলা বাঈকে আমি আগে দুই চক্ষে দেখিতে পারিতাম না। তাহার নাম শুনিলে আমার সর্ব্বাঙ্গে আগুন ছুটিত। আগে তাহাকে দেখি নাই। এখন তাহার সহিত বাস করিয়া তাহাকে যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে তাহার উপর আমার আর রাগ নাই। আমি তাঁহাকে ভালবাসিয়াছি। আমি তাহার পায়ের ধূলার যোগ্যও নই।"

"রতন, একি পরিহাস—না আমার মন বুঝিবার চেষ্টা করিতেছ ?"

রতন সে কথার কোন উত্তর না দিয়া জোরের সহিত কহিল, "তুমি আমাকে—পথের ভিখারিনীকে—এই পাপিষ্ঠাকে—নিজের ভগ্নীর মত ভালবাসিয়াছ, আমার সহস্র অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছ, মৃত্যুমুখ থেকে আমাকে রক্ষা করিয়াছ, রাজরাণীর মত রাখিয়াছ—আমার পাপ মন, আমি অন্য ভাবে তোমায় ভালবাসিয়াছিলাম, হৃদয়ের দেবতা বলিয়া তোমায় পূজা করিয়াছিলাম; কিন্তু এখন আর আমি সে রতন নাই—সে রতন মরিয়া গিয়াছে, দেখি এখন তোমার ভগিনী হইবার উপযুক্তা হইতে পারি কিনা। দেখি, তেমন কোন কাজ করিতে পারি কিনা—রস্তম, রস্তম—আমাকে ক্ষমা কর—আমাকে ক্ষমা কর।" রতন আত্মসংযম করিতে পারিল না, দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

রস্তমজী সস্নেহে তাহাকে আপনার পার্শ্বে টানিয়া লইয়া, মুখ হইতে হাত টানিয়া লইয়া, রতনের সেই নীহারাক্ত কমলের ন্যায় অশ্রুসিক্ত সুন্দর মুখখানি মুছাইয়া দিলেন। চোখের জল আর কিছুতেই থামে না।

রতন সহসা চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিল। সত্বর চক্ষের জল বস্ত্রাঞ্চলে মুছিল। বলিল, "গাড়ী থামাইতে বল, আমি এইখানে নামিব।"

রস্তমজী বলিলেন, "বাড়ীতে চল।"

রতন বলিল, "না, সময় হইলে যাইব। গাড়ী থামাইতে বল।"

রস্তমজী কহিলেন, "বাড়ীতে চল, তাহার পর যাহা হয় করিয়ো।"

রতন পুনরপি কহিল, "না, গাড়ী থামাইতে বল।"

রস্তমজী কহিলেন, "না—রতন, এখানে না।"

তখন রতন বাঙ্গ আপনিই গাড়ী থামাইতে বলিবার উদ্যম করায় অগত্যা রস্তমজী কোচ্‌ম্যানকে ডাকিয়া গাড়ী থামাইতে বলিলেন গাড়ী থামিল।

রতন নামিতে নামিতে বলিল, "সেই বৃদ্ধ মারাঠী যাহা বলেন, তাহাই করিয়ো। তিনিই তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন। আমি যাহা করিয়াছি, তাঁহারই হুকুমে করিয়াছি। তিনি আমাদের প্রকৃত বন্ধু, তিনিই তোমার শত্রুদিগকে প্রতিফল দিবেন।"

এই বলিয়া রতন সত্বর গাড়ী হইতে নামিয়া একটি গলির ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে দৃষ্টির বাহির হইয়া গেল।

রস্তমজী কোচ্‌ম্যানকে নিজের ঠিকানা বলিয়া গাড়ী হাঁকাইতে বলিলেন। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। তিনি নিতান্ত ক্লান্তভাবে গাড়ীতে ঠেসান দিয়া বসিলেন। তাঁহার সে সময়ের মনের অবস্থা আমরা বর্ণন করিবার প্রয়াস পাইব না।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### বৃদ্ধ বদ্ধপরিকর

ক্রমে সেই গাড়ীখানা রত্তমজীর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি কম্পিতপদে গাড়ী হইতে নামিলেন। স্পন্দিত হৃদয়ে বাড়ীর দ্বারে গিয়া দাঁড়াইলেন। আবার তিনি জেল হইতে খালাস হইয়াছেন।

অমনই তাঁহার পূর্ব্বের সকল কথা মনে পড়িল। আর একদিনও তিনি এমনই জেল হইতে মুক্তি পাইয়া বাড়ীতে আসিতেছিলেন; কিন্তু বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, আবার পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন।

আপনা-আপনিই তাঁহার দৃষ্টি রাজপথের চারিদিকে পড়িল; হৃদয় সবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল; কিন্তু আজ তিনি কোথায়ও পুলিসকে দেখিতে পাইলেন না।

তখন তাঁহার কোচ্‌ম্যানের কথা মনে পড়িল। তাহাকে বলিলেন, "একটু অপেক্ষা কর, ভাড়া দিতেছি।"

সে উত্তর করিল, "ভাড়া আগেই পাইয়াছি।"

কোচ্‌ম্যান গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া গেল। রত্তমজী ভাবিলেন, "পাছে আমার নিকট টাকা না থাকে ভাবিয়া রতন আগেই ভাড়া দিয়াছে।" তিনি হৃদয়ে বড় বেদনা পাইলেন।

তিনি স্পন্দিতহৃদয়ে বাড়ীর ভিতর প্রবিষ্ট হইলেন। তাহাকে দেখিয়া তাঁহার ভৃত্য হাসিমুখে তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিল। সে কোন

কথা কহিতে পারিল না। তাহার মুখ দেখিলেই বুঝা যায় যে, সে মনিবকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছে।

রস্তমজীও কোন কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষে জল আসিল, তিনি তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নিজ প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইলেন।

সেই গৃহে এক ব্যক্তি বসিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া রস্তমজী বড় বিস্মিত হইলেন। যিনি বসিয়াছিলেন, তিনি সেই বৃদ্ধ মারাঠী—একখানি সংবাদ-পত্রে গভীর মনঃসংযোগ করিয়াছেন। বসিবার ভঙ্গিও আবার তেমনি নবাবী ধরণের। একখানা চেয়ারে অর্দ্ধশায়িতভাবে বসিয়া একখানি প্রকাণ্ড চরণ টেবিলের উপর—আর একখানি চরণ পার্শ্বস্থ চেয়ারের উপরে তুলিয়া দিয়াছেন। যেন নিজেরই ঘরবাড়ী। রস্তমজী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেও কাশীনাথ নায়েকের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি সংবাদ-পত্রে দৃষ্টি ন্যস্ত রাখিয়াই বলিলেন, "এস, তোমার অপেক্ষায় আমি বসিয়া আছি।"

রস্তমজী কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সংবাদ-পত্র দেখিতে দেখিতে কাশীনাথ বলিলেন, "বসো, একটু সুস্থ হও বাপু। তোমার মত বিপদে পড়িলে অন্যলোকে হয় ত পাগল হইয়া যাইত।"

এবার রস্তমজী অনেক কষ্টে কথা কহিলেন। বলিলেন, "আপনার অনুগ্রহেই এ বিপদ হইতে মুক্তি পাইয়াছি।"

কাশীনাথ সংবাদ-পত্র হইতে চক্ষু না উঠাইয়া কহিলেন, "সে তোমার বড় ভুল। সকলই ভগবানের হাত। তিনি নির্দ্দোষীকে কখন দণ্ডিত করেন না।"

"তিনিই আপনাকে আমার এ বিপদে মিলাইয়া দিয়াছিলেন, নতুবা আমার রক্ষা পাইবার উপায় ছিল না।"

"আর দুই-একজন সাহায্য না করিলে আমি কিছুই করিতে পারিতাম না।"

"তাঁহাদের নাম জানিতে পারি নাকি?"

"দুইজনই তোমার বন্ধু।"

"কে?"

"এঁদের দুজনেরই নাম বলিতে পারি। একজন ফ্রামজী।"

"ফ্রামজী আমার জন্য প্রাণপণ করিবে, তাহা আমি জানি। আর একজন কে?"

"একটি স্ত্রীলোক।"

"স্ত্রীলোক! কে সে স্ত্রীলোক?"

এইবার কাশীনাথ নায়েক সংবাদ-পত্রখানি একপার্শ্বে রাখিয়া রুস্তমজীর দিকে চাহিলেন। বলিলেন, "তুমি কি তাহা জান না? খুব জান—রতন বাঈ। তাহার সাহায্য না পাইলে আমি হয় ত কিছুই করিতে পারিতাম না। আমি তাহাকে পতিতা ভাবিয়াছিলাম, এখন আমি আমার ভুল বুঝিয়াছি, নারী রূপে সে দেবী।"

রুস্তমজীর চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল। তিনি কষ্টে আত্মসংযম করিয়া বলিলেন, "আমি ইহা জানিয়াছি। তিনিই আমাকে গাড়ী করিয়া আদালত হইতে আনিয়াছেন।"

"তাহা আমি জানি।"

"দেখিতেছি, আপনি সকলই জানেন। আমায় বলুন, আপনি কে?"

"কতবার বলিব? তোমার পিতার বাল্য-বন্ধু। তোমার বিপদাপদে কি তোমাকে সাহায্য করা আমার কর্ত্তব্য নহে?"

"আপনি না আসিলে আমার কি হইত জানি না।"

"ভাল লোকের সহায় ভগবান্।"

"যদিও আমি নির্দ্দোষী বলিয়া খালাস হইয়াছি, তবুও আমার মুখ দেখাইতে লজ্জা করিতেছে।"

"তোমার মনের অবস্থা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। যাহাতে প্রকৃত দোষী ধৃত হইয়া তোমার মান শতগুণে বৃদ্ধি পায়, এই চেষ্টায় আমি এখন ঘুরিতেছি। কোন ভয় নাই বাপু, একদিন দেখিবে, আমি সব কাজ হাঁসিল করিয়া ফেলিয়াছি।"

"আপনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে তাহা পারিবেন।"

"এইজন্য তোমাকে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিব। সময় কম, আমরা তৎপর না হইলে আমাদের কার্য্য পণ্ড হইতে পারে; এই জন্য আমি এখনই তোমার নিকট আসিয়াছি। গোপনে দুই-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব। সেইজন্য ফ্রামজীকেও এখান হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছি।"

"ফ্রামজী আসিয়াছিল?"

"হাঁ, সে তোমার সহিত দেখা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। আমি তাহাকে সন্ধ্যার সময় আসিতে বলিয়া দিয়াছি। মন্দ করিয়াছি কি?"

"আপনি যাহা ভাল বলিয়া বুঝিবেন, তাহাই ভাল, তবে তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য আমার মনও বড় ব্যাকুল রহিয়াছে।"

"সন্ধ্যার সময় দেখা হইবে। আমার কথা এখন না হইলে, যে কাজে নিযুক্ত হইয়াছি, তাহাতে ব্যাঘাত পড়িতে পারে।"

"বলুন, কি জিজ্ঞাসা করিবেন।"

"তুমি আহারাদি করিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া লও, আমি অপেক্ষা করিব।"

"আমার একেবারেই ক্ষুধা নাই। বিশ্রামের কোন আবশ্যকতা নাই। আপনি বলুন।"

"তোমাকে যে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, এখনও তাঁহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি—সেই স্ত্রীলোকের সহিত তোমার কি কথা হইয়াছিল, তাহাই আমি জানিতে চাই।"

"আপনি আমার অনেক করিয়াছেন, আপনার অনুরোধ রক্ষা না করা আমার পক্ষে অতিশয় অন্যায়। আমি আপনাকে মিনতি করিয়া বলিতেছি, আমাকে ক্ষমা করুন—আমি সে কথা কিছুতেই বলিতে পারিব না।"

"আচ্ছা তোমাকে বিবেচনার জন্য দশ মিনিট সময় দিলাম। নিজের কর্ত্তব্য ভাবিয়া দেখ।"

এই বলিয়া বৃদ্ধ চক্ষু মুদিত করিয়া চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিলেন।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## ইনি কি সর্ব্বজ্ঞ

ঠিক দশ মিনিট পরে চক্ষু মেলিয়া কাশীনাথ একদৃষ্টে রস্তমজীর দিকে চাহিলেন। রস্তমজী তাঁহার চোখের দিকে চাহিতে সাহসী না হইয়া অবনতমস্তকে বসিয়া রহিলেন।

তখন বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বলিলেন, "রস্তমজী, পূর্ব্বে তুমি সেই স্ত্রীলোকের ঠিকানা আমাদের কিছুতেই বল নাই। কিন্তু তুমি পাগলের ন্যায় আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা করিলে আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি কই?"

রস্তমজী বলিলেন, "আমি তা ত জানি। কিন্তু আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না, কেন আমি তাহার কথা আপনাকে বলিতে পারিতেছি না।"

কাশীনাথ হাসিয়া বলিলেন, "কিছু কিছু বুঝি। তুমি যে জন্য সে কথা বলিতেছ না—তাহা আমি জানি।"

রস্তমজী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিলেন।

বৃদ্ধ কাশীনাথ বলিলেন, "যে খুন করিয়াছে, তুমি যাহাকে খুনী মনে করিতেছ, তাহাও আমি জানি।"

রস্তমজী সবিস্ময়ে বলিলেন, "আপনি কিরূপে জানিলেন যে, আমি কাহাকে খুনী মনে করিতেছি?"

কাশীনাথ বলিলেন, "আমি অনেক কথা জানি। তুমি মনে করিয়াছ, হরমসজী খুন করিয়াছেন।"

রস্তমজী অতিশয় বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কাশীনাথ বলিলেন, "দেখিতে পাইতেছ.ত যে, আমি অনেক কথা জানি। আরও জানি, তুমি যে স্ত্রীলোককে দেখিতে গিয়াছিলে, তিনি হরমসজীর বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন।"

রস্তমজী এতই বিস্মিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার কণ্ঠ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইল না। তিনি ব্যাকুলভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি সর্ব্বজ্ঞ।"

কাশীনাথ বলিলেন, "শোন—শোন—এই স্ত্রীলোক পেষ্টনজীর রক্ষিতা ছিল। পেষ্টনজী হরমসজীর নিকট টাকা আদায় করিবার অভিপ্রায়ে এই স্ত্রীলোকের নিকট হইতে তাহাদের বিবাহের সার্টিফিকেট ভুলাইয়া লইয়াছিল।"

রস্তমজী অস্থিরভাবে বলিলেন, "তা হইলে আপনি ত সকলই জানেন। এখন বুঝিতেছি, আপনি সকলই জানেন।"

"এখন কি সব কথা খুলিয়া উত্তর দিবে?

"আপনি ত সকলই জানিয়াছেন, আর কি বলিবার আছে?"

"তোমার মনের ধারণা আমার অজ্ঞাত নহে। হরমসজী খুন করুন বা নাই করুন, তোমার একান্ত বিশ্বাস, তিনিই খুন করিয়াছেন। হায়, এমন নির্ব্বোধ তুমি, তাঁহার কন্যাকে তুমি ভালবাস বলিয়া এমন একটা খুনের অপরাধ ঘাড়ে লইয়া নিজের অমূল্য জীবনটা ফাঁসীর দড়ীতে নষ্ট করিতে বসিয়াছিলে।"

"আপনি সত্যই বলিতেছেন। আমার বিশ্বাস, সার্টিফিকেটের

জন্য হরমসজীই পেষ্টনজীকে খুন করিয়াছেন—আর কে করিবে? আর কে তাহার বুক হইতে সার্টিফিকেট লইবার জন্য তাহাকে খুন করিবে? আর কে সার্টিফিকেটের কথা জানিবে?”

“সেই কথাই এখন জিজ্ঞাস্য—কে পেষ্টনজীকে খুন করিল? সার্টিফিকেটের খবর আর কাহারও পাওয়া কি শক্ত? এই ত আমরা জানিতে পারিয়াছি।”

“সম্ভব, কিন্তু সেই স্ত্রীলোক বলিয়াছিলেন যে, এ কথা তিনি আর কাহাকেও বলেন নাই।”

“তিনি না বলিতে পারেন, কিন্তু পেষ্টনজী ত বলিতে পারে। এই দেখ না কেন, সিন্দুক খুলিবার গুপ্ত সঙ্কেত তুমি আর হরমসজী ব্যতীত আর কেহ জানিত না, তবুও অপরে জানিয়াছিল।”

“সে কথা সত্য, আমি ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারি নাই।”

“এ বিষয় পরে আলোচনা করিব, এখন এই স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তিনি যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তাহাই আমি জানিতে চাই। ইহাতে চোর ও খুনী উভয়েই শীঘ্র ধৃত হইবে।”

“যখন আপনি সকলই জানিয়াছেন, তখন আর আপনাকে বলিতে আপত্তি কি?”

“হাঁ, আমি আগাগোড়া সব শুনিতে চাই।”

“তবে শুনুন. সকলই বলিতেছি।”

বৃদ্ধ চেয়ারে ঠেসান দিয়া বসিলেন। রস্তমজী আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া যাইতে লাগিলেন।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

### পাপের ফল

রুস্তমজী বলিলেন, "আপনি ত জানেন যে, পেষ্টনজীর খুনের রাত্রে আমার সহিত কমলা বাঈএর দেখা হয়। আমি এল্‌ফিনষ্টোন সার্কেল হইতে বাহির হইলে একটা বালক আমার হাতে একখানা চিঠী দেয়।"

"তুমি কি তখনই সেই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলে?"

"হাঁ, স্ত্রীলোকটি মৃত্যু-শয্যায়—দেরী হইলে হয় ত তাঁহার সঙ্গে আর দেখা হইবে না, ভাবিয়া আমি অতি সত্বরপদে যাইতেছিলাম।"

"হঠাৎ পেষ্টনজীর সঙ্গে দেখা হয়?"

"হাঁ, সে ভয়ানক মাতাল হইয়াছে দেখিয়া, আমি একখানা গাড়ীতে তাহাকে তুলিয়া দিয়া সত্বর পাইধুনির দিকে চলিয়া যাই।"

"তাহার পর আর সেদিকে ফিরিয়া দেখ নাই?"

"না।"

"তার পর?"

"তার পর পাইধুনির 'চলে' গিয়া সেই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে দেখা করি।"

"তখন তাহার অবস্থা কিরূপ?"

রুস্তমজী বলিতে লাগিলেন, "আমি গিয়া দেখিলাম যে, তাঁহার অন্তিম কাল উপস্থিত। তিনি আমাকে দ্বার বন্ধ করিয়া দিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি দ্বার বন্ধ করিয়া দিলাম। তিনি আমাকে নিকটে বসিতে ইঙ্গিত

করিলেন। আমি ইতস্ততঃ করিতেছি দেখিয়া, তিনি বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া অতি অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, 'পূর্ব্বে আমার এমন অবস্থা ছিল না—বসো।' আমি দেখিলাম, স্ত্রীলোকটির যথার্থই বড় দুর্দ্দশা হইয়াছে। একখানা ছেঁড়া কাপড়ের উপর পড়িয়া আছেন। ঘরে আসবাবের মধ্যে একটা ভাঙা টিনের বাক্স। ঘরের কোণে একটি কেরোসিনের ল্যাম্প মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। আমি বসিলাম। তিনি যাহা আমাকে বলিয়াছিলেন, সংক্ষেপে আমি আপনাকে তাহাই বলিতেছি। হরমসজী তাঁহার স্বামী—তাহা তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, যখন তাঁহার বয়স পনের ষোল বৎসর, তখন তাঁহার সহিত হরমসজীর পরিচয় হয়। হরমসজী তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিলেন, তিনিও হরমসজীকে ভালবাসিতেন। তাঁহার মাতার চরিত্র অতিশয় খারাপ ছিল, সুতরাং তাঁহাকে বিবাহ করিলে লোকসমাজে মুখ দেখাইতে পারিবেন না বলিয়া হরমসজী বিবাহে ইতস্ততঃ করিতে থাকেন; কিন্তু তিনি পীড়াপীড়ি করায় হরমসজী গোপনে তাঁহাকে বিবাহ করেন। তখন হরমসজীর অবস্থা ভাল ছিল না। তাঁহার অবস্থা একটু ভাল হইলেই বিবাহের কথা সকলকে বলিবেন, এইরূপ বলেন। অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টায় হরমসজী বোম্বে আসেন। তিনি সুরাটেই থাকিতেন। দুই বৎসর যাইতে-না-যাইতে তাঁহার এক কন্যা হয়, কিন্তু সেই কন্যা হওয়ায় হরমসজী আরও বিভ্রাটে পড়িলেন। এই সময়ে এক ব্যক্তির সহিত সেই স্ত্রীলোকের পরিচয় হইয়াছিল। তখন তিনি কন্যাটিকে লইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া যান। আর কখনও হরমসজীকে নিজের কোন সংবাদ দেন নাই। নানা স্থানে নানা ভাবে থাকিয়া অবশেষে বোম্বেতে একটি স্ত্রীলোকের নিকটে কন্যাকে দিয়া আর একজন লোকের সহিত কলিকাতায় চলিয়া যান।"

কাশীনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটিকে যে স্ত্রীলোকের নিকটে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার নাম কি তিনি তোমায় বলিয়াছিলেন?"

রস্তমজী বলিলেন, "বোধ হয় বলিয়াছিলেন, এখন ঠিক মনে হইতেছে না।"

কাশীনাথ বলিলেন, "মনে করিয়া দেখ।"

রস্তমজী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, "হাঁ, মনে হইয়াছে। তিনি শেষে আমার হাত ধরিয়া এক টুক্‌রা কাগজ দিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি মেয়েকে যাহার নিকট রাখিয়াছি, এই কাগজে তাহার নাম ঠিকানা আছে। কিন্তু যে ঠিকানা আছে, সেখানে তাহারা এখন নাই, আমি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, কোন সন্ধান পাই নাই। এখন আমার কাছে শপথ কর যে, তুমি তাহার অনুসন্ধান করিবে। তাহার অবস্থাও নিশ্চয়ই আমার মত হইয়াছে, তোমার অন্তঃকরণ মহৎ—যদি কখনও তাহার সন্ধান পাও, তাহাকে আশ্রয় দিয়ো।"

কাশীনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কাগজ কই?"

রস্তমজী উঠিয়া একটা টেবিলের ড্রয়ারের মধ্য হইতে এক টুক্‌রা কাগজ খুঁজিয়া বাহির করিলেন। কাশীনাথ দেখিলেন, তাহাতে কেবল মাত্র লেখা আছে;—

"পার্ব্বতী বাঈ—ডনকান রোডের ৭নং চল। আমার মেয়ের নাম বেলা বাঈ।"

কাশীনাথ কাগজখানি লইয়া বহুক্ষণ নাড়াচাড়া করিলেন। তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "এ মেয়ের সম্বন্ধে তিনি আর কিছু বলিয়াছিলেন?"

রস্তমজী বলিলেন, "আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আমি তাঁহার মেয়েকে কিরূপে চিনিব। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'সে বড়ই

সুন্দরী, তেমন সুন্দরী আর কেহ নাই। আরও চিনিবার উপায় আছে, আমি রাক্ষসী—একদিন সে বড় দৌরাত্ম্য করায় একখানা হাতা গরম করিয়া তাহার বাম উরুতে ধরিয়াছিলাম। সে পোড়া দাগ এখনও আছে।"

কাশীনাথ বলিলেন, "রস্তমজী দেখিতেছ, মানুষ কতদূর নৃশংস জীবও হইতে পারে।"

রস্তমজী বলিলেন, "সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তও তাঁহার যথেষ্ট হইয়াছিল। আমি যে অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, কুকুর শিয়ালও বোধ হয়, তেমন অবস্থায়, তেমন কষ্টে মরে না।"

কাশীনাথ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "পাপের প্রতিফল এ সংসারে আছেই।"

নানা ভাবে উভয়েরই হৃদয় পূর্ণ হইল। তাঁহারা বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## ইহা কি সত্য ?

অনেকক্ষণ পরে বৃদ্ধ কাশীনাথ প্রথমে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন। বলিলেন, "পেষ্টনজী সম্বন্ধে তিনি কি বলিয়াছিলেন ?"

রস্তমজী বলিলেন, "হাঁ, শেষে তিনি পেষ্টনজীর নিকটে ছিলেন। পেষ্টনজী তাঁহার নিকট তাঁহার বিবাহের কথা শুনিয়াছিল। এই সময়ে জুয়াখেলায় পেষ্টনজী সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। হরমসজী যে খুব বড় লোক হইয়াছিলেন, তাহা সে জানিত। তাহাই অনেক বলিয়া কহিয়া সে সেই স্ত্রীলোকের নিকট হইতে সার্টিফিকেট দুইখানি ভুলাইয়া লইয়া বোম্বে আসে। অনেক দিন তাঁহার কোন সন্ধান না পাইয়া, স্ত্রীলোকটিও বোম্বে আসিয়া পেষ্টনজীর সঙ্গে দেখা করেন। পেষ্টনজী তাঁহাকে প্রথমে প্রায় উড়াইয়াই দিয়াছিল, কিন্তু পাছে তিনি হরমসজীকে সকল কথা বলিয়া দেন, এই ভয়ে তাঁহাকে নানা কথা বলিয়া ভুলাইয়া রাখিতেছিল। কিন্তু এক পয়সা দিয়াও সাহায্য করে নাই। পেষ্টনজীর এইরূপ ব্যবহারে আর নিতান্ত কষ্টে পড়িয়া স্ত্রীলোকটার অনুতাপের উদয় হয়, তিনি তখন হরমসজীকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিবেন স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু সাহস করিয়া কিছুই বলিতে পারেন নাই। এই সময়ে তিনি পীড়িতা হইয়া পড়েন। তিনি আমার কথা শুনিয়াছিলেন। আমার সহিত যে কমলার বিবাহ হইবার কথা আছে,

তাহাও জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই যখন বুঝিলেন যে, তাঁহার আর বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই, তখন তিনি বাড়ীর একটি স্ত্রীলোককে অনেক বলিয়া-কহিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দেন। তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা আপনি অবগত আছেন।"

কাশীনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে পেষ্টনজীর সঙ্গে যে বর্জরজীর আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল, তাহা তিনি তোমাকে কিছুই বলেন নাই ?"

রস্তমজী বলিলেন, "না, তবে পেষ্টনজীর সঙ্গে যে বর্জরজীর খুব আলাপ পরিচয় হইয়াছিল, তাহা ত আমি জানি।"

"কি রকমে ?"

"হরমসজীর বাড়ীতেই ইহাদের সহিত আমার পরিচয় হয়। পেষ্টনজী ও বর্জরজী ত প্রত্যহই হরমসজীর বাড়ীতে যাইত।"

"উভয়ে খুব প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় ?"

"না, পেষ্টনজী বর্জরজীর অসাক্ষাতে তাহার খুব নিন্দা করিত।"

"পেষ্টনজী সময়ে সময়ে খুব মাতাল হইত, না ?"

"প্রায়ই।"

"বর্জরজী কি জন্য বোম্বে এসেছে, তাহা তুমি জান না ?"

"কিরূপে জানিব ?"

"আমি জানি। তাহার বড় ভাইএর সহিত হরমসজীর স্ত্রী রাজা বাঈএর বিবাহের পূর্ব্বে গুপ্তপ্রণয় ছিল।"

"মিথ্যাকথা। তাঁহার ন্যায় সচ্চরিত্রা স্ত্রীলোক বোম্বে সহরে নাই।"

"তাহা আমি জানি। বিবাহের পর হইতে রাজা বাঈ খুব ভাল। তাঁহার ন্যায় পতিব্রতা স্ত্রীলোক অল্পই আছে।"

"আমি তাঁহাকে খুব ভাল জানি।"

"ছেলেবেলায় ভুল অনেকেই করে। যাহা হউক, তাহার জন্য রাজা বাঈকে এখন কেহ কুলটা বলিবে না।"

"আপনি আমার পিতৃবন্ধু—পিতৃতুল্য। আপনি বলিতেছেন, সুতরাং আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইতেছে। অন্য কেহ হইলে সহ্য করিতাম না।"

"সত্যকথা আর মূল বৃত্তান্ত শুনিতে যদি তোমার আপত্তি থাকে, তবে বলিব না—এই পর্য্যন্ত থাক্; কিন্তু তোমার শোনা উচিত," বলিয়া কাশীনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

রস্তমজী ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "রাগ করিবেন না। আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা আমার বিশ্বাস হয় না।"

কাশীনাথ বলিলেন, "বিশ্বাস করা-না-করা সে তোমার ইচ্ছা। তোমারই নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ করিবার জন্য অনেক স্থানে ঘুরিয়া দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া অনেক কষ্টে এই সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে হইতেছে। তবে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, এই পর্য্যন্ত জানি যে, বর্জরজী মাঞ্চারজীকে সঙ্গে করিয়া হরমসজীর টাকা আত্মসাৎ করিবার জন্য বোম্বে আসিয়াছে। রাজা বাঈকে পূর্ব্বকথা প্রকাশ করিয়া দিব বলিয়া ভয় দেখাইয়াছে। তাঁহার নিকট হইতে ভয় দেখাইয়া অনেক টাকা লইয়াছে—এখনও লইতেছে। ইহার ভিতর আরও অনেক গুপ্তরহস্য আছে।"

কাশীনাথ নীরব হইলেন, নীরবে রস্তমজীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রস্তমজীও কোন কথা কহিতে পারিলেন না—অবাঙ্মুখে ভূমি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।"

তখন কাশীনাথ বলিলেন, "এমন কি তাঁহার নিকট হইতে এই দুই-জনে তাঁহার বহুমূল্য গহনাগুলি লইয়া গণেশ মল্লের গদীতে বাঁধা দিয়া

টাকা লইয়াছে; সেই টাকাই আবার হরমসজীর ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়াছিল। এ বৃদ্ধ বয়সে আমার যদি মাথার মধ্যে বুদ্ধি নামক পদার্থের এক বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তবে ইহাও বলিতে পারি যে, তুমি যে টাকা সিন্দুকে রাখিয়াছিলে, সেই টাকা তাহারাই লইয়াছে।”

রস্তমজী নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, “আপনি বলেন কি!”

কাশীনাথ বলিলেন, “ঠিকই বলি। তাহার পর রাজা বাঈএর হাতে এক পয়সা নাই দেখিয়া হরমসজীকে হাত করিবার চেষ্টায় আছে।”

রুস্তমজী কঠিনকণ্ঠে বলিলেন, “এই দুরাত্মারা আরও কি করিবে?”

কাশীনাথ বলিলেন, “কমলা বাঈকে বিবাহ করিবে।”

রস্তমজী লম্ফ দিয়া উঠিলেন। কাশীনাথ বলিলেন, “সেইজন্যই বলিতেছিলাম যে, যাহাতে এই দুরাত্মারা আর অধিক অনিষ্ট করিতে না পারে, যাহাতে সমুচিত দণ্ড পায়, তাহা করিতে হইবে।”

এই বলিয়া কাশীনাথ ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হইয়া গেলেন। রস্তমজী হতাশহৃদয়ে, ঘূর্ণিতমস্তকে চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

### "হা সয়তানী, তোর এই কাজ !"

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার দুই দিবস পরে। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সহরের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে, কেবল পল্লবান্তরাল-বর্ত্তী বায়ুর শন্ শন্ শব্দ শ্রুত হইতেছে। মনে হয় মাতা যেমন রোরুদ্যমান দুরন্ত শিশু সন্তানকে আপনার বক্ষে স্নেহভরে চাপিয়া ধরিয়া সান্ত্বনার গান গাইয়া চুপ করাইয়া থাকে, তেমনই নিস্তব্ধতা সহরের কোলাহলকে আপনার প্রশান্ত বক্ষে ঢাকিয়া লইয়া একটা মৃদুমধুর গান ধরিয়াছে।

রস্তমজী নিজ শয়ন কক্ষে নিদ্রিত। বাহির হইতে দ্বারে উপর্য্যুপরি করাঘাতের শব্দ শুনিয়া তিনি সবিস্ময়ে জাগিয়া উঠিলেন। জড়িতকণ্ঠে বলিলেন, "কেও ?"

বাহির হইতে উত্তর হইল, "আমি কাশীনাথ, দ্বার খুলিয়া দাও।"

শশব্যস্তে উঠিয়া দ্বার খুলিতে খুলিতে রস্তমজী বলিলেন, "এত রাত্রে ?"

কাশীনাথ কক্ষে পদার্পণ করিয়াই বলিলেন, "কাজ আছে—শীঘ্র পোষাক করিয়া লও। বাহিরে যাইতে হইবে।"

রস্তমজী বলিলেন, "কি মুস্কিল, এত রাত্রে! কি ব্যাপার—কোথায় যাইতে হইবে ?"

কাশীনাথ বিরক্তভাবে বলিলেন, "দূর হউক, যাহা বলিতেছি, আগে কর—জামাটা শীঘ্র গায়ে দিয়া লও—পথে সকলই শুনিতে পাইবে, এখন একটা মিনিট নষ্ট করিবার সময় আমার নাই।"

রুস্তমজী একটা কোট লইয়া গায়ে দিলেন; কাশীনাথ তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া সেখান হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া পড়িলেন। বাহিরে একখানা ভাড়াটীয়া গাড়ী অপেক্ষায় ছিল, তন্মধ্যে উভয়ে উঠিয়া বসিলেন। কাশীনাথ কোচ্‌ম্যানকে বলিলেন, "দ্বিগুণ জোরে হাঁকাইয়া যাও, দ্বিগুণ ভাড়া পাইবে।"

গাড়ী দ্বিগুণ বেগে ছুটিল, এবং অনতিবিলম্বে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পড়িল। কাশীনাথ নায়েক ও রুস্তমজী তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন। কাশীনাথ কোচ্‌ম্যানকে ভাড়া দিয়া বলিলেন, "আধ ঘণ্টা এখানে অপেক্ষা করিবে; যদি আমরা আধ ঘণ্টার মধ্যে আসিয়া পড়ি—ভালই। নতুবা তুমি গাড়ী লইয়া চলিয়া যাইয়ো।"

প্রচুর ভাড়া পাইয়া কোচ্‌ম্যান অত্যন্ত খুসী হইয়া দুই-তিনটি সেলাম দিল।

কাশীনাথ এবং রুস্তমজী কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটা সঙ্কীর্ণ পথিমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বায়ু বড় শীতল এবং প্রবল। পূর্ব্বে একবার খুব এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। রাস্তার অবস্থাও ভাল নহে—স্থানে স্থানে কর্দ্দমিত। আকাশও এখনও ভাল পরিস্কার হয় নাই—মেঘ জমিয়া আছে। এবং অন্ধকার বিশ্বব্যাপী। বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ দীপ্তিতে সেই বিরাট অন্ধকারের বিশাল বক্ষ বারংবার বিদীর্ণ হইতেছিল। অতিকষ্টে দুইজনে সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্য দিয়া কর্দ্দমাক্ত পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন।

কিছুদূরে আসিয়া রুস্তমজী বলিলেন, "এ স্থান আমার পরিচিত।"

তাহার পর পার্শ্বস্থিত উদ্যান-বাটীকার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "এইখানে মাঞ্চারজী থাকেন।"

কাশীনাথ কোন কথা কহিলেন না; নীরবে চলিতে লাগিলেন। তাহার পর সেই উদ্যান-বাটীর গেটের সম্মুখে আসিয়া দেখিলেন, সেখানে একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সেখানিও ভাড়াটীয়া গাড়ী। কোচ্‌ম্যান শীতল বায়ু হইতে আত্মরক্ষার্থ গাড়ীর ভিতরে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় অবস্থান করিতেছে। বিদ্যুতের আলোকে কাশীনাথ দেখিলেন, কোচ্‌ম্যান নিদ্রিত।

কাশীনাথ তাহার নিকটে গিয়া বলিলেন, "বড় আরামে বেজায় ঘুমাইতেছ যে।"

কোচ্‌ম্যানের এইমাত্র নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল, তথনই সে ভাল হইয়া উঠিয়া বসিল। তেমন সময়ে সেই নির্জ্জনস্থানে দুইজন লোককে গাড়ীর দ্বার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহার মনে বড় ভয় হইল, সে তাড়াতাড়ি নিজের পকেটের ভিতরে হাত পূরিল, দেখিল, পরিপূর্ণ—কিছুই স্থানান্তরিত হয় নাই। সে বিরক্তভাবে বলিল, "আমার লোক আছে, আমি ভাড়া যাইতে পারিব না।"

কাশীনাথ বলিলেন, "তা আমি জানি। তবে বাপু, আমি তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই; তুমি যে লোককে ভাড়া আনিয়াছ, সে মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক কি না বল দেখি। সত্যকথা বলিলে এখনই পাঁচটাকা বক্‌শিস পাইবে।"

বক্‌সীশের নাম শুনিয়া কোচ্‌ম্যানের আরও ভয় হইল। তাঁহাদের দুজনকে গুণ্ডা বলিয়াই তাহার দৃঢ় প্রতীতি হইল। সে বলিল, "কেন গোলমাল কর্‌ছ, আমার ভাড়া আছে, শীঘ্র চলে যাও—যদি না যাও, আমি এখনই লোক জন ডাকি।"

কাশীনাথ রস্তমজীর হাত ধরিয়া, টানিয়া লইয়া সেখান হইতে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলেন। বলিলেন, "বেটা পাজী—গোলমাল করিতে পারে, গেট দিয়া যখন ভিতরে যাইতে পারিলাম না, তখন অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।"

চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর—অনেক কষ্টে কাশীনাথ প্রাচীরের উপরে উঠিলেন। তাহার পর রস্তমজী উঠিলেন। এবং উভয়ে ভিতর দিকে লাফাইয়া পড়িলেন। প্রকাণ্ড উদ্যান, চারিদিকে বড় বড় গাছ, অন্ধকারে বিকটাকৃতি দৈত্যের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। উদ্যানের মধ্যস্থলে একখানি অনতিপ্রশস্ত দ্বিতল বাটী। সেই বাটীর দ্বিতলস্থ কোন কক্ষের একমাত্র উন্মুক্ত গবাক্ষে আলো দেখা যাইতেছে।

কাশীনাথ সমুদয় বিশেষ মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "তুমি বাপু এখানে অনেকবার আসিয়াছ—এখানকার বিষয় তুমি বেশ জান; বল দেখি, দ্বিতলে যে ঘরে আলো জ্বলিতেছে, ওখানে কে থাকে।"

"উহা মাঞ্চারজীর শয়ন-কক্ষ।"

"বটে—আর নীচের ঘরগুলিতে কি হয়?"

"নীচের ঘরগুলিতে রন্ধন স্নান-আহারাদি হয়।"

"চাকরেরা কোন্ ঘরে থাকে?"

"মাঞ্চারজী চাকর-বাকর বড় রাখে না, দুই একজন ঠিকা চাকর আছে, তাহারা কাজ করিয়া চলিয়া যায়।"

"তবে ত বেশ সুবিধাই হইয়াছে, গোপনে বাড়ীর ভিতরে সহজেই ঢুকিতে পারা যাইবে। একজন স্ত্রীলোক মাঞ্চারজীর সহিত এই রাত্রে দেখা করিতে আসিয়াছে, তাহার অভিসন্ধিটা কি গোপনে থাকিয়া জানিতে হইবে।"

সন্দিগ্ধভাবে রস্তমজী বলিলেন, "আমাদের ইহা দেখা অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য।"

"সন্দেহ নাই," কাশীনাথ রস্তমজীর মুখ হতে কথাটা যেন লুফিয়া লইয়া বলিলেন; "হা আমার দুরদৃষ্ট! তুমি কি মনে করিয়াছ, এই মধুর রজনীতে এই মধুর বায়ুসেবনের জন্য আমরা ভ্রমণে বাহির হইয়াছি? দুই-একটা গর্হিত কাজও করিতে হইবে।"

"কিন্তু কেহ যদি আমাদিগকে দেখিতে পায়?"

"দেখিতে পায়—ক্ষতি কি? তুমি সরাসর মাঞ্চারজীর সম্মুখে চলিয়া যাইবে, বন্ধু বন্ধুর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে, ইহাতে দোষাবহ কিছুই নয়।"

উভয়ে বাটীর দ্বার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ। পরে জানালাগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, সেগুলিও ভিতর হইতে রুদ্ধ। এই সময়ে আবার ভয়ানক বেগে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। কাশীনাথ মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন; রস্তমজীকে টানিয়া লইয়া সেখান হইতে ফিরিলেন। এখনও মাঞ্চারজীর শয়ন কক্ষে আলো জ্বলিতেছে। গবাক্ষের রেশমী পর্দ্দায় দুই-একবার মনুষ্যের ছায়াও পড়িতে দেখা গেল। মাঞ্চারজী জাগ্রত সন্দেহ নাই। কাশীনাথের কৌতূহল চরমসীমা অতিক্রম করিয়া উঠিল। কাশীনাথ আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, "ঘরের ভিতরে কি হইতেছে, যদি কোন রকমে দেখিতে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে রহস্যটা অনেক তরল হইয়া আসিত; কিন্তু উপায় নাই—অনেক উচ্চে অভিনয়টা চলিতেছে। আর আমরা বাইশ হাত নীচে পড়িয়া রহিয়াছি—আচ্ছা দেখা যাক!"

এই বলিয়া কাশীনাথ উদ্যান বেড়িয়া ঘুরিতে লাগিলেন। রস্তমজী তাঁহার কাণ্ডকারখানা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। কাশীনাথের যেন

ইহা নিজের বাড়ী—যেখানে-সেখানে যাইতেছেন, এটা-ওটা টানিতেছেন; পরের বাড়ীতে এমনভাবে এরূপ সময়ে প্রবেশ করিয়া যতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, তাহার কিছুই দেখিলেন না—কোনদিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই। এদিকে সবেগে দম্‌কা বাতাসে বৃষ্টির ঝাপ্‌টা আসিয়া চোখে মুখে লাগিতেছে—সেদিকেও কাশীনাথের লক্ষ্য নাই—তিনি কোন রকমে ভিতরে প্রবেশ করিয়া, জল কাদা ভাঙ্গিয়া চারিদিকে ব্যাকুলভাবে ঘুরিতে লাগিলেন। রস্তমজীও তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

কাশীনাথ বলিলেন, "কোন রকমে গবাক্ষে উঠিতে হইবে—উঠা চাইই।"

হঠাৎ একটা কথা রস্তমজীর মনে পড়িয়া গেল, তিনি বলিলেন, "এই বাগানে একখানা কাঠের সিঁড়ী পড়িয়া আছে।"

"কি আশ্চর্য্য! এতক্ষণে ইহা বল নাই কেন? কোথায় সে সিঁড়ী?"

"বাগানের উত্তর প্রান্তে একটা গাছের তলায় পড়িয়া আছে।"

উভয়ে সেইদিকে ছুটিয়া চলিলেন; অনতিবিলম্বে সেই সিঁড়ী মাঞ্চারজীর শয়ন কক্ষের সেই উচ্চ গবাক্ষের নিম্নে সংলগ্ন হইল। কিন্তু গবাক্ষ হইতে সেই সিঁড়ীর অগ্রভাগ প্রায় চারিহাত নিম্নে রহিল। রস্তমজী বলিলেন, "সিঁড়ীটা ছোট, ইহাতে কোন কাজ হইবে না।"

"কেন হইবে না," মহা উৎসাহের সহিত কশীনাথ বলিয়া উঠিলেন, "নিশ্চয়ই হইবে," বলিয়াই গৃহ-প্রাচীর হইতে কাশীনাথ দুই-হাত তফাতে দাঁড়াইয়া সেই সিঁড়ীটা নিজের স্কন্ধে তুলিয়া ধরিলেন। বলিলেন, "এইবার তুমি উঠিয়া পড়।"

রস্তমজী বিনা বাক্যব্যয়ে সিঁড়ীতে উঠিতে লাগিলেন; তাঁহারও হৃদয় উৎসাহ এবং কৌতূহলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি সেই

উন্মুক্ত গবাক্ষের নিকটে মুখ লইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল—দেহের সমস্ত শিরা শূন্য করিয়া প্রবলবেগে রক্ত ছুটিয়া বুকের মধ্যে জমাট বাঁধিয়া গেল। তিনি জড়িতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "হা সয়তানি, তোর এই কাজ!" ঝড়বৃষ্টিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর ডুবিয়া গেল! তিনিও পরক্ষণে কাঁপিতে কাঁপিতে বৃক্ষচ্যুত শাখার ন্যায় ভূতলে পড়িয়া গেলেন।

কাশীনাথ তাড়াতাড়ি সিঁড়ীখানা নামাইয়া রস্তমজীকে তুলিতে গেলেন। তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "কি দেখিলে—ব্যাপার কি? বেশী আঘাত লাগিয়াছে কি?"

রস্তমজী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যদিও তিনি অনেক উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু কোন গুরুতর আঘাত লাগে নাই। যে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা রস্তমজীর তখন ভ্রূক্ষেপেই আসিল না। মনের যখন শোচনীয় অবস্থা, তখন স্বভাবতই শারীরিক যন্ত্রণার দিকে কাহারও লক্ষ্য থাকে না। ভগ্নকণ্ঠে রস্তমজী বলিতে লাগিলেন, "কি দেখিয়াছি—যাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই—কমলা বাঈকে দেখিলাম! বুঝিয়াছেন, কমলা বাঈ—পিশাচী—মাঞ্চারজীর শয়ন-কক্ষে—এই রাত্রে বিলাসী মাঞ্চারজীর সহিত——" আর বলিতে পারিলেন না—তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

### সত্য না স্বপ্ন ?

কাশীনাথের মনেও বড় গোলযোগ বাঁধিয়া গেল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "তবে কি আমারই ভ্রম হইল ? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রাজা বাঈই হইবেন—তাই ত কমলা এখানে এমন সময়ে কেন ?" তিনি রস্তমজীকে বলিলেন, "রস্তমজী, তোমার ভুল হইয়াছে।"

রস্তমজী অত্যন্ত বেগের সহিত কহিলেন, "না মহাশয়, অন্য অনেক বিষয়ে আমার ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু অন্য কাহাকেও কমলা বাঈ বলিয়া আমার ভ্রম হইতে পারে না। সেদিন আপনি ইহাকে কিরূপ ভাবে দেখিয়াছেন, বেশ মনে আছে; এখন বলুন দেখি, সেই কমলা বাঈ কি বিশ্বাসঘাতিনী!" বলিয়া বিস্ফারিতনেত্রে রস্তমজী কাশীনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কাশীনাথ তাঁহার মনের শোচনীয় অবস্থা বুঝিতে পারিলেন; কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। নিজের ভ্রমে তাঁহারও মনের অবস্থা বিগড়াইয়া গিয়াছিল। তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে সহস্রবার ভাবিলেন, কমলা বাঈ এখানে এমন সময়ে কেন? কোন একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সহসা একটা কথা তাঁহার মনে উদয় হইল, তাহাই কি ঠিক নহে?

কাশীনাথকে নিরুত্তর দেখিয়া রস্তমজী সেইরূপভাবে বলিতে লাগিলেন, "হায়, মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে এই কমলা বাঈকে আমি কত সরল, কত পবিত্র মনে করিয়াছি, স্বর্গের দেবী অপেক্ষাও তাহাকে উচ্চ আসন

দিয়াছি—তাহার এই কাজ! সে কি না একজন লম্পটের উপভোগ্যা। হায় নারী, একান্ত নির্ব্বোধেরাই তোমাদের উপরে একান্ত বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকে! তোমরা পিশাচী, তোমাদের অসাধ্য কর্ম্ম এ জগতে কিছুই নাই। হায়! একজন পিশাচীর উপরে নির্ভর করিয়া আমি পূর্ব্বে যে আকাশ-দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম, এক ফুৎকারে নিমেষের মধ্যে তাহা চূর্ণ হইয়া গেল! আর মাঞ্চারজী—তাহাকে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু বলিয়াই জানিতাম—সে এখন কমলার জার—এখন হয় ত দুজনে আমারই অন্ধ-বিশ্বাস ও দুর্ভাগ্য লইয়া হাস্য-পরিহাসে মত্ত—আর আমি এই নির্জ্জনে হস্তপদবদ্ধ মূকের ন্যায় নিয়তির কঠিন পীড়নে নিষ্পেষিত হইতেছি! আমাকেও ধিক্! এ জগতে কাহাকেও বিশ্বাস করিতে নাই—বিশ্বাসঘাতকতার বাঁকা বিষমাখা ছুরি সর্ব্বত্র উদ্যত!" মনের আবেগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। কাহারও গর্ব্বে আঘাত লাগিলে মানুষকে এইরূপ উন্মত্ত করিয়া তুলে—ইহার উপর রস্তমজী প্রবঞ্চিত। রস্তমজী বলিলেন, "এ পর্য্যন্ত অনেক সহ্য করিয়াছি; ইহা একান্তই অসহ্য—এখানে দাঁড়াইয়া নিজের অদৃষ্টের উপর দোষারোপ করা ভীরু কাপুরুষের কর্ম্ম! আমি উভয়কেই এখনই পাপের উপযুক্ত প্রতিফল দিব।"

এই বলিয়া রস্তমজী উন্মত্তবেগে দ্বারের দিকে ছুটিলেন। কাশীনাথ তাঁহার হাত টানিয়া ধরিয়া বলিলেন, "তুমি এখন কি করিতে চাও?"

রস্তমজী দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "পিশাচ আর পিশাচীর রক্ত দর্শন; আমি এখনই দ্বার ভাঙিয়া উপরে উঠিব—নিন্দা গোলযোগে আর আমার ভয় নাই—আর কিছুতেই আমার কোন ক্ষতি হইবে না। কাপুরুষের মত অতি গুপ্তভাবে কোন কাজ করিতে চাই না, এ কলঙ্ক ধৌতের জন্য যাহা আবশ্যক—তাহা প্রকাশ্যেই করিব।"

কাশীনাথ বলিলেন, "তুমি যাহা মনে করিতেছ, তাহা করিতে পাইবে না।"

"কে আমায় বাধা দিবে?"

"আমি।"

"আপনি? স্বপ্নেও ইহা আপনি ভাবিবেন না—এখন কেহই আমাকে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। আমি এখনই এই পিশাচ পিশাচীর সম্মুখীন হইব। দেখি, সহসা আমাকে দেখিয়া তাহারা নিজেদের বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্য কতদূর লজ্জিত হয়; তাহার পর—তাহার পর দুজনকেই খুন করিব—খুন করিয়া নিজের দুর্ব্বহ জীবনের অবসান নিজের হাতেই করিব। আপনি কিছুতেই আমাকে নিরস্ত করিতে পারিবেন না।" বলিয়া রস্তমজী কাশীনাথের মুষ্টিমধ্য হইতে নিজের হাত টানিয়া বাহির করিবার জন্য সাধ্যানুসারে বল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। কাশীনাথের মুষ্টি বজ্রকঠিন না হইলে, এতক্ষণ রস্তমজী যাহা বলিলেন, হয় ত তাহা সম্পন্ন করিতে পারিতেন।

কাশীনাথ বলিলেন, "দেখ রস্তমজী, তুমি একটা গোলযোগ বাধাইয়া সমস্তই পণ্ড করিবে দেখিতেছি—যেটুকু আশা ভরসা আছে, তাহাও ঘুচিয়া যাইবে।"

"আর আপনি আশা ভরসার কথা বলিবেন না।"

"দেখ মাঞ্চারজীকে যদি এখন কোন রকমে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়, সে সহজেই আমাদের হাতছাড়া হইয়া যাইবে—আর তোমার কলঙ্ক সারাজীবন অব্যাহত রহিয়া যাইবে।"

"সে আশঙ্কা আর আমার নাই।"

"তোমার না থাকিতে পারে, আমার আছে। তোমার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাহা বোধ করি, তুমি এখনও

বিস্মৃত হও নাই। এ বয়সে তোমার অনেক সুন্দরী স্ত্রী জুটিবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু পরে কলঙ্ক অপনোদনের কোন উপায় থাকিবে না।"

মনের ভিতরে যখন তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হয়—বাহিরের দিকে তখন লক্ষ্য থাকে না। উভয়ের কর্দ্দমে পা ডুবিয়া গিয়াছে, মাথার উপরে প্রবলবেগে ধারাপাত হইতেছে—এবং দমকা বাতাসে বৃষ্টির ঝাপটে বিশ্বজগৎ একান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে—সেদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই।

দৃঢ়সংকল্প রস্তমজী বলিলেন,"না, আর আমি আপনার কথা শুনিতে চাই না, আমি আপনার নিজের অপমানের নিজেই প্রতিকার করিব। আপনার সাহায্য অনাবশ্যক।"

অক্ষুণ্ণভাবে কাশীনাথ বলিলেন, "বেশ বাপু, আমার সাহায্যে আর তোমার দরকার নাই, তবে একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। নিজের অপমানের প্রতিকার নিজেই করিতে চাও, কর, কিন্তু বালকের মত কিছু করিয়ো না—যাহা করিবে মানুষের মতই করিবে।"

ক্রোধভরে মাথা তুলিয়া রস্তমজী বলিলেন, "মহাশয়!"

উত্তেজিতভাবে কাশীনাথ বলিলেন, "হাঁ, আমি আবার বলিতেছি, বালকের মত কিছু করিয়ো না। বাপু, তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ—বালকের যে জ্ঞান আছে, বোধ হয় তাহাও তোমার নাই। মনে ভাবিয়া দেখ দেখি, তুমি এখন বাড়ীর ভিতরে গিয়া কি করিবে; সঙ্গে তোমার কোন অস্ত্র-শস্ত্র আছে? নাই। তুমি হুড়মুড় করিয়া ঘরে ঢুকিবে—আর মাঞ্চারজীর সঙ্গে খুব একটা দাঙ্গা সুরু হইবে। যখন তোমরা যুদ্ধে ব্যাপৃত—আর সুযোগ বুঝিয়া কমলা বাঈ চট্ করিয়া বাড়ীর বাহিরে আসিয়া নিজের গাড়ীতে উঠিবে, ঘোঁড়া ছুটিবে—আর তোমরা দুজনে ঘরের ভিতরে লড়াই করিতে থাকিবে; তা তোমাদের মধ্যে কে বেশী

বলবান্, তাহা আমার জানা নাই—তাহা হইলে উপসংহারের ঘটনাটাও আগে হইতেই বলিয়া দিতে পারিতাম।”

কাশীনাথের কথায় রস্তমজীর চৈতন্যোদয় হইল, নিজের শরীরের অবস্থাও তাঁহার স্মরণ হইল, কয়েক্ দিনের নানাবিধ দুর্ঘটনা ও দুর্ভাবনায় তিনি শরীর ও মনের বল উভয়ই হারাইয়া ফেলিয়াছেন। রস্তমজী নীরবে রহিলেন।

কাশীনাথ বলিতে লাগিলেন, “অস্ত্র-শস্ত্র থাকিলেও বিশেষ কোন ফল হইত না। যাহাকে দুই-চারি দিনের চেষ্টায় ফাঁসীকাঠে ঝুলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, তাহাকে পিস্তলের গুলি দাগিয়া নিজের জীবনকে বিপন্ন করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।”

“আপনি এখন আমাকে কি করিতে বলেন?”

“অপেক্ষা করিতে—ধৈর্য্য বড় চমৎকার জিনিষ। এই মনে কর, প্রতি-হিংসা একটা ফল বিশেষ; সেই ফলটি যদি কাঁচায় পাড়িয়া নষ্ট না করিয়া, সেটাকে গাছ-পাকা করিবার জন্য কিছু সময় দেওয়া হয়, তাহা হইলে যে, তাহা যথাসময়ে উপাদেয় ভোগ্য হইতে পারে—সন্দেহ নাই।”

কাশীনাথের সারগর্ভ যুক্তিপূর্ণ বাক্যে রস্তমজীর মন টলিল। কাশী-নাথ তাহা বুঝিতেও পারিলেন। বলিলেন, “কমলা বাঈকে তুমি দেখিয়াছ, কিন্তু সে কেন এখানে আসিয়াছে, কি প্রয়োজন, তাহার কিছুই তুমি জান না। অথচ রাগিয়া অস্থির—অবিবেচক ব্যক্তিগণের জন্যই অনুতাপের সৃষ্টি হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, হয় ত ইহাতে কমলার কোন মহৎ উদ্দেশ্য নিহীত আছে—আমরা তাহা জানি না।”

মজ্জমান্ ব্যক্তি একটা তৃণ পাইলেই তাহা অবলম্বন করিতে চেষ্টা করে। সোৎসাহে রস্তমজী বলিলেন, “কিরূপে ভিতরের কথা জানিতে পারা যায়?”

"তাহাদের যদি আমি এখন একবার দেখিতে পাইতাম, মুখের ভাব দেখিয়াই অনেকটা বুঝিতে পারিতাম—কমলার কোন্ উদ্দেশ্যে এখানে আগমন হইয়াছে।"

"বেশ আপনি প্রতিজ্ঞা করুন, যাহা আপনি দেখিবেন, শুনিবেন—তাহা আমার পক্ষে যেমনই অপ্রীতিকর হউক না কেন—অকপটে সমুদয় আমার কাছে প্রকাশ করিবেন?"

"প্রতিজ্ঞা করিলাম, কোন কথা গোপন করিব না।"

তন্মুহূর্ত্তে রস্তমজী সেই কাঠের সিঁড়ীটা অবলীলাক্রমে নিজের ঘাড়ে টানিয়া তুলিলেন। তাঁহার দেহে যে এখনও এতটা শক্তি আছে, কিছু পূর্ব্বে এ বিশ্বাস তাঁহার আদৌ ছিল না। তিনি বলিলেন, "আপনি শীঘ্র উঠুন।"

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

### রহস্যের মেঘ ঘনীভূত

কাশীনাথ তাড়াতাড়ি সিঁড়ীর উপরে উঠিয়া গেলেন। গবাক্ষের সেই রেশমী পর্দ্দার অন্তরাল হইতে দেখিলেন, সত্যই সেখানে কমলা বাঈ রহিয়াছে, রস্তমজীর ভুল হয় নাই। কক্ষমধ্যে মাঞ্চারজীও আছে। একজন বিলাসী যুবকের কক্ষে এই নির্জ্জন নিশীথে কোন যুবতীর একাকিনী অবস্থিতি নিশ্চয়ই সন্দেহজনক—কাজটা অবশ্যই গর্হিত—তবে কি কমলা কলঙ্কিনী। কাশীনাথ বড় গোলযোগে পড়িলেন—কাশীনাথ দেখিলেন, কমলা বাঈ ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার রূপের প্রভা ও দাঁড়াইবার ললিত কোমল ভঙ্গিতে সমগ্র ঘরখানা উজ্জ্বলীকৃত। তাহার দেহে জরীর কাজকরা নীলরঙের একখানা শাল রহিয়াছে; কমলা বাঈ উত্তেজিতভাবে মাঞ্চারজীকে কি বলিতেছে। বাহিরের জল-ঝড়ের শব্দে তাহা বুঝিতে পারা গেল না; কিন্তু তাহার মুখ চোখের ভাবে রাগের লক্ষণই অনেকটা প্রকাশ পাইতেছে।

মাঞ্চারজী বিছানায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় পড়িয়া আছে; বড় একটা কথা কহিতেছে না—এক একবার কেবল ক্রোধভরে উচ্চকণ্ঠে বলিতেছে, "আমাকে বলা মিছে, আমার দ্বারা কিছুই হইবে না।"

ব্যাপার কি হইতেছে, কাশীনাথ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার মন অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু বাহিরের ঝড় বৃষ্টির শব্দে

কিছুই শুনিবার যো নাই। তাঁহার এত আগ্রহ হইতে লাগিল যে, তাঁহার অঙ্গুলিস্থ বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরীয়ের বিনিময়েও যদি তিনি তাহাদের কথা শুনিতে পান, তাহাতেও তিনি সম্মত। কাশীনাথ ভাবিলেন, কোন বিষয় লইয়া উভয়ের বচসা হইতেছে। হয়ত প্রেমের মানাভিমানের অভিনয় চলিতেছে।

এই সময়ে কমলাবাঈ উত্তেজিতভাবে ভর্ৎসনার স্বরে আরও কি বলিতে লাগিল। বলিতে বলিতে তাহার বিশালায়ত কৃষ্ণতার চক্ষুর্দ্বয় হীরকখণ্ডের ন্যায় দীপ্তিশীল হইয়া উঠিল। সেই সময়ে মাঞ্চারজীর মুখের চোখের কিরূপ ভাববৈলক্ষণ্য ঘটে দেখিবার জন্য, কাশীনাথ মাঞ্চারজীর মুখের দিকে ঘন ঘন চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। কথা ত শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না, তবে যদি মুখ চোখের ভাব-ভঙ্গিতে ব্যাপারটা কিছু বুঝিতে পারা যায়। কমলা বাঈএর বলা শেষ হইলে মাঞ্চারজীর আর সে উদাসীন ভাব রহিল না; এবার সে বড় রাগিয়া উঠিল, উপাধানে একটা মুষ্ট্যাঘাত করিয়া হাত মুখ নাড়িয়া কঠিনকণ্ঠে কমলা বাঈকে কতকগুলা কথা শুনাইয়া দিল।

সহসা কমলারও ভাববৈলক্ষণ্য ঘটিল। তাহার আর সে উত্তেজিত ভাব রহিল না। নীহারাক্ত নীলোৎপলের ন্যায় তাহার চক্ষু দুটি অশ্রু-পূর্ণ হইয়া ছল ছল করিতে লাগিল। হতভাগিনী কাঁদিয়া ফেলিল; এবং নতজানু হইয়া বসিয়া যুক্তকরে করুণকণ্ঠে অনেক কথাই বলিতে লাগিল। অশ্রুধারায় তাহার প্রফুল্ল অনিন্দ্য-সুন্দর মুখখানি প্লাবিত হইয়া গেল।

মাঞ্চারজী অবজ্ঞাভরে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। কমলার কাতরোক্তিতে কর্ণপাত করিতে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে লাগিল। একটি কথারও উত্তর করিল না।

তখন কমলা বাঈ হতাশভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল; ধীরে ধীরে কক্ষের বাহির হইয়া গেল। তখনই আবার ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল; দীন-নয়নে মাঞ্চারজীর মুখের দিকে চাহিয়া আবার কক্ষের বাহির হইয়া গেল। আবার ফিরিল, কয়েকবার এইরূপ করিল। এমন একটা কিছু ব্যাপার হইয়াছে যে, সে যাইতে কৃতসংকল্প হইয়াও যাইতে পারিতেছে না। এবার ফিরিয়া আসিয়া কমলা বাঈ এমন একটা কথা বলিল, যাহাতে তাহার অভীষ্টসিদ্ধির পথ প্রশস্ত হইয়া গেল। মাঞ্চারজী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেরাজের ভিতর হইতে একতাড়া কাগজ-পত্র বাহির করিয়া গৃহ মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র টেবিলের উপরে ফেলিয়া দিল।

কাশীনাথের মুখ অপ্রসন্ন ভাব ধারণ করিল। তিনি ভাবিলেন, ব্যাপারটা বড় ভাল ঠেকিতেছে না—নিশ্চয়ই এই কাগজগুলি প্রেমপত্র। কমলা বাঈ কি এইগুলি হস্তগত করিবার জন্যই এত সাধ্য-সাধনা করিতেছিল?

কমলা বাঈ কাগজগুলি খুলিয়া দীপালোক সম্মুখে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। কমলা বাঈকে তাহাতে বড় সন্তুষ্ট বলিয়া বোধ হইল না। সে মাঞ্চারজীকে আরও কোন বিষয়ের জন্য অনুনয় করিতে লাগিল। মাঞ্চারজী মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিল। তখন কমলা বাঈ সেই কাগজগুলি হতাশভাবে সেই ক্ষুদ্র টেবিলের উপরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

মাঞ্চারজী তখন আরও একতাড়া কাগজ তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিল। সেই তাড়ায় লাল, নীল, সবুজ, পীত, গোলাপী—নানা বর্ণের কাগজ। এবার কমলা বাঈ উভয় তাড়া হইতে কয়েকখানা কাগজ বাছিয়া লইয়া বাকীগুলা ঘৃণা ভরে বাম হস্তে টেবিলের একপার্শ্বে ঠেলিয়া দিল এবং গমনোদ্যত ভাবে দাঁড়াইয়া মাঞ্চারজীকে কি বলিল।

মাঞ্চারজী ল্যাম্পটা হাতে লইয়া তাহার অনুসরণ করিল। কক্ষ অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া গেল।

কাশীনাথ নামিতে নামিতে আপন মনে বলিলেন, "আমি কি অন্ধ—কাগজগুলি গুপ্তপ্রেমপত্র নয়—নিশ্চয়ই বন্ধকী জিনিষের রসীদ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই সকল ব্যাপারের মধ্যে একটা জঘন্য রহস্য নিহিত আছে।" কাশীনাথ নামিয়াই সেই কাঠের সিঁড়ীখানা টানিয়া মাটির উপরে শোয়াইয়া রাখিলেন; কতকগুলি ফুলের চারা গাছ তাহাতে চাপা পড়িল—ভাঙ্গিয়া গেল—কেহই সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। উভয়ে অদূরবর্ত্তী একটা গাছের তলায় গিয়া লুকাইয়া রহিলেন। সেখান হইতে বাগানের গেট বেশ দেখা যায়।

অনতিবিলম্বে বাড়ীখানার একটা দ্বার উদ্ঘাটিত হইল—দীপালোক অন্ধকারময় উদ্যান ভূমিতে ছড়াইয়া পড়িল। অগ্রে কমলা, তাহার পশ্চাতে মাঞ্চারজী বাহির হইয়া আসিল। উভয়ে কোন দিকে না চাহিয়া বাগানের গেটের দিকে চলিয়া গেল। কমলা বাঈ চঞ্চলপদে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। গাড়ী সবেগে ছুটিয়া চলিয়া গেল। এবং মাঞ্চারজী আলো লইয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে বাটীমধ্যে প্রবেশ করিয়া সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

গুপ্তস্থান হইতে কাশীনাথ ও রস্তমজী বাহির হইয়া আসিলেন। রস্তমজী বলিলেন, "এইবার আপনি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন—বলুন, আপনি কি দেখিলেন, দেখিয়া কি বুঝিলেন। যদি কিছু জঘন্য কুৎসিত ব্যাপারও দেখিয়া থাকেন, তাহাও আমি সহ্য করিতে প্রস্তুত। বলুন, আমার পক্ষে একান্ত অপ্রিয়কর হয়, ক্ষতি নাই—আপনি নিশ্চিন্ত হউন—আমি বিচলিত হইব না।"

কাশীনাথ বলিলেন, "অন্যথায় এই ঘটনায় একদিন তুমি নিজেকে

সর্ব্বাধিক সৌভাগ্যবান্ মনে করিবে—আর এই সন্দেহের জন্য তোমাকে অত্যন্ত অনুতাপ করিতে হইবে।”

রস্তমজী বলিলেন, “আপনার কথা বুঝিতে পারিতেছি না।”

কাশীনাথ বলিলেন, “এখন বুঝিবার দরকারও নাই। যাহা হউক, এখানে অবস্থান করিবার মৌরসী পাট্টা লইয়া আমরা আসি নাই; চল, আরও অনেক কাজ আছে; মাঞ্চারজী গেট বন্ধ করিয়া গিয়াছে, যে ভাবে আমরা বাগানে প্রবেশ করিয়াছিলাম, সেই ভাবেই প্রস্থান করিতে হইবে।”

এই বলিয়া কাশীনাথ রস্তমজীর হাত ধরিয়া দ্রুতপদে চলিলেন। রস্তমজী বলিলেন, “সিঁড়ীখানা যে ওইখানেই পড়িয়া রহিল।”

কাশীনাথ বলিলেন, “তা থাক্, যখন আমরা বাগানের সর্ব্বত্র চরণচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া যাইতেছি, আর যখন ঐ চরণচিহ্নগুলি নষ্ট করিবার কোন উপায় নাই; তখন আর এই সিঁড়ীখানার জন্য চিন্তা কেন? সিঁড়ীখানা দেখিয়া মাঞ্চারজী মনে করিবে কয়েকজন চোরের শুভাগমন হইয়াছিল।”

উভয়ে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া বাহিরে আসিলেন। দূর হইতে তাঁহারা একটা শব্দ শুনিয়া গেটের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, একজন লোক গেটের বাহির হইয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। সে মাঞ্চারজী।

রস্তমজী বলিলেন, “লোকটার মন দুরভিসন্ধিতে পূর্ণ—রাত্রেও নিদ্রা নাই।”

কাশীনাথ বলিলেন, “আমরা সু-অভিসন্ধি লইয়াই বড় নিদ্রা যাইতে পারিতেছি, তা, ও বেচারার মন ত দুরভিসন্ধিতে পূর্ণ।”

রস্তমজী বলিলেন, "এতরাত্রে কায় কোথায় ?"

কাশীনাথ বলিলেন, "চরিত্রহীন ব্যক্তি এতরাত্রে যায় কোথায়—এ প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন। এখন চল, নতুবা গাড়ীখানা হয়ত চলিয়া যাইবে।"

উভয়ে কিছুদূর আসিয়া দেখিলেন, যেখানে তাঁহারা তাঁহাদের কোচ্‌ম্যানকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন, এখনও সে সেই-খানে অপেক্ষা করিতেছে। রস্তমজীর পরিধেয় বস্ত্রাদি কর্দ্দমাক্ত দেখিয়া তাহার মনটা সন্দেহপূর্ণ হইল। ভাবিল, লোকদুটী সদুদ্দেশ্যে আসে নাই; যখন দ্বিগুণ ভাড়ার লোভ দেখাইয়াছিল, তখনই মনে একটা খট্‌কা লাগিয়াছিল। যাহা হউক, সে উভয় আরোহীকে লইয়া গাড়ী জোরে হাঁকাইয়া দিল।

রস্তমজী গাড়ীতে উঠিয়াই কাশীনাথের উপরে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন; মধ্যে মধ্যে "হাঁ" "না" "হুঁ" এই রকম সংক্ষিপ্ত উত্তর পাইতে লাগিলেন। তাহাতে রস্তমজীর পরিতৃপ্তি হইল না—মনে মনে বড়ই অসন্তুষ্ট হইলেন; ভাবিলেন, "হইলেনই বা পিতৃবন্ধু; তা বলিয়া আমার উপরে এতটা কর্ত্তৃত্ব একান্ত অনুচিত। আমি বালক নহি—আমি বলিতেছি, বালক নহি, কিন্তু ইনি আমাকে তাহার বেশি কিছু মনে করেন না।"

মনের এই দুরবস্থা, শরীরের অবস্থাও তদ্রূপ, রস্তমজী বড় কাতর হইয়া পড়িলেন; অনাবৃত স্থানে দাঁড়াইয়া অনাবৃত মস্তকে অজস্র বৃষ্টিধারা উপভোগ করিয়াছেন, দ্বিতল হইতে কর্দ্দমাক্ত ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িয়াছেন,—পরিধেয় বস্ত্রাদি সিক্ত ও কর্দ্দমাক্ত, তাহার উপর গাড়ী যেমন সবেগে ছুটিয়াছে, তেমনই সবেগে শীতল বায়ু গাড়ীর মধ্যে হুহু শব্দে প্রবেশ করিতেছে—শীতে রস্তমজীর অস্থি চূর্ণ হইতে লাগিল।

ইচ্ছা করিয়াই যে কাশীনাথ রত্নমঞ্জীর কথায় বড় কর্ণপাত করিতেছিলেন না, তাহা নহে। প্রকৃতই তাঁহার মনের ভিতরে বড় গোলমাল বাধিয়া গিয়াছিল; তিনি হেলিয়া পড়িয়া বড় বড় পা দুখানি সম্মুখস্থ আসনের উপরে তুলিয়া দিয়া অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে ভাবিতেছিলেন, "রহস্যের উপরে রহস্যের অবতরণা, রহস্য ক্রমেই গভীর হইতেছে; তিনি এতক্ষণ যে সকল সূত্র সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থি রচনা করিতেছিলেন, আজিকার রাত্রের এই ঘটনায় সমুদয় শিথিল হইয়া গেল। তিনি দেখিলেন, এই রহস্যময় নাটকের প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রী—বর্জরজী, মাঞ্চারজী, রাজা বাঈ ও কমলা বাঈ। এই চরিত্র চতুষ্টয়ের বিশ্লেষণে তাঁহার বুদ্ধি ও কৌশলের কল্পদ্রুম স্বরূপ মস্তিষ্কও বিচঞ্চল হইয়া উঠিল। একান্ত অস্থির হইয়া তিনি স্থির করিলেন, ভাবিয়া কিছুই হইবে না; সমুদয় হাতে তুলিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে হইবে, সহজে এ সকল রহস্যের উদ্ভেদ হইবে না।"

অনতিবিলম্বে গাড়ীর চাকার শব্দ ঠেলিয়া কাশীনাথের বিকট নাসিকা গর্জ্জন ধ্বনিত হইতে লাগিল।

ক্রমে গাড়ী রত্নমঞ্জীর বাসার সম্মুখে আসিয়া লাগিল। কাশীনাথ আপনা হতেই জাগিয়া উঠিলেন। রত্নমঞ্জী নামিয়া পড়িলেন। এমন সময়ে দূরবর্ত্তী গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিল। সহসা কাশীনাথের স্মরণ হইল, এখনও তাঁহার আহার হয় নাই—ক্ষুধারও উদ্রেক হইয়াছে। বলিলেন, "তাই ত—অনেক রাত—কিছু আহারের আবশ্যক ছিল যে!"

রত্নমঞ্জী বলিলেন, "এখনও আপনার আহার হয় নাই—এত রাত্রে—"

বাধা দিয়া কাশীনাথ বলিলেন, "যাক্, সেজন্য তোমাকে মাথা

থামাইতে হইবে না—এখন আমি যা বলি, মনোযোগ দিয়া শুন, আমার হাতে এখন অনেক কাজ, খুব সম্ভব, পাঁচ-সাতদিন আমার দেখা পাইবে না। কিন্তু যে কয়দিন আমি না আসিতে পারি, তুমি খুব সাবধানে থাকিবে, মোটকথা বাসা হইতে একেবারে বাহির হইয়ো না।

রস্তমজী কি বলিতে যাইতেছিলেন, কাশীনাথ কোচ্‌ম্যানকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "জল্‌দী গাড়ী হাঁকাও।"

রস্তমজীর মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, কাশীনাথকে লইয়া গাড়ী সবেগে দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল।

## নবম পরিচ্ছেদ

### গুপ্ত পরামর্শ

একদা বর্জরজী ও মাঞ্চারজী নিজেদের বাসায় বসিয়া এইরূপ পরামর্শ করিতেছিল; মাঞ্চারজী বলিল, "এখন কি উপায়? আর ত চলে না। টাকা আমার চাই-ই চাই।"

"শীঘ্র যোগাড় হইবে।"

"আর কথায় কাজ নাই, আমি রাজা বাঈএর নিকট হইতে যাহা কিছু ফাঁকি দিয়া আনি, তাহার বেশীর ভাগ মহাশয়ের হাতেই যায়। আমাকে কি আপনি একেবারে নিরেট বোকা ঠাওরাইয়াছেন?"

"তুমি দিন রাত আমার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া নিজেরও সর্ব্বনাশ করিবে—আমারও সর্ব্বনাশ করিবে।"

"অত-শত আমি বুঝি না। তুমি হরেকজীর সমস্ত টাকা উড়াইয়াছ, নতুবা সে সব আমারই হইত।"

"আহা, মহাশয়ও কি দুই হাতে সে টাকা উড়ান নাই?"

"আমি সে সব জানি না। আমার টাকা চাই-ই চাই।"

"শীঘ্র পাবে।"

"ও কথায় আমি আর ভুলিতেছি না। আমাকে সব খুলিয়া বল, না হইলে আমি সব রাজা বাঈকে গিয়া বলিয়া দিব।"

ক্রোধে বর্জরজীর মুখ লাল হইয়া গেল। সে অতিকষ্টে আত্মসংযম করিয়া বলিল, "তবে শোন, হরমসজীর সমস্ত টাকাই আমাদের হইবে।"

মাঞ্চারজী বলিল, "কেমন করিয়া—সেইটা ব্যাখ্যা হউক।"

বর্জ্জরজী বলিল, "আমি শীঘ্রই কমলা বাঈকে বিবাহ করিব।"

মাঞ্চারজী লম্ফ দিয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, "কি!"

বর্জ্জরজী পুনরপি কহিল, "আমি শীঘ্রই কমলাকে বিবাহ করিব।"

মাঞ্চারজী হো হো শব্দে হাসিতে লাগিল। ক্রোধে বর্জ্জরজীর মুখ ভয়ানক হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে নিজ মনোভাব গোপন করিয়া সে বলিল, "ইহাতে হাসিবার কি আছে? কমলা বাঈএর সহিত আমার বিবাহ হইলে, হরমসজীর সমস্ত বিষয় আমারই হইবে।"

"আর আমি বেচারা, অশ্বের তৃণসংগ্রহে ব্যস্ত থাকিব!"

"যাহাতে তোমার টাকার অভাব না হয়, সে ব্যবস্থা আমি করিব।"

"মশাই গো, আপনি আমাকে কি চতুষ্পদ শ্রেণীভুক্ত মনে করেন?"

"কিসে বুঝিলে?"

"কেন? অবস্থাটা ঘুরাইয়া লওয়া হউক না কেন।"

"কি রকম?"

"বুঝিতে পারিতেছেন না? তবে বুঝাইয়া দিই। এই মনে করুন, আপনার যথেষ্ট বয়স হইয়াছে, আপনার বিবাহের বয়স আর নাই। না হয় আমিই কমলা বাঈকে বিবাহ করিলাম। আমি আপনার টাকার বন্দোবস্ত করিব—আপনি না-ই করিলেন?"

বর্জ্জরজী বলিল, "তোমার সহিত কমলা বাঈএর বিবাহ দিতে হরমসজী রাজী হইবে কেন?"

মাঞ্চারজী বলিল, "মহাশয়ের ন্যায় গুণবান্ সুপুরুষের সহিত বিবাহ দিতে সম্মত হইবেন, ইহার কারণটা শুনিতে পাই না কি?"

বর্জ্জরজী রুষ্ট হইয়া বলিল, "মাঞ্চারজী, তুমি কি আমার সহিত এই-রূপ ঝগড়া করিয়া সমস্ত কাজ পণ্ড করিবে?"

মাঞ্চারজী বলিল, "কাহার ইচ্ছা কাজ পণ্ড করে? তবে মহাশয়

আমাকে দিয়া কাজ হাসিল করিবেন, ভাগের বেলায় ষোল আনা নিজে লইবেন, আবার সুন্দরীটিকেও বিবাহ করিবেন, অথচ আমি নীরবে দাঁড়াইয়া দেখিব, এ যদি আপনি মনে ঠিক করিয়া থাকেন, তবে সেটা আপনার সম্পূর্ণ ভ্রম। আমি নিতান্ত ছেলেমানুষ নই—সব বুঝিতে পারি। আমিই কমলা বাঈকে বিবাহ করিব।"

"তোমার সহিত হরমসজী বিবাহ দিবে না।"

"মহাশয়ের সঙ্গে দিবে কেন ?"

"কারণ আছে—সময়ে দেখিতে পাইবে।"

"কারণ আমি শুনিতে চাই।"

"এখন বলিব না।"

"না বল—থাক, আমি আমার পথ দেখিব।"

"দেখ মাঞ্চারজী, আমি না থাকিলে তোমার কি দশা হইত, একবার ভাবিয়া দেখ। তুমি ঘোর কৃতঘ্ন। তোমাকে এখনও সাবধান হইতে বলিতেছি।"

মাঞ্চারজী আবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বর্জরজী এবার আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিল না। বলিল, "বটে! জান, যে দিন ইচ্ছা, সেইদিনই আমি তোমাকে জেলে পাঠাইতে পারি।"

মাঞ্চারজী তাহার কথায় কোন উত্তর না দিয়া বিকট উচ্চহাস্যে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল।

সহসা বর্জরজী লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "মূর্খ, দেখিতেছ না, কে আমাদের কথা শুনিতেছে," এই বলিয়া সবলে সে দ্বার উন্মুক্ত করিল। দেখিল, তাহার ভৃত্য ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে। তখন বর্জরজী সিংহবিক্রমে লম্ফ দিয়া গিয়া তাহার কেশাকর্ষণ করিল, সে কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল, "হুজুর, আমি ত কিছুই করি নাই।"

## দশম পরিচ্ছেদ

### বিঘ্ন

বর্জরজীর ভৃত্য মহা চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। বর্জরজী বলিল, "বেটা, চেঁচাবি ত মেরে হাড় গুঁড়া করিব।"

"হুজুর, আমি ত কিছুই করি নাই।"

"বেটা, তুই আমাদের কথা শুনিতেছিলি।"

"হুজুর না।"

"তবে দরজার কাছে কি করিতেছিলি?"

"হুজুর, আমি এইখান দিয়া যাচ্ছিলাম।"

"আমাদের কথা শুনিস্ নাই, ঠিক বলছিস্ বেটা?"

"ঠিক হুজুর।"

মাঞ্চরজী বলিল, "ও কি দরকারে শুনিবে?"

বর্জরজী ভৃত্যকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "হাঁ, এ বেটা নিতান্ত গাধা, আমার ভুল হইয়াছে," বলিয়া সে গৃহে প্রবিষ্ট হইল; তৎপরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। আবার দুই জনে বসিল। বর্জরজী বলিল, "আমাদের একটু সাবধানে থাকিতে হইয়াছে।"

মাঞ্চারজী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন—আমাদের কে সন্দেহ করে?"

"রস্তমজী বেটা ফাঁসী গেলে কোনই ভয়ের কারণ ছিল না। এখন একটু সাবধানে থাকা ভাল।"

"ওর সব সাক্ষী যোগাড় করিল কে?"

"আমি ত তোমার মত চক্ষু বুজে নাই।"

"কে ওর সাহায্য করিতেছে ?"

"এক বেটা বুড়ো মারাঠী, বলে ওর বাপের বন্ধু।"

"ঠিক কি তাই ?"

"সন্ধানে আছি।"

"যাই কর, আমার টাকা চাই।"

"দিন কত অপেক্ষা কর।"

"সে সব টাকা কি করিলে ? দুলাখ টাকা একদিনে উড়ে যায় না।"

"তোমার পাণ্ডিত্যের জন্যই আমাদের জেলে যাইতে হইবে।"

"আমি কেন যাইব ? যেতে হয় তুমি যাবে।"

"বটে ?"

"নয় কেন ? আমি কি করিয়াছি ? কেবল তোমাকে সন্ধান বলে দিয়াছিলাম।"

"দিন রাত ঝগড়া কর কেন ?"

"দায়ে পড়ে করি। ভাগ্যিস্ আমি রতনের বাড়ী গিয়াছিলাম,—কত কষ্টে তাহাকে বুঝাইয়াছিলাম যে, রত্নমজী আর তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় যত্ন করে না—তাহা আমিই জানি——"

"সে সব কথায় দরকার কি ?"

"দরকার এই যে——"

বাধা দিয়া "তুমি একটা প্রকাণ্ড গাধা," বলিয়া বর্জরজী সক্রোধে উঠিয়া দাঁড়াইল।

এই সময়ে কে দ্বারে ঘা দিল।

বর্জরজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ওখানে ?"

বাহির হইতে উত্তর হইল, "হুজুর আমি।"

বর্জরজী সক্রোধে বলিল, "দূর হ বেটা—এখান থেকে।"

ভৃত্য কহিল, "হুজুর, একখানা পত্র।"

পত্রের কথা শুনিয়া বর্জরজী দ্বার খুলিল। ভৃত্য তাহার হাতে একখানা পত্র দিয়া বলিল, "ডাকহরকরা এই পত্র এখনই দিয়ে গেল।"

বর্জরজী পত্র লইয়া খুলিল। একবারমাত্র পত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া ভৃত্যকে বলিল, "যা বেটা এখান থেকে।"

সে ছুটিয়া পলাইল।

বর্জরজী আবার দ্বার বন্ধ করিল। গম্ভীরভাবে মাঞ্চারজীর নিকটে আসিয়া তাহাকে পত্র দিয়া বলিল, "দেখ।"

পত্র পাঠ করিয়া মাঞ্চারজীর মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল। সে ব্যাকুলভাবে কহিল, "উপায়?"

পত্রখানি এই ;—

"স্নেহাস্পদ মাঞ্চার,

তোমরা যে লোক পাঠাইয়াছ, তাহার মুখে সকল কথা শুনিলাম তোমাদের এতদিন কোন সংবাদ না পাইয়া আমি বড়ই ভাবিত হইয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম যে, তোমরা বোম্বের আমোদ-প্রমোদে এ বুড়ীকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছ। তাঁহা কি কখনও হয়? তোমরা আমাকে বোম্বে লইয়া যাইবার জন্য যে লোক পাঠাইয়াছ, তিনি বড় ভদ্রলোক। আমি তাঁহার সহিত আজ রাত্রের গাড়ীতে বোম্বে রওনা হইব। তোমাকে যতদিন না দেখিতে পাইতেছি, ততদিন আমার প্রাণে শান্তি নাই। চারিদিনের দিন বোম্বাই পৌঁছিব—ষ্টেশনে থাকিয়ো।

তোমার স্নেহময়ী—

মা।"

বর্জরজী কথা কহে না দেখিয়া মাঞ্চারজী বলিল, "এখান থেকে লোক তাহাকে আনিতে গিয়াছে, কি সর্ব্বনাশ !"

বর্জরজী ধমকাইয়া বলিল, "আরে মুর্খ, বুঝিতে পারিতেছ না, পুলিস আমাদের কথা জানিতে পারিয়াছে? পুলিসের লোকেই তাকে আনিতেছে।"

মাঞ্চারজী বলিল, "পুলিস কিরূপে জানিবে?"

বর্জরজী বলিল, "পুলিস অনেক কথাই জানিতে পারে—আর এক মিনিটও দেরী করিবার সময় নাই।"

"তবে উপায়?"

"যদি বাঁচিতে চাও, আমি যতক্ষণ না ফিরি, কোথাও যাইও না, কাহারও সহিত দেখা করিও না।"

"তুমি কোথায় যাইতেছ?"

"পরে বলিব।"

"বুঝিয়াছি; টাকা-কড়ী লইয়া আমাকে পুলিসের হাতে ফেলিয়া পলাইতে চাও।"

"গাধা, তোমার জন্যই এ বিপদ্ ঘটিয়াছে," বলিয়া বর্জরজী সত্বর গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল। মাঞ্চারজীও তাহার অনুসরণ করিতেছিল, কিন্তু কি ভাবিয়া গৃহমধ্যে আসিয়া বসিল।

দূরে দাঁড়াইয়া ভৃত্য এ দৃশ্য দেখিতেছিল। সে মনে মনে বলিল, "ভায়াদের লীলা-খেলা এবার শেষ হয়ে এসেছে।"

## একাদশ পরিচ্ছেদ

### বিপদ-সাগরে

সেখান হইতে বর্জরজী বরাবর হরমসজীর বাড়ীতে আসিল। বৃদ্ধ লালুভাই যে তাহার অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহা সে জানিতে পারে নাই।

বর্জরজী জানিত, এই সময়ে হরমসজী নীচে আফিস ঘরে থাকেন; সুতরাং রাজা বাঈএর সহিত তাহার গোপনে সাক্ষাতের সুবিধা হইল।

বর্জরজীকে দেখিয়াই অভাগিনী রাজা বাঈএর হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি সভয়ে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন।

বর্জরজীর বাজে কথা কহিবার সময় ছিল না। একেবারে কাজের কথা পাড়িল, "আমি বিশেষ কাজে আজ আপনার কাছে আসিয়াছি।"

রাজা বাঈ ম্লানমুখে কহিলেন, "বলুন।"

বর্জরজী কহিল, "আপনার মাঞ্চারজীকে লইয়া আমি বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি। আপনি যে টাকা দিয়াছেন, সে সমস্তই ইঁহার মধ্যে উড়াইয়া দিয়াছে—এক পয়সাও নাই।"

রাজা বাঈ কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "এত টাকা কেমন করিয়া এত শীঘ্র গেল?"

"খরচ করিলে কতদিন থাকে?"

"আমাকে এখন কি করিতে বলেন?"

"টাকা চাই।"

"আমার হাতে আর এক পয়সাও নাই।"

"এ রকমে কত দিন চলিবে? টাকা চাই। সে 'টাকা' 'টাকা' করিয়া আমাকে পাগল করিল। আমি আপনার মাঞ্চারজীর জন্য আর কি করিব? দেখিতেছি, আমাকে সকল কথা হরমসজীকে বলিয়া তাঁহারই সাহায্য চাহিতে হইল।"

ব্যাধের উদ্যত শর দেখিয়া হরিণীর যেরূপ সন্ত্রস্ত ভাব হয়, বর্জরজীর কথায় রাজা বাঈএর মনের অবস্থা সেইরূপ হইল।

রাজা বাঈ বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন। বোধ হইল, যেন তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

দুরাত্মা বর্জরজীর পাষাণ হৃদয়, ইহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। সে বলিল, "ইহার একমাত্র উপায় আছে।"

জলমগ্ন ব্যক্তি সামান্য তৃণ পাইলে তাহা যেরূপ ব্যাকুলভাবে ধারণ করে, সেইরূপ বর্জরজীর কথায় আশ্বস্ত হইয়া অভাগিনী রাজা বাঈ বর্জরজীর দিকে চাহিলেন। কাতরভাবে বলিলেন, "আর যদি কোন উপায় থাকে বলুন।"

"ইহার একমাত্র উপায়, আমার সহিত কমলা বাঈএর বিবাহ——"

সহসা সম্মুখে বজ্রপাত হইলে যেরূপ লোক চমকিত হইয়া উঠে, রাজা বাঈএরও সেইরূপ হইল। তিনি বলিলেন, "না না—আমি আমার পাপের জন্য নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, প্রাণ থাকিতে মেয়েকে সে যন্ত্রণায় ফেলিব না।"

বর্জরজী কহিল, "আমার সহিত তাহার বিবাহ হইলে তাহার নরক-যন্ত্রণা ভোগ হইবে কেন? আমি তাহাকে ভালবাসি।"

সহসা রাজা বাঈ উঠিয়া বলিলেন, "না যথেষ্ট হইয়াছে, আর না। আর এ যন্ত্রণা ভোগ করিব না। আর তোমার মত দুরাত্মা রাক্ষসের করকবলিত হইয়া থাকিব না। আমি আজই ইহার একটা প্রতীকার করিব।"

ভ্রূকুটিকুটিল মুখে বর্জরজী কহিল, "সে আপনার ইচ্ছা। প্রথম থেকেই আমার সকল কথাতেই আপনি এইরূপ আপত্তি করিয়া আসিতেছেন, শেষে আমার কথা শুনিতে হইয়াছে।"

"আর শুনিব না।"

"তাহাই ত বলিতেছি, সে আপনার ইচ্ছা—অভিরুচি। তবে এটা স্থির যে, আমি কমলাকে বিবাহ করিব। পিতা সাগ্রহে কন্যা সম্প্রদান করিবেন।"

"কন্যাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিবেন, তবুও তিনি তোমার সঙ্গে বিবাহ দিবেন না।"

"সেটা আপনার ভুল। আমি তাঁহাকে রাজী করিব। দেখিবেন, তিনি আপত্তি করা দূরে থাক, বরং আহ্লাদিত হইবেন।"

"আমি কিছুতেই এ বিবাহ হইতে দিব না।"

"সেটাও আপনার ভুল। অন্য আর কোন উপায়ে টাকা পাইবার সম্ভাবনা নাই। কমলার সহিত আমার বিবাহ হইলে আমাদের আর টাকার কোন ভাবনা থাকিবে না। কেবল আমি একার জন্য বলিতেছি না, আপনার মাঞ্চারজীরও আর কোন অভাব হইবে না।"

"প্রাণ থাকিতে আমি তোমার মত রাক্ষসের সহিত কমলার বিবাহ দিব না।"

"সে আপনার গুরুতর ভুল। আমার সহিত কমলার বিবাহ হইবে। আমি বলিতেছি, আমি তাহাকে বিবাহ করিবই।"

"সে করিবে না।"

"তা আমি দেখিয়া লইব। আগে তাহার মত লইব—তাহার পর হরমসজীর নিকট এই বিবাহ প্রস্তাব করিব।"

"আমি আর তোমাকে ভয় করি না।"

"সে আপনার অভিরুচি। যখন আপনি আমার সদুপদেশে কর্ণপাত করিতেছেন না, তখন আমাকে হরমসজীর নিকটেই যাইতে হইল। তাঁহাকে বলিব, আপনার গুণবতী ভার্য্যার গুপ্ত প্রণয়ের——"

রাজা বাঈ দাঁড়াইয়াছিলেন, কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্তের উপক্রম হইল, মাথা ঘুরিতে লাগিল—তিনি উন্মাদিনীর ন্যায় বর্জরজীর পদপ্রান্তে পড়িলেন। বলিলেন, "দয়া কর—তোমার প্রাণে কি একটুও দয়া নাই!"

বর্জরজী ধীরে ধীরে পা সরাইয়া লইয়া বলিল, "আপনি একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিবেন, আমি ভালই বলিতেছি। আপনি আপত্তি করুন, আর নাই করুন—আমি কমলাকে বিবাহ করিবই। আমি এখন চলিলাম, কাল দেখা করিব। আমি নিশ্চয়ই জানি, কাল আপনিও আমার এ প্রস্তাবে সম্মত হইবেন।"

এই বলিয়া বর্জরজী বিদায় হইল। কম্পিত পদে রাজা বাঈ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তিনি পড়িয়া যাইতেছিলেন, সাম্‌লাইয়া নিকটস্থ কোচে বসিয়া পড়িলেন।

পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ হইতে আর দুইজনে এই দৃশ্য দেখিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন ধীরে ধীরে সেই গৃহে প্রবেশ করিল।

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

### রতন বাঈ সম্বন্ধে

যে আসিল, সে আর কেহ নহে—কমলা বাঈ। তাহাকে দেখিয়া হতভাগিনী রাজা বাঈ অতিকষ্টে আত্মসংযম করিয়া উঠিয়া বসিলেন। অতি কষ্টে তিনি নিজ মনোভাব গোপন করিবার প্রয়াস পাইলেন—কিন্তু পারিলেন না। কমলা বাঈ ধীরে ধীরে মাতার পদপ্রান্তে আসিয়া বসিল। সজলনয়নে বলিল, "মা, আমি সব শুনিয়াছি—সব জানিয়াছি, আগে হইতেই আমি সব জানিতাম।"

রাজা বাঈ আর আত্মসংযমে সক্ষম হইলেন না। কাঁদিয়া বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিলেন। কমলা বাঈ বলিল, "এই কয়েক মাস হইতে আমি তোমার যাতনা দেখিতেছি,—মনের আগুন গোপন করিতে গিয়া, তুমি তিল তিল করিয়া পুড়িয়া মরিতেছ। মায়ের এত যন্ত্রণা কি মেয়ের প্রাণে সহ্য হয়? তোমার যদি অসহনীয় কষ্টই হইল, তবে আমার বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? মা, আমি বর্জরজীকে বিবাহ করিব।"

রাজা বাঈ উন্মত্তার ন্যায় কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। ব্যাকুল ভাবে বলিলেন, "না—না—না—তুই তাকে জানিস্ না।"

"বেশ জানি। তবুও আমি তাহাকে বিবাহ করিব।"

"না—না—না—কিছুতেই না।"

"তাহা না করিলে লোকের নিকটে—সমাজে আমাদের মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না, এই সকল ভয়ানক কথা প্রকাশ হইলে

বাবার মাথা হেঁট হইবে—আমাদের দেখাইয়া লোকে হাসিবে—কুচরিত্রা বলিবে—আমাদের বাঁচিয়া থাকিয়া ফল কি?"

"না—না—না—তুই তাহাকে জানিস্ না। আমি মরিতেছি—প্রাণ থাকিতে কখনই তোকে এ বিবাহ করিতে দিব না।"

"আমার কোন কষ্ট হইবে না। আমাদের বংশের মান-সম্ভ্রম রক্ষা করা আমার কি কর্ত্তব্য নয়? যদি ইহা না পারি, তবে আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।"

"কমলা আর তুই আমাকে কষ্ট দিস্ না। যথেষ্ট কষ্ট পাইয়াছি।"

"যাহাতে তোমার আর কষ্ট না থাকে, তাহাই করা আমার কাজ।"

"তুই তাহাকে জানিস্ না—সে রাক্ষস।"

"আমি জানি।"

"সে কেবল টাকা পাইবার জন্য তোকে বিবাহ করিতে চায়।"

"তাহাও আমি জানি।"

"আমি কোন্ প্রাণে তোকে তার হাতে দিব "

"মা, তাহা না হইলে আমাদের আর মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না। লোকে তোমায় কুচরিত্রা বলিলে আমি কি বাঁচিব? আমি কি আত্মহত্যা করিব না? বাবা এ কথা শুনিলে কি করিবেন কে জানে! এই দুরাত্মা আমাকে পাইলেই যদি আমাদের মান-সম্ভ্রম রক্ষা হয়, তাহা হইলে তাহা করা কি আমাদের উচিত নহে?"

এই বলিয়া কমলা বাঈ বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে কয়েকখানি অলঙ্কার বাহির করিয়া জননীর সম্মুখে রাখিল।"

রাজা বাঈ সেই গহনা কয়েকখানি দেখিয়া এত চমৎকৃত হইল যে, সেখানে কয়েকটা উদ্যতফণা সর্পকে দেখিলেও বোধ হয়, তেমন হইতেন না। ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কমলা, এ গহনা কোথায় পাইলে?"

কমলা বলিল, "আমি সব জানি। তোমার গায়ে একখানাও গহনা

নাই, বাবা যদি কোন দিন গহনার খোঁজ করেন, সকলই প্রকাশ হইয়া যাইবে—সর্ব্বনাশ হইবে—এই ভয়ে আমি মাঞ্চারজীর নিকট হইতে গোপনে বন্ধকী রসিদ আদায় করিয়া, নিজের কয়েকখানি গহনার বদলে এই কয়েকখানি গণেশ মল্লর নিকট হইতে ছাড়াইয়া আনিয়াছি। এইগুলি তুমি সর্ব্বদা পরিতে—এইগুলি আগে দরকার।"

রাজা বাঈ ব্যাকুলভাবে কাঁদিয়া উঠিলেন। কমলা সেদিকে না চাহিয়া বলিতে লাগিল, "আমার জীবন কি—আমার সুখ-দুঃখ কি—হায়, শেষে আমার সবই গেল—আমি মরিতে বসিয়াছি—মরিব!"

কমলাও আর আত্মসংযম করিতে পারিল না—কাঁদিয়া উঠিল।

এই সময়ে আর একটি সুন্দরী আসিয়া ধীরে ধীরে কমলার পার্শ্বে বসিল। সস্নেহে তাহার হাত ধরিল। এবার যে আসিল—সে রতন।

রতন আসিয়া পার্শ্বে বসিয়া কমলার হাত ধরিলে কমলা হৃদয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা বল পাইল। কমলা সত্বর চোখের জল মুছিল। বলিল, "মা, আমি কাহারই কথা শুনিব না,—আমি বর্জরজীকে বিবাহ করিব। আমি নিজেই তাহাকে আজই পত্র লিখিব।"

"না—না—আমি বাঁচিয়া থাকিতে না," বলিয়া রাজা বাঈ চমকিত হইয়া কমলার দিকে চাহিলেন। তাঁহার পার্শ্বে রতন বাঈকে দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার শিরার সমস্ত শোণিত যেন রুদ্ধ হইয়া গেল। তাঁহার কণ্ঠ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইল না।

কমলা বলিল, "রতন সকলই জানে। মা, রতন আমার আর দাসী নয়। রতন রস্তমজীকে রক্ষা করিয়াছে—রতন এখন হইতে আমার বোন। সে সকলই জানে—তাহার জন্য তোমার ভয় নাই। বরং আমার মুখ হইতে কথা বাহির হইতে পারে—তাহার মুখ হইতে কখনও একটি কথা বাহির হইবে না।"

রতন ধীরে ধীরে আসিয়া রাজা বাঈএর পদপ্রান্তে বসিল। তাঁহার হাত দুইখানি ধরিল। বলিল, "মা, এই দুরাত্মার দণ্ড দেওয়া কি আমাদের উচিত নয়?"

রাজা বাঈ ব্যাকুলভাবে তাহার দিকে চাহিলেন; তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারে অশ্রু বহিতে লাগিল।

রতন বাঈ বলিল, এই রাক্ষসের সহিত কমলার বিবাহ হইবে না। তাহার পূর্ব্বেই ইহার সমুচিত দণ্ড হইবে। আপনি অধীর হইবেন না। নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি বলিতেছি, এই বিবাহ কিছুতেই হইবে না। কমলার সহিত রস্তমজীরই বিবাহ হইবে।"

শেষের কয়েকটি কথা এরূপভাবে রতনের কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল যে, কমলা চমকিত হইয়া তাহার দিকে চাহিল।

রতন বাঈ বলিল, "কমলা জানেন, আমাদের এক বৃদ্ধ মারাঠী বন্ধু আছেন। ইনি রস্তমজীর পিতার বন্ধু ছিলেন। নাম কাশীনাথ নায়েক। ইনিই রস্তমজীকে রক্ষা করিয়াছেন। আমি এখনই তাঁহার নিকট যাইতেছি। তিনি আমাদের সকলকেই রক্ষা করিবেন।"

এই বলিয়া রতন গমনোদ্যত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজা বাঈ ত্রস্তভাবে বলিলেন, "তোমার কথায়, আমি কেন জানি না, আমার প্রাণে আবার আশার সঞ্চার হইতেছে। বাছা, তুমি ত দাসী নও— তুমি কে?"

"মা, যদি সময় পাই, একদিন বলিব," বলিয়া রতন সত্বর সেথান হইতে প্রস্থান করিল।

তখন মা ও মেয়ে উভয়ে উভয়ের গলা জড়াইয়া আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। চক্ষের জলে অনেক সময়েই প্রাণের জ্বালার অনেক লাঘব হয়।

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

### দুরভিসন্ধি

এদিকে বর্জরজী নিম্নে আসিয়া হরমসজীর সহিত সাক্ষাৎ করিল।

তাঁহাদের উভয়ের বহুক্ষণ ধরিয়া কথোপকথন হইল। তৎপরে বর্জরজী আফিস হইতে বাহির হইয়া গেল। সেখান হইতে বাসায় ফিরিল। দেখিল, মাঞ্চারজী চেয়ারে বসিয়াই নিদ্রা যাইতেছে।

বর্জরজী অতিশয় ঘৃণার সহিত তাহার দিকে চাহিল। বলিল, "এমন অপদার্থ জীব লইয়াও আমাকে কাজ করিতে হইতেছে! ইচ্ছা করিলে এখনই ইহাকে সরাইতে পারি; কিন্তু ইহাকে সরাইলে পাছে রাজা বাঈ গোল করে, তাহাই পারিতেছি না। থাক তুমি, আরও দিন কতক।" বলিয়া সে সবলে মাঞ্চারজীকে নাড়া দিল। মাঞ্চারজী চমকিত হইয়া জাগিয়া উঠিয়া বসিল। ঘুমের ঘোরে প্রথমে কিছু বুঝিতে পারিল না।

বর্জরজী ঘৃণাভরে বলিল, "ঘুমাইবার সময়ই বটে!"

মাঞ্চারজী বলিল, "কি করিতে হইবে বল।"

বর্জরজী বলিল, "ভাল কথা শুনিবার অবস্থা আছে কি?"

"কেন থাকিবে না।"

"তবে শোন, পুলিস আমাদের পশ্চাতে লাগিয়াছে। একটু অসাবধান হইলেই তুমিও মরিবে, আমিও মরিব।"

"উপায় কি?"

"আমার কিছু করিতে পারে, এমন পুলিস এখনও জন্মায় নাই।"

"তাহা জানি।"

"যদি কোন বিপদ্ হয়, তোমার মূর্খতার জন্যই হইবে।"

"যাহা বলিতেছ, তাহাই ত করিতেছি।"

"এখন আর ঝগড়া মারামারি করিবার সময় নাই। তাহা হইলে মারা যাইবে।"

"বল, কি করিতে হইবে।"

"আমাদের বাঁচিবার একমাত্র উপায় আছে।"

"কি ?"

"কমলাকে আমার বিবাহ করা।"

"সে ত আগেই শুনিয়াছি।"

"আমার সঙ্গে কমলার বিবাহ হইলে হরমসজী তখন বাধ্য হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। তাঁহার ধন মান ক্ষমতা তিনই আছে, তিনি আমাদের সহায় থাকিলে কে আমাদের কি করে ?"

"সুন্দর বন্দোবস্ত, তার পর ?"

"ঠাট্টা—দেখ নিজেই মারা যাইবে, আমার কিছুই হইবে না।"

"ঠাট্টা করিতেছি না—তাহার পর কি বন্দোবস্ত, তাহারই আজ্ঞা হউক।"

"সেই বুড়ী মাগী পুলিসের হাতে পড়িয়াছে——"

"সে আমার মা—এই বুঝিয়া তাহার সম্বন্ধে কথা বলিয়ো।"

"পুলিসের হাত থেকে তাকে সরাইতে হইবে—নতুবা আমাদের সমূহ বিপদ্।"

"সে রওনা হইয়াছে—এখন তাহাকে কোথায় পাইবে ? তাহাকে এখানে পৌঁছিতে দাও।"

"এখানে একবার পৌঁছিলে তাহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ করা

অসম্ভব। তাহা হইলে তাহাকে তখন একেবারে উড়াইয়া দিতে হইবে। তখন তাহাকে আমরা একেবারে চিনিব না।”

“বটে? তিনি আমার মা।”

“সেইজন্য আমি আজই রওনা হইব। পথে কোন ষ্টেশনে থাকিব, কলিকাতার গাড়ী সেই ষ্টেশনে আসিলে তাহাকে সরাইব।”

“তাহা হইলে মহাশয় আজই রওনা হইবেন। হুঁ, বুঝিয়াছি, মহাশয় টাকাগুলি লইয়া চম্পট দিতেছেন। আর এই গরীব বেচারা এখানে থাকিয়া জেলে যাক্।”

বর্জরজীর ঘোরতর রাগ হইল। বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে এক তাড়া নোট মাঞ্চারজীর ক্রোড়ে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, “এমন জানোয়ারকে লইয়াও আমাকে চলিতে হইতেছে! এই সমস্ত টাকা তোমার কাছেই রহিল। এখন যদি মরিতে না চাও ত, যাহা বলি শোন।”

মাঞ্চারজী বলিল, “মহাশয় গো, রাগ করিবেন না। সমান সমান বিপদ্—টাকার সময় সমান সমান ভাগ হইলেই আর বিবাদ-বিসম্বাদ হয় না।”

“টাকা আমার যথেষ্ট হইবে—সব টাকাই ত তোমাকেই রাখিতে দিলাম।”

“উত্তম বন্দোবস্ত! এখন আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।”

“আমি এখনই রওনা হইতেছি। যেমন করিয়া হয়, তোমার মাকে পুলিসের হাত হইতে সরাইতে হইবে।”

“উচিত বটে, কিন্তু সে কি এতক্ষণ সব কথা বলিয়া ফেলে নাই?”

“বলুক—পুলিস তাহাকে খুঁজিয়া না পাইলে কিছুই করিতে পারিবে না।”

"তাহাকে সরাইবে কেমন করিয়া।"

"দেখি পুলিস কত বুদ্ধি ধরে।"

"আমি জানি, তোমার অসাধ্য কাজ কিছুই নাই।"

"এখানে খুব সাবধানে থাকিবে। কাহারও সঙ্গে দেখা করিয়ো না। রাজা বাঙ্গীএর সহিত যেমন দেখা করিতে তেমনি করিয়ো। তাহাদের কাহাকেও কোন কথা বলিয়ো না। তবে আমি এখন রওনা হইলাম।"

"আচ্ছা।"

বর্জরজী প্রস্থান করিলে মাঞ্চারজী বলিল, "আমার গুণধর খুল্ল-তাত মহাশয় আমাকে একটি জানোয়ারই মনে করিয়াছেন। এখন টাকাগুলি হস্তগত হইয়াছে—আর এখানে তিলার্দ্ধ দেরী করা উচিত নয়—সরিয়া পড়াই কর্ত্তব্য। খুল্লতাত মহাশয় ফিরেন ত ভাল। আমি ইহাঁর মধ্যে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া লই। তিনি আসিয়া দেখিবেন, খাঁচা খালি। হা—হা—হা!"

এই বলিয়া মাঞ্চারজী একটা বিকট হাস্য করিয়া উঠিল। ভৃত্য দ্বারের পার্শ্বে থাকিয়া সকল কথা শুনিতেছিল; এখন সে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে সরিয়া গেল।

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

### রহস্যের আর একটুকু

একদিন অত্যন্ত ক্ষুণ্নমনে দাদাভাস্কর কীর্ত্তিকরের নিকটে আসিয়া বলিলেন, "গুরুদেব যা করেন, তার উপর কথা নাই—আমার কেস্‌টী একেবারে মাটি হয়ে গেল।"

সেখানে বৃদ্ধ লালুভাইও বসিয়াছিলেন, তিনি দাদাভাস্করের মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিলেন। কীর্ত্তিকর বলিলেন, "কেন হে?"

দাদাভাস্কর বলিলেন, "আর কেন, আপনি অনর্থক বিলম্ব কর্‌ছেন?"

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "কি করিতে বল।"

দাদাভাস্কর বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "বলি, আমার মাথা আর মুণ্ড।"

কীর্ত্তিকর হাসিয়া বলিলেন, "ও! তোমাকে আজ যে ভারি উষ্ণ দেখিতেছি।"

দাদা। পিঠের দুপর্দ্দা চামড়া উঠে গেলে সকলেই উষ্ণ হয়। বেটারা নড়ে চড়ে, আর তেড়ে এসে মার লাগায়—যেন কোম্পানীর নাগড়া পেয়েছে। আর দিন কত এই রকম চাকরী বাজায় রাখ্‌তে হলে, চট্ করে ভবলীলাটা সাঙ্গ হয়ে যাবে।

কীর্ত্তি। আজ-কাল বড় বাড়াবাড়ী নাকি?

দাদা। বেজায়—বেটারা যেন সাপের পাঁচ পা দেখেছে—এমন বিদকুটে বদ্‌মায়েস আমি আমার বয়সে আর কখনও দেখি নাই।

কীর্ত্তি। এই ত বয়স তোমার সাতাশ আটাশ, এখনও অনেক দিন পড়িয়া আছে। এই পুলিস লাইনে থাকিলে ইহার অপেক্ষাও আরও অনেক ভারি ভারি বদমায়েস দেখিতে পাইবে।

দাদা। সেজন্য দাদাভাস্কর প্রস্তুত আছে, কিন্তু এখন এ দুই ব্যাটাকে গ্রেপ্তার করে চালান দিন্।

কীর্ত্তি। ভয় নাই, আর কাহাকেও চালান দিতে হইবে না।

দাদা। কেন ?

কীর্ত্তি। তোমার মাম্‌লা জিত হইয়া গিয়াছে। তোমার কাজ ভগবান্ করিয়া দিয়াছেন।

দাদা। আপনি ত সকল সময়ই আমাকে উপহাস করেন।

"উপহাস নয়—এই দেখ," বলিয়া কীর্ত্তিকর দাদাভাস্করের হস্তে একখানি পত্র দিলেন।

দাদাভাস্কর পত্রখানি পড়িলেন ;—

"মাননীয় পুলিস কমিশনার সাহেব,

বোম্বাই।

মহাশয়,

আমার ব্যাঙ্কের সিন্দুক হইতে এক লক্ষ টাকা চুরি যায়। সেই চুরির জন্য আপনার কর্ম্মচারিগণ আমার খাতাঞ্জী রস্তমজীকে গ্রেপ্তার করেন ; কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না থাকায় তাঁহাকে খালাস দেওয়া হয়।

আপনাকে আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, ঐ টাকা একেবারেই চুরি যায় নাই। বোধ হয়, ভুলক্রমে রস্তমজী নোটগুলি সিন্দুকের উপর রাখিয়া সিন্দুক খুলিয়াছিলেন। ডালা তুলিবার সময় ঐ নোটের তাড়া সিন্দুকের পাশে পড়িয়া যায়। যে কারণেই হউক, রস্তমজী মনে

করিয়াছিলেন যে, তিনি নোট সিন্দুকের মধ্যে রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু সেটা তাঁহার ভুল, এখন দেখিতে পাইতেছি।

আজ ঐ সিন্দুক রং করিবার জন্য সরাইলে নোটের তাড়া সিন্দুকের পাশ হইতে পাওয়া গিয়াছে। রস্তমজী যে বৃথা নানা কষ্ট পাইয়াছেন, ইহাতে আমি প্রাণে বড়ই কষ্ট পাইয়াছি। আপনাদিগকেও অনর্থক কষ্ট দিয়াছি বলিয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি।

কিন্তু আমি ইচ্ছা করিয়া এরূপ করি নাই, ইহা অবগত হইয়া আপনি ও আপনার সুদক্ষ কর্ম্মচারিগণ সকলেই আমাকে নিশ্চয়ই অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করিবেন। এ চুরি সম্বন্ধে আর আপনাদের কোন কষ্ট পাইতে হইবে না। আমি আমার টাকা পাইয়াছি।

বশম্বদ

হরমসজী—ব্যাঙ্কার

এলফিনষ্টোন সারকেল।

বোম্বাই।"

কীর্ত্তিকর হাসিয়া বলিলেন, "দেখিলে দাদাভাস্কর, উপহাস করিতেছিলাম কি ? ভগবান্ তোমার কেস মিটাইয়া দিয়াছেন।"

দাদা। কিছুই বুঝিলাম না।

কীর্ত্তি। এই চিঠীখানি বাহির করিলে তোমার আসামীকে তখনই বেকসুর ছাড়িয়া দিতে হইত। তাঁহার নিকট কোন কথাই জানিতে পারিতে না।

দাদা। তবে কি এ কেস এই পর্য্যন্ত ?

কীর্ত্তি। কাজেই। তুমি একটা দায় হইতে উদ্ধার পাইলে।

দাদা। সরকারী চাকরী, এখনই ত আবার একটা ঘাড়ে চাপিবে।

কীর্ত্তি। বসিয়া বসিয়া প্রতিমাসে ১লা তারিখে মাহিনা পকেটস্থ করিতে পারিলেই খুব খুসী—না?

দাদা। আপনি যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন। সে কথা যাক্, হরমসজী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কি আপনি বিশ্বাস করেন?

কীর্ত্তি। আমি ত পাগল হই নাই।

দাদা। তিনি তবে এ চিঠী কেন লিখিলেন? লাখ টাকা চুরি গেল—আর টাকা না পাইয়া চুপ্ করিয়া থাকিবেন। বোধ হয়, টাকা পাইয়াছেন।

কীর্ত্তি। এক পয়সাও নয়।

দাদা। ( সবিস্ময়ে ) তবে?

কীর্ত্তি। তবে? পরে জানিতে পারিবে।

বৃদ্ধ লালুভাই বলিলেন, "এই ত্রিশ বৎসর ডিটেক্‌টিভ ডিপার্টমেণ্টে চাকরী করিতেছি—চুল পাকিয়া গেল; এই চুরি আর খুনের মত গোলযোগে ব্যাপার আর কখনও দেখি নাই। যাই হোক, দাদাভাস্কর ভায়া নিষ্কৃতি পাইলেন—আমি কবে যে এ পাপ মোকদ্দমার হাত হইতে এড়াইব; তাহা ভগবান্ জানেন।"

কীর্ত্তি। ভয় নাই। আপনার আসামী শীঘ্রই ধরা পড়িবে, সাজাও পাইবে। আসুন, এখন তিন জনে মিলিয়া এই খুনের তদন্ত করা যাক্। আরও শুনিয়াছেন, হরমসজী বর্জরজীকে কন্যা সম্প্রদান করিবেন। ইহার ভিতরেও গভীর রহস্য আছে। ইহারও তদন্ত দরকার—রহস্য ক্রমেই গভীর হইতেছে।

লালুভাই বলিলেন, "তাহা হইলে আমাদের অনুমান ঠিক।"

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

## বেনামী পত্র

প্রায় সপ্তাহ পরে হঠাৎ একদিন কাশীনাথ আসিয়া উপস্থিত। রস্তমজী তাঁহাকে বসিতে আসন দিয়া কুশল প্রশ্ন করিলেন।

কাশীনাথ বলিলেন, "আমার কুশল সংবাদের জন্য ব্যস্ত হইবার আবশ্যকতা নাই। এই কয়দিন তুমি কি করিয়াছ, একটা হিসাব দাও দেখি। কোন নূতন খবর আছে কি?"

রস্তমজীর মুখ সহসা লাল হইয়া উঠিল। ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন, "আমি একটা বড় দুষ্কর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছি—কাজটা নির্ব্বোধের মত——"

কাশীনাথ বাধা দিয়া বলিলেন, "গৌরচন্দ্রিকা রাখ, কি করিয়াছ বল।"

রস্তমজী বলিলেন, "আমি একখানা সংবাদ পত্রে দেখিতে পাইলাম, বর্জরজীর সহিত কমলার বিবাহ হইবে; আমি হরমসজী সাহেবকে একখানা বেনামী চিঠী দিয়াছি; লিখিয়াছি, মাঞ্চরাজীর সহিত তাঁহার স্ত্রীর——"

বাকীটা রস্তমজী শেষ করিতে পারিলেন না, ঠিক সেই সময়ে কাশীনাথের দৃঢ়মুষ্টি টেবিলের উপরে সশব্দে পড়িল, এবং টেবিলের উপরিস্থিত জিনিষগুলা ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল। রস্তমজী চাহিয়া দেখিলেন, নায়েক মহাশয়ের প্রফুল্ল মুখকান্তি প্রাবৃট-প্রদোষের মেঘের মত গম্ভীর হইয়াছে।

কাশীনাথ বলিলেন, "কি ভয়ানক বোকামী—একদিনে একেবারে সব মাটি করিয়া দিলে!" আর কিছু না বলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া

কাশীনাথ উঠিয়া পড়িলেন; এবং অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে গৃহমধ্যে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পদক্ষেপে গৃহতল ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। রস্তমজী কাশীনাথের এমন বিচলিত ভাব আর কখনও দেখেন নাই।

সহসা কাশীনাথ থামিয়া, ফিরিয়া কঠিনকণ্ঠে রস্তমজীকে সক্রোধে বলিলেন, "তুমি কেন বালকের মত, বোকার মত, মূর্খের মত এমন কাজ করিলে? তোমার মত অর্ব্বাচীন আর দুটি নাই!"

"মহাশয়—"

"তোমার মুণ্ড; তুমি ডুবিয়া যাইতেছ, দেখিয়া তোমাকে ধরিবার জন্য একজন জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল, তোমাকে সে প্রায় কূলে টানিয়া আনিয়াছে, এমন সময়ে তুমি নিতান্ত আহম্মুখের মত তাহার পাদুটা এমন কঠিনভাবে জড়াইয়া ধরিলে যে, তাহারও সন্তরণ বন্ধ। আমি যাইবার সময় তোমাকে কি বলিয়া গিয়াছিলাম? মনে আছে, না স্মরণ-শক্তির মস্তকটাও একেবারে ভক্ষণ করিয়া বসিয়া আছ?"

"আপনি আমাকে নিশ্চেষ্টভাবে বাসার মধ্যেই থাকিতে বলিয়া গিয়াছিলেন।"

"এই-ত বেশ স্মরণ আছে; তবে এমন সচেষ্ট হইবার কি দরকার ছিল?" নায়েক মহাশয়ের স্বরে গুপ্ত বিদ্রূপের আভাস ছিল।

শিক্ষকের নিকটে তিরস্কৃত হইয়া বিদ্যালয়ের ভয়ার্ত্ত ছাত্রের মত কম্পিত কণ্ঠে রস্তমজী বলিলেন, "পরশ্বঃ রাত্রে বড় গরম পড়িয়াছিল, গরমে মাথাটা বড় ধরিয়াছিল; আর বাসায় বসিয়া বসিয়া মনটাও বড় অপ্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, কিছু ভাল না লাগায় একটু বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। পথে একখানা সংবাদ-পত্র কিনিয়া দেখি, এই ব্যাপার—বর্জরজীর সঙ্গে কমলার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে।"

"কেন—তুমি প্রতিশ্রুত আছ, সকল বিষয়েই তুমি আমার উপরে নির্ভর করিবে।"

"কিন্তু আপনি উপস্থিত ছিলেন না; আর আপনিও বোধ হয়, এরূপ সংবাদ শুনিয়া বিস্মিত হইতেন।"

নিতান্ত অস্থিরভাবে কাশীনাথ বলিলেন, "থাক, আর যুক্তি প্রয়োগে দরকার নাই। যারা নিতান্ত বোকা—বোকামীর সময় তারা এইরূপ বিস্মিত হয়। কি মুস্কিল—বেনামী চিঠী! তুমি ঠিক জান না, আজ আমাকে তুমি কি মস্ত বিভ্রাটে ফেলিলে। কোন্ কোন লোককে কোন কোন বিষয়ে আমি আশ্বাস দিয়াছিলাম, তাদের কাছে আর আমার মান-সম্ভ্রম রহিল না দেখিতেছি; তোমার জন্য তাদের কাছে আমাকে মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক হইতে হইল। আমি যে এখানকার একজন——" বলিতে বলিতে সহসা মধ্যপথে থামিয়া গিয়া বলিলেন, "এখন আর বাজে কথায় কাজ নাই, এখন তুমি যে ভুল করিয়া বসিয়াছ, উহার সংশোধনের চেষ্টা করা দরকার হইতেছে। কখন তুমি সেই সর্ব্বনেশে পত্র ডাকঘরে দাও?"

"রাত তখন দশটা হইবে; চিঠীখানা চিঠীর বাক্সে ফেলিয়া আমার মনে বড় অনুতাপ হইতে লাগিল।"

"চিঠীখানা হাত হইতে বাক্সের মধ্যে খসিবার পূর্ব্বে সেই অনুতাপটা উপস্থিত হইলে কাজ হইত। যাক্, তাহা হইলে তোমার সেই অমৃতময় পত্র কাল প্রথম ডাকেই হরমসজীর হস্তগত হইয়াছে। বোধ হয়, প্রথম ডাকের পত্রগুলি তিনি নিজের বসিবার ঘরেই পড়িয়া থাকেন—সে সময়ে সেখানে তিনি একা থাকেন?"

"হাঁ, প্রথম ডাকের পত্রগুলি তিনি নিজের বসিবার ঘরেই পড়েন। দশটার পর আফিসে আসিয়া বসেন।"

"তোমার পত্রের কথাগুলি মনে আছে কি? বেশ ভাবিয়া-চিন্তিয়া মনে করিয়া বল দেখি, ইহা এখন আমার জানা দরকার হইয়াছে।"

"ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিতে হইবে না, আমার আগাগোড়া বেশ মনে আছে," বলিয়া রস্তমজী—পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন, বলিলেন।

বিশেষ মনোযোগের সহিত কাশীনাথ সমস্তটা শুনিয়া গেলেন। ভ্রূ ও ললাট কুঞ্চিত করিয়া নীরবে অন্যদিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। এবং কি উপায়ে তিনি এই বৃহৎ ভ্রমের সংশোধন করিবেন, ভাবিতে লাগিলেন। অনন্যোপায় হইয়া তিনি মনে মনে অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, "একেবারে জঘন্য পত্র! একেবারে সব কথা পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া গিয়াছ! তুমি কেবল নির্ব্বোধের মত কাজ কর নাই—এ কাজ বর্ব্বরোচিত হইয়াছে—যাহার একবিন্দু বিবেচনা-শক্তি আছে, সে কখনও কাহাকে এমন সাংঘাতিক পত্র লিখিতে পারে না। তুমি আবার বল—কি লিখিয়াছ।"

রস্তমজী আবার বলিলেন। পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন, এবারেও ঠিক তাহাই বলিয়া গেলেন, একটি শব্দেরও গোলমাল হইল না।

কাশীনাথ বলিতে লাগিলেন, "চূড়ান্ত হইয়াছে—এমন রচনায় যে তুমি সিদ্ধহস্ত, তা আমি আগে জানিতাম না। 'সেই ব্যক্তিই কি আপনার পত্নীর অলঙ্কারগুলি অপহরণ করিয়া বাজারে বন্ধক দিয়াছে?' কি ভয়ানক—ইহার ফল ত ভয়ানক হইবারই কথা। তাহার পর কি বিষম বিদ্রূপাত্মক উপদেশ 'কিন্তু আমি হইলে কদাচ সাধারণের নিকট এরূপ নিন্দার্হ হইয়া থাকিতে পারিতাম না;' ইহার উপর 'স্ত্রীর উপরে নজর রাখিতাম।' রস্তমজী তোমার এ পত্রের ফল বড়ই শোচনীয় হইবে দেখিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি চিন্তিতভাবে রস্তমজীর মুখের দিকে চাহিয়া

রহিলেন। ক্ষণপরে বলিলেন, "রস্তমজী, হরমসজী কি বড় বদ্‌রাগী লোক?"

রস্তমজী বলিলেন, "না, সহজে রাগেন না, কিন্তু রাগিলে আর রক্ষা থাকে না।"

"তা হইলে ত আর উপায় নাই—বিপদ্‌টা অবশ্যম্ভাবী।"

"কি বিপদ্‌?"

"বিপদ্‌ ভয়ানক—একেবারে সব মাটি! কোন বিবেচক লোক রাগের মাথায় সহসা কোন কাজ করে না; কিন্তু হরমসজী যদি এখন তোমার চিঠী পড়িয়া রাগিয়া অস্থির হইয়া রাজা বাঈএর কাছে গিয়া আদেশ করেন, হীরামুক্তার অলঙ্কারগুলি বাহির করিয়া দাও। তখন সমুদয়ই প্রকাশ হইয়া পড়িবে; বাধ্য হইয়া রাজা বাঈ নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া লইবেন। আর আমাদেরও আশালতা ঐখানে সমূলে উৎপাটিত হইয়া যাইবে।"

"ভাল বুঝিতে পারিলাম না।"

"তা যদি পারিবে—তাহা হইলে এমন পত্র পাঠাও! ওদিকে রাজা বাঈএর মুখ খুলিবে—আর এদিকে পাখীও উড়িবে; মাঞ্চারজী কি বর্জরজীকে আর কিছুতেই কায়দা করিতে পারা যাইবে না। তাহারা যদি এখন সরিয়া পড়ে, তবে ঐখানে তোমারও দুর্নামের একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়া গেল।"

রস্তমজী কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে দ্বারের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। দেখিলেন, দ্বারদেশে রতন বাঈ। রতন বাঈ ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ

### রতনের দৌত্য

কাশীনাথ রতন বাঈকে দেখিয়া বলিলেন, "এই যে রতন, কি মনে করে? তোমার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে—অনেক নূতন খবর আছে।" বলিয়া জিজ্ঞাসমাননেত্রে রতনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রতন বাঈ বলিল, "মনিব-বাড়ীতে একটা কিছু হইয়াছে—যেরূপ ব্যাপার দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, একটা দারুণ দুর্ঘটনার সূত্রপাত হইয়াছে। কমলা বাঈ আপনাকে সংবাদ দিবার জন্য তাড়াতাড়ি আমাকে আপনার কাছে পাঠাইয়া দিলেন।"

কাশীনাথ বলিলেন, "হাঁ, কমলা বড় বুদ্ধিমতী। ভাল কাজই করিয়াছে। তোমাদের বাড়ীতে এখন বর্জরজীর যাতায়াত কিরূপ?"

রতন বলিল, "বিবাহের কথা ঠিক হওয়াতে যাতায়াত খুবই চলিয়াছে।"

কথাটা শুনিয়া, রস্তমজী রাগিয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "কি! সেই বদমাস খুনী চোর এখনও হরমসজীর বাড়ীতে ঢুকিতে পায় —কমলার সহিত বাক্যালাপ করে? মহাশয়, ইহার নাম কি আপনার প্রতিজ্ঞা পালন। আপনি যে আশা দিয়ে আমাকে একেবারে আকাশে তুলিয়াছিলেন, তা কি——"

বাধা দিয়া কাশীনাথ নায়েক বলিলেন, "বহুৎ আচ্ছা—আর বেশী

বুদ্ধি প্রকাশ করিবার দরকার নাই—যা করিয়াছ, তাই সামলান দায় হইয়া উঠিয়াছে ; যদি তুমি নিজেকে নিজেই রক্ষা করিতে না পার, তবে তোমার জন্য যাহারা যুঝিতেছে, তাহাদের কাজে বাধা দিয়া আরও বোকামী করা কেন ? এক বেনামী চিঠী লিখিয়া ত আমাকে মহা মুস্কিলে ফেলিয়াছ !"

অত্যন্ত রুক্ষস্বরে রস্তমজীকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া কাশীনাথ নায়েক রতনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বল ত বাছা—কি বলিতেছিলে। হরমসজীর বাড়ীর গোলযোগের কারণটা কিছু বুঝিতে পারিয়াছ কি ?"

রতন কহিল, "না, ঠিক এখনও বুঝিতে পারি নাই। তবে ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আমার আশঙ্কা হইতেছে, শীঘ্রই একটা কিছু ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিবে। পূর্ব্বলক্ষণ সবই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আমি রাজা বাঈকে কোন কথা উত্থাপনের চেষ্টা করিলে তিনি অন্য কথা ফেলিয়া তাহা চাপা দিয়া ফেলেন ; কোন সময়ে কথা না কহিয়া সরিয়া যান—সর্ব্বদা অন্যমনস্ক—কি ভাবিতেছেন, কি করিতেছেন, কিছুই বুঝিবার যো নাই।"

"হরমসজীর খবর কি ?"

"হাঁ, আমিই সেই কথা বলিব মনে করিতেছিলাম। তিনিও বড় বিপন্ন। তাঁহারও মনে মন নাই ; কাল হইতেই তাঁহার এই ভাব—একেবারে নূতন কণ্ঠস্বর—যেন আর একজনের। সে স্বর রুদ্ধ কর্কশ—মধুরতার নাম গন্ধ নাই। দৃষ্টি উন্মাদের, যে জিনিষটার দিকে চাহিয়া থাকেন, সেটা যে তিনি দেখিতেছেন এরূপ বোধ হয় না ; কিন্তু সেই দৃষ্টি যখন রাজা বাঈএর দিকে পড়ে, তখন আরও ভয়ানক হয়ে উঠে। কাল সন্ধ্যার সময়ে যেমন তিনি শুনিলেন, মাঞ্চারজী আসিয়াছেন, অমনি

একটা জরুরী কাজ আছে বলিয়া তীরবেগে ঘরের বাহির হইয়া গেলেন।"

কাশীনাথ নায়েক বলিয়া উঠিলেন, "তবেই ঠিক হইয়াছে; হরমসজী হঠাৎ রাগিয়া উঠিবার লোক নহেন—বয়স হইয়াছে, বড় রকমের ব্যবসা চালাইতেছেন, বিবেচক লোক—ঝাঁ করিয়া একটা কাণ্ড করিয়া ফেলিতে পারেন না—আমার অনুমানই ঠিক ; কেমন রস্তমজী, এখন তিনি প্রমাণ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছেন?" রস্তমজীকে উত্তর করিবার অবসর না দিয়াই আবার তখনই তিনি রতনের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "রাজা বাঈ আর তাঁহার কন্যা কি কাল বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন?"

রতন বাঈ কহিল, "হাঁ, বৈকালে একবার বাহির হইয়াছিলেন।"

কাশীনাথ বলিলেন, "তাঁহারা বাহির হইয়া গেলে হরমসজী কি করিতেছিলেন, দেখিয়াছ?"

রতন কহিল, "আমিও তাঁহাদের সঙ্গে বেড়াইতে গিয়াছিলাম।"

কাশীনাথ আপন মনে বলিলেন, "করিবেন আর কি—প্রমাণ সংগ্রহ—প্রমাণ তিনি ভাল রকমই পাইয়াছেন। (রস্তমজীর প্রতি) বাপু, তুমি এক চিঠীতে আমাকে মহা মুস্কিলেই ফেলিলে—এমন কাজও করে।"

কাশীনাথ নায়েকের কথায় রতনের মনে ধাঁধা অনেকটা ঘুঁচিয়া গেল। রতন বলিল, "ওঃ! এতক্ষণে আমি বুঝিতে পারিলাম। এখন হরমসজী সমুদয়ই জানিতে পারিয়াছেন।"

"হাঁ, তিনি মনে করিতেছেন, তিনি সকলই জানিয়া ফেলিয়াছেন, অনুকূল প্রমাণও পাইতেছেন। কিন্তু ভিতরে যে গূঢ় রহস্য আছে, তাহা হইতে তিনি এখনও অনেক দূরে আছেন। কিন্তু রতন, তুমি কিরূপে বুঝিলে তিনি এখন সকলই জানিতে পারিয়াছেন?"

রতন কহিল, "তিনি কাল গেটের দ্বারবান্‌কে ডাকিয়া বলিলেন, যাহার নামে যে কোন চিঠী-পত্র আসুক না কেন, সকল চিঠীই যেন আগে তাঁহার হাতে দেওয়া হয়।"

কাশীনাথ বলিলেন, "কখন তিনি এই হুকুমজারী করিলেন?"

রতন কহিল, "সন্ধ্যার সময়।"

কাশীনাথ কহিলেন, "হাঁ, ঠিকই হইয়াছে; ব্যাপারটা গুরুতরই হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তিনি ঠিক পথই অবলম্বন করিয়াছেন। এইরূপ ভাবে ভিতরকার সমুদয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া যখন তিনি কৃতনিশ্চয় হইতে পারিবেন, তখন অবলীলাক্রমে ইহার প্রতিশোধ দিবেন। কিন্তু এখন কথা হইতেছে, এ সময়ে কোন রকমে তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারা যায় কি না? তিনি যে বেনামী চিঠী পাইয়াছেন, তাহা যে একান্ত অমূলক, একথা এখন কোন রকমে যদি তাঁহাকে বুঝাইতে পারা যায়, তাহা হইলে——" সহসা মধ্যপথে থামিয়া কাশীনাথ নায়েক গভীর চিন্তামগ্ন হইলেন। অবনতমস্তকে ভাবিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ চিন্তান্বিত থাকিয়া সহসা কাশীনাথ রতনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যাহা হউক, বাছা, তোমার কথায় অনেকটা ব্যাপার বুঝিতে পারা গেল। এখন শীঘ্রই যাহা হয়, একটা কিছু আমাকে করিতে হইবে। হাত পা গুটাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তুমি এখন সেখানে ফিরিয়া যাও, যখন যাহা ঘটে—সকল দিকেই যেন সতর্ক দৃষ্টি থাকে। যখন যে কাজ করিবে, বিবেচনা করিয়া করিয়ো। তোমার উপরেও হরমসজীর সন্দেহ হইয়াছে যে, তুমিও এই ষড়্‌যন্ত্রের ভিতরে আছ। যখন যা ঘটে—সব খবরই যেন আমি পাই। স্মরণ থাকে যেন, অতি তুচ্ছ খবরও এখন মহা মূল্যবান্।"

রতন বাহির চলিয়া গেল।

এমন সময়ে ভিত্তিসংলগ্ন ঘড়ীটাতে টং টং করিয়া বারটা বাজিয়া গেল। ঘড়ীর শব্দে কাশীনাথের চেতনার সঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন, "কি বিভ্রাট! ইহারই মধ্যে বেলা বারটা, কিছু আহারের আবশ্যক ছিল যে।"

রস্তমজী কাশীনাথের এইরূপ বিচলিত ভাব দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন; তিনি ক্ষুণ্ণভাবে কহিলেন, "তাই ত, আপনাকে আমি বড়ই বিপদে ফেলিলাম।"

কাশীনাথ বলিলেন, "হাঁ বাপু, মহাবিপদ্—এখন যে আমি কি করি, ভাবিয়া পাইতেছি না। দেখ দেখি বাপু! তোমার এক বেনামী চিঠীর জন্য এখন আমাকে কি ভয়ানক অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে!"

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

### বেনামী পত্রের ফল

কাশীনাথ যেরূপ ভাবিয়াছিলেন, রস্তমজী সেই বেনামী পত্রখানা পাইয়া হরমসজীর ঠিক সেইরূপ ভয়ানক অবস্থাই হইয়াছিল।

বেলা তখন নয়টা। হরমসজী নিজের বসিবার ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন, এমন সময়ে নয়টার ডাকের এক তাড়া চিঠী তাঁহার হস্তগত হইল। তন্মধ্যে একখানি চিঠী দেখিয়া পাঠের পূর্ব্বেই মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগিল। পত্রখানার স্থানে স্থানে রকম রকম লেখা, এক একটা অক্ষরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি—দেখিয়া বোধ হয়, লেখক যেন পত্রের সর্ব্বত্র নিজের হস্তাক্ষর গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। পত্রখানি বেনামী। এমন বেনামী পত্র ব্যবসায়ীমাত্রেরই অনেক আসে, কাহারও পত্রে গালাগালি বর্ষণ—কাহারও পত্রে প্রকারের ভয় প্রদর্শন—কাহারও পত্রে অর্থের আবেদন—কারণ ব্যবসায়ীদিগকে নানা রকম লোকের সহিত কার-কারবার করিতে হয়। যাহা হউক, এই বেনামী পত্রের লেখক যে এমন মধুবর্ষণ (?) করিয়াছে, ইহা তাঁহার স্বপ্নাতীত। তিনি পত্রখানি পাঠ করিলেন ;—

"মহাশয়, আপনার খাজাঞ্চীকে কারাগারে পাঠাইয়া আপনি খুবই বিবেচকের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। অবশ্যই আপনি তাহার সততার সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াই এরূপ করিয়াছেন ; কিন্তু এইটুকু আপনার একবার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল, যে আপনার

সিন্দুক হইতে টাকা চুরী করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই কি আপনার পত্নীর অলঙ্কারগুলিও অপহরণ করিয়া বাজারে বন্ধক দিয়াছে।

আপনার প্রকৃতি কিরূপ জানি না ; কিন্তু আমি যদি হইতাম, তবে কদাচ সাধারণের নিকট এরূপ নিন্দার্হ হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিতাম না ; সত্বরেই ইহার প্রতিকার করিতাম, নিজের স্ত্রীর উপরেও সর্ব্বদা নজর রাখিতাম, আর তাহার সুপুরুষ আত্মীয়দিগকেও আদৌ বিশ্বাস করিতাম না।

কোন হিতৈষী বন্ধু।"

পত্র পড়িয়া হরমসজীর মাথা ঘুরিয়া গেল। তাঁহার সুখ-সৌভাগ্যে কে এ বজ্রাঘাত করিল! অতীতের সুখচ্ছবি মানস-ক্ষেত্রে উদিত হইয়া তাঁহার বর্ত্তমানকে আরও ভীষণ করিয়া তুলিল। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সহিত প্রবঞ্চনা করিতেছে—অথচ সেই স্ত্রীর উপরে তাঁহার অটল বিশ্বাস—একান্ত নির্ভর। হরমসজী উন্মত্তের মত হইলেন, তাঁহার মস্তকে কে যেন অলক্ষ্য হস্তে একটা গুরুভার হাতুড়ী দিয়া বারংবার সবেগে আঘাত করিতে লাগিল। তাঁহার হাত পা, মন সকলই অবশ হইয়া-গেল—তিনি স্তম্ভিতভাবে শূন্যদৃষ্টিতে সেই উন্মুক্ত বেনামী পত্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সহসা তিনি দারুণ ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন, "আমি কি নির্ব্বোধ'—কোন্ ইতরের একখানা কুৎসিত বেনামী পত্রের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া, আমার সতী-সাধ্বী স্ত্রীর পবিত্র স্বভাবের উপর এই জঘন্য সন্দেহ করিতেছি!"

এই বলিয়া তিনি সেই পত্রখানা লইয়া মর্দ্দিত করিয়া সম্মুখ হইতে দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। বলিলেন, "এই চিঠীর কথা আমাকে

একেবারে ভুলিয়া যাইতে হইবে, এমন সচ্চরিত্রার উপরে এমন কলুষিত দোষারোপের কথা ভাবিতেও পাপ আছে।”

তিনি ইহা বলিলেন বটে, কিন্তু অন্যান্য পত্রগুলি খুলিতেও আর তাঁহার সাহস হইল না। তিনি মনে করিলেন, সেই বেনামী পত্রের কথা আর ভাবিবেন না, কিন্তু সেই বেনামী পত্রের অক্ষরগুলা যেন সজীব হইয়া তাঁহার চারিপাশে দাঁড়াইয়া মহা চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল। তিনি মনকে অন্যদিকে ফিরাইবার কোন সদুপায় দেখিতে না পাইয়া একান্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলেন। সন্দেহ ক্রমশই প্রবল হইতে লাগিল, এবং সর্পের মত কুণ্ডলী ঘন পাকাইয়া উঠিয়া পঞ্জরের অস্থিগুলা যেন চূর্ণ করিয়া দিতে লাগিল; এবং তাহার সবিষ দংশনে সমস্ত হৃদয় জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল; হতভাগ্য হরমসজী সহস্র চেষ্টা করিয়াও আর নিজেকে সামলাইতে পারিলেন না। তিনি টেবিলের উপরে মাথা রাখিয়া, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবিতে লাগিলেন। পারিবারিক অকিঞ্চিৎকর ছোট ছোট দৈনন্দিন ঘটনাগুলি লইয়া মনের ভিতর তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন; এমন অনেক ঘটনা—যাহা তিনি উপেক্ষা করিয়াছিলেন, এখন সেগুলি তাঁহার স্ত্রীর বিপক্ষে মহা দোষার্হ হইয়া উঠিতে লাগিল। সন্দেহবীজ এক মুহূর্ত্তে উপ্ত হইয়া অসংখ্য শাখা-পল্লবে তাঁহার চিত্তবৃত্তি একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; এবং তাহার মূল হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হইল। হতভাগ্য হরমসজী একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। তিনি কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, “দয়াময় ঈশ্বর! আমাকে এই বিপদ্ হইতে রক্ষা কর—এক মুহূর্ত্তে আমার সব যায়—সুখ, সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য্য, মানসম্ভ্রম, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব। প্রভু, তুমি না রক্ষা করিলে আর কে আছে আমার—দাও প্রভু, এ দুর্ঘটনা দুঃস্বপ্নে পরিণত করিয়া দাও!” তিনি সবেগে

উঠিয়া গৃহমধ্যে দ্রুত পরিক্রমণ করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। তাঁহার স্ত্রী যে এই পাপাভিনয়ে সংশ্লিষ্ট আছেন, ইহা মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য তিনি পত্রলেখকের নানাবিধ দুষ্ট উদ্দেশ্য বাহির করিতে লাগিলেন। পত্রলেখকের উদ্দেশ্য বুঝিতে হইলে—তাহার আগে পত্রলেখককে অনুমান করিয়া লইতে হইবে। এই ভাবিয়া তিনি গৃহতল হইতে সেই মর্দ্দিত বেনামী পত্রখানা কুড়াইয়া লইয়া খুলিলেন এবং টেবিলের উপরে রাখিয়া হাতের চাপে সোজা করিতে লাগিলেন। অক্ষরগুলা যে তীক্ষ্ণাগ্র কণ্টকের ন্যায় করতল বিদ্ধ করিতে লাগিল। তিনি পত্রখানি দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "আমার কোন কর্ম্মচারীর দ্বারা এই কাজ হইয়াছে—সন্দেহ নাই। হয় ত কাহাকে কোনদিন আমি ভর্ৎসনা করিয়াছি—কি কাহার মাহিনা বাড়াইতে রাজী হই নাই, অথবা এমন কেহ হইবে, যাহাকে জবাব দিয়াছি—এখন সে এইরূপে প্রতিশোধ দিয়াছে।" তাঁহার আফিসে অগণ্য কর্ম্মচারী—অনেকেরই কথা তিনি ভাবিয়া দেখিলেন; কিন্তু এমন কাহাকেও ভাবিয়া পাইলেন না যে, এমন নির্দ্দয়ভাবে এমন সাংঘাতিক পত্র লিখিতে পারে। হরমসজী ভাবিতে লাগিলেন, একখানা বেনামী পত্রের উপর আস্থাস্থাপন করা তাঁহার উচিত হয় নাই; মুখের উপরে কোন কথা বলিতে যাহাদের সাহস হয় না—এরূপ ভীরু কাপুরুষ নরাধমদের পত্রের উপর নির্ভর করা একান্ত মূর্খতা। এরূপ পত্র পাঠের পূর্ব্বেই অগ্নিমুখে সমর্পণ করাই আমার উচিত ছিল।

কিন্তু হরমসজী বুঝিলেন না, মনে যতটা করা যায়—কাজে ঠিক ততটা হয় না। এ পত্রখানা অগ্নিমুখেই সমর্পণ কর—কাগজ যেমন দগ্ধ হয়, উহাও সেইরূপ দগ্ধ হইয়া ভস্মে পরিণত হইবে; তথাপি সেই ভস্মাবশেষ হইতেও সন্দেহের বিষ হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনন্ত বিশ্বাস এবং

পবিত্র শান্তি নষ্ট করিয়া ফেলিবে। সর্প মরিল—কিন্তু সর্পের বিষ-দন্ত বক্ষে বিদ্ধ হইয়া রহিল—সর্পের মৃত্যুতে লাভ কি ?

মনের সহিত যুদ্ধ করিয়া করিয়া অবশেষে হরমসজী ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, সেই পত্র তিনি তাঁহার স্ত্রীকে দেখাইবেন। হাঁ স্ত্রীকেই দেখাইবেন—সহসা তাঁহার মস্তিষ্কে বিদ্যুদগ্নি ঝকিয়া উঠিল; তিনি একান্ত হতাশভাবে কৌচের উপরে হেলিয়া পড়িলেন; এবং চুলের মধ্য দিয়া বারংবার অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া চুলগুলাকে অত্যন্ত অপরিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। আপন মনে বলিলেন, "না কিছুতেই এই পত্র তাহাকে এখন দেখান যাইতে পারে না—হয় ত এই পত্র সত্য হইবে—প্রকৃতই যদি আমি আমার স্ত্রীর নিকটে প্রবঞ্চিত হইয়া থাকি, তাহা হইলে—তাহা হইলে—দূর হোক—এই পত্র দেখাইয়া এখন হইতে তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়া কি ফল হইবে? এই পত্রের মধ্যে কতখানি সত্য নিহিত আছে, এখন তাহাই আমাকে আবিষ্কার করিতে হইবে।"

তাঁহার মত উদার, সহৃদয়, ন্যায়পরায়ণ মহৎ ব্যক্তিকে যে একদিন এরূপভাবে পারিবারিক গোয়েন্দাগিরি করিতে হইবে, ইহা তিনি পূর্ব্বে স্বপ্নেও ভাবেন নাই; ইহা তাঁহার পক্ষে সহজ কথা নহে—কিন্তু যতই দুঃসাধ্য—যতই কঠিন হউক না কেন, ইহা তাঁহাকে করিতেই হইবে। তাহার পর রহস্যোদ্ভেদ ক্রমশঃ যতই ভয়ানক হইয়া উঠুক—ক্রোধের ও উদ্বেগের চিহ্নমাত্র প্রকাশ না করিয়া তাঁহাকে নীরবে অগ্রসর হইতে হইবে।

এমন সময়ে আহারের সময় হইল। একজন ভৃত্য ডাকিতে আসিল। হরমসজী তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়া, দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজের মুখ দেখিলেন। নিজের মুখ দেখিয়া নিজেই ভীত ও

বিস্মিত হইলেন ; চোখ মুখের পূর্ব্ব ভাব সব একেবারে বদলাইয়া গিয়া কেমন এক রকম ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে।

হরমসজী বলিলেন, "আমি কি এমনই দুর্ব্বল! এখন অধীর হইলে চলিবে না ; যতক্ষণ না সত্য আবিষ্কার হয়, ততক্ষণ আমাকে মনোভাব সম্পূর্ণরূপে দমন করিয়া রাখিতে হইবে—অবশ্যই ইহা আমি করিব।"

হরমসজী বাটীর ভিতরে গিয়া আহারে বসিলেন। আহারে বসিয়া অনেক কথাই কহিতে লাগিলেন। যাহাতে রাজা বাঈ তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া কোন প্রশ্ন করিবার অবসর না পান, সেজন্য তিনি কথার উপরে কথা ফেলিয়া সময়টা কাটাইতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ তিনি কোথায় বেড়াইতে যাইবেন কি না।

রাজা বাঈ কহিলেন, "হাঁ, আজ আমি কমলা বাঈকে লইয়া একবার বেড়াইতে যাইব।"

হরমসজী জিজ্ঞাসিলেন, "কখন?"

রাজা বাঈ কহিলেন, "অপরাহ্ণে।"

হরমসজী একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস টানিলেন, যেন তাঁহার মাথা হইতে একটা প্রকাণ্ড বোঝা নামিয়া গেল। অদ্য সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তিনি কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিবেন, স্থির করিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। তিনি মনে করিলেন, সন্দেহের তুষানলে এরূপ প্রতিক্ষণে দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা সত্যাবিষ্কারটা যেমনই ভয়ানক হউক না কেন, তাহাও এক্ষণে তাঁহার পক্ষে প্রার্থনীয়। তিনি মনের ভিতরে অত্যন্ত ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন ; এবং যাহাতে মনের ভাব বাহিরে কিছুমাত্র প্রকাশ না পায়, সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

আহারাদির শেষে তিনি পুনরায় নিজের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন।

## অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

### আশার শেষ

সময় কাহারও বাধা মানে না—বেলা অবসান হইয়া আসিল। সূর্য্য অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন; গাছের ছায়া বিপরীত দিকে ক্রমশঃ দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইতে লাগিল। বায়ুর উত্তাপ এখনও কমে নাই। এমন সময়ে বাহিরে শকট-চক্রের ঘর্ঘর শব্দ উঠিল। শুনিয়া হরমসজী গবাক্ষ হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, কন্যাকে লইয়া তাঁহার স্ত্রী গাড়ীতে উঠিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলেন।

আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়—হরমসজী দ্রুত কম্পিতপদে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে চাবী বাহির করিয়া সর্ব্বাগ্রে লোহার সিন্দুকটা খুলিয়া ফেলিলেন। দ্রুতহস্তে সিন্দুক হইতে কতকগুলা ভেল্‌ভেট ও মরক্কোমণ্ডিত ছোটখাট গহনার বাক্স বাহির করিলেন, কতকগুলা বাক্স সিন্দুকের মধ্যে খুঁজিয়াই পাইলেন না। যেগুলি পাইলেন, এক একটি করিয়া সেইগুলি খুলিতে লাগিলেন।

সকলই শূন্য!

"তবে বেনামী পত্র সত্য? না—না—ইহা অসম্ভব! ইহা কখন হইতে পারে না," ভগ্নকণ্ঠে হরমসজী বলিয়া উঠিলেন। বলিয়া তিনি সিন্দুকের ভিতরে যাহা কিছু ছিল, টানিয়া টানিয়া বাহির করিয়া খুলিয়া উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন, যদি রাজা বাঈ সমুদয় গহনা একসঙ্গে বাঁধিয়া কোথায় রাখিয়া থাকেন। কিন্তু তন্ন তন্ন করিয়া

অনুসন্ধান করিলেন, একখানাও অলঙ্কার দেখিতে পাইলেন না। হীরামুক্তাখচিত রাশি রাশি গহনা কোথায় গেল!

হরমসজী নিরুপায় হইয়া এবার ভাবিলেন, হয় ত গহনার হীরা-মুক্তা খুলিয়া পড়িয়াছে, সেইজন্য তাঁহার স্ত্রী সেইগুলি মেরামত করাইতে পাঠাইয়াছেন; কিন্তু তাহার মধ্যে অনেক গহনাই ত নূতন; সকলগুলিই এক সঙ্গে মেরামত করিতে পাঠাইয়াছেন, এমনও কি হয়? তিনি আবার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও একখানি অলঙ্কার খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেন না।

তখন তাঁহার স্মরণ হইল, ইতোমধ্যে একদিন তিনি তাঁহার স্ত্রীকে নিরলঙ্কারা দেখিয়া মধ্যে মধ্যে গহনাগুলি পরিতে বলিয়াছিলেন। রাজা বাঈ তাহাতে বলেন, "গহনা পরিয়া আর কি হইবে, আমাদের যে অনেক দামী গহনা আছে, ইহা এখানকার সকলেই জানে।"

হাঁ—লজ্জা ভয় ঘৃণা দূরে থাক—রাজা বাঈ মৃদুহাস্যে পরিষ্কারকণ্ঠে স্বচ্ছন্দে সেইদিন ঠিক এই উত্তরই করিয়াছিলেন। কি আশ্চর্য্য, কুটিল হৃদয়কে সরলতার আবরণে এমন ভাবে ঢাকিয়া রাখা যায়! আজ এক-যুগকাল আমাকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে! সহসা তাঁহার সন্দেহান্ধকার-পূর্ণ হৃদয়ের মধ্যে আশার একটা ক্ষীণতর শীর্ণ রশ্মিরেখা প্রতিভাত হইল, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর; কিন্তু মগ্নোন্মুখ ব্যক্তি সম্মুখে তৃণ দেখিলেও অবলম্বন করে। হরমসজী ভাবিলেন, হয় ত তাঁহার স্ত্রী সমুদয় অলঙ্কার তাঁহার দুহিতার নিকট রাখিয়াছেন।

তখনই তিনি কমলা বাঈএর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অলঙ্কারের সিন্দুক খুলিয়া ফেলিলেন। খুলিয়া কি দেখিলেন? দেখিলেন, রাজা বাঈএর অলঙ্কার ত নাই-ই; তা ছাড়া কমলা বাঈএর আট-দশখান অলঙ্কার নাই। আট-দশটী মরক্কোমণ্ডিত কৌটা খালি পড়িয়া রহিয়াছে।

কি সর্ব্বনাশ ! তাহা হইলে কমলা বাঈও কি এই পাপাভিনয়ের সহিত যোগ দিয়াছে—সে-ও কি এই কলুষিত ঘৃণ্য ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছে ?

এই শেষ আঘাতটা মুমূর্ষু হরমসজীর পক্ষে বড় গুরুতর হইল। তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল, তিনি টলিতে টলিতে কমলার শয্যার উপরে বসিয়া পড়িলেন—এবং কঠিনভাবে বারংবার উভয় হস্তে করতল মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার বর্ত্তমান শোচনীয়, ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়, এবং অতীতের স্মৃতি তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে কশাঘাত করিতে লাগিল। তাঁহার যশঃ মান, খ্যাতি প্রতিপত্তি, মনের শান্তি, সংসারের সুখ, জীবনের উচ্চ-আশা, সব যেন একদণ্ডে এক ফুৎকারে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। বিশ বৎসরের কঠিন পরিশ্রমে লব্ধ অতুল-ঐশ্বর্য্য তাঁহার চক্ষে ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়া গেল। কিছুরই কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, সকলই ঠিক আছে—যেখানকার যে জিনিষটি যেখানে যেমন ভাবে থাকে এখনও ঠিক তেমনই আছে ; বাহিরে জগতের কাজ—আজ বিশবৎসর যেমন চলিয়া আসিতেছে—আজও ঠিক সেইভাবে চলিতেছে ; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের আজ একি বিষম পরিবর্ত্তন—যেখানে অদ্যাপি দয়া মায়া, স্নেহ প্রেম ও ভালবাসার শান্তি স্রোত বহিতেছিল—সেখানে কোথা হইতে সহসা এ ভীষণ অনলকুণ্ড জ্বলিয়া উঠিল ?

হরমসজী আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "এ সংসার কি ভয়ানক ! হায় রে কবির কল্পনা—নরক আর কোথায় ? এইখানে—রমণীর হৃদয়ে ! রাজা বাঈ আমার সহিত প্রতারণা করিতেছে—এই বিশ বৎসর কাল ! দারিদ্র্যের নির্দ্দয় পীড়নে রাজা বাঈএর হৃদয়ের রক্ত যখন দিন দিন শুষ্ক হইয়া যাইতেছিল, আমি তাহাকে বিবাহ করি। এখন আর তাহার সে কথা স্মরণ নাই। আমাকে ভুলাইবার জন্য সে কতবার কতই প্রেমের কথা বলিয়াছে, কতমতে নিজের অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছে—কত সময়ে

কত রকমে আমার প্রশংসাবাদ করিয়াছে—আমার পত্নী হইয়া সে পরম সৌভাগ্যবতী, ইহা আমাকে বুঝাইবার জন্য সে কতবার কত কথাই আমাকে শুনাইয়াছে। হায় হায় সকলই মিথ্যা—সকলই ছলনা—সকলই রচনা! এমন পিশাচীও থাকে—আমার এই অগাধ ভালবাসার এই প্রতিদান! কি ভয়ানক শঠতা! ভগিনীপুত্র বলিয়া নিজের প্রণয়ভাজনকে অবলীলাক্রমে আমার সংসারের মধ্যে আনিয়া পিশাচী কি চাতুরীর খেলা খেলিয়াছে। আমার সম্মুখেই সে নারকী আমার অন্তঃপুরে আসে—হাসে, গল্প করে—একসঙ্গে বসিয়া আহার করে—পাপিষ্ঠের কি সাহস—আমার চক্ষের উপরে এই কুৎসিত প্রেমাভিনয়ে মত্ত! ধিক আমাকে—নির্ব্বোধ আমি—এতদিনে ইহার কিছুই বুঝি নাই। যদি এই বেনামী পত্র না পাইতাম—এইভাবে আরও কতদিন কাটিত কে জানে! যিনিই এই বেনামী পত্রের লেখক হউক না কেন, নিশ্চয় তিনি আমার পরম বন্ধু।”

বিশ্বাস যখন আসে, তাঁহার সবটুকু লইয়া আসে; আবার যখন যায়, সবটুকুই লইয়া যায়। আজ হরমসজীর অগাধ বিশ্বাস একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। তিনি সিন্দুকের যেখানে যাহা ছিল, গুছাইয়া তুলিয়া রাখিয়া নিজের বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। দ্বাররক্ষককে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, যখন যাঁহার নামে যে কোন চিঠী আসিবে, যেন তাঁহার হাতে সর্ব্বাগ্রে দেওয়া হয়।

মানুষের যখন গর্ব্বে আঘাত লাগে, তখন মানুষ এইরূপ উন্মত্ত হইয়া উঠে—এবং মরিতে ইচ্ছা করে। হরমসজী একবার মনে করিলেন, তাঁহাকে আত্মহত্যা করিতে হইবে—আত্মহত্যা করিয়া এ যন্ত্রণার হাত এড়াইতে হইবে। আবার ভাবিলেন, এই প্রতারণার যথোচিত শাস্তি বিধান না করিয়া মরা কাপুরুষতা। ইহার প্রতিশোধ দিয়া—তাহার

পর যাহা হয় করিবেন। এখন মরিয়া পাপিষ্ঠার পাপের পথ সুগম করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

সন্ধ্যার সময় রাজা বাঈ কন্যা ও রতনকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। হরমসজী অনেক কষ্টে মনোভাব দমন করিতে লাগিলেন। রাত আটটার পর মাঞ্চারজী অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিল। তাঁহার সেই সর্ব্বস্বাপহারীকে দেখিয়া পাছে রাগ সামলাইতে না পারেন, এই ভাবিয়া হরমসজী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন। মাঞ্চারজী চলিয়া গেলে, হরমসজী অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিলেন।

# ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

## বিপদের সূচনা

পরদিন মধ্যাহ্নে অনেকগুলি পত্র হরমসজীর হস্তগত হইল। তন্মধ্যে একখানি স্থানীয় পত্র দেখিয়া হরমসজী তাড়াতাড়ি সেইখানা খুলিয়া পাঠ করিলেন—

"মাসী মা—বিশেষ দরকার, যেরূপে হউক আজ আমার সঙ্গে দেখা করা চাই-ই। অবশ্য আপনি আজ সন্ধ্যার পর এখানে একবার আসিবেন; কোনমতে অন্যথা না হয়। আমি নিজে যে কেন যাইতে পারিলাম না, আসিলে তাহাও জানিতে পারিবেন। নিজে যাইতে পারিলে আপনাকে এই কষ্ট দিতাম না। ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, শীঘ্রই সমুদয় ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

মাঞ্চারজী।"

হরমসজীর আপাদমস্তক কাঁপিতে লাগিল। প্রতিহিংসা সাধনের সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া উন্মত্ত আনন্দাবেগে হরমসজী বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, ঠিক হইয়াছে। এইবার নিজের হাতে পাইয়াছি আমি, ইহাই ত চাই।"

হরমসজী উঠিলেন। আলমারীর ভিতর হইতে একটী পিস্তল বাহির করিলেন। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে গুলি ভরিয়া ঠিক করিয়া রাখিলেন।

হরমসজী মনে করিতেছিলেন, তিনি যাহা করিতেছেন, কেহ তাহা

দেখিতেছে না। কিন্তু রতনের সতর্ক দৃষ্টি বরাবরই তাঁহার উপরে ছিল। হরমসজী নিজগৃহে পিস্তলে গুলি পূরিতেছেন, ইহা রতন বাঈ অন্তরাল হইতে দেখিল।

হরমসজী পিস্তলটা আল্‌মারীর মাথায় রাখিয়া দিয়া মাঞ্চারজীর প্রেরিত পত্রখানি পূর্ব্ববৎ মুড়িয়া ফেলিলেন। এবং পত্রখানি কোন দাসীর দ্বারা রাজা বাঈএর নিকটে পাঠাইয়া দিবার জন্য উঠিয়া গেলেন।

সুযোগ বুঝিয়া রতন বাঈ হরমসজীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। অনতিবিলম্বেই আবার বাহির হইয়া আসিল। তখনই জুতার শব্দ করিতে করিতে হরমসজী আসিয়া পুনরায় সেই কক্ষমধ্যে গেলেন।

জুতার শব্দ শুনিয়া রতন বাঈ অন্তরালে লুকাইয়াছিল। হরমসজী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে নিঃশব্দপদসঞ্চারে অপরদিকে চলিয়া গেল।

রতন বাঈ আপন মনে বলিল, "যথাসাধ্য করিলাম—এখন কোন রকমে শেষ রক্ষা করিতেই হইবে। কিন্তু উপায় কি—এখন নায়েক মহাশয়কে খবর দেওয়া চাই-ই, বিপদের মেঘ মাথার উপরে খুবই ঘনাইয়া আসিয়াছে। তাঁহার সাহায্য ভিন্ন এখন আর কোন উপায় দেখি না।"

সন্ধ্যা হইল। রাজা বাঈ নিজের গাড়ীতে উঠিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সেই পিস্তলটা লইয়া হরমসজী তখনই একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ীতে উঠিয়া স্ত্রীর অনুসরণ করিলেন।

রতন অন্তরাল হইতে সকলই দেখিল। দেখিয়া আকুল ভাবে আপনার মনে বলিয়া উঠিল, "হায়, এইবার বুঝি সকলই ফুরাইল!"

রতন বাঈ একখানা পত্রে এই সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া একজন ভৃত্য দ্বারা কাশীনাথ নায়েকের নিকটে পাঠাইয়া দিল।

## বিংশ পরিচ্ছেদ

### বেনামী পত্রের ফল ভীষণ হইল !

রাজা বাঈ যখন উপস্থিত হইলেন, তখন মাঞ্চারজী একাকী নিজের বিছানায় পড়িয়াছিল। রাজা বাঈকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। রাজা বাঈ আসিয়া শয্যার একপার্শ্বে বসিলেন।

মাঞ্চারজী বলিল, "আমি অনেক্ কষ্ট দিয়াছি, আজও এই কষ্ট দিলাম ; সেজন্য আমি অপরাধী। আমি বড়ই বিপদে পড়িয়াছি—হয়ত সারা জীবন ইহার জন্য আমাকে অনুতাপ করিতে হইবে। আমি যে কথা বলিবার জন্য আজ——"

আর বলা হইল না—ভীষণ শব্দে দ্বার খুলিয়া গেল। মাঞ্চারজী লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—তাহার সম্মুখে হরমসজীর ভীষণ মূর্ত্তি, হাতে পিস্তল, মুখভাব একেবারে বিকৃত এবং চক্ষুর্দ্বয় উল্কাপিণ্ডের ন্যায় জ্বলিতেছে। হরমসজী অট্টহাসি হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, তোমরা হঠাৎ আমাকে দেখিয়া বড় বিস্মিত হইয়াছ। তোমরা মনে করিয়াছিলে তোমাদের শঠতা চিরকাল অব্যাহত থাকিবে।"

সকলই নীরব। ক্ষণকাল পরে মাঞ্চারজী সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিল, "মেসো মহাশয়, আমি আপনাকে——"

হরমসজী আর বলিতে দিলেন না। ধমক দিয়া কহিলেন, "চুপ কর, পিশাচ, যথেষ্ট হয়েছে—আর মিথ্যা রচনায় আবশ্যক নাই—আমার চক্ষু খুলিয়াছে—আর বৃথা চেষ্টা কেন ?"



"আমি তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।"

[ রহস্য বিপ্লব— ২৭৩ পৃষ্ঠা।

মাঞ্চারজী সভয়ে কহিল, "আমি শপথ করিয়া বলিতেছি——"

হরমসজী গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "কে তোর মিথ্যা শপথ শুনিতে চায়? আর কিছুতেই আমাকে প্রতারিত করিতে পারিবি না—আমি সকলই জানিতে পারিয়াছি; আমার স্ত্রীর সমস্ত অলঙ্কার লইয়া কে বাঁধা দিয়াছে? কে আমার সিন্দুক হইতে টাকা চুরী করিয়াছে?—তুই। তোরই জন্য তোরই অপরাধে আমি একজন নিরপরাধ কর্ম্মচারীকে পুলিসের হাতে দিয়াছি। তোর পাপের যথোচিত প্রতিফল গ্রহণ কর্।"

এই বলিয়া তিনি মাঞ্চারজীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া পিস্তল উঠাইলেন। মাঞ্চারিজী ভয়ে অস্ফুট চীৎকার করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল—তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

রাজা বাঈএর বিবর্ণ মুখ আরও বিবর্ণ হইয়া গেল।

রাজা বাঈ কাঁপিতে কাঁপিতে জানু পাতিয়া হরমসজীর পায়ের কাছে বসিয়া পড়িলেন। বুঝিতে পারিলেন, সকল রহস্যই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে—এতদিন তিনি অনেক কষ্টে মিথ্যার উপরে মিথ্যার আরোপ করিয়া পাপ ঢাকিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু আজ হঠাৎ তাঁহার সমস্ত চেষ্টা বিফল হইয়া গেল। তিনি যুক্তকরে, সজলনেত্রে, বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে হরমসজীকে বলিলেন, "আমাকে ক্ষমা কর! আমি তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি!"

রাজা বাঈএর করুণ কণ্ঠে এবং কাতর প্রার্থনায় হরমসজীর মনে অতীত বিশ বৎসরের সমগ্র সুখ-সৌভাগ্য মনে পড়িয়া গেল। তাঁহার পদতল হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল। যাঁহাকে তিনি হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী করিয়াছিলেন, যাঁহার একটা ইঙ্গিতে তাঁহার সুখ দুঃখ নিয়মিত হইত, যাঁহার একটু হাসিতে তিনি স্বর্গ-সুখ উপভোগ করিতেন, এবং ভ্রুকুটী দেখিলে প্রমাদ গণিতেন—তাঁহার এই কাজ! যখন বর্ত্তমান

এইরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তখন অতীত সুখের কথাগুলি মানুষের মনে আগে জাগিয়া উঠে। এবং তাহাই প্রবল হইয়া বর্ত্তমানকে ঢাকিয়া দেয়। হরমসজীরও তাহাই হইল। হরমসজীর দুর্ব্বার্হ হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি ভগ্নকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,"হতভাগিনি! আমি কি করিয়াছি, যেজন্য তুমি আমার সহিত এমন গুরুতর প্রবঞ্চনা করিলে? আমার একমাত্র অপরাধ, সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাকে ভালবাসিয়াছিলাম। একদিনও তোমাকে অযত্ন করি নাই—কোনদিন আমার মুখ হইতে একটি কঠিন কথাও শুনিতে পাও নাই—কি অসুখে ছিলে? তোমাকে সুখী করিবার জন্য আমি কি প্রাণপণ করি নাই? তবে তুমি কি অসুখে ছিলে? সংসারের এত সুখ তোমার সহিল না, তাই রিপু-তাড়নে মত্ত হইয়া শেষে এই নরকের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছ। সেখানকার কথা একবার স্মরণ করিয়া দেখ দেখি, সেখানে তোমার উপরে সকলের শ্রদ্ধা-ভক্তি কত—সকলের কাছে মান-সম্ভ্রম কিরূপ? কাম-লালসার বশবর্ত্তিনী হইয়া সব ভুলিলে! হতভাগিনি, নিজের দোষে সব নষ্ট করিলে—সব হারাইলে! আমার অযাচিত অগাধ ভালবাসায় যদিই তোমার অরুচি হইয়াছিল—তবে আর সব দিক্ ভাবিয়া দেখিলে না কেন? কন্যা কমলা বাঈ তাহার মুখ চাহিলে না কেন? তাহার মুখ চাহিয়াও এ লালসা ত্যাগ করিতে পারিলে না?" হরমসজী ধীরে ধীরে কথাগুলি বলিতেছিলেন; অনেক কষ্টেই তাঁহার মুখ হইতে কথা বাহির হইতেছিল—এক একটা কথায় যেন তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া যাইতেছিল।

মাঞ্চারজী অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সব শুনিতেছিল। ভাবিল, হরমসজী সকল খবর না পাইলেও কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা প্রকৃত ব্যাপার অপেক্ষাও সাংঘাতিক। এই সময়ে যদি তাঁহার ভ্রম বুঝাইয়া দেওয়া না হয়, তাহা হইলে নিজেরও

রক্ষা নাই। এইরূপ ভাবিয়া মাঞ্চারজী বলিল, "মেসো মহাশয়, আমার কথা আগে শুনুন, তাহা হইলে আপনি——"

মাঞ্চারজীর কণ্ঠস্বরে হরমসজীর মোহ ঘুচিয়া গেল। ধমক দিয়া মাঞ্চারজীকে বলিলেন, "চুপ্—পিশাচ—চুপ্।"

মাঞ্চারজী ভয় পাইয়া চুপ্ করিল। কাহারও মুখে আর কথা নাই। সেই নীরবতার মধ্যে রাজা বাঈএর অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

হরমসজী বলিলেন, "আমি কেন এখানে আসিয়াছি, জান? তোমাদের দুজনকেই খুন করিবার জন্য। কিন্তু নারীহত্যা করিয়া হাত কলুষিত করিতে আর ইচ্ছা নাই—কাপুরুষের মত কোন নিরস্ত্র ব্যক্তিকেও আমি খুন করিব না।"

মাঞ্চারজী কি বলিতে যাইতেছিল, হরমসজী বলিলেন, "আগে আমার কথাটা শেষ হউক। তোমার জীবন এখন আমার হাতে—আমি যেরূপ অবস্থায় পড়িয়া খুন করিতেছি, এরূপ স্থলে অনেক আসামী আইনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে; কিন্তু সে সুবিধায় আমার কোন প্রয়োজন নাই। ওই তোমার রিভল্‌বার রহিয়াছে, এখনই উহা তুলিয়া আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা কর।

মাঞ্চারজী ব্যাকুলভাবে কহিল, "না—আমি তা কিছুতেই পারিব না।"

বজ্রনাদে হরমসজী কহিলেন, "পারিতেই হইবে। এখনও আত্মরক্ষার চেষ্টা কর, নতুবা——"

হরমসজীর পিস্তলের অ[illegible] [illegible]ঞ্চারজীর বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিল। মাঞ্চারজীর [illegible] [illegible]য়ের গভীর অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল [illegible] হরমসজীকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল উঠাইল।

হরমসজী বলিলেন, "যাও, তুমি ঘরের কোণে সরিয়া গিয়া দাঁড়াও—আমি এখানে ঠিক আছি। ঐ দেখ, ঘড়ীর কাঁটার দিকে চাহিয়া দেখ, এখনই বাজিবে, এক মিনিটও বিলম্ব নাই। ঘড়ীর শব্দ হইবামাত্র দুজনেই গুলি করিব। লক্ষ্য ঠিক করিয়া লও।"

ঘরের দুই কোণে উদ্যত পিস্তল হস্তে উভয়ে দাঁড়াইলেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি লক্ষ্য স্থির করিতে লাগিলেন। কাহারও মুখে আর কথা নাই।

আর বিলম্ব নাই—এই মুহূর্ত্ত মধ্যে সব ফুরাইবে! রাজা বাঈএর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল; তিনি উন্মাদিনীর ন্যায় উভয়ের মাঝখানে দাঁড়াইলেন। আকুলভাবে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দয়া কর—দয়া কর—আমি আর কোন কথা গোপন করিব না—এখনই সব বলিতেছি—খুন করিতে হয়, আমাকে কর——"

হরমসজী বুঝিলেন, পিশাচী প্রেমাকাঙ্ক্ষীর জন্য নিজের জীবন দিতে চায়। তাঁহার ক্রোধ চরম সীমায় উঠিল। তিনি রাজা বাঈএর হাত ধরিয়া একদিকে জোর করিয়া ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, "সমুখ হইতে দূর হইয়া যাও।"

রাজা বাঈ দূরে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া তিনি মাঞ্চারজীর দিকে ছুটিয়া গেলেন। এবং তাহাকে আপন বক্ষে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আমাকে খুন কর, কেবল আমাকে—ওগো, কেবল আমিই অপরাধিনী।"

হরমসজী দীপ্তনেত্রে সেই দৃশ্য দেখিলেন। তখনই লক্ষ্য ঠিক করিয়া পিস্তল তুলিলেন—তখনই পিস্তলের মুখে ধূম্রাগ্নিশিখা নির্গত হইল, এবং পিস্তলের শব্দে প্রকোষ্ঠ প্রকম্পিত ও ধূমরাশিতে পূর্ণ হইয়া গেল।

রাজা বাঈ সেইরূপ ভাবে মাঞ্চারজীকে বেষ্টন করিয়া আছেন। উভয়ের কেহই আহত হইলেন না।

হরমসজী আবার পিস্তল উঠাইলেন। লক্ষ্য ঠিক করিলেন। পিস্তল পূর্ব্ববৎ গর্জ্জিয়া উঠিল। এবারেও কেহই আহত হইলেন না। তাহার পর তৃতীয়বার—এখনও রাজা বাঈ ও মাঞ্চারজী অনাহত।

আবার হরমসজী পিস্তল উঠাইলেন। কিন্তু এবার কে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাঁহার পিস্তল কাড়িয়া লইল। আগন্তুকের দেহে অপরিসীম ক্ষমতা। তিনি তৎক্ষণাৎ হরমসজীকে টানিয়া লইয়া, বিছা-নায় ফেলিয়া তাড়াতাড়ি রাজা বাঈকে দেখিতে গেলেন।

আগন্তুক বাহির হইতে পিস্তলের শব্দ শুনিয়াছিলেন; কিন্তু রাজা বাঈকে এখন অনাহত দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আঃ! ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন!"

পাঠক! ইনি আপনাদের পরিচিত কাশীনাথ নায়েক। ইনি রতনের নিকট সংবাদ পাইয়া আসিয়াছেন। রতন যে হরমসজীর পিস্তল হইতে গোপনে গুলি বাহির করিয়া লইয়াছিল, ইহা তিনি জানিতেন না। এই জন্যই পিস্তলের শব্দ শুনিয়া তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল, বুঝি তিনি রাজা-বাঈকে এক্ষেত্রে রক্ষা করিতে পারিলেন না।

হরমসজী সক্রোধে বলিলেন, "তুমি কে—কেন আমাকে বাধা দিতেছ? আমি কিছুতেই ইহাদের অপরাধ ক্ষমা করিব না—দুজনকেই খুন করিব।"

"একজনকেও নয়। আমি কে? আমি আপনার বন্ধু—বন্ধু না হই-লেও আপাততঃ বন্ধুত্বের একটা কাজ করিলাম; একদিন আপনি ইহা জানিতে পারিবেন।" এই বলিয়া কাশীনাথ এত জোরে হরমসজীর হাত চাপিয়া ধরিলেন যে, হরমসজী অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিলেন।

তৎপরে কাশীনাথ তাঁহার কানের নিকটে মুখ লইয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "আপনি এ যাত্রা বড় বাঁচিয়া গিয়াছেন—ঈশ্বর রক্ষা করিয়াছেন; অনর্থক খুনের দায়ে পড়িয়া সব নষ্ট করিতেন। আপনি সেই বেনামী পত্রে প্রবঞ্চিত হইয়াছেন।"

হরমসজী স্ত্রীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া হতাশভাবে বলিলেন, "আপনার কথা বিশ্বাস করিতে পারিতাম, কিন্তু আমার স্ত্রী নিজের মুখে নিজের পাপ স্বীকার করিয়াছে।"

কাশীনাথ বলিলেন, "সত্য, কিন্তু আমি জানি তাঁকে আপনি যে পাপে পাপিনী মনে করিতেছেন, তিনি তাহা নহেন। আপনি এই যে লোকটাকে খুন করিতে আসিয়াছেন, জানেন আপনি—সে কে?"

হরমসজী বলিলেন, "জানি—আমার স্ত্রীর জার।"

কাশীনাথ বলিলেন, "না, আপনার স্ত্রীর পুত্র।"

## একবিংশ পরিচ্ছেদ

### বিস্ময় বাড়িল

হরমসজী উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে একবার মাঞ্চারজীর দিকে, পরে নিজের স্ত্রীর দিকে—শেষে কাশীনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মিথ্যা কথা—আমাকে প্রবঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিতেছ—তোমাদের ষড়যন্ত্রে আমি ভুলিব না।"

কাশীনাথ নায়েক বলিলেন, "যথেষ্ট প্রমাণ পাইবেন; তবে সেজন্য তাড়াতাড়ি করিলে চলিবে না। ইহার জন্য আপনাকে দুই-একদিন সবুর করিতে হইবে। আমিই আপনাকে প্রমাণ দিতে প্রতিশ্রুত রহিলাম।"

হরমসজী বলিলেন, "আপনার কথায় বিশ্বাস কি ?"

কাশীনাথ বিরক্তভাবে বলিলেন, "না বিশ্বাস হয়, আমি নিজের পথ দেখি, আপনি যাহা করিতেছিলেন—তাহাই করুন; তাহার পর সারা-জীবনটা অনুতাপ করিয়া মরিতে থাকুন।"

হরমসজী বলিলেন, "আপনি কে ?"

কাশীনাথ বলিলেন, "নিজের নামটা ভিন্ন আমার নিজের তেমন কোন বিশেষ পরিচয় নাই। আমার নাম কাশীনাথ নায়েক।"

হরমসজী বলিলেন, "হাঁ, আপনার নাম আমি শুনিয়াছি; আপনিই আমার ভূতপূর্ব্ব খাজাঞ্চী রস্তমজীর মোকদ্দমা তদ্বির করিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন। আপনি রস্তমজীর পিতৃবন্ধু।"

কাশীনাথ বলিলেন, "হাঁ, আমিই সেই কাশীনাথ নায়েক। রস্তমজীর মোকদ্দমার তদ্বিরের জন্য আমাকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিতে হয়; তাহাতে আমি আপনাদের সম্বন্ধেও অনেক কথা জানিতে পারি। তাহাই আমি আপনাকে বলিতেছি, মাঞ্চারজীর সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহার সকল তথ্য আপনি দুই-একদিনের মধ্যে সমুদয় জানিতে পারিবেন। আপনি আপনার স্ত্রীকে এখনই বাড়ীতে পাঠাইয়া দিন। ইঁহাকে এখন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যথিত করিবেন না; যথাসময়ে আমার মুখে সমুদয় শুনিতে পাইবেন। এখন আমার সঙ্গে আসুন, আপনাদিগকে আমি গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসি।"

মাঞ্চারজী ব্যতীত সকলে বাহির হইয়া গেলেন। মাঞ্চারজী একা বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। এবং এই সকল ঘটনা নিদাঘ রজনীর ঘোরতর দুঃস্বপ্ন বলিয়া বারংবার অঙ্গুলি দংশন করিয়া নিজেকে সচেতন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

## দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

### ধরা পড়িল

সকলে চলিয়া গেলে মাঞ্চারজী সমস্ত রাত্রি জাগিয়া নানা দ্রব্যাদি বাঁধিল। প্রাতের গাড়ীতেই সরিয়া পড়িবে, এইরূপ স্থির করিয়াছিল। শেষরাত্রে একটু শয়ন করিয়াছিল। কাজেই ঘোর নিদ্রায় মগ্ন হইয়াছিল। বেলা প্রায় আট্‌টা বাজে—তখনও সে নিদ্রামগ্ন।

পুনঃপুনঃ দ্বারে করাঘাতের শব্দ হওয়ায় তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। ভীত হইয়া সে তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে উঠিল। পাপীর হৃদয়ে শান্তি কোথায়?

মাঞ্চারজী পলায়নের ইচ্ছায় প্রথমে জানালার দিকে ধাবিত হইল; কিন্তু সেই দ্বিতলের জানালা হইতে লাফাইয়া পড়িলে প্রাণ রক্ষার কোন সম্ভাবনা নাই।

এই সময়ে বাহির হইতে তাহার ভৃত্যের কণ্ঠস্বর শুনা গেল। অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া মাঞ্চারজী দ্বারের নিকট আসিল। দ্বারের ছিদ্র দিয়া দেখিল, ভৃত্য ব্যতীত আর কেহ আছে কি না।

অন্য কাহাকেও না দেখিয়া সে দ্বার উন্মুক্ত করিল। ভৃত্যকে রোষকষায়িতলোচনে বলিল, "বেটা আমি ঘুমাইতেছি—কে তোকে আমার ঘুম ভাঙাইতে বলিল?"

ভৃত্য বলিল, "দায়ে পড়িয়া ভাঙাই। মহাশয়ের নামে একখানা ওয়ারেণ্ট আছে।"

"বেটা আমার সঙ্গে ঠাট্টা!" বলিয়া মাঞ্চারজী লম্ফ দিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইল।

ভৃত্য নিমেষমধ্যে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কেন হাতকড়ী পরাইতে বাধ্য করিবে! লাভের মধ্যে ইহাতে কেবল দশ জনে জানিবে।"

এবার মাঞ্চারজী ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহাকে আক্রমণ করিল। বলিল, "বল্ বেটা তুই কে।"

ভৃত্য হাসিয়া বলিল, "আমি মহাশয়দেরই দাসানুদাস—আমার নাম দাদাভাস্কর—একজন ডিটেক্‌টিভ-কর্ম্মচারী।"

এই সময়ে কে পশ্চাদ্দিক্ হইতে মাঞ্চারজীর গলা ধরিয়া টানিয়া দাদাভাস্করের নিকট হইতে দূরে নীত করিল। বলিল, "মাঞ্চারজী—হরমসজীর ব্যাঙ্কের চুরীর অপরাধে আমি তোমাকে ধৃত করিলাম।"

মাঞ্চারজী শরাহত সিংহের ন্যায় ফিরিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, একজন সাহেব ইন্‌স্পেক্টর ও চারিজন কনেষ্টবল। দেখিয়া তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল; এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। সে অব্যক্ত-স্বরে বলিল, "আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি চুরী করি নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর। ভালই, তাহা হইলে মুক্তি পাইবে। এখন এস।

মাঞ্চারজী। কিরূপে যাইব? এখানে এখন কেহ নাই।

ইন্‌স্পেক্টর। সে ভাবনা এখন তোমাকে ভাবিতে হইবে না। আমাদের লোক থাকিবে—এস।

মাঞ্চারজী ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া সাহেব বলিল, "কেন গোল করিয়া দশ জনের সম্মুখে অপমানিত হও। গোল করিলে আমাদের বাধ্য হইয়া তোমাকে হাতকড়ী দিয়া লইয়া যাইতে হইবে।"

মাঞ্চারজীর গলা শুকাইয়া গিয়াছিল—তাহার মুখ দিয়া আর কথা সরিল না—যন্ত্র-চালিতের ন্যায় মাঞ্চারজী পুলিসের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

তাহারা প্রস্থান করিলে দাদাভাস্কর সমস্ত গৃহটী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিলেন। যেখানে যাহা ছিল, সেইখানেই তাহা রাখিলেন। তৎপরে দ্বারে চাবী লাগাইয়া চাবীটী দ্বারের পার্শ্বে পূর্ব্ববৎ ঝুলাইয়া রাখিলেন।

সেইখানে আর একজন ডিটেক্‌টিভ-কর্ম্মচারী অপেক্ষা করিতেছিল। দাদাভাস্কর তাহাকে বলিলেন, "এইখানে পাহারায় থাক। দেখো যেন সে না টের পায় যে, তুমি পাহারায় আছ। তাকে এক মিনিটের জন্যও চোখের অন্তরাল হতে দিয়ো না।"

ডিটেক্‌টিভ। তার সাধ্য নাই যে, আমার চোখের বাহিরে যায়।

দাদা। খুব সাবধান—না হইলে মাষ্টারের হাতে রক্ষা নাই।

ডিটেক্‌টিভ। বলিতে হইবে না।

দাদাভাস্কর সেই বাড়ী পরিত্যাগ করিলেন। পথে লালু ভাইএর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিলেন, "কত দূর কি করিলে?"

দাদাভাস্কর বুক ফুলাইয়া কহিলেন, "কাজ ফতে।"

"কি রকম?"

"এতদিনে আসল চোর ধরিয়াছি।

"বটে, কে সে?"

"মাঞ্চারজী।"

"মাঞ্চারজী!"

"কেন, আশ্চর্য্য হইতেছেন নাকি?"

"কীর্ত্তিকর সাহেব, কি বলিয়াছেন?"

"তিনি মাঞ্চারজীকে ধরিয়া তাঁহার নিকটে লইয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। না হইলে সে আজই লম্বা দিত।"

"বটে——"

"হাঁ। তাহাই তাহাকে এইমাত্র গ্রেপ্তার করিয়াছি। ইন্‌স্পেক্টর তাহাকে থানায় লইয়া গিয়াছেন।"

"তুমি ত দেখিতেছি, তোমার কেসের এক রকম হেস্তনেস্ত—যাহা-হয় একটা করিয়া ফেলিলে।"

"আপনার কেসের কতদূর ?"

"এখনও কিছুই করিতে পারি নাই। আমার প্রমাণ যাহার বিরুদ্ধে—কীর্ত্তিকর সাহেব তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে দেন না।"

"কে—হরমসজী ?"

"হাঁ।"

"তিনি যে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে বলিয়াছিলেন, তাহার কতদূর কি করিলেন ?"

"কতক করিয়াছি, তাহাই বলিতে তাঁহার নিকট যাইতেছি।"

"আমিও তাঁহার নিকট যাইতেছি। চলুন, এক সঙ্গে যাই।"

উভয়ে কথা কহিতে কহিতে কীর্ত্তিকর সাহেবের সহিত দেখা করিতে চলিলেন।

পরদিবস বর্জরজী ফিরিয়া আসিল। দ্বারে চাবী দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। সহসা তাহার দৃষ্টি পার্শ্ববর্ত্তী চাবীর দিকে পড়িল।

বর্জরজী দ্বার খুলিয়া গৃহে প্রবিষ্ট হইল। তৎপরে যেখানে যাহা যেরূপ ছিল, ঠিক সেইরূপ রাখিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় দ্বার রুদ্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ সে বাটী পরিত্যাগ করিয়া গেল।

ডিটেক্‌টিভ-কর্ম্মচারী অলক্ষ্যে থাকিয়া নীরবে তাহার অনুসরণ করিল।

# পঞ্চম খণ্ড

## পরিণাম—ভয়ানক

# পঞ্চম খণ্ড

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### বন্দীর প্রতি

এদিকে কীর্ত্তিকর সাহেবের সম্মুখে মাঞ্চারজী নীত হইয়াছে। ক্রমে দাদাভাস্কর ও লালুভাইও আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন।

কীর্ত্তিকর মাঞ্চারজীকে বসিতে আজ্ঞা করিয়া বলিলেন, "এই চুরী সম্বন্ধে তুমি সকল কথা যদি খুলিয়া বল, তবে তোমাকে আমরা আমাদের সরকারী সাক্ষীরূপে লইতে পারি। তাহা হইলে তোমার আর কোন ভয় নাই। বিবেচনা করিবার জন্য তোমায় পাঁচ মিনিট সময় দিলাম।

মাঞ্চারজী নীরবে বসিয়া রহিল। পাঁচ মিনিট অতীত হইয়া গেল—তথাপি মাঞ্চারজী কোন কথা কহিল না।

কীর্ত্তিকর কিয়ৎক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "কে চুরী করিয়াছে?"

মাঞ্চারজী নীরব।

কীর্ত্তিকর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে চুরী করিয়াছে?"

মাঞ্চারজী বলিল, "আমি চুরী করি নাই।"

কর্ত্তিকর বলিলেন, "তা জানি। কে চুরী করিয়াছে, বল।"

মাঞ্চারজী কোন উত্তর করিল না। নীরবে বসিয়া রহিল।

তখন কীর্ত্তিকর বলিলেন, "দেখ, তোমার ভালর জন্যই বলিতেছি, সব কথা খুলিয়া বলিলে বাঁচিয়া যাইবে; নতুবা দ্বীপান্তরে যাইতে হইবে।"

তথাপি মাঞ্চারজী কোন কথা কহিল না।

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "তুমি সিন্দুক খুলিবার গুপ্তকথা জানিতে পারিয়াছিলে—এ কথা কি অস্বীকার কর?"

মাঞ্চারজী মুখ ফিরাইয়া কহিল, "আমি কিছুই জানি না।"

কীর্ত্তিকর রুক্ষকণ্ঠে বলিলেন, "সকলই জান। কেন গোপন করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ করিতেছ? আমি তোমাকে বাঁচাইতে ইচ্ছুক।"

মাঞ্চারজী কথা কহে না দেখিয়া কীর্ত্তিকর দাদাভাস্করের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তাহাকে এইখানে লইয়া আইস।"

দাদাভাস্কর সত্বর উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন কীর্ত্তিকর বলিলেন, "মাঞ্চারজী, আমরা তোমার বিষয় সকলই জানি। তোমার বৃদ্ধ মা এখন আমাদের হাতে। বর্জরজী মনে করে সে বড় বুদ্ধিমান্—আর পুলিস গাধা। সে আমাদের হাত থেকে তোমার মাকে সরাইবে মনে করিয়াছিল; কিন্তু সে তাহা পারে নাই। আমরা সেই বৃদ্ধার কাছে সমুদয় কথা শুনিয়াছি। যাহা হউক, বর্জরজী যেদিন তোমার মার সন্ধানে যায়, সেদিন তোমার কাছে সে অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছিল। সে টাকা এখনও তোমার কাছে আছে। এসব কথা অস্বীকার করিতে চাও কি?"

মাঞ্চারজী বলিল, "টাকা আমার কাছে নাই।"

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "আছে। যদি সব কথা খুলিয়া বল, সে টাকা

আমরা লইব না। যদি সৎপথে থাক, তবে ঐ টাকায় বড় লোকের মত থাকিয়া অবশিষ্ট জীবনটা তুমি কাটাইয়া দিতে পারিবে।”

মাঞ্চারজী নীরবে রহিল।

কীর্ত্তিকর বলিতে লাগিলেন, “আর যদি কোন কথা না বল, তবে সে টাকাও আমরা লইব—তুমিও জেলে যাইবে। আবার পাঁচ মিনিট তোমাকে ভাবিবার সময় দেওয়া গেল।”

এই বলিয়া কীর্ত্তিকর চেয়ারে ঠেসান দিয়া, চক্ষু মুদিত করিয়া বসিয়া রহিলেন।

পাঁচ মিনিট অতীত হইলে কীর্ত্তিকর চক্ষু মেলিয়া মাঞ্চারজীর দিকে চাহিলেন। মাঞ্চারজী কোন কথা কহিল না দেখিয়া তিনি টেবিলস্থ ঘণ্টায় ঘা মারিলেন। অমনই দুইজন কনেষ্টবল গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

কীর্ত্তিকর তাহাদিগকে বলিলেন, “এই আসামীকে হাতকড়া লাগাও। এর পোষাক খুলে তল্লাস কর।”

তাহারা মাঞ্চারজীর নিকটস্থ হইলে সে লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “আমাকে অপমান করিবেন না। আমি টাকা দিতেছি।”

কীর্ত্তিকর বলিলেন, “বেশ—এখনই দাও।”

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## চুরী-রহস্য-উদ্ভেদ

মাঞ্চারজী কম্পিত হস্তে নিজ বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একতাড়া নোট বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল।

কীর্ত্তিকর নোটগুলি একে একে গণিয়া একখানা কাগজে তাহার নম্বরগুলি লিখিয়া লইলেন। তৎপরে বলিলেন, "দেখ, আবার বলিতেছি, আমাদিগকে যদি সকল কথা খুলিয়া বল, তবে এই নোটগুলি তোমাকে ফিরাইয়া দিব। তুমি যাহাতে বাঁচিয়া যাও, তাহাও করিব।"

এবার মাঞ্চারজী বলিল, "যদি আপনাদের সব কথা বলি, তবে আপনারা যে আমাকে ছাড়িয়া দিবেন—কিরূপে বিশ্বাস করি?"

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "আমার কথাতেই বিশ্বাস।"

এই সময় তথায় দাদাভাস্কর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পশ্চাতে একটী বৃদ্ধা গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

বৃদ্ধা মাঞ্চারজীকে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "সেই সয়তানই আমাদের সর্ব্বনাশ করিল। তুই আর তার কথা শুনিস্ না। এঁদের সব বল—এঁরা আমাদের বাঁচাবেন বলেছেন।"

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "কাঁদিয়ো না। ঐখানে বসো।"

বৃদ্ধা চক্ষু মুছিতে মুছিতে বসিল। বলা বাহুল্য, এই বৃদ্ধাই মাঞ্চারজীকে লইয়া কলিকাতায় হরেকজীর নিকটে আসে। ইহাও বলা বাহুল্য, যে ইহার সংবাদ পাইয়া কীর্ত্তিকর ইহাকে বোম্বে আনিবার

জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন। পাছে পথে কেহ ইহাকে সরাইয়া ফেলে, এইজন্য পুলিসের লোক কীর্ত্তিকরের পরামর্শে ইহাকে জব্বলপুরের পথে না আনিয়া দিল্লী হইয়া বি, বি, সি, আই, রেলপথে লইয়া আসে। সেইজন্যই বর্জরজী ইহার সন্ধান পায় নাই।

পুলিসের হাতে পড়িয়া এই বৃদ্ধা সকল কথাই ভয়ে বলিয়া ফেলিয়াছিল। যাহাতে তাহার ছেলে মাঞ্চারজী সকল কথা বলে, তাহার জন্যও সে বিশেষ চেষ্টা করিতে স্বীকার করিয়াছিল। জেলের ভয়, ফাঁসীর ভয়—বড় ভয়। বৃদ্ধা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

কীর্ত্তিকর তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমার ছেলেকে অনেক বুঝাইয়াছি ; কিন্তু কিছুতেই বুঝিতেছে না।"

বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মাঞ্চারজি, সে সয়তান, তার কথা শুনিস্ না। সেই আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে ; সে সয়তান কলিকাতায় না এলে আমাদের এ দশা হত না। সেই বিষ খাইয়ে অমন লোক হরেকজীকে খুন করেছে। সব খুলে বল, এঁরা আমাদের বাঁচাবেন।"

মাঞ্চারজীও মনে মনে ইহা স্থির করিয়াছিল। সে বেশ বুঝিয়াছিল, তাহার আর বাঁচিবার কোন সম্ভাবনা নাই। আর ইহাও বেশ জানিত যে, বর্জরজী তাহার রক্ষার জন্য কিছুই করিবে না। বরং জেলে গেলে সে সন্তুষ্টই হইবে—নির্ব্বিঘ্নে কমলা বাঈকে বিবাহ করিতেও পারিবে। এমন দুরাত্মার জন্য নিজে মরিবে কেন? যখন উপায় আছে, তখন কেন ইচ্ছা করিয়া জেলে যাইবে? বর্জরজী তাহার কে, আর সে তাহার কি করিবে ; তাহাকে ভয় কি? সে ত জেলে থাকিবে। নিশ্চয়ই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর যাইবে। এইরূপ অনেক কথা মাঞ্চারজীর মনে উঠিতে লাগিল, শেষে সে আর ভাবিতে না পারিয়া বলিল, "আমি যদি সব বলি, তাহা হইলে আপনি কি আমাকে রক্ষা করিবেন?"

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "বাঁচাইব।"

"কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব?"

"আমার কথা কখনও মিথ্যা হয় না।"

"আমি সকলই খুলিয়া বলিতেছি; আমাকে মারিবেন না?"

"না।"

"সিন্দুক খুলিবার গুপ্তকথা আমিই জানিতে পারিয়াছিলাম।"

"কিরূপে?"

মাঞ্চারজী বলিতে লাগিল, "একদিন আমি রতন বাঈকে বেশ বুঝাইয়া দিই যে, রুস্তমজী আর তাহাকে ভালবাসে না। তাহাই সেদিন রুস্তমজী আসিলে সে ইহার জন্য রুস্তমজীকে অনেক কথা বলে। তাহাতে রুস্তমজী বলেন, 'রতন, তোমায় কত যত্ন করি, তাহার প্রমাণ তোমার নামে এখনও হরমসজীর সিন্দুক খুলে।' আমি একথা বর্জরজীকে বলিয়াছিলাম। সে ইহাতে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বলে, 'তবে আর ভয় কি? হরমসজীর সিন্দুক হতে টাকা নিতে হবে। তবে শুনেছি, তাঁর সিন্দুকে বেশী টাকা থাকে না। টাকা ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেয়, তবে উপায় আছে। আমাদের যে লাখ টাকা হরমসজীর ব্যাঙ্কে আছে, আমি কালই গিয়ে এই টাকা পরশ্বঃ দশটার সময় দিবার জন্য বলিব। তা হলে হরমসজী নিশ্চয়ই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা এনে সিন্দুকে রাখিবেন।"

কীর্ত্তিকর জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ টাকা কোথা হইতে আনিয়াছিলে?"

মাঞ্চারজী বলিল, "রাজা বাঈএর গহনা বাঁধা দিয়া পাইয়াছিলাম। বর্জরজী ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আসে। পরে রাজা বাঈএর নিকট হইতে চাবী লইয়া সিন্দুক হইতে টাকা বাহির করিয়া লওয়াই স্থির হয়। বর্জরজী এ কাজ আমাকে করিতে বলে। আমি কিছুতেই ইহাতে সম্মত

হই না। পরে সে আমাকে নানা রকমে ভয় দেখাইলে আমি সম্মত হইয়াছিলাম। আমরা জানিতাম, সেদিন সন্ধ্যার পর হরমসজী বাড়ী থাকিবেন না—তাহাই সেই সময়ে তাঁহার বাড়ী যাওয়া স্থির হয়; কিন্তু সন্ধ্যার সময় আমার মনটা কেমন খারাপ হইয়া গেল যে, আমি যাইতে অস্বীকার করিলাম।"

কীর্ত্তিকর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তখন বর্জরজী একাই গেল।"

মাঞ্চারজী বলিল, "না। সে আমাকে অনেক গালি দিল, ভীরু কাপুরুষ বলিল, পরে আমাকে অনেক মদ খাওয়াইল—তখন আমরা দুইজনে হরমসজীর বাড়ীর দিকে চলিলাম। হরমসজীর বাড়ীর দরজায় আসিলে আমার বুক এমনই ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল যে, আমি আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না, দাঁড়াইলাম। তখন বর্জরজী আমাকে কুৎসিত গালি দিতে লাগিল, আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। কিন্তু আমি সহসা তাহার হাত হইতে আমার হাত ছিনাইয়া লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইলাম।"

কীর্ত্তিকর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বর্জরজী কি করিল?"

"তাহা জানি না। আমি অনেকক্ষণ পথে পথে ঘুরিয়া শেষ বাসায় আসিলাম। দেখিলাম, তখনও বর্জরজী ফিরে নাই।"

"কখন সে ফিরিয়া আসিল?"

"প্রায় তখন রাত এগারটা।"

"আসিয়া তোমায় কি বলিল?"

"আমাকে দেখিয়া প্রথমে আমাকে একেবারে মারিতে উদ্যত হইল। আমিও লাফ দিয়া উঠিলাম। সে জানিত, আমার সঙ্গে গায়ের জোরে সে পারে না।"

"তার পর?"

"তার পর ধীরে ধীরে গিয়া চেয়ারে বসিল, বলিল ; 'পাগ্‌লা, তুই থাকিলে যে কাজ পাঁচ মিনিটে হইত, আমার তাহাই করিতে তিন ঘণ্টা লাগিল। পাজী মাগী কিছুতেই রাজী হয় না। তার পর আজ রাত্রে টাকা না পেলে তুই আত্মহত্যা করবি বলায় চাবী দিতে রাজি হল ; কিন্তু তাও বলে যে কেবল এক হাজার টাকা নিতে। সে-ও জানে না যে, সিন্দুকে এত টাকা ছিল।"

"তার ' র ?"

সর্বজয়জী বলিল, 'তার পর চাবী নিয়ে সিন্দুক খুলতে গেলেম, সে-ও সঙ্গে সঙ্গে এলো। চাবী খুলি আর কি—অমনি ছুটে এসে আমার হাত ধরলে, কিছুতেই খুলতে দেয় না। যাই হউক, অনেক কষ্টে খুলে টাকা নিয়ে চলে এসেছি, এই দেখ জানোয়ার।' এই বলিয়া সে আমাকে এক তাড়া নোট দেখাইল।"

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### খুন-রহস্য এখনও অজ্ঞাত

কীর্ত্তিকর, দাদাভাস্করকে বলিলেন, "দেখিলে দাদাভাস্কর, তাহার সেই বেঁস্‌ড়া দাগের কথা একদিন তোমাকে যেমন বুঝাইয়া দিয়াছিলাম, তাহা এখন ঠিক মিলিয়া যাইতেছে।" তৎপরে মাঞ্চারজীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন "তুমি আর কি জান?"

"আর কিছুই জানি না। যাহা জানি, সকলই আমি আপনাকে বলিলাম।"

"তুমি যে সত্যকথা বলিলে ইহার প্রমাণ কি?"

"রাজা বাঈকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন।"

"মোকদ্দমার সময়ে তুমি এ সকল কথা বলিবে?"

"যদি আপনারা আমাকে সাক্ষী করেন, নিশ্চয়ই বলিব।"

"এখন থেকে আমরা যাহা যাহা বলিব, করিতে প্রস্তুত আছ?"

"যখন আপনাদের উপর নির্ভর করিলাম, তখন কেন করিব না?"

"যদি আমাদের মতে কাজ কর—শেষ পর্য্যন্ত আমাদের কথা শুন; তবে এ টাকা তোমায় ফেরৎ দিব। ততদিন এ টাকা আমার নিকটে থাকিল।"

"এখন যাহা বলিবেন, আমাকে বাধ্য হইয়া করিতে হইবে।"

যতদিন এ মোকদ্দমা না চুকিয়া যায়, ততদিন তোমাকে আমরা যেখানে থাকিতে বলিব, সেইখানে থাকিতে হইবে।"

"থাকিব।"

"তোমার মা যেখানে আছেন, তুমিও সেইখানে থাকিবে।"

"তাহাই হইবে।"

কীর্ত্তিকর দাদাভাস্করকে বলিলেন, "দুইজন কনেষ্টবল দিয়া ইহাদের সেইখানে পাঠাইয়া দাও। পথে গাড়ীর দরজা যেন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়—সাবধান!"

মাঞ্চারজী ও বৃদ্ধাকে সঙ্গে করিয়া দাদাভাস্কর গমনে উদ্যত হইল, কীর্ত্তিকর বলিলেন, "দাঁড়াও।" তৎপরে মাঞ্চারজীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "খুনের বিষয় তুমি কিছু জান?"

মাঞ্চারজী বলিল, "না।"

"ঠিক করিয়া বল। তোমাদের সহিত পেষ্টনজীর আলাপ ছিল?"

"ছিল।"

"পেষ্টনজীর নিকট দুইখানা সার্টিফিকেট ছিল, তাহা কি তুমি জানিতে?"

"না।"

"কখনও পেষ্টনজী তোমাকে কি বর্জরজীকে এ কথা বলিয়াছিল?"

"আমায় কখনও বলে নাই। বর্জরজীকে বলিয়াছিল কি না, আমি জানি না।"

"কখনও এই খুন সম্বন্ধে কোন কথা বর্জরজী তোমাকে বলিয়াছে?"

"না।"

"ঠিক বলিতেছ?"

"কেন আর মিথ্যাকথা বলিব?"

"যাও।"

দাদাভাস্কর তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া বাহিরে গেলেন।

তাহারা প্রস্থান করিলে লালুভাই বলিলেন, "খুন সম্বন্ধে বোধ হয়, এ কিছুই জানে না।"

কীর্ত্তিকর। হাঁ।

লালুভাই। বর্জরজী এ খুনের ভিতর থাকিলে এ নিশ্চয়ই তাহা জানিতে পারিত।

কীর্ত্তিকর। তার কোন মানে নাই।

লালুভাই। দুইজনে দিন রাত এক সঙ্গে থাকিত, মত বদমাইসীর মতলব আঁটিত; খুনের ভিতর বর্জরজী থাকিলে এ নিশ্চয়ই জানিতে পারিত। তবে হয় ত স্বীকার করিতেছে না।

কীর্ত্তিকর। সে জন্য চিন্তার বিশেষ কারণ নাই; এবার খুনী শীঘ্র ধরা পড়িবে।

লালুভাই। আমি ত এ খুন সম্বন্ধে আর কিছুই সন্ধান পাই নাই। যতদূর প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে দেখিতেছি, হরমসজী ভিন্ন আর কেহই এ খুন করিতে পারে না। সাহেব ত আমাকে এ খুনের সন্ধান কতদূর কি হইল প্রত্যহই জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আর প্রত্যহ এক রকম উত্তরও দেওয়া যায় না। আপনার বিশ্বাস কে খুন করিয়াছে?

কীর্ত্তিকর। বিশ্বাস নয়—ধ্রুব সত্য। কাল তাহা জানিতে পারিবেন। আজ এই পর্য্যন্ত।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

### খুনের অভিযোগ

পরদিবস কীর্ত্তিকর হরমসজীর বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

হরমসজী তাঁহাকে চিনিতেন না। তাঁহাকে নিজের আফিসে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার নিকটে মহাশয়ের কি প্রয়োজন?"

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "আপনার সহিত আমার আলাপ নাই—তা না থাকুক হয়ত আপনি আমার নাম কখনও শুনিয়া থাকিবেন; আমার নাম কৃষ্ণজী বলবন্ত কীর্ত্তিকর—পুলিসে কাজ করি।"

হরমসজী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আপনিই কি ডিটেক্‌টিভ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কীর্ত্তিকর সাহেব?"

"হাঁ।"

"আপনার সহিত আলাপ ছিল না। আলাপ হইয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম।"

"আপনার সহিত একটা বিশেষ কথা আছে। কথাটা গোপনীয়। এখানে আমরা কথা কহিলে কাহারও সে কথা শুনিবার সম্ভাবনা আছে কি?"

"না।"

"তবে এইখানেই কথা হইতে পারে। আশা করি, আপনাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তাহার প্রকৃত উত্তর দিবেন।"

"আপনি এরূপভাবে কথা কহিতেছেন কেন? গোপন করিবার আমার পক্ষে কি আছে?"

"আপনি বর্জরজীর অনুরোধে বা ভয়ে পুলিস-কমিশনার সাহেবকে একখানা পত্র লিখিয়াছেন। যে পত্রে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা।"

হরমসজী রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনি এরূপভাবে আমার সহিত যদি কথা কহেন, তবে এখনই এখান হইতে বিদায় হউন।"

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "বিদায় হইবার একটু বিলম্ব আছে। আপনার মঙ্গলের জন্যই বলিতেছি। আপনি যদি সকল কথা খুলিয়া বলেন, আপনার পক্ষেই ভাল।"

"যদি না বলি?"

"তাহা হইলে দুঃখের সহিত বলিতেছি, আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করিতে বাধ্য হইব।"

"আমাকে গ্রেপ্তার! কেন? কিসের জন্য?"

"পেষ্টনজীর খুনের জন্য।"

হরমসজী চকিত হইয়া বলিলেন, "পেষ্টনজীর খুন! পেষ্টনজীর খুনের বিষয় আমি কিছুই জানি না। আপনাকে আমি কোন কথাই বলিব না! আপনি এখনই বিদায় হউন।"

কীর্ত্তিকর ধীরে ধীরে নিজ পকেট হইতে একটী ক্ষুদ্র বাঁশী বাহির করিলেন। সেইটী করতলে নাচাইতে নাচাইতে বলিলেন, "দেখুন, এই বাঁশীটা আমি বাজাইলে এখনই দশ-পনেরজন পুলিস-কর্ম্মচারী আসিয়া আপনাকে ঘেরাও করিবে, হাতে হাতকড়ী লাগাইয়া প্রকাশ্য পথ দিয়া আপনাকে লইয়া যাইবে। কেন ইচ্ছা করিয়া এ অপমান ডাকিয়া আনিতেছেন? ইচ্ছা করিয়া ফাঁসীকাঠে কেন মাথা দিতেছেন?"

হরমসজী উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, হতাশভাবে ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলেন। ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন, "আমার বিরুদ্ধে কি প্রমাণ আছে? আমি এ খুনের কিছুই জানি না!"

"বিশেষ প্রমাণ না থাকিলে কি আপনার মত বড়লোককে গ্রেপ্তার করিতে সাহসী হই?"

"কি প্রমাণ?"

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "অন্য লোক হইলে বলিতাম না, আপনাকে বলিতেছি; স্থির হইয়া শুনুন। পেষ্টনজীর জামার অস্তরের নীচে দুইখানি কাগজ লুকান ছিল; একখানি বিবাহের সার্টিফিকেট, আর একখানি জন্মের সার্টিফিকেট। এই দুইখানি সার্টিফিকেট তাহার নিকট হইতে লইবার জন্য কোন লোক তাহাকে খুন করিয়াছিল। যে খুন করিয়াছে, সে জানিত, সার্টিফিকেট দুইখানি পেষ্টনজীর নিকটে ছিল।"

হরমসজীর মুখের ভাব এমনই হইল যে, যেন তিনি এখনই মূর্চ্ছিত হইবেন; তাঁহার মুখ হইতে সমস্ত রক্ত অন্তর্হিত হইল। তিনি ব্যাকুলভাবে কীর্ত্তিকরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "দেখিতেছেন, আমরা একটু একটু খবর রাখি। আরও জানি যে, সার্টিফিকেটখানি মহাশয়ের গুপ্ত বিবাহের। অন্য সার্টিফিকেটখানি সেই পূর্ব্ব পরিণীতার এক কন্যার।"

হরমসজী লম্ফ দিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "আপনাকে কে বলিল?"

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "স্থির হইয়া বসুন, ব্যস্ত হইবেন না। আপনার পূর্ব্ব পরিণীতা স্ত্রীই বলিয়াছেন।"

এই বলিয়া কীর্ত্তিকর নিজ পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির

করিয়া হরমসজীর সম্মুখে ধরিলেন। বলিলেন, "এ হাতের লেখা আপনি চিনিতে পারেন?"

হরমসজী পত্রখানি দেখিয়া বংশপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। এ তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু-শয্যায় লিখিত পত্র। লালুভাই ইহা সংগ্রহ করেন। হরমসজী পত্রখানি পড়িলেন। পড়িয়া অর্দ্ধরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "আমাকে রক্ষা করুন।"

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "দেখিতেছেন, এই দুইখানি স্যার্টিফিকেট পেষ্টনজীর নিকট হইতে আপনারই লইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, সুতরাং——"

হরমসজী কোন কথা কানে না তুলিয়া বলিলেন, "আমাকে রক্ষা করুন—যত টাকা খরচ——"

কীর্ত্তিকর বাধা দিয়া বলিলেন, "টাকার কথা তুলিবেন না। আপনাকে রক্ষা করিব; কিন্তু আপনাকে সকল কথা খুলিয়া বলিতে হইবে। তাহা হইলে আপনার এ বিবাহের কথা এ জগতে আর কেহ জানিতে পারিবে না।"

হরমসজী বলিলেন, "আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিব। আমাকে রক্ষা করুন।"

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

### অভিযুক্ত

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "খুন সম্বন্ধে আপনার বিরুদ্ধে যদিও যথেষ্ট প্রমাণ আছে ; তথাপি আমি জানি, আপনি এ খুন করেন নাই। পেষ্টনজীর নিকট যে সার্টিফিকেট ছিল, তাহা আপনি জানিতেন না।"

হরমসজী অধীরভাবে বলিলেন, "আপনি ঠিক বলিয়াছেন—প্রকৃতই আমি কিছু জানিতাম না।"

"যদি বাঁচিতে চাহেন, মানসম্ভ্রম বজায় রাখিতে চাহেন, তবে সকল কথা খুলিয়া বলুন—কিছুই গোপন করিবেন না।"

"আমি কিছুই গোপন করিব না।"

"প্রথমে আপনি কেবল দুই-একদিন হইল, বর্জরজীর কাছে এ সার্টিফিকেটের কথা শুনিয়াছেন।"

"হাঁ।"

"সে আপনার পূর্ব্বের গুপ্ত-বিবাহের কথা প্রকাশ করিয়া দিবে, এই-রূপ ভয় দেখায়। এ বিবাহ প্রকাশ হইলে আইনানুসারে আপনার ভয়ানক দণ্ড হইত ; কারণ এক বিবাহ থাকিতে আপনি অন্য বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে আপনার এ স্ত্রী আপনার রক্ষিতারূপে পরিগণিতা হইতেন ; আর আপনার কন্যা কমলা বাঈ জারজ হইতেন।"

"হাঁ, এইজন্যই আমি ভয়ে তাহার কথায় সম্মত হইয়াছি—তাহার কথা না শুনিলে সে আমার সর্ব্বনাশ করিবে।"

"তাহার কথামত আপনি কমিশনার সাহেবকে টাকা পাইয়াছি বলিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন?"

"হাঁ।"

"আর কি করিতে সম্মত হইয়াছেন? কিছু গোপন করিবেন না।"

"কমলাবাঈএর সহিত তাহার বিবাহ দিতে সম্মত হইয়াছি। আমার স্ত্রীও ইহার জন্য আমাকে জেদ করিয়াছিল। মেয়েও সম্মত আছে।"

"কর্ত্তব্যের অনুরোধে দুঃখের সহিত তবে একটা কথা আপনাকে বলিতে হইল। যেমন বর্জরজী আপনাকে ভয় দেখাইয়া আপনার মেয়ের সহিত তাহার বিবাহ দিতে সম্মত করাইয়াছে, তেমনই এই ছয় মাস ধরিয়া আপনার স্ত্রীকেও সে ভয় দেখাইয়া আসিতেছে।"

হরমসজী। কেন?

কীর্ত্তিকর। যেমন ছেলেবেলায় আপনি ঝোঁকের মাথায় বিবাহ করিয়াছিলেন, তেমনই রাজা বাঈও ছেলেবেলায় একজনকে ভালবাসিয়াছিলেন। তাঁহার একটি পুত্র হইয়াছিল।

হরমসজী লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আপনি এখনই আপনার পথ দেখুন, আমারই বাড়ীতে বসিয়া আমাকে এরূপভাবে অপমানিত করায় আপনার ঠিক উদ্দেশ্য বুঝিলাম না।"

"উদ্দেশ্য মহৎ। তাহার পর শুনুন, ছেলেবেলায় যদি কেহ কোন ভুল করে, তাহার জন্য সে আজীবন মন্দ হইতে পারে না। আপনার সহিত বিবাহ হইবার পর হইতে রাজা বাঈএর মত পতিব্রতা স্ত্রী জন্মে না।"

এই বলিয়া কীর্ত্তিকর বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটা বাক্স বাহির করিলেন। ধীরে ধীরে বাক্সটি খুলিয়া হরমসজীর সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, "এ গহনাগুলি কাহার চিনিতে পারেন?"

হরমসজী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "এ আমার স্ত্রীর গহনা। আপনি ইহা কোথায় পাইলেন?"

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "সেই কথাই বলিতেছিলাম। বর্জরজীর

ভ্রাতা হরেকজীর সহিত রাজা বাঈএর বাল্যপ্রণয় ছিল। কিন্তু কোন কারণে উভয়ের বিবাহ ঘটে নাই। প্রথম যৌবনের লালসা বড় বিশ্রী জিনিষ—কেহ তাহা দমন করিতে পারে না, তাহার ফলে একটী ছেলেও হয়। বুর্জরজী ইহা জানিত। এই দুরাত্মা নিজের সমস্ত সম্পত্তি উড়াইয়া দিয়া পরে কলিকাতায় ভাইএর নিকটে যায়। সেখানে তাহাকে বিষ খাওয়াইয়া খুন করে। পরে তাহার বিষয়-সম্পত্তি সব উড়াইয়া, টাকার টানাটানি হওয়ায়, আপনার স্ত্রীকে পূর্ব্বকথা প্রকাশ করিয়া দিবার ভয় দেখাইয়া টাকা লইবার চেষ্টায় বোম্বে আসে। এখানে আসিয়া সে কি করিয়াছে, এই গহনাতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছেন। রাজা বাঈএর হাতে আর এক পয়সা না থাকায় শেষে তিনি বাধ্য হইয়া গহনাগুলি দেন। তাহারা গহনা গণেশমলের নিকট বাঁধা রাখিয়া লাখ টাকা লইয়া আপনারই ব্যাঙ্কে জমা রাখে।”

হরমসজী বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। কীর্ত্তিকর কহিলেন, “বর্জরজীই আবার আপনার স্ত্রীকে ভয় দেখাইয়া চাবী লইয়া সিন্দুক হইতে টাকা চুরী করে। মাঞ্চারজী সব স্বীকার করিয়াছে।”

হরমসজী কোন কথা বলিতে পারিলেন না—তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তখন কীর্ত্তিকর চুরী সম্বন্ধে সকল কথা একে একে তাঁহাকে বলিলেন। তৎপরে বলিলেন, “অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। রাজা বাঈকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিশ্চয়ই সমস্ত স্বীকার করিবেন।”

হরমসজী এবার কথা কহিলেন। বলিলেন, “হায়—হায়—আমার মান-সম্ভ্রম সকলই গেল—এখন আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।”

কীর্ত্তিকর বলিলেন, “আপনি বিবেচক। বালকের ন্যায় আপনার এরূপ অধীর হওয়া কর্ত্তব্য নয়। স্ত্রীর উপর রাগ করিবেন না। তিনি

এই পাষণ্ডের হাতে পড়িয়া অনেক কষ্ট পাইয়াছেন। এখন যাহাতে এই দুরাত্মা সমুচিত দণ্ড পায়, তাহাই করা আমাদের কর্ত্তব্য। আমার পরামর্শ শুনিলে আপনাদের পূর্ব্বের গুপ্তকথা জগতে কেহই জানিতে পারিবে না। অন্ততঃ আপনার কন্যা কমলা বাঈএর জন্য আপনার ইহা করা কর্ত্তব্য। নতুবা ভাবুন দেখি, তাহার অবস্থা কি হইবে।”

হরমসজী কাতরকণ্ঠে বলিলেন, “বলুন, আমি কি করিব?”

কীর্ত্তিকর বলিলেন, “পরে বলিতেছি। প্রথমে বর্জরজীর সম্বন্ধে দুই-একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে। সে আপনার বিবাহের সার্টিফিকেট কোথায় পাইল, এ সম্বন্ধে আপনাকে সে কি বলিয়াছে?”

হরমসজী বলিলেন, “সে বলে পেষ্টনজী মাতাল হইয়া তাহাকে একদিন এই সার্টিফিকেট দুইখানার কথা বলিয়াছিল—সেইখানে ফ্রামজীও ছিল। ফ্রামজীর তখন টাকার বড় টানাটানি; সে বলে পেষ্টনজীর নিকট হইতে সার্টিফিকেট দুখানা হাত করিতে পারিলে হরমসজীর নিকট অনেক টাকা আদায় হইবে। বর্জরজী ও ফ্রামজীতে এইরূপ পরামর্শ হয়, ফ্রামজী পেষ্টনজীর নিকট হইতে কোন গতিকে সার্টিফিকেট হস্তগত করিতে প্রতিশ্রুত হয়। সেই-ই তাহাকে গাড়ীর ভিতরে ক্লোরাফর্ম্ম করিয়া খুন করে; সে-ই সার্টিফিকেট লইয়াছিল; পরে পুলিস তাহার পশ্চাতে লাগিলে সে ভয়ে সার্টিফিকেট বর্জরজীর নিকটে দেয়।”

কীর্ত্তিকর বলিলেন, “তাহা হইলে আপনার বিশ্বাস যে, ফ্রামজীই পেষ্টনজীকে খুন করিয়াছে?”

হরমসজী বলিলেন, “ফ্রামজী ক্লোরাফর্ম্ম কিনিয়াছিল; সেই রাত্রে যেখানে খুন হয়, সেইখান হইতে সে গাড়ী করিয়া বাড়ী আসিয়াছিল। বিশেষতঃ, ক্লোরাফর্ম্ম মাখান যে রুমালখানা পেষ্টনজীর মুখের উপর পাওয়া যায়, তাহা ফ্রামজীর—ফ্রামজীই খুনী।”

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

### আত্ম-প্রকাশ

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "খুনের কথা পরে হইবে। এখন চুরীর সম্বন্ধেই কথা হউক। সে যে চুরী করিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে—"

হর। কি বলুন।

কীর্ত্তি। এ চুরীর জন্য তাহাকে সাজা দিতে গেলে আপনার স্ত্রীকে আদালতে যাইতে হয়; তাহা হইলে আপনাদের গুপ্তকথা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

হর। যাহাতে আমি রক্ষা পাই, তাহাই করুন।

কীর্ত্তি। তাহাই করিব। আপাততঃ এ চুরীর কথা আপনি যেরূপ উড়াইয়া দিয়াছেন, সেইরূপই হউক। আমরা মনে করিয়াছি, এ চুরী আদৌ হয় নাই। চুরীর গোলযোগ মিটিয়া গিয়াছে।

হর। এখন কি করিতে চাহেন?

কীর্ত্তি। বর্জরজীকে সাজা দিতে হইলে খুনের জন্যই দিতে হইবে।

হর। সে কি যথার্থই খুন করিয়াছে?

কীর্ত্তি। হাঁ। নিজেই স্বীকার করিবে।

হর। তাহা হইলেও ত সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। আপনি আমাকে রক্ষা করুন—তাহার দণ্ড ভগবান্ দিবেন।

কীর্ত্তি। ভগবান্ স্বয়ং কিছু করেন না। আমরাও ভগবানের সৃষ্ট —অনেক স্থলে আমাদের দিয়াই তিনি পাপীর দণ্ড দিয়া থাকেন।

হর। আপনি যাহা ভাল বিবেচনা করেন—করুন, যে কোন উপায়ে আমাকে রক্ষা করুন। আত্মহত্যা করিয়া সকল যন্ত্রণার অবসান করিতাম, কিন্তু কমলার জন্য তাহাও পারিতেছি না। তাহা হইলে সকল কথাই প্রকাশ হইয়া পড়িবে—তাহা হইলে কমলার কি হইবে!

কীর্ত্তি। ভয় নাই—যাহাতে সকল দিক্ বজায় থাকে, তাহাই আমি করিব।

হর। দয়া করিয়া তাহাই করুন।

কীর্ত্তি। দয়ার কথা কিছুই নাই। ইহা আমাদের কর্ত্তব্য।

হর। আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।

কীর্ত্তি। এই দুরাত্মাকে ছাড়িয়া দিলে সে আপনার সর্ব্বনাশ করিতে ছাড়িবে না।

হর। যখন আমি তাহার সকল কথাই জানিতে পারিয়াছি, তখন সে আর আমার কি করিবে?

কীর্ত্তি। তখন আপনার উপর তাহার ভয়ানক রাগ হইবে। সে সকল কথা প্রকাশ করিয়া দিবে। আপনি তখন তাহার কি করিবেন?

হর। যাহা ভাল হয় করুন। আমার বিবেচনা করিবার আর ক্ষমতা নাই।

কীর্ত্তি। প্রথমে আপনার স্ত্রীকে সকল কথা খুলিয়া বলিতে হইবে।

হর। ইহা আমি কিছুতেই পারিব না।

কীর্ত্তি। আমি জানিতাম, আপনার বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে। তাঁহাকে আপনার সকল কথা খুলিয়া বলা কি ভাল নহে? নতুবা আমাদের বাধ্য হইয়া তাঁহাকে শমন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। আমি এখন যাহা করিতেছি, আপনার ভালর জন্যই—বন্ধুভাবে। অফি-

সিয়্যাল করিলে কি ভাল হইবে?' আপনাকে কিছু বলিতে হইবে না ; আমি সকলই বলিব।

হর। যাই। হয় করুন। আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না—আমি পাগল হইয়া যাইব!

কীর্ত্তি। আপনি অধীর হইবেন না। আমার উপর নির্ভর করুন, আপনার কোন অনিষ্ট হইতে দিব না।

হর। যাহা হয় করুন।

কীর্ত্তি। চলুন, আপনার স্ত্রীর সহিত দেখা করা যাক্।

এই বলিয়া কীর্ত্তিকর উঠিলেন। কম্পিতপদে, স্পন্দিতহৃদয়ে হরমসজী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তাঁহারা উভয়ে উপরের বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। কীর্ত্তিকরের অনুরোধে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে হরমসজী স্ত্রীকে তথায় ডাকিলেন।

রাজা বাঈ গৃহ মধ্যে অপরিচিত লোক দেখিয়া, স্তম্ভিত হইয়া বাহিরে দাঁড়াইলেন। কীর্ত্তিকর উঠিয়া বলিলেন, "আমি পুলিসে চাকরী করি। আপনার সহিত দুই-একটি কথা আছে।"

রাজা বাঈএর সর্ব্বাঙ্গ প্রকম্পিত হইল। তাঁহার মুখ সম্পূর্ণ বিবর্ণ হইয়া গেল। দেখিয়া কীর্ত্তিকর বলিলেন, "বসুন।"

অতিকষ্টে কম্পিতপদে আসিয়া রাজা বাঈ একখানি চেয়ারে বসিল।

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "নিতান্ত দুঃখের সহিত, নিতান্ত বাধ্য হইয়া কয়েকটি কথা আপনাকে বলিতে হইতেছে।"

রাজা বাঈ কি বলিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠ হইতে কোন কথা বাহির হইল না।

কীর্ত্তিকর তখন বলিলেন, "বর্জরজী আপনাকে ভয় দেখাইয়া যাহা যাহা করিয়াছে, তাহা আমরা সকলই জানি।"

রাজা বাঈ ব্যাকুলভাবে কাঁদিয়া উঠিলেন।

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "ছেলেবেলায় ভুলের জন্য কেহ কখনও আজীবন ভুল করে না। হরমসজী সাহেব এখন সবই জানেন; আমি তাঁহাকে সবই বুঝাইয়া বলিয়াছি, সেজন্য আপনি ব্যাকুল হইবেন না। একজন পাপিষ্ঠ যে সেই সুবিধা পাইয়া আপনাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহারই দণ্ড দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। আপনার ন্যায় হরমসজী সাহেবও ছেলেবেলায় একটা ভুল করিয়াছিলেন।"

হরমসজী দুই হস্তে মুখ ঢাকিলেন। কীর্ত্তিকর তাঁহার গুপ্ত-বিবাহের কথা সমস্তই একে একে বলিতে লাগিলেন।

হরমসজী ও রাজা বাঈ উভয়েই সম্মুখস্থ টেবিলে মুখ ঢাকিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিলেন।

কীর্ত্তিকর বর্জরজী সম্বন্ধে সমস্ত কথা বলিয়া বলিলেন, "সে যেরূপে টাকা চুরী করিয়াছিল, তাহা আমরা জানি; আপনি যে তাহাকে সিন্দুক খুলিতে প্রতিবন্ধক দিয়াছিলেন, তাহাও আমরা জানি। মাঞ্চারজী আপনার ছেলে নহে, সে জাল জুয়াচোর। বর্জরজী নিজের অভীষ্টসিদ্ধির জন্য মাঞ্চারজীকে আপনার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। এই লউন আপনার গহনা; তাহাদের লীলাখেলা শেষ হইয়াছে। আর হরমসজী সাহেব, আপনি একবার মহাভ্রমে পড়িয়াছিলেন, আপনার স্ত্রী আপনার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন নাই—তিনি মাঞ্চারজীকে নিজের গর্ভজাত সন্তান বলিয়া জানিতেন।"

উভয়ের কেহই কথা কহিলেন না। মুখ লুকাইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

কীর্ত্তিকর কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "এখন আপনাদের অধীর হইলে চলিবে না। এই পাপিষ্ঠের যাহাতে সাজা হয়, তাহা করা

কর্ত্তব্য। এ দণ্ডিত না হইলে পরে আরও অনেকের সর্ব্বনাশ করিবে।”

হরমসজী আকুলভাবে বলিয়া উঠিলেন, “আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম—আপনি এ বিপদ্ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।”

কীর্ত্তিকর হাসিয়া বলিলেন, “সে ইচ্ছা আমার সম্পূর্ণ আছে। বোধ হয়, আপনি এত শীঘ্র বিস্মৃত হন নাই, সেদিন আমি নর-নারী হত্যায় আপনার পবিত্র হস্ত কলঙ্কিত হইতে দিই নাই।”

হরমসজী চকিত হইয়া মাথা তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, “আপনি—আপনি—আপনিই কি——”

বাধা দিয়া কীর্ত্তিকর বলিলেন, “হাঁ, আমিই সেই কাশীনাথ নায়েক; সেটা আমার ছদ্মবেশ—জাল মূর্ত্তি।”

হরমসজী ও রাজা বাঈ অবাক্ হইয়া বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে কীর্ত্তিকরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

## দুই ভগিনী

এই সময়ে ধীরে ধীরে কমলা বাঈ সেখানে উপস্থিত হইল। অন্তরাল হইতে কমলা বাঈ এতক্ষণ সমুদয় শুনিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া কীর্ত্তিকর বলিলেন, "আপনাকেও আমার প্রয়োজন।"

কমলা মৃদুকণ্ঠে কহিল, "বলুন।"

কমলাকে দেখিয়া হরমসজী চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "তুমি এখানে কেন? আমরা বিশেষ ব্যস্ত আছি। এখন যাও।"

কমলা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "বাবা, আমি সকলই জানি।"

হরমসজী বিস্মিতভাবে কন্যার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণপরে ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলেন, এবং দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া হতাশভাবে বলিলেন, "হা ভগবান্, আমার অদৃষ্টে এত কষ্টও ছিল!"

কমলা ধীরে ধীরে পিতার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। আদরে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিল, "বাবা, আপনার এখন মাকে দেখাই উচিত। আমি অনেকদিন হইতেই এ সকল কথা জানি, দেখুন মার চেহারা। মা এ কয়মাস বড় কষ্ট পাইতেছেন। আপনার ভয়ে আমি কোন কথাই প্রকাশ করিতে পারি নাই।"

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "আপনার কন্যা দেবী। বংশে কলঙ্ক হয় বলিয়া, জানিয়া-শুনিয়াও বর্জ্জরজীর ন্যায় নরপশুকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। হরমসজী সাহেব, আপনার অধীর হওয়া ঠিক হয় না।"

হরমসজী উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, "আপনি ঠিক বলিয়াছেন। এই পাষণ্ডের রক্ত না দেখিয়া আমি জলস্পর্শ করিব না।"

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "আপনাকে আর পাপীর রক্তে হস্ত কলঙ্কিত করিতে হইবে না। সে কাজ বিচারালয়েই হইবে।"

কমলা বাঈ বলিলেন, "বাবা, আমি সকল কথাই জানি। ইনি আমাদের বন্ধু।"

কীর্ত্তি। আপনার কন্যা সকলই জানেন। এ কথা আমরা কয়জনই কেবল জানি, সুতরাং প্রকাশ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

কমলা। হাঁ বাবা, ইনিই রুস্তমজীকে দুই-দুইবার রক্ষা করিয়াছেন। ইনিই আমাদিগকে রক্ষা করিবেন, পাপীর দণ্ড দিবেন। আপনি মাকে দেখুন। মা পাষণ্ডের হাতে পড়িয়া এ কয়মাস কত কষ্ট পাইয়াছেন।

হরমসজী ধীরে ধীরে উঠিলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া দরবিগলিতধারে অশ্রুধারা বহিতেছিল। তিনি রুমালে চক্ষু মুছিয়া স্ত্রীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সাদরে তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহার চক্ষের জল মুছাইয়া দিলেন। বলিলেন, "রাজা, সকলই ত শুনিলে; ছেলেবেলায় আমরা যাহা করিয়াছিলাম, তাহার দণ্ড যথেষ্ট পাইয়াছি। ইনিই আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। আমার সে স্ত্রী আর নাই—সুতরাং আমাদের আর কোন ভয় নাই। হরেকজীও মারা গিয়াছে। ভগবান্ অনুগ্রহ করিয়াই শিশু অবস্থাতে তোমার ছেলেটিকে লইয়াছিলেন। নিশ্চয় আমার কন্যাটিকেও তিনি লইয়া তাহাকে পাপ-পথ হইতে রক্ষা করিয়াছেন।"

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "না, আপনার কন্যা বাঁচিয়া আছে।"

হরমসজী বলিলেন, "বাঁচিয়া আছে! কোথায়? আপনি কি তাহার সন্ধান রাখেন? হা ভগবান্!"

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "ব্যস্ত হইতেছেন কেন? আপনার সে কন্যা ভালই আছেন।"

হরমসজী বলিলেন, "এখন তাহার বয়স প্রায় বিশ বৎসর হইবে। সে নিশ্চয়ই তাহার মা'র মত হইয়াছে। কোন্‌দিন পিতা বলিয়া আমার নিকট আসিবে। আমার মুখ দেখাইবার আর উপায় থাকিবে না। সে কি আমায় তাহার পিতা বলিয়া জানে?"

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "না।"

হরমসজী বলিলেন, "তবে আপনি আমার সে কন্যার সন্ধান কিরূপে জানিলেন?"

কীর্ত্তিকর পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির করিলেন। হরমসজীর মৃত স্ত্রী রস্তমজীকে এই কাগজটুকু দিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি যাহার নিকট কন্যা রাখিয়াছিলেন, তাহার ঠিকানা ছিল।

কীর্ত্তিকর হরমসজীর হাতে কাগজখানি দিয়া বলিলেন, "আপনার স্ত্রী মৃত্যু সময়ে এই কাগজ রস্তমজীকে দিয়াছিলেন?"

হ। আপনি কি ইহার সন্ধান করিয়াছিলেন?

কী। তিনি রস্তমজীকে সেই কন্যার সন্ধান করিবার জন্য শপথ করাইয়াছিলেন।

হ। সন্ধান কি হইয়াছে?

কী। হাঁ, অনেক অনুসন্ধানের পর। আপনার সেই কন্যা পরমসুন্দরী—তাহাই—এই পাপিয়সী পয়সার লোভে তাহাকে আর একটী স্ত্রীলোকের নিকট বিক্রয় করিয়া পুনরায় পলাইয়া যায়। আপনার কন্যা এই স্ত্রীলোকের নিকট থাকে। সকল কথাই পরে জানিতে পারিবেন।

হ। আর শুনিবার ইচ্ছা নাই। "হা ভগবান্—আমার অদৃষ্টে এত কষ্ট লিখিয়াছিলেন!

কী। আপনি কি আপনার কন্যাকে দেখিতে চাহেন?

হ। না—না—না। শৈশবেই তাহার মৃত্যু হইল না কেন?

হরমসজী আবার দুইহাতে মুখ আবৃত করিলেন।

কমলা কীর্ত্তিকরের নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "তিনি আমার ভগিনী—প্রকৃত পক্ষে আইনানুসারে তিনিই বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। তাঁহাকে আর আমাদের কোনমতেই অন্যত্রে থাকিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। তিনি কোথায় আছেন বলুন, আমি এখনই গিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিব।"

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "আপনার দাসীকে ডাকুন, সে ঠিকানা জানে।"

কমলা ব্যগ্রভাবে রতনকে ডাকিল। রতন তৎক্ষণাৎ আসিয়া কমলার পার্শ্বে দাঁড়াইল।

কীর্ত্তিকর ধীরে ধীরে উঠিলেন। ধীরে ধীরে যাইয়া রতনের হাত ধরিয়া বলিলেন, "কমলা বাঈ, আপনি আপনার ভগিনীকে দেখিতে চাহিতেছিলেন—এই লউন, আপনার ভগিনী।" তৎপরে হরমসজীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "হরমসজী সাহেব, আপনার সে কন্যা এই।"

এই সংবাদে হরমসজী ও রাজা বাঈ স্তম্ভিতভাবে ব্যাকুলদৃষ্টিতে রতনের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহাদের সকলই স্বপ্ন বলিয়া প্রতীয়মান্ হইতে লাগিল।

কমলা ও রতন বিস্মিতভাবে উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রায় দশ মিনিট অতীত হইল, সকলেই নীরব, নিস্পন্দ। পরে রতন হাসিয়া ফেলিল। সে ধীরে ধীরে আসিয়া কমলার গলা জড়াইয়া তাহার মুখচুম্বন করিল।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

### অপূর্ব্ব মিলন

রতন হাসিয়া ফেলিল। চিরকালই তাহার হৃদয় যেন হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়ায়—এত লঘু। এই দৃশ্যে সে নিজেই জানে না, সহসা কেন তাহার হাসি পাইল।

সে প্রথমে কীর্ত্তিকরের কথা বিশ্বাস করিতে পারে নাই। ভাবিল, হয় ত কীর্ত্তিকর উপহাস করিতেছেন; কিন্তু আবার ভাবিল, কীর্ত্তিকর উপহাস করিবার লোক নহেন। বিশেষতঃ তিনি এরূপ গুরুতর বিষয় লইয়া কখনও উপহাস-বিদ্রূপ করিবেন না।

হরমসজী তাহার পিতা এবং কমলা তাহার ভগ্নী, এ কথা মনে হওয়ায় তাহার হাসি পাইল। সে হাসিয়া ফেলিল। সে দুঃখিত হইবে কি আনন্দিত হইবে, হাসিবে কি কাঁদিবে, তাহার কিছু স্থির করিতে পারিল না।

প্রথমে তাহার মনে যাহা উদয় হইল, সে তাহাই করিল। সে ধাইয়া কমলার গলা জড়াইয়া ধরিল, এবং তাহাকে স্নেহভরে চুম্বন করিল।

সে এখন আর কমলার দাসীভাবে ছিল না, প্রিয়সখীতে পরিণতা হইয়াছিল। তাহার সকল কথা কমলাকে বলিয়াছিল। রতন যে তাহারই রুস্তমজীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, ইহা জানিতে পারিয়া সে তাহার প্রতি রাগ না করিয়া বরং বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিল।

তাহারা দুটিতে যে দুই ভগিনী, তাহা পরস্পরে অবগত না থাকায়ও উভয়ে উভয়কে সহোদরা ভগিনীর ন্যায় ভালবাসিত। উভয়ের হৃদয়

দুঃখ কষ্টে একসূত্রে বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। কাহারও নিকট কাহারও কথা গোপন ছিল না।

কমলা রতনের সস্নেহ-চুম্বনে চমকিত হইয়া তাহার দিকে চাহিল। কীর্ত্তিকরের কথা বিদ্যুতের ন্যায় তাহার হৃদয়ে বাজিল। কমলা তখন রতনের চিবুক এক হাতে তুলিয়া ধরিয়া, আর এক হাতে তাহার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া তাহার উভয় গণ্ডে চুম্বন করিল।

তখন তাহারা উভয়ে কে কাহাকে লইয়া গেল, তাহা তাহারা জানে না, উভয়ে পরস্পরের হাত পরস্পরের মধ্যে লইয়া ধীরে ধীরে হরমসজীর পার্শ্বে আসিয়া জানু পাতিয়া বসিল। উভয়ে হরমসজীর ক্রোড়ে মস্তক লুকাইল। তখন তাহারা সেই স্নেহময় পিতার চরণদ্বয় অশ্রুজলে ভাসাইয়া দিল।

হরমসজীও কাঁদিতেছিলেন। তিনি অশ্রুসিক্তনেত্রে একে একে দুই কন্যাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া তাহাদের মস্তক চুম্বন করিলেন।

তখন তিনি কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; এবং দুই কন্যার হাত ধরিয়া রাজা বাঈএর পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "তোমার একটি কন্যা ছিল—এখন দুইটি হইল।"

রাজা বাঈ উভয় কন্যার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন সকলের চক্ষু হইতে দরবিগলিত ধারে অশ্রুধারা বহিতেছিল।

অন্য কেহ হইলে নিশ্চয়ই এ দৃশ্যে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেন না। কিন্তু কীর্ত্তিকর সাহেব অবিচলিতভাবে চক্ষু মুদিত করিয়া বসিয়াছিলেন। ক্ষণপরে বলিলেন, "যাহাতে এই পাপিষ্ঠগণ দণ্ডিত হয়, তাহা করা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য।"

হরমসজী বলিলেন, "আপনি যাহা বলিবেন, আমরা তাহাই করিব।"

কী। এ সকল কথা বর্জরজী যেন কোনরূপে না জানিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পলাইবে—ধরা কঠিন হইবে।

হ। সে কিছুতেই কোন কথা জানিতে পারিবে না।

কী। সে নিশ্চয়ই আপনার নিকট আসিবে। সে কমলা বাঈ লাভের প্রত্যাশা সহজে ছাড়িতে পারিবে না।

হ। বরং মেয়েকে বিষ খাওয়াইয়া মারিব, তবু সেই পাষণ্ডের হাতে দিব না।

কী। আর কিছুই করিতে হইবে না। সে আসিলে তাহাকে কোন রকমে আমাদের মৎলব জানিতে দিবেন না। যেমন তাহাকে যত্ন করিতেন—পূর্ব্বাপর যেমন ভাব দেখাইয়া আসিতেছেন, সেইরূপই করিবেন। উপযুক্ত সময়ে আমরা তাহাকে গ্রেপ্তার করিব।

হ। সে কি আর আসিবে?

কী। খুব সম্ভব। সে এখন কোথায় আছে জানেন?

হ। কেন? যে বাড়ীতে তাহারা দুই জনে ছিল, সেই বাড়ীতেই আছে।

কী। না, সেখানে সে একবার গিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই পর্য্যন্ত আর যায় নাই।

হ। আমাকে ত কিছুই বলে নাই।

কী। এবার যদি আসে, তাহা হইলে সে এখন কোথায় আছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিবেন না।

হ। নিশ্চয় করিব।

কী। তবে এখন আমি বিদায় লইতে পারি।

হ। আপনার ঋণ অপরিশোধ্য। আবার কখন আপনার সাক্ষাৎ পাইব?

কী। প্রয়োজন হইলেই আবার আসিব।

কীর্ত্তিকর উঠিলেন। তাঁহার সহিত অন্যান্য সকলেও উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কীর্ত্তিকর হরমসজীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কমলা বাঈ রতনের সকল কথাই জানেন। অবসর মত তিনি সকল কথাই আপনাদের বলিবেন। রতন সাহায্য না করিলে আমরা রস্তমজীকে রক্ষা করিতে পারিতাম না—দোষীও দণ্ড পাইত না। সে আমারই কথামত আপনার বাড়ীতে দাসী হইয়াছিল।"

হরমসজী বলিলেন, "তাহা হইলে তাহার দ্বারা আপনি আমার বাড়ীর সকল খবরই জানিতে পারিয়াছিলেন। পুলিসের চর যে আমাদের বাড়ীতে রহিয়াছে, তাহা আমরা একদিনও জানিতে পারি নাই। আপনারা ভাবিয়াছিলেন, আমিই খুন করিয়াছি—কি ভয়ানক!"

কীর্ত্তিকর হাসিয়া বলিলেন, "তাহা যদি ভাবিতাম, তাহা হইলে অনেক দিন আগেই আপনাকে গ্রেপ্তার করিতাম। অন্ততঃ আমাদের বৃদ্ধ ইনস্পেক্টর লালুভাই আপনাকে গ্রেপ্তারের জন্য বড়ই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন।"

হরমসজী বলিলেন, "আপনিই আমাকে সকল রকমে রক্ষা করিয়াছেন।"

কীর্ত্তিকর কোন উত্তর না দিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, "আপনার টাকা যাহা এরা দুইজনে লইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই আমরা মাঞ্চার-জীর কাছে পাইয়াছি।"

রাজা বাঈ, কমলা ও রতন তিনজনেই তাঁহাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিলেন। কিছুদূর আসিয়া সহসা কমলার

দিকে ফিরিয়া কীর্ত্তিকর হাসিয়া বলিলেন, "বোম্বাই পুলিস আপনার বিবাহে এ টাকা যৌতুক দিবে—কিন্তু দেখিবেন, যেন রস্তমজীর বিবাহে আমরা নিমন্ত্রণে ফাঁক না পড়ি।" বলিয়া রাজা বাঈএর দিকে ফিরিয়া কহিলেন,"আপনাকে আমার আর একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে; রস্তমজী যখন চুরীর অপরাধে ধরা পড়ে, তখন আপনিই না তাহার মোকদ্দমা চালাইবার জন্য একখানা বেনামী পত্র লিখিয়া পাঁচহাজার টাকা পাঠাইয়াছিলেন?"

রাজা বাঈ নীরবে অবনত মুখে রহিল।

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "তবে আমার অনুমান সত্য—যাহা হউক, কাজটা খুব মহৎ হৃদয়েরই হইয়াছে—সন্দেহ নাই। আপনি জানিতেন, রস্তমজী নির্দ্দোষ, নির্দ্দোষ হইয়াও সে অবস্থা-বিপাকে বিপন্ন—কাজটা খুব ভালই করিয়াছিলেন।"

এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে কীর্ত্তিকর চলিয়া গেলেন। রাজা বাঈ স্বামীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "আমাদের সহায় ভগবান্।"

* * * * * * *

এক ব্যক্তি কীর্ত্তিকরের অনুসরণ করিয়াছিলেন, যতক্ষণ তিনি হরমসজীর বাড়ীতে ছিলেন, ততক্ষণ সে-ও বাড়ীর নিকটে তাঁহার প্রতীক্ষায় ছিল। তিনি হরমসজীর বাড়ী হইতে বাহির হইলে সেই ব্যক্তি আবার তাঁহার অনুসরণ করিয়া চলিল।

পরক্ষণে আর একজন কোথা হইতে বাহির হইয়া সেই ব্যক্তির অনুসরণ করিল। সে লোকটা ... র প্রতীক্ষায় নিকটেই কোনখানে লুক্কায়িত ছিল।

## নবম পরিচ্ছেদ

### খুনের উদ্দেশ্য

কীর্ত্তিকর হরমসজীর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া রস্তমজীর বাড়ীর দিকে চলিলেন; রস্তমজীর সহিত তাঁহার দেখা করিবার কথা ছিল।

ফ্রামজীকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন থাকায় তিনি রস্তমজীকে লিখিয়াছিলেন, যেন তিনি ফ্রামজীকে তাঁহার বাড়ীতে ডাকিয়া লইয়া আনেন। ফ্রামজীও তাঁহার জন্য রস্তমজীর বাড়ীতে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

আর বৃদ্ধ মারাঠী বেশে থাকিবার প্রয়োজন নাই দেখিয়া, কীর্ত্তিকর ইতিপূর্ব্বেই রস্তমজীকে তাঁহার নিজ পরিচয় দিয়াছিলেন। মাঞ্চারজী, বর্জরজীর সম্বন্ধেও সকল কথা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন।

রস্তমজীর অনুরোধে—কতকটা বা নিজের কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার জন্য কীর্ত্তিকর হরমসজীর মৃত স্ত্রীর কন্যার অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। কীর্ত্তিকর যে কার্য্যে যখন হস্তক্ষেপ করিতেন, তাঁহাকে কখনও অকৃতকার্য্য হইতে হয় নাই।

তিনি অতি শীঘ্রই সেই স্ত্রীলোককে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিলেন। তাঁহার নিকট জানিলেন যে, সে বেলা বাঈকে গঙ্গা বাঈয়ের নিকট বিক্রয় করিয়াছিল। পাছে কেহ বেলাকে খুঁজিয়া পায় বলিয়া গঙ্গা তাহার নাম বদ্‌লাইয়া রতন রাখিয়াছিল।

এই সকল জানিয়া রতন বাঈ যে হরমসজীর কন্যা, ইহা জানিতে তাঁহার আর বিলম্ব হয় নাই। তিনি এ সমস্ত কথাই রস্তমজীকে বলিয়াছিলেন। রস্তমজী প্রকৃতই সহোদরা ভগিনীর ন্যায় রতনকে ভালবাসিতেন। তিনি এ কথা শুনিয়া হৃদয়ে বড়ই আনন্দ উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

রস্তমজী ও ফ্রামজী উভয়েই অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে কীর্ত্তিকরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাকে গৃহপ্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া উভয়েই সত্বর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অতি সমাদরে তাঁহাকে বসাইলেন।

কীর্ত্তিকর হাসিয়া বলিলেন, "ফ্রামজী সাহেব, বর্জরজী প্রমাণ করিতে চায় যে, আপনিই পেষ্টনজীকে খুন করিয়াছেন।"

ফ্রামজী। ( সবিস্ময়ে ) আমি!

কীর্ত্তিকর। হাঁ, আপনিই।

ফ্রামজী। আমি সে রাত্রে বোম্বে ছিলাম না। আপনাকে আমি তাহা প্রমাণ করিয়াও দিয়াছি। আমার ভগিনীর কঠিন পীড়া হওয়ায় আমি সেদিন রাত্রি আট্টার গাড়ীতে বেন্দোরা যাই। সমস্ত রাত্রি সেখানে ছিলাম। বড় বড় দুইজন ডাক্তার আর সেখানকার সকল লোকই ত এ কথা আপনাকে আর দাদাভাস্কর সাহেবকে বলিয়াছেন।

কীর্ত্তিকর হাসিয়া বলিলেন, "ফ্রামজী সাহেব, ভয় নাই—আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করিতে আসি নাই। আমি কেবল বলিতেছিলাম যে, গুণবান্ বর্জরজী সাহেব হরমসজী সাহেবকে বেশ ভাল করিয়া বিশ্বাস করাইয়াছিলেন যে, খুন আপনিই করিয়াছেন।"

ফ্রামজী। তিনি তাহাই বিশ্বাস করিয়াছেন?

কীর্ত্তিকর। হাঁ, করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এখন আর করেন না।

রস্তমজী বলিলেন, "আপনি কি সকল কথা তাঁহাকে বলিয়াছেন?"

কীর্ত্তি। হাঁ, কেবল তাঁহাকে নয়—রাজা বাঈ, কমলা বাঈ, রতন বাঈ সকলের সম্মুখেই সকল কথা বলিয়াছি।

রস্তম্। তবে তাঁহারা সকলেই এখন জানিয়াছেন যে, রতন তাঁহাদের কে?

কীর্ত্তি। হাঁ।

রস্তম। হরমসজীর বিবাহের কথা, তাঁহার পূর্ব্ব স্ত্রীর কথা সকলই আপনি তাঁহাদের সম্মুখেই বলিলেন?

কীর্ত্তি। কেন বলিব না?

রুস্তম। তাঁহারা শুনিয়া কি বলিলেন?

কীর্ত্তি। কিছুই নয়।

রস্তম। কি করিলেন?

কীর্ত্তি। দেখি নাই, তখন চোখ বুজিয়া বসিয়াছিলাম।

সকলেই কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলেন। ক্ষণপরে রস্তমজী বলিলেন, "তাহা হইলে আপনার স্থির বিশ্বাস, বর্জরজী খুন করিয়াছে?"

কীর্ত্তি। নিশ্চয়।

রস্তম। তবে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতেছেন না কেন?

ফ্রামজী। সে জানিতে পারিলে পলাইবে—তাহাকে ধরা শক্ত হইবে।

কীর্ত্তি। প্রমাণ নাই।

রস্তম। তাহা হইলে কি করিবেন? চুরী করিয়াছে, কিন্তু আপনি হরমসজীর পরিবারের উপর দয়া করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, এই পিশাচ খুন করিয়াও কি নিষ্কৃতি পাইবে?

কীর্ত্তি। এইজন্য ফ্রামজী সাহেবকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।

ফ্রামজী। বলুন।

কীর্ত্তি। আপনি খুব ভাল করে মনে করে দেখুন দেখি, কোন দিন সার্টিফিকেটের কথা কোনভাবে বর্জরজী বলেছিল কি না?

ফ্রামজী। না, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মনে থাকিত।

কীর্ত্তি। আপনি পেষ্টনজী আর বর্জরজীর বাসায় প্রায়ই ত যাইতেন?

ফ্রামজী। প্রায়ই নয়—মধ্যে মধ্যে যাইতাম।

কীর্ত্তি। আপনার কি মনে পড়ে যে, কোন দিন পেষ্টনজীর সঙ্গে বর্জরজীর ঝগড়া-বিবাদ হইয়াছিল?

ফ্রামজী। না, তবে আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন বলিয়া এখন মনে পড়িতেছে। একদিন আমি বর্জরজীর সঙ্গে দেখা করিতে গেলে দেখিলাম, সে বাড়ী নাই। তাহার চাকর হাসিতে হাসিতে বলিল, "আপনি বোধ হয়, আজ আর দেখা পাইবেন না।" আমি তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, "একটু আগে পেষ্টনজী ও আমাদের কর্ত্তা দুজনে দু বোতল মদ শেষ করেছেন। সেই দু বোতলের দেড় বোতল পেষ্টনজী সাহেব একা শেষ করেছেন। তাদের মজা দেখে কে? দুজনে মেজের উপরে গড়াগড়ি। আমার মনিব পেষ্টনজীর বুক থেকে কি কেড়ে নেবার চেষ্টা করছিলেন, অথচ তিনি তাহা কিছুতেই দিবেন না। অনেক কষ্টে উঠে টল্‌তে টল্‌তে বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন; আমার মনিবও তার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। দেখুন না—হয়ত কোন মদের দোকানে বসে মদ খাচ্ছেন।"

কীর্ত্তি। ফ্রামজী সাহেব, আপনি এ কথাটি পূর্ব্বে বলেন নাই কেন?

ফ্রামজী। এটা খুব দরকারী খবর বলিয়া আমার মনেই হয় নাই।

কীর্ত্তি। আমরা যে সাক্ষী খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম, এই ত সেই সাক্ষী, দেখিতেছেন না কি?

ফ্রামজী। এখন বুঝিয়েছি।

কীর্ত্তি। সে চাকর কি বর্জরজীর নিকট বরাবরই ছিল?

ফ্রামজী। না, পরদিন গিয়ে দেখি,সে আর নাই।

কীর্ত্তি। নিশ্চয়ই! আর কি তাহাকে বর্জরজী রাখে। কেবল শুধু বাড়ী থেকে বিদায় করে নাই। একেবারে তাকে বোম্বে হইতেই কোথায় বিদায় করিয়া দিয়াছে।

ফ্রামজী। তারপর তাহার নূতন চাকর আপনাদের দাদাভাস্কর সাহেব।

কীর্ত্তি। যাহা হউক, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। মাঞ্চারজীর কাছে আমরা খুন সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিতে পারিয়াছি, মাঞ্চারজীই আপনার কোট চুরী করিয়া আনিয়া বর্জরজীকে দেয়, সেই কোটের পকেটে আপনার একখানা রুমালও ছিল; আপনাদের দুইজনের ঘাড়ে খুনের অপরাধটা চাপাইবার জন্যই বদমাইস বর্জরজী ফ্রামজীর সেই কোট পরিয়াছিল। খুনের রাত্রে বর্জরজী, পেষ্টনজীকে মাতাল করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল, পথে সে পেষ্টনজীকে একবার ছাড়িয়া দিয়া গোপনে তাহার উপর লক্ষ্য রাখিয়াছিল। যখন সে দেখিল, রুস্তমজী পেষ্টনজীকে মাতাল দেখিয়া একখানা গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া চলিয়া গেল, তখন বর্জরজী সুবিধা বুঝিয়া তাড়াতাড়ি সেই গাড়ীতে উঠে, ফ্রামজীর রুমালে ক্লোরাফর্ম্ম মাথাইয়া পেষ্টনজীর মুখে চাপিয়া ধরে——

রুস্তমজী বলিলেন, "সংসারে এমন লোকও জন্মায়?"

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "অনেক—অনেক।"

এই বলিয়া কীর্ত্তিকর চলিয়া গেলেন। রুস্তমজী ও ফ্রামজী উভয়ে বসিয়া নানা বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

## দশম পরিচ্ছেদ

### অলক্ষ্যে আক্রমণ

সন্ধ্যার একটু পরে কীর্ত্তিকর রস্তমজীর বাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন পথে একে একে গ্যাস জ্বালা হইতেছিল। তিনি চিন্তিত মনে যাইতেছিলেন। তখন রাজপথে বড়ই জনতা, সকলেই নিজ নিজ কাজকর্ম্ম সারিয়া দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে ফিরিতেছিল। পথে একস্থানে কয়েকটা গাছ থাকায় সেখানে একেবারেই আলো ছিল না। পার্শ্বেই একটা অন্ধকার গলি। সেখানটা লোক জনও খুব কম। যখন কীর্ত্তিকর এই স্থানে আসিলেন, সহসা একজনের দ্রুত পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি চমকিত হইয়া ফিরিলেন।

তাঁহার বোধ হইল যেন—তিনি দেখিলেন, কে একজন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শাণিত ছুরিকা তুলিল। তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে সরিয়া দাঁড়াইলেন; হাত বাড়াইয়া সেই আততায়ীকে ধরিতে গেলেন। সে ব্যক্তি তাঁহার পৃষ্ঠদেশ লক্ষ্য করিয়া ছুরি তুলিয়াছিল—কীর্ত্তিকর সরিয়া দাঁড়াইবার জন্য ছুরি তাঁহার মণিবন্ধে পড়িল। আঘাতটা সজোরে লাগিয়াছিল, অনেকখানি কাটিয়া গিয়া রক্ত বহিতে লাগিল।

কীর্ত্তিকর লম্ফ দিয়া তাহাকে ধরিতে অগ্রবর্ত্তী হইলেন; কিন্তু সে ব্যক্তি নিমেষমধ্যে অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

তিনি তাহাকে দেখিতে না পাইয়া দাঁড়াইলেন। তখনই একজন পশ্চাৎ হইতে ত্রস্তে আসিয়া বলিল, "মাষ্টার, লাগে নাই ত?"

কীর্ত্তিকর তাহার দিকে ফিরিলেন। তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "গাধা, এখনই তাহার পশ্চাতে যাও—আমার ভাবনা ভাবিতে হইবে না।"

সে মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্ধকার গলির ভিতরে অন্তর্হিত হইল।

কীর্ত্তিকর তখন জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার ক্ষতস্থান হইতে অনর্গল রক্ত পড়িতেছে। তিনি একটা আলোক স্তম্ভের নিকটে আসিলেন। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া ক্ষতস্থান উত্তমরূপে বাঁধিলেন। এবং সেই গলির ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে চলিলেন।

কিয়দ্দূর আসিয়া দেখিলেন, যে ব্যক্তিকে তিনি সেই ছুরিকাঘাত-কারীর অনুসরণে পাঠাইয়াছিলেন, সে আবার ফিরিয়া আসিতেছে। কীর্ত্তিকর দাঁড়াইলেন। সেই ব্যক্তি নিকটস্থ হইলে বলিলেন, "কি হইল ?"

"আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। অন্ধকারে কোন গলির ভিতর বা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছে।"

"ইহাতে তোমাকে গাধা বলিব না ত কি বলিব ?"

"মাষ্টার, আমি এ তিন দিন ছায়ার মত তার সঙ্গে সঙ্গে আছি।"

"তা জানি। তাহাতে লাভটা কি হইল ?"

"এক নিমিষের জন্যও তাকে চোখের আড়াল হইতে দিই নাই।"

"তা জানি। এখন চোখে ধূলা দিয়া গেল।"

"আমি কি জানি যে, বেটা আপনাকে খুন করিবার চেষ্টা করিবে। আমি তার পশ্চাতে বরাবর আছি। আপনি যতক্ষণ হরমসজীর বাড়ীতে ছিলেন, সে ততক্ষণ আপনার অপেক্ষায় ছিল। তার পর আপনার অনুসরণ করিয়া রস্তমজীর বাড়ীতে এসেছিল। এখন আবার আপনার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছিল। আমি বরাবরই ওর সঙ্গে আছি।"

"এখনও খুব সঙ্গে আছ?"

"কি করিব? আপনাকে ছুরি মারিল দেখিয়া আমি, আপনি আঘাত পাইয়াছেন কি না দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিলাম; কিন্তু আপনি ত জানেন, আমি এক মিনিটও আপনার নিকট দেরী করি নাই।"

"যাও, এখনই লালুভাই ও দাদাভাস্করকে এই কথা বলিবে। যে আমাকে খুন করিতে সাহস করে, সে সামান্য লোক নয়। খুব সাবধান—প্রত্যেক রেল ষ্টেশনে যেন সমস্ত গাড়ী ভাল করিয়া দেখা হয়।"

"যে আজ্ঞা," বলিয়া সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। কীর্ত্তিকর কিয়ৎক্ষণ তথায় দাঁড়াইয়া কি ভাবিলেন; তৎপরে বড় রাস্তায় আসিয়া একখানা গাড়ী ডাকিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। তাঁহার ক্ষতস্থানে বড় যন্ত্রণা হইতেছিল। তাহাতে অনতিবিলম্বে কিছু ঔষধাদি দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়া তিনি গৃহে ফিরিলেন। তাঁহার বাড়ীতে নানাবিধ ঔষধ থাকিত।

যখন তিনি গৃহে ফিরিলেন, তখন বর্জরজী ছুরি হস্তে অন্ধকারে একটা দ্বারের পার্শ্বে লুক্কায়িত ছিল। যখন সে বুঝিল যে, আর কেহ এখন তাহাকে অনুসরণ করিতেছে না, তখন সে ধীরে ধীরে অন্ধকারের মধ্য দিয়া চলিল; এবং পকেট হইতে পরচুলের একটা লম্বা দাড়ী মুখে লাগাইয়া দিল। সহজে কাহারই তাহাকে চিনিবার উপায় রহিল না।

মাঞ্চারজীকে বাসায় না দেখিয়া বর্জরজী তখনই বুঝিয়াছিল যে, মাঞ্চারজী পুলিসের হাতে পড়িয়াছে; সম্ভবতঃ সে সকলই স্বীকার করিয়াছে। সুতরাং সেইদিন হইতে বর্জরজী পুলিসের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিল। অনুসন্ধানে জানিয়াছিল, কোথায় পুলিস মাঞ্চারজীকে রাখিয়াছে।

যাহাতে হরমসজী কালবিলম্ব না করিয়া তাহার সহিত কমলার

বিবাহ দেন, সে এক্ষণে সেই চেষ্টায় বিশেষ তৎপর হইয়াছিল, কারণ সে বেশ বুঝিয়াছিল যে, তাহার রক্ষা পাইবার ইহা ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই।

অদ্য সে সেই উদ্দেশ্যে হরমসজীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল। কিন্তু হরমসজীর দ্বারে কীৰ্ত্তিকরকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। পরে কীর্ত্তিকরকে হরমসজীর বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। বুঝিল যে, পুলিস তাহার কথা সকলই জানিতে পারিয়াছে। কীৰ্ত্তিকর তাহারই সন্ধানে হরমসজীর নিকটে আসিয়াছেন। পূর্ব্বেই সে জানিতে পারিয়াছিল, কীর্ত্তিকর সর্ব্বতোভাবে তাহাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টায় আছেন। তিনিই তাহার পরম শত্রু। তিনি থাকিতে তাহার অভীষ্টসিদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই—তিনি থাকিতে তাহার রক্ষা নাই।

বর্জরজী কীর্ত্তিকরের অপেক্ষায় হরমসজীর বাড়ীর নিকটে লুকাইয়া রহিল। কীর্ত্তিকর বাহির হইবামাত্র তাঁহার অনুসরণ করিল। মনে মনে স্থির করিয়াছিল, এ বিঘ্ন দূর করা একান্ত আবশ্যক। নতুবা আত্মরক্ষার উপায় নাই। কোন রকমে কীর্ত্তিকরকে সরাইতে পারিলে পুলিসের মধ্যে কাহারই সাধ্য নাই যে, তাহাকে আঁটিয়া উঠে। বর্জরজী এই উদ্দেশ্যে কীর্ত্তিকরকে আক্রমণ করিয়াছিল; কিন্তু দৈবানুকূল্যে কীর্ত্তিকর বাঁচিয়া গেলেন। বর্জরজী বিফলমনোরথ হইয়া অন্ধকারে লুকাইয়াছিল।

বর্জরজী রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত পথে পথে ঘুরিল। যথাসাধ্য অন্ধকারে লুকাইয়া চলিল। প্রায় রাত্রি একটার সময় সে যে বাড়ীতে পুলিস মাঞ্চারজীকে রাখিয়াছিল, সেই বাড়ীর ভিতর নিঃশব্দে প্রবেশ করিল।

## একাদশ পরিচ্ছেদ

### বন্দী পলাতক

পরদিন অতি প্রাতে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া দাদাভাস্কর কীর্ত্তিকরের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কীর্ত্তিকর ইহার অনেক পূর্ব্বে উঠিয়া তাঁহার কাগজ-পত্রগুলি দেখিতেছিলেন।

তিনি দাদাভাস্করকে ব্যস্ত-সমস্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি ?"

দাদা। বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার—চোখে ধূলা দিয়াছে।

কীর্ত্তি। কিছুমাত্র আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়—তোমার চোখে ধূলা সহজেই দেওয়া যায়। তবে এতদিন যে ইহা ঘটে নাই—এই আশ্চর্য্য!

দাদা। না মাষ্টার, তা ঠিক নয়।

কীর্ত্তি। তবে কি বল।

দাদা। মাঞ্চারজী পলাইয়াছে।

কীর্ত্তি। কি ?

দাদা। যে লোক তাহার পাহারায় ছিল, তারা এসে খবর দিলে যে, তারা দুইজনেই পলাইয়াছে।

কীর্ত্তি। কি রকম ?

দাদা। কাল রাত এগারটার সময় ঘরের ভিতর মাঞ্চারজী আর তাহার মা ঘুমাইতেছিল, এমন সময়ে কে আসিয়া সহসা যে লোকটা দরজায় পাহারায় ছিল, সেই লোকটার মুখ চাপিয়া ধরিয়া

তথনই তাহার হাত মুখ পা কাপড় দিয়া বাঁধিয়া ফেলে ; সে একটা কথা কহিতেও পারে না।

কীর্ত্তি। সে তোমার চেয়েও গাধা—গাধার গাধা। আমি গড়িয়া তুলিব, আর তোমরা ভাঙিয়া ফেলিবে।

দাদা। যাই বলুন—সে যাহা বলিল, তাহাই আপনাকে বলিয়াছি।

কীর্ত্তি। বল।

দাদা। সে সেইভাবেই পড়ে থাকে। তাহার চোখও বাঁধা ছিল, সুতরাং সে কিছুই দেখিতে পায় নাই। তবে শব্দে বুঝিয়াছিল যে, একটু পরে মাঞ্চারজী ও তাহার মা সেই লোকের সঙ্গে চলিয়া যায়।

কীর্ত্তি। তার পর?

দাদা। দুইটার সময় তাহার বদ্‌লীতে পাহারায় যে থাকিবে, সে গিয়া তাহার এই অবস্থা দেখিতে পায়। সে-ই তখন তাহার হাত মুখ পা খুলিয়া দেয়। তাহার পর তাহারা দুইজনে আমার কাছে আসে।

কীর্ত্তি। দেখ দাদাভাস্কর, তুমি কাজ যত সহজ মনে কর, তত নয়।

দাদা। আমি কবে কাজ সহজ বলিয়াছি। ঢের ঢের বদমাইস এ বয়সে দেখিলাম—কিন্তু ইহার মত বকেয়া বদমাইস আর দেখি নাই।

কীর্ত্তি। বাঁচিয়া থাকিলে আর পুলিসে থাকিলে আরও অনেক দেখিতে পাইবে।

দাদা। এখন কি করা উচিত?

কীর্ত্তি। দাদাভাস্কর, আমি তোমার মত নিরেট নই।

দাদা। তাকি আমি জানি না।

কীর্ত্তি। আমি কোন কাজই একজনের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকি না। আমি মাঞ্চারজীর উপর নজর রাখিবার জন্য আর একজনকে রাখিয়াছিলাম।

দাদা। সেটা আবশ্যক বলিয়া আমার মনে হয় নাই।

কীর্ত্তি। তাহাই অনেক সময়েই তুমি শেষে হাত কামড়াইয়া মর।

দাদা। তাহা এখন বেশ বুঝিয়াছি।

কীর্ত্তি। সে লোক যখন এখনও ফিরে নাই, তখন সে নিশ্চয়ই ইহাদের পশ্চাতে আছে। শীঘ্রই সংবাদ পাইবে।

এই সময়ে একব্যক্তি আসিয়া কীর্ত্তিকরকে সেলাম দিয়া তাঁহার হাতে একখানি পত্র দিল। কীর্ত্তিকর পত্র পড়িয়া দাদাভাস্করের হাতে দিয়া বলিলেন, "পড়িয়া দেখ।"

দাদাভাস্কর পড়িলেন।

"মহাশয়,

হুকুম মত মাঞ্চারজীর উপর পাহারায় ছিলাম। তাহার বাড়ীর সম্মুখে রাস্তায় এক বাড়ীর দরজায় বসিয়াছিলাম। রাত্রি প্রায় একটার সময় মাঞ্চারজী ও তাহার মা এবং একজন দাড়ীওয়ালা লোক তিনজনে বাড়ীর বাহির হইয়া আসে। আমি তাহাদের অনুসরণ করি।

তাহারা বুড়ীবন্দরে আসিয়া একখানা নৌকা ভাড়া করে। তাহার পর মাঞ্চারজী তাহার মাকে লইয়া নৌকায় উঠিয়া নৌকা খুলিয়া দেয়। দাড়ীওয়ালা লোক অন্যদিকে চলিয়া যায়।

মাঞ্চারজীর উপর নজর রাখিবার হুকুম আমার উপর ছিল, কাজেই আমি আর দাড়ীওয়ালার অনুসরণ করিতে পারিলাম না।

আমিও আপাততঃ একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া মাঞ্চারজীর

নৌকার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। আপনাকে সংবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য ভাবিয়া পেন্‌সিলে এ পত্র লিখিয়া একজন পাহারাওয়ালার হাতে দিয়া গেলাম। পরে যাহা হয় সংবাদ দিব।

অনুগত দাস

রাঙ্গা রাও।"

কীর্ত্তিকরের সম্মুখে পত্রখানি রাখিয়া দাদাভাস্কর বলিলেন, "আপনার ন্যায় আমার ক্ষমতা থাকিলে আমিও এতদিনে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইতাম।"

কীর্ত্তি। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ত হইতে, এখন কি করিবে বল দেখি।

দাদা। এখনই মাঞ্চারজীকে গ্রেপ্তার করিতে রওনা হইতাম, আপনি কি করিতেন জানি না।

কীর্ত্তি। মাঞ্চারজীকে আমাদের বেশী দরকার না বর্জরজীকে?

দাদা। বর্জরজীকে ধরা বড় শক্ত।

কীর্ত্তি। তবেই হইয়াছে। এখন—এখনি যাও, দেখিবে কয়টা পিস্তলের দোকান আছে, তাহাদের এই পত্রখানি দেখাও।"

দাদাভাস্কর পত্রখানি হাতে লইয়া পড়িলেন ;—

"বিশেষ চেনা লোক না হইলে গুলিসুদ্ধ কার্ট্রিজ কাহাকেও বেচিবেন না। চাহিলে গুলিওয়ালা বলিয়া ফাঁকা কার্ট্রিজ দিবেন।

কে বি কীর্ত্তিকর।

ডিটেক্‌টিভ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।"

কীর্ত্তি। কিছু বুঝিলে?

দাদা। কিছুই নয়।

কীর্ত্তি। বর্জরজী ছদ্মবেশে এখনও এই সহরেই আছে। মাঞ্চারজীকে নৌকা করিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছে।

দাদা। তা ত এখন বেশ জানিতে পারা যাইতেছে।

কীর্ত্তি। সে সহজ লোক নয়—সহজে নিজ উদ্দেশ্য ছাড়িবে না, শেষ পর্য্যন্ত দেখিবে।

দাদা। সে এই রকম লোক বলিয়াই বোধ হয়।

কীর্ত্তি। আমাকেও সে দেখিয়া লইবে।

দাদা। আপনার বিশেষ সাবধানে থাকা উচিত।

কীর্ত্তি। ভয় নাই। যাহা বলিতেছিলাম শোন। খুব সম্ভব বর্জরজীর কাছে পিস্তল নাই, তা থাকিলে সে ছুরি চালাইত না। আমার উপর নিশ্চয়ই গুলি চালাইত। গতবারে ছুরিতে কিছু হয় নাই, এবার সে গুলি চালাইবার চেষ্টা করিবে। সুতরাং যে কোন উপায়ে, সে একটা রিভলবার আর কার্ট্রিজ কিনিবে।

দাদা। ফাঁকা কার্ট্রিজ দিতে বলিতেছেন কেন?

কীর্ত্তি। সে সেই কার্ট্রিজ আমার উপর চালাইলে আমি মরিব না বলিয়া।

দাদা। আপনার মত বুদ্ধি আমার কবে হইবে? কাশীনাথ সেজে নিজের হাতেই সব কাজ সারিয়া ফেলিলেন, আমাদের কেবল ঘুরে মরাই সার হইল। আমার দুই-একদিন সন্দেহ হইয়াছিল, আপনার কাছে একদিন সে কথা তুলিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি কথাটা এমন ভাবে উড়াইয়া দিলেন যে, আমরা তখন তাহা বুঝিতেই পারিলাম না।

কীর্ত্তি। এ সকল দুঃখ করিবার সময় এখন নয়। এখন এই কাজে যাও। আমিও বর্জরজীর সন্ধানে চলিলাম। লালুভাইকে তাহার চাকরকে খুঁজিয়া বাহির করিতে বলিয়াছি।

তখন কীর্ত্তিকর ও দাদাভাস্কর উভয়েই সত্বর বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন।

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

### নূতন খবর

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার দুই দিবস পরে একদিন রাত্রে রতন বাঈ সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া অতি সন্তর্পণে কীর্ত্তিকর সাহেবের বাড়ীতে প্রবিষ্ট হইল।

তখন অনেক রাত্রি হইয়াছিল। কীর্ত্তিকর সমস্ত দিনের পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হইয়া শয়ন করিতে যাইতেছিলেন, সহসা রতন বাঈকে দেখিয়া তিনি ফিরিলেন।

রতন দ্রুতপদে আসিয়াছিল। সে অত্যন্ত হাঁপাইতেছিল—আসিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ বসিয়া, একটু স্থির হইয়া সে কীর্ত্তিকরের হাতে একখানা পত্র দিল।

কীর্ত্তিকর পত্রখানি পাঠ করিলেন ;—

"মাননীয় হরমসজী সাহেব,

আমি জানি, কীর্ত্তিকর আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়াছে। সে যতই মিথ্যা কথা বলুক না কেন, আমি বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করি না।

আপনার কন্যার সহিত আমার বিবাহ দিবেন, স্বীকার করিয়াছেন ; জানিবেন, আমি তাহাকে বিবাহ করিবই করিব। যদি আপনি এক্ষণে বিবাহ দিতে অসম্মত হন, আরও জানিবেন, আমি আপনাকে সহজে ছাড়িব না। আমি আপনার সমস্ত গুপ্ত-রহস্য সমস্ত বোম্বে সহরে প্রচার

করিয়া দিব। সহরময় আপনার কলঙ্ক-কাহিনী রটিবে। তখন সকলেই রাজা বাঈকে কুলটা বলিয়া জানিবে, কমলাকে জারজ স্থির করিবে।

আপনার কুকীর্ত্তির কথাও প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইব না; আপনার যে কন্যা পতিতা—সেই রতনকে বিবাহ করিয়া আপনার সমস্ত সম্পত্তি দখল করিব। কেবল ইহাই নহে, যেরূপে হয়, আপনাদের এ জীবনলীলা শেষ করিয়া দিব। পুলিসে আমার কিছুই করিতে পারিবে না। কীর্ত্তিকরের মত আমি অনেক নির্ব্বোধ-শিরোমণি ডিটেক্‌টিভ দেখিয়াছি।"

কীর্ত্তিকর এই পর্য্যন্ত পড়িয়া নিম্নোর্দ্ধে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "হুঁ।" একটু থামিয়া আবার পড়িয়া যাইতে লাগিলেন;—

"তিন দিনের মধ্যে আমার সহিত কমলার বিবাহ দেওয়াই চাই—নতুবা আপনার মঙ্গল হইবে না। যদি ভাল চান্, তবে কাল রাত্রি একটার সময় আমার সহিত গিরগামের মোড়ে একাকী আসিয়া দেখা করিবেন।

যদি পুলিসে সংবাদ পাঠান বা পুলিসের কোন লোক্ বা অপর কাহাকে সঙ্গে লইয়া আসেন, তবে আমার দেখা পাইবেন না। আমিও তখন বুঝিব, আমার কি করা কর্ত্তব্য। ৫০০ টাকা সঙ্গে আনা চাই। আপাততঃ আমার টাকার বড় প্রয়োজন আছে।

বর্জরজী।"

কীর্ত্তিকর পত্র পাঠ করিয়া কাগজ কলম টানিয়া লইয়া একখানি পত্র লিখিয়া বলিলেন, "ভয় নাই—যাও। পত্রে সব লিখিয়া দিয়াছি।"

রতন বাঈ কোন কথা না কহিয়া উঠিল। কীর্ত্তিকর বলিলেন,

"তোমার একাকী এরূপে যাওয়া উচিত নহে। চল, আমি তোমায় পৌঁছাইয়া আসি।"

উভয়ে বাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কীর্ত্তিকর রাজপথে আসিয়া একখানা গাড়ী ডাকিলেন। তৎপরে তিনি রতনকে হরমসজীর বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া বাড়ী ফিরিলেন।

পরদিন অতি প্রাতে লালুভাই আসিয়া কীর্ত্তিকরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কীর্ত্তিকর বলিলেন, "কতদূর কি সন্ধান করিলেন?"

লালুভাই বলিলেন, "অনেক কষ্টে বর্জরজীর সেই চাকরটার সন্ধান পাইয়াছি।"

"কি সন্ধান পাইলেন?"

"চাকরটাকে টাকা-কড়ি দিয়া ভুলাইয়া তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়াছে।"

"সে এখন সেইখানেই আছে?"

"হাঁ, কলিকাতা-পুলিসে টেলিগ্রাফ করিয়াছি।"

"এই চাকর বেটা বর্জরজীকে পেষ্টনজীর নিকট হইতে সার্টিফিকেট কাড়িয়া লইতে দেখিয়াছিল, তাহাই তাহাকে সরাইয়াছে। আপাততঃ এই এক সাক্ষীই যথেষ্ট।"

"সে কলিকাতাতেই আছে। তাহার সন্ধান পাইলেই তাহাকে এখানে আনা যাইবে। কিন্তু বর্জরজী কোথায় আছে, কিছু সন্ধান পাইলেন?"

"না, এইখানেই লুকাইয়া আছে। দাদাভাস্কর তাহার সন্ধানে আছে।"

"আপনার উপদেশানুসারে মাঞ্চারজীর সন্ধানে গিয়াছিলাম।"

"সে এখন কোথায় আছে?"

"আমাদের লোক তাহার সঙ্গেই আছে। তাহারা সালসতী দ্বীপে একটি স্ত্রীলোকের বাড়ীতে আছে। মাঞ্চারজী আর বর্জরজী এই স্ত্রীলোকটাকে বহুদিন হইতে জানিত।"

"মাঞ্চারজীর সহিত দেখা করিয়াছিলেন?"

"হাঁ, সেদিন রাত্রে বর্জরজী যাইয়া তাহাদের বলে যে, যদি তাহারা তখনই তাহার সঙ্গে না যায়, তাহা হইলে উভয়কেই খুন করিবে। তাহারা প্রাণের ভয়ে তাহার সঙ্গে চলিয়া যায়। সে-ই তাহাদিগকে সালসতীতে যাইতে বলে। সেইখানে তাহার জন্য তাহাদের অপেক্ষা করিতে বলে।"

"আপনাকে সে কি বলিল?"

"সে আমার সহিত তখনই ফিরিয়া আসিতে চাহিয়াছিল। সে যাহা করিয়াছে, কেবল বর্জরজীর ভয়ে। সে এখন আমরা যাহা বলিব, তাহাই করিতে প্রস্তুত আছে।"

"তাহাকে এখন সেইখানেই থাকিতে বলিয়াছেন ত?"

"হাঁ, আর আপনার কথামত বলিয়াছি যে, বর্জরজী তাহাকে যাহা বলে তাহা করিতে।"

"সেখানে আরও লোক রাখিয়াছেন ত?"

"আমাদের চারিজনকে রাখিয়া আসিয়াছি। তাহারা নিকটেই লুকাইয়া আছে। মাঞ্চারজী তাহাদের চোখের আড়াল হইতে পারিবে না। আর বর্জরজী সেখানে গেলেই তাহারা তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে।"

"সে সেখানে যাইবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।"

এই সময়ে দাদাভাই তথায় আসিয়া বলিলেন, "আপনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ঠিক।"

কীর্ত্তি। কি?

দাদা। কাল একজন অপরিচিত সাহেব লক্ এণ্ড এণ্ডুর দোকানে হইতে একটা রিভল্বার আর এক ডজন কার্টিজ কিনিয়াছে।

কীর্ত্তি। সে সাহেবের লম্বা দাড়ী ছিল?

দাদা। হাঁ।

কীর্ত্তি। তবেই ঠিক হইয়াছে, আমাদের সেই বন্ধুই বটে। ফাঁকা কার্টিজ দিয়াছে ত?

দাদা। হাঁ।

কীর্ত্তি। বর্জরজী কোথায় লুকাইয়া আছে, কিছু সন্ধান পাইলে?

দাদা। এখনও ত কিছু পাই নাই। তবে ভায়া বোম্বে থাকিলে দাদাভাস্করের হাত এড়াইতে পারিবেন না।

কীর্ত্তি। চারিদিকে লোক রাখিয়াছ ত?

দাদা। সব রেল ষ্টেশনে, সব বন্দরে, সব পথে লোক রাখিয়াছি।

কীর্ত্তি। কাল বৈকালে চারিটার সময় আপনারা দুই জনেই এখানে আসিবেন, বিশেষ কাজ আছে। এখন যান।

তাঁহারা উভয়ে প্রস্থান করিলেন। কীর্ত্তিকর তাঁহার কাগজ-পত্রে মনোনিবেশ করিলেন।

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

## পাপিষ্ঠের কাণ্ড

সেইদিন রাত্রি প্রায় বারটার সময়ে হরমসজী গিরগামের মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কেহ কোথায়ও নাই—পথে একটি লোকও চলিতেছে না।

তাঁহার সে সময়ের মনের অবস্থা বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। তিনি কাপুরুষ ছিলেন না, তথাপি বর্জরজীর সহিত একাকী এত রাত্রে সাক্ষাৎ করায় তাঁহার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল। তবে তাঁহার একমাত্র ভরসা—কীর্ত্তিকর। তিনি রতনকে দিয়া তাঁহাকে পত্রে যাহা যাহা করিতে বলিয়াছিলেন, তিনি তাহাই করিতেছিলেন; সুতরাং তিনি জানিতেন, যাহাতে তাঁহার কোন বিপদ্ না ঘটে, কীর্ত্তিকর নিশ্চয়ই তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

তিনি কাহাকেও কোন দিকে দেখিতে পাইলেন না। দূরস্থ গির্জ্জার ঘড়িতে টং টং করিয়া বারটা বাজিল। তিনি আরও পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু বর্জরজী তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিল না।

আর অপেক্ষা করা বৃথা ভাবিয়া তিনি গৃহাভিমুখে ফিরিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে কে পশ্চাদ্দিক্ হইতে তাঁহার পৃষ্ঠে হস্তস্থাপন করিল। তিনি চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলেন, একটি স্ত্রীলোক। সে অতি অস্ফুটস্বরে কহিল, "আসুন—বর্জরজী আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন।"

হরমসজী দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তাঁহার হৃদয় আবার সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

একটা অন্ধকারপূর্ণ গলির ভিতর আসিয়া সেই স্ত্রীলোকটি বলিল, "আপনার চোখ বাঁধিয়া আমি লইয়া যাইব। আপত্তি থাকে ত ফিরিয়া যাইতে পারেন।"

হরমসজী সাহসে ভর করিয়া বলিলেন, "যখন তাহার সহিত দেখা করিব বলিয়া আসিয়াছি, তখন ইহাতে আপত্তি করিব কেন?"

স্ত্রীলোক আর কোন কথা না কহিয়া একখানা রুমাল বাহির করিয়া হরমসজীর চোখ বিশেষরূপে বাঁধিয়া দিল। হরমসজীর আর কিছুই দেখিবার উপায় রহিল না।

তখন সেই স্ত্রীলোক তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। এইরূপে হরমসজী প্রায় পনের মিনিট চলিলেন। তাহার পর তিনি বুঝিলেন, তিনি একটি গৃহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

তখন সেই স্ত্রীলোক হরমসজীর হাত ছাড়িয়া দিয়া চক্ষুর বন্ধন খুলিয়া দিল। হরমসজী দেখিলেন, তিনি একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে আসিয়াছেন। প্রকোষ্ঠে একটি টেবিল ও দুইখানি চেয়ার ব্যতীত আর কোন আসবাব নাই। টেবিলের উপর একটি বাতি জ্বলিতেছে।

চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, গৃহের একটি দ্বার ব্যতীত আর দ্বার নাই। একটি গবাক্ষ আছে, তাহাও সুদৃঢ়রূপে আবদ্ধ।

গৃহে আর কেহ লোক নাই। স্ত্রীলোকটি তাঁহাকে বসিতে বলিয়া অতি সাবধানে দ্বারটি অগ্রে বন্ধ করিল। তাহার পর বলিল, "এখন আমাদের কথাবার্ত্তা হইতে পারে।"

স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বরে হরমসজী তাহার দিকে সবিস্ময়ে চাহিলেন। সেই স্ত্রীলোক তখন তাহার মুখ হইতে একটা রবারের

মুখস্ টানিয়া খুলিতেছিল; হরমসজী বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, সে স্ত্রীলোক নহে—স্বয়ং বর্জরজী।

বর্জরজী হাসিয়া বলিলেন, "লোকের চারিদিকে শত্রু জুটিলে বাধ্য হইয়া এইরূপ সাবধানে থাকিতে হয়; সংসারের লোক পরের ভাল দেখিতে পারে না। তাহাই আমার এত শত্রু।"

হরমসজী বহু কষ্টে নিজ মনোভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "আমি কি বিবাহ দিব না বলিয়াছি যে, তুমি আমাকে এরূপ চিঠী লিখিয়াছ?"

বর্জরজী সে কথার কোন উত্তর না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কীর্ত্তিকর না আপনার সঙ্গে দেখা করিয়াছিল?"

হরমসজী কহিলেন, "হাঁ, অনেক কথা বলিয়াছিল; আমি তাহার একটি কথাও বিশ্বাস করি নাই—আমি কি পুলিসকে চিনি না?"

বর্জরজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "টাকা আনিয়াছেন?"

হরমসজী বলিলেন, "হাঁ, যখন তোমার সহিত কন্যার বিবাহ দিব, যখন তোমারই সব হইবে, তখন তোমাকে বিশ্বাস করিব না ত আর কাহাকে করিব?"

এই বলিয়া হরমসজী পাঁচ হাজার টাকার নোট গণিয়া বর্জরজীর হাতে দিলেন। নোটগুলি পকেটে রাখিয়া বর্জরজী বলিলেন, "হাঁ; এখন বুঝিলাম, কীর্ত্তিকর বেটা আপনাকে বুঝাইয়া উঠিতে পারে নাই। বেটা কোন কারণে আমার পরম শত্রু হইয়াছে—আমাকে জব্দ করিবার চেষ্টায় আছে।"

"আমার জামাতা হইলে বোম্বে সহরে তোমার শত্রুতা করিতে সাহস করে কে?"

"সেইজন্য কালই গোপনে এ বিবাহ কার্য্য শেষ করা উচিত।"

"আমার কিছুতেই আপত্তি নাই। আমার মান-সম্ভ্রম সকলই তোমার হাতে। তোমার সহিত কমলার বিবাহ হইলে তোমারও সম্ভ্রম যাহা—আমারও তাহাই।"

"তা ত নিশ্চয়। এখন বিবাহ বিশেষ গোপনে হওয়া দরকার, নতুবা কীর্ত্তিকর বিশেষ গোল করিতে পারে। একবার বিবাহ হইয়া গেলে তাহার পর সকলকে বলিলে বেটা আর কিছুই করিতে পারিবে না।"

"তাহাই হউক—কালই গোপনে বিবাহ দিব। তুমি আমার বাড়ী আসিয়ো, ইতিমধ্যে সমস্ত আয়োজন ঠিক করিয়া রাখিব।"

"আপনার বাড়ীতে বিবাহ হইবে না। বিবাহের পূর্ব্বে আমি কিছুতেই কীর্ত্তিকরকে জানিতে দিব না যে, আমি কোথায় আছি।"

"সে কিরূপে টের পাইবে?"

"তাহাকে আপনি চিনেন না। যাহাই হউক, আপনার বাড়ীতে বিবাহ হইবে না। আমি বাড়ী স্থির করিয়াছি; সেইখানে গোপনে বিবাহ হইবে।"

"তুমি যদি জেদ্ কর—তবে তাহাই হউক। আমরা সেইখানে যাইব।"

"কমলা ব্যতীত আর কাহাকেও সঙ্গে লইবেন না।"

"আমার স্ত্রী আর রতনকে না লইলে তাহারা শুনিবে কেন?"

বর্জরজী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তা এদের দুজনকে লইতে পারেন।"

"সাক্ষী চাহি ত?"

"দুইজন সাক্ষীর দরকার—একজন আমার লোক, একজন আপনার লোক। আমি মাঞ্চারজীকে আনিব। আপনি আপনার

বিশেষ বিশ্বাসী একজন লোককে আনিবেন। খুব বৃদ্ধলোক হওয়া চাই।”

“তাহা হইলে আমার ব্যাঙ্কের দ্বারোয়ানজীকে লইব, সে বৃদ্ধ—বিশেষ বিশ্বাসী।”

“হাঁ, তাহাকে লইতে পারেন।”

“পুরোহিত?”

“একজন বিশেষ বিশ্বাসী পুরোহিত আপনি সংগ্রহ করিবেন। আমার এখন যোগাড় করা সুবিধা হইবে না। আমি ভারি ব্যস্ত।”

“কে রেজেষ্টারী করিবে।”

“আপনি ত বিবাহের রেজেষ্ট্রার—আপনি রেজেষ্টারী করিলেই চলিবে।”

“তাহা হইতে পারে।”

“তবে সমস্ত কথা ঠিক থাকিল; কাল সন্ধ্যার পর মজাগণের মোড়ে দুইখানা গাড়ী থাকিবে। আপনারা সকলে সেইখানে আসিয়া ঐ দুই গাড়ীতে উঠিয়া বসিবেন। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না। যে বাড়ীতে বিবাহ হইবে, কোচ্‌ম্যান সেই বাড়ীতে আপনাদের লইয়া যাইবে।”

“কথা ঠিক থাকিল। এখন উঠিলাম, রাত্রি অনেক হইয়াছে।”

“কিছু মনে করিবেন না। বিবাহ হইয়া গেলে আর এত সাবধানতার প্রয়োজন হইবে না।” বলিয়া বর্জরজী আবার হরমসজীর চক্ষু বাঁধিয়া দিল। আবার সেইরূপ হাত ধরিয়া তাঁহাকে লইয়া চলিল।

কিছুদূর আসিয়া সহসা বর্জরজী বলিল, “এখন যান।” এই বলিয়া অন্তর্হিত হইল। হরমসজী চক্ষু হইতে রুমাল খুলিয়া সত্বর পদে গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

### অদ্ভুত বিবাহ

পরদিবস সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে হরমসজীর বাড়ী হইতে নিঃশব্দে ছয় জন বাহির হইলেন। তিনজন পুরুষ, তিনটি স্ত্রীলোক।

প্রথমে যিনি বাড়ী হইতে বাহির হইলেন, তিনি হরমসজী। অদ্য হরমসজী বিশেষ যত্নসহকারে বেশভূষা করিয়াছেন।

তাঁহার পশ্চাতে আসিলেন, একটি বৃদ্ধ পার্শী পুরোহিত। তাঁহার দুগ্ধফেণনিভ লম্বমান পোষাকে তাঁহাকে বড়ই ভাল দেখাইতেছিল। তাঁহার পশ্চাতে ব্যাঙ্কের বৃদ্ধ কেরাণী মারোয়ানজী চলিলেন।

তাঁহাদের পশ্চাতে আসিলেন, কমলা বাঈ, রাজা বাঈ ও রতন বাঈ। কমলা আজ অলঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়াছে। অতি সুন্দর রেশমী শাড়ীতে তাহার সৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাস্তার লোকে বিমুগ্ধভাবে তাহার দিকে চাহিতে লাগিল। রাজা বাঈ ও রতন বাঈ উভয়েই বড় বিমর্ষ। অবগুণ্ঠনে বদনাবৃত করিয়া ধীরপদে চলিতেছিলেন। তাঁহাদের মুখ কেহই দেখিতে পাইতেছিল না।

এইরূপে ধীরে ধীরে পদব্রজে তাঁহারা সকলে মজাগণের মোড় পর্য্যন্ত আসিলেন। এলফিনষ্টোন্ সর্কেল হইতে মোজাগণ বড় নিকটে নহে। তাঁহাদের তথায় পৌঁছিতে প্রায় আট্‌টা রাত্রি হইল।

তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, গাছের ছায়ায় অন্ধকারে সত্যসত্যই দুইখানি গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে। গাড়ীর উপর কোচ্‌ম্যানদ্বয় বসিয়া ঝিমাইতেছে।

তাঁহারা গাড়ীর নিকটস্থ হইলে কোচ্‌ম্যানদ্বয় উঠিয়া বসিল। কোন কথা কহিল না। হরমসজী কন্যাকে লইয়া একখানি গাড়ীতে উঠিলেন। রাজা বাঈ ও পুরোহিত মহাশয়ও সেই গাড়ীতে উঠিলেন। অপর গাড়ীতে রতন বাঈ ও বৃদ্ধ কেরাণী চলিলেন।

গাড়ী প্রায় একঘণ্টা চলিল। তাঁহারা দেখিলেন, গাড়ী পারেল ছাড়াইয়া আরও বহুদূর চলিল। প্রায় দশটার সময় গাড়ী দুইখানি একটা ভাঙ্গা প্রাচীর-বেষ্টিত অরক্ষিত বাগানের ভিতর প্রবিষ্ট হইল।

এই বাগানের ভিতর কিয়দ্দূর গিয়া গাড়ী দুইখানা একটা ভাঙ্গা বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। কোচ্‌ম্যানদ্বয় লম্ফ দিয়া কোচ্‌বাক্স হইতে নামিল। সত্বর ঘোড়া খুলিয়া একটা গাছে বাঁধিল। তৎপরে একজন দ্বার খুলিতে গেল। অপর কোচ্‌ম্যান একটা বাতি জ্বালিয়া গাড়ীর নিকট আসিয়া সকলকে নামিতে ইঙ্গিত করিল।

তাঁহারা সকলে গাড়ী হইতে নামিলেন। কোচ্‌ম্যানদ্বয় অগ্রে অগ্রে চলিল। অপর সকলে নীরবে সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

বাড়ীটিতে বহুকাল কেহ বাস করে নাই—সমস্তই ধূলিপূর্ণ। এরূপ স্থানে এরূপ বিবাহ বোধ হয়, আর কাহারও হয় নাই।

তাঁহারা সকলে গৃহে প্রবিষ্ট হইলে কোচ্‌ম্যান দুইজন অতি সাবধানে দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভিতর হইতে দ্বারে তালা লাগাইল। পরে তাহাদের সকলকে সঙ্গে আসিতে ইঙ্গিত করিল। একজন আলো ধরিয়া আগে আগে চলিল।

তাঁহারা আর একটি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। একজন কোচ্‌ম্যান এ গৃহের দ্বারও পূর্ব্বরূপ চাবি বন্ধ করিল। তখন হরমসজী বলিলেন, "তোমরা এরূপ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিতেছ কেন? বর্জরজী কোথায়? সে না আসিলে আমরা আর একপদও অগ্রসর হইব না।"

তখন একজন কোচ্‌ম্যান মুখ হইতে মুখস্‌ খুলিয়া ফেলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "শ্বশুর মহাশয়, কিছু মনে করিবেন না। চারিদিকে শত্রু বলিয়াই এত সতর্ক হইতে হইয়াছে। কমলাকে আমি বিবাহ করিতেছি বলিয়াই আমার এত শত্রু। রুস্তমজী আমার পরম শত্রু, কীর্ত্তিকরকে হাত করিয়াছে; তাহাই এত সাবধানে চলিতেছি। আজ বিবাহ হইয়া যাক, কাল আপনার বাড়ীতে খুব ধূমধাম করা যাইবে।"

হরমসজী বলিলেন, "যথার্থই এঁরা ভয় পাইতেছিলেন।"

বর্জরজী বলিল, "শাশুড়ী ঠাকুরাণী নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করিবেন। কমলাও ক্ষমা করিবে।"

হরমসজী বলিলেন, "তা হইলে আর বিলম্ব করা উচিত নয়। এ কে?"

বর্জরজী বলিল, "মাঞ্চারজী। সাক্ষী হইবে বলিয়া আনিয়াছি।"

হরমসজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় বিবাহ হইবে?"

বর্জরজী বলিল, "আসুন, এটা পড়োবাড়ী—এখানে কোন বেটা সন্ধান পাইবে না বলিয়া এই বাড়ীটাই স্থির করিয়াছি। আসুন, একটা ঘর পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছি।"

হরমসজী বলিলেন, "একটু আলোর বন্দোবস্ত করা উচিত ছিল।"

বর্জরজী বলিল, "বেশী আলো করা উচিত বিবেচনা করি নাই। সকলে জানে এ বাড়ীতে কেহ বাস করে না। বেশী আলো হইলে আলো বাহিরের লোকে দেখিতে পাইতে পারে।"

সত্যই একটি বাতির আলোয় কেহ কাহারও মুখ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলেন না। হরমসজী বলিলেন, "চল।"

"কিছু মনে করিবেন না। দরজাগুলা ভাল করে বন্ধ করে যাওয়া প্রয়োজন। সাবধানে বিনাশ নাই।" বলিয়া বর্জরজী দ্বার বন্ধ করিতে লাগিল। মাঞ্চারজী আলো ধরিয়া চলিল।

এইরূপে পাঁচ-সাতটি ঘর উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়া তাহারা একটি বৃহৎ হলে উপস্থিত হইলেন।

তথায় একটা বিস্তৃত বিছানা করা রহিয়াছে। বিছানার পার্শ্বে বিবাহের প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যই সংগ্রহ আছে। একপার্শ্বে কাগজ কলম দোয়াতও রক্ষিত হইয়াছে।

সকলে গিয়া এই বিছানায় উপবিষ্ট হইলেন। কমলা বাঈ পিতার পার্শ্বে বসিল—তাহার পশ্চাতে অবগুণ্ঠনাবৃত রাজা বাঈ ও রতন বাঈ বসিলেন। কমলার সম্মুখে বর্জরজী বরবেশ ধারণ করিয়া আসিয়া বসিল। তাহার পশ্চাতে মাঞ্চারজী ও বৃদ্ধ কেরাণী উপবিষ্ট হইল। পুরোহিত মহাশয় তাঁহাদিগের সম্মুখে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সম্মুখে একটি মাত্র বাতি জ্বলিতে লাগিল।

সে আলোতে বর-কন্যার মুখ ব্যতীত আর কাহারই মুখ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না। এইজন্য পুরোহিত মহাশয় আর একটা বাতি জ্বালিবার কথা বলিলেন। কিন্তু বর্জরজী তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিল, "কাল শ্বশুর মহাশয়ের বাড়ীতে যত বলিবেন—বাতি জ্বালিব। আজ ইহাতেই কাজ সারিয়া লউন।"

পুরোহিত বলিলেন, "আপনার যেরূপ অভিরুচি।"

বর্জরজী। পুরোহিত মহাশয়, শীঘ্র শীঘ্র কাজটি সারিয়া ফেলুন।

পুরোহিত। যত শীঘ্র পারি, করিতেছি।

হরমসজী। এদিকে রাতও অনেক হইয়াছে।

পুরোহিত মহাশয় কমলা বাঈকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা, যাহা যাহা আমি বলি, তুমি তাহাই বলিয়া যাও।"

তাহার পর বিবাহ কার্য্য আরম্ভ হইল। বর্জরজী আনন্দে উৎফুল্ল—আনন্দে চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতেছিল।

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

## পাপের ফল

বিবাহের মন্ত্রাদি পাঠ করিতে প্রায় আরও অর্দ্ধ ঘটিকা কাটিয়া গেল। পুরোহিত মন্ত্র শেষ করিয়া হরমসজীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আমার কাজ শেষ হইয়াছে, এখন আপনাদের কার্য্য করুন।"

হরমসজী বলিলেন, "তবে এখন রেজেষ্টারি শেষ করা যাক্।"

বর্জরজী বলিল, "আর দেরী করার প্রয়োজন নাই।"

হরমসজী কালি কলম ও ছাপান ফারম লইয়া সম্মুখে সব বিস্তৃত করিলেন। তৎপরে বর্জরজীকে বলিলেন, "আগে তুমি সহি কর, পরে কমলা করিবে। তোমাদের সহি হইলে দুইজন সাক্ষী সহি করিবেন।"

বর্জরজী কাগজ টানিয়া লইয়া বিবাহের সার্টিফিকেটে সহি করিল। হরমসজী কাগজখানি লইয়া কন্যার সম্মুখে ধরিলেন। কমলা একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। হরমসজী বলিলেন, "এইখানে সহি কর।" কমলা কম্পিত হস্তে সহি করিল।

তৎপরে হরমসজী, মাঞ্চারজী ও বৃদ্ধ কেরাণীকে বলিলেন, "এইবার আপনারা দুইজনে এইখানে সহি করুন।"

তাহারা দুইজনে কাগজ লইয়া সহি করিলেন। তখন হরমসজী কাগজখানি লইয়া আগাগোড়া পাঠ করিলেন। পরে অতি সাবধানে কাগজের নিয়ে আপনিও সহি করিলেন। পরে বলিলেন, "এখন সব কাজ শেষ হইল। এ সার্টিফিকেট আমার কন্যার কাছে থাক্?"

বর্জরজী বলিল, "না, ইহা আমার নিকটে থাকিবে।"

হরমসজী। কন্যার কাছে থাকাই নিয়ম।

বর্জরজী। ইহা কমলার নিকটেই থাকিবে। কাল আমি তাহাকে দিব।

"তুমি যদি আজ রাখিতে চাও রাখিতে পার," বলিয়া হরমসজী সার্টিফিকেটখানি বর্জরজীর হাতে দিলেন। বর্জরজী সার্টিফিকেট লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অতি যত্নসহকারে ইহা নিজ বস্ত্রাভ্যন্তরে রাখিয়া গৃহতলে সজোরে এক পদাঘাত করিয়া বলিল, "শালা কীর্ত্তিকর এখন আমার কি করে—আমি দেখিতে চাই।"

পুরোহিত মহাশয়ও ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি এখন নিজের দক্ষিণ হস্তের জামার আস্তীনটা গুটাইয়া মণিবন্ধের ক্ষতস্থানটা বর্জরজীকে দেখাইলেন।

বর্জরজী দেখিয়া শিহরিয়া লাফাইয়া উঠিল, স্তম্ভিতভাবে পুরোহিতের মুখের দিকে চাহিল।

পুরোহিত বলিলেন, "বর্জরজী সাহেব, এখন আপনি বেশ বুঝিতে পারিতেছেন, শালা কীর্ত্তিকর নামে এখানে কেহ উপস্থিত নাই—বোনাই কীর্ত্তিকর মহাশয়ের সম্মুখেই উপস্থিত আছেন। বর্জরজী সাহেব, পেষ্টনজীর খুনের অপরাধে আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করিলাম।"

"কি ?" বলিয়া বর্জরজী লম্ফ দিয়া দশ হাত দূরে গিয়া দাঁড়াইল। এবং বিস্ফারিত নয়নে আবার বৃদ্ধ পুরোহিতের দিকে চাহিল। তখন পুরোহিত মুখ হইতে দুগ্ধশ্বেত সুদীর্ঘ শ্মশ্রু অপসারিত করিয়া কীর্ত্তিকরে পরিণত হইয়াছেন।

বর্জরজী নিমেষ মধ্যে পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া আওয়াজ করিল।

লম্ফ দিয়া কীর্ত্তিকর সরিয়া দাঁড়াইলেন। বর্জ্জরজী তখন আবার রিভলবার ছুড়িল—তৎপরে ফিরিয়া হরমসজীকে লক্ষ্য করিয়া ছুড়িল। ফাঁকা কার্টি্রজ না হইলে কাহারই সে যাত্রা রক্ষা পাইবার উপায় ছিল না।

এই সকল কার্য্য এক নিমেষের মধ্যে শেষ হইয়া গেল। সে রিভল্‌-বার বাহির করিবামাত্র রাজা বাঈ ও রতন বাঈ সবেগে তাহার উপর আসিয়া পড়িলেন।

বলা বাহুল্য, তাঁহাদের উভয়ের কেহই রাজা বাঈ বা রতন বাঈ নহেন। একজন স্বয়ং কমিশনার সাহেব—অপরে দাদাভাস্কর।

বর্জ্জরজী সিংহবলে তাঁহাদিগকে ঝাড়া দিয়া ফেলিয়া উপর্য্যুপরি তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া চারিটি আওয়াজ করিল। তৎপরে সবলে দাদাভাস্করের মস্তক লক্ষ্য করিয়া পিস্তলটা নিক্ষেপ করিল। দাদা-ভাস্কর লম্ফ দিয়া সরিয়া না গেলে তাঁহার মস্তক বিচূর্ণ হইত।

তখন বর্জ্জরজী ঊর্দ্ধশ্বাসে জানালার দিকে ছুটিল। কিন্তু বৃদ্ধ কেরাণী-রূপী লালুভাই সুকৌশলে তাহার পায়ের ভিতরে নিজ পা এমনই ভাবে জড়াইয়া দিলেন যে, সে একেবারে ভূমিশায়ী হইল।

সাহেব, কীর্ত্তিকর, দাদাভাস্কর তিন জনে তাহাকে ধরিতে ছুটিলেন; কিন্তু তাঁহারা তাহার নিকটস্থ হইবার পূর্ব্বেই সে লম্ফ দিয়া উঠিল। বিদ্যুদ্বেগে কমলার দিকে ছুটিল। কমলা ভয় পাইয়া, ছুটিয়া ঘরের বাহির হইয়া বারান্দার দিকে গেল। বর্জ্জরজীও ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় সেইদিকে ধাবিত হইল। দাদাভাস্কর তাহার পথরোধ করিলে সে তাঁহাকে ভয়ানক বেগে এক ধাক্কা দিল।

তাঁহারা এই উন্মত্ত নর-রাক্ষসকে ধরিবার পূর্ব্বেই সে গিয়া কমলার উপর পড়িল। হরমসজী কন্যাকে রক্ষা করিতে গিয়া তিনিও তাহার



আর এক মুহূর্ত্ত হইলেই কমলার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

[ [illegible] বিপ[illegible]— [illegible] পৃষ্ঠা। ]

Lakshmibilas Press.

উপর পড়িলেন। চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আমার মেয়েকে মেরে ফেল্‌লে?"

তখন এক ভয়াবহ যুদ্ধ বাধিল। নরপ্রেত বজরজী বারান্দার রেলিং-এর উপর ফেলিয়া সবলে কমলার গলা টিপিয়া ধরিয়াছে—কমলার চক্ষুর্দ্বয় কপালে উঠিয়াছে। দাদাভাস্কর ও কীর্ত্তিকর বর্জরজীর হাত ধরিয়া সবলে টানিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই কমলার গলা হইতে তাহার হস্ত ছাড়াইতে পারিতেছেন না। আর এক মুহূর্ত্ত হইলে কমলার প্রাণ-বায়ু বহির্গত হয়।

এই সময়ে চারিদিক প্রকম্পিত করিয়া আর একবার পিস্তলের শব্দ হইল। কমিশনার সাহেব অনন্যোপায় দেখিয়া নিমেষমধ্যে পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া বর্জরজীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া ছুড়িলেন। পিস্তলের গুলিতে তাহার মস্তক বিচূর্ণ হইয়া তাহার মস্তিষ্ক চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল। কমলার মুখমণ্ডল বর্জরজীর মস্তিষ্কে আবরিত হইল। কমলা অবশদেহে ভূতলশায়ী হইল।

লালুভাই মুহূর্ত্তমধ্যে কমলাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। সকলে কমলার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। তাহাকে অপর গৃহে লইয়া যাওয়া হইল। কমিশনার সাহেব পদাঘাতে বর্জরজীর মৃতদেহ দূরে নিক্ষেপ করিয়া বিছানা স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন। কীর্ত্তিকর চিকিৎসা বিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। তাঁহার যত্নে কমলা বাঈ শীঘ্রই নিশ্বাস ফেলিল, চক্ষুরুন্মীলন করিল, ব্যাকুলভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। হরমসজী আসিয়া কন্যাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন।

কমলা একটু সুস্থ হইলে তাঁহারা সকলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। হরমসজী কন্যার সহিত গেলেন। দাদাভাস্কর নিজেই গাড়ী হাঁকাইয়া চলিলেন।

তৎপরে আর সকলে যে গৃহে বর্জরজীর মৃতদেহ পড়িয়াছিল, তথায় আসিলে সাহেব বলিলেন, "এ লাস এখানেই এখন থাক। জন কতক পাহারাওয়ালাকে পাহারায় পাঠাইয়া দাও।"

লালুভাই। হুজুর আমার মামলাটা একদম মাটি করিয়া দিলেন।

সাহেব। কি রকম?

লালুভাই। বিচারে বেটার ফাঁসী হইলে আমি প্রমোসন পাইতাম।

সাহেব। ঠিক বলিয়াছ, লালুভাই—বেটার ফাঁসী হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু উপায় ছিল না—আর এক মিনিট হইলে কমলা বাঈকে খুন করিত।

কীর্ত্তিকর। আমরা দুইজনে প্রাণপণে উহার হাত টানিয়া না থাকিলে কিছুতেই কমলা বাঈ বাঁচিত না।

লালুভাই। আমার কেস ত গেল!

সাহেব বলিলেন, "ভয় নাই। যাহাতে প্রমোসন নষ্ট না হয়, সেজন্য আমি গভর্ণমেণ্টকে বিশেষ করিয়া লিখিব।"

কীর্ত্তিকর বলিলেন, "মাঞ্চারজী কই?"

মাঞ্চারজী তথায় ছিল না। যখন সকলে কমলা বাঈকে লইয়া ব্যস্ত ছিলেন; সে সেই অবসরে জানালা দিয়া পলাইয়াছিল।

## উপসংহার

পরদিন বোম্বে সহরের সকলে শুনিল যে, পেষ্টনজীর খুনী এতদিন পরে ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু পুলিস তাহাকে ঘেরাও করায় সে গুলি চালাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেজন্য পুলিস নিরুপায় হইয়া তাহাকে গুলি করিয়া মারিতে বাধ্য হইয়াছে। স্বয়ং কমিশনর সাহেব তাহাকে গুলি করিয়াছিলেন।

লালুভাই ও দাদা ভাস্কর, ডিটেকৃটিভ ইন্‌স্পেক্টরদ্বয় বিশেষ দক্ষতার সহিত বিশেষ যত্নে ও পরিশ্রমে সেই নরাধমকে ধরিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এইজন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া উভয়কেই প্রোমসন দিয়াছেন।

হরমসজী ও রাজা বাঈএর পূর্ব্বকথা কিছুই প্রকাশ পাইল না। তাঁহারা চিরকাল ইহার জন্য কীর্ত্তিকরের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলেন।

মাঞ্চারজীর আর কেহ সন্ধান লইলেন না। সে মাতার সহিত দেখা না করিয়াই বোম্বে হইতে পলাইয়াছিল। সেই অবধি তাহার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

হরমসজী কিছু টাকা দিয়া মাঞ্চারজীর মাকে আবার কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেই অবধি বুড়ীর আর কোন সংবাদ নাই।

আবার হরমসজীর সুখের সংসারে পূর্ব্বসুখ দেখা দিল। বোধ হয়, এখন এই সকল দুঃখ-কষ্টের পর তাঁহারা আরও অধিকতর সুখী হইলেন।

বলিতে হইবে কি যে রুস্তমজীর সহিত কমলা বাঈএর বিবাহ হইল? এখন হরমসজীর ব্যাঙ্কের নাম হইয়াছে, "হরমসজী ও রুস্তমজী।" আজ রুস্তমজী, হরমসজীর ব্যাঙ্কের অর্দ্ধেক অংশীদার হইয়াছেন।"

আর দুঃখিনী রতন—কমলা তাহাকে কিছুতেই অন্যত্র যাইতে দিল না। রতন কমলার পুত্রকন্যাদিগকে লালনপালন করিয়া পরম সুখ উপলব্ধি করিত। তাহারা তাহাকেই মা বলিয়া ডাকিত।

হরমসজী তাঁহার সম্পত্তির ঠিক অর্দ্ধেক রতনকে দিয়াছিলেন। রতন সেই সমস্ত টাকায় অনাথা বালিকাদিগের জন্য একটি অনাথ-আশ্রম স্থাপনা করিয়াছে।

সমাপ্ত

# সমালোচনা

( স্থানাভাবে সকল পুস্তকের সকল সমালোচনা দেওয়া হইল না। )

## নীলবসনা সুন্দরী

"নীলবসনা সুন্দরী। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে প্রণীত। ডিটেক্‌টিভ গল্পে পাঁচকড়ি বাবু প্রসিদ্ধ। নীলবসনা সুন্দরীর ভাষা মনোহর, বর্ণনা চাতুর্য্যময়, রহস্য-বিন্যাস কৌতূহলোদ্দীপক, নীলবসনা সুন্দরী এরূপ রহস্যজালে জড়িত যে, ইহা পড়িতে আরম্ভ করিলে পড়া শেষ না করিয়া উঠিতে ইচ্ছা হয় না। এরূপ কৌতূহলোদ্দীপক ডিটেক্‌টিভ গল্প বাঙ্গালায় বিরল। বঙ্গবাসী, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১ সাল।

বঙ্গের প্রখ্যাতনামা কবি, "অশোক-গুচ্ছ" প্রণেতা, প্রতিষ্ঠিত, সাময়িক পত্রিকা সমূহের লেখক, এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন, এম্ এ, বি এল মহাশয় বলেন ;—

"নীলবসনা সুন্দরী। হত্যাকারী কে? শ্রীপাঁচকড়ি দে প্রণীত। এই দুইখানি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস—আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য, আমরা সচরাচর ইংরাজী ও ফরাসীস্ লেখকদিগের রচিত যে সব ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পাঠ করি, তদপেক্ষা সমালোচ্য উপন্যাস দুখানি কোন অংশে হীন নহে। ভাষা বেশ সরল সুন্দর—যেন জলধারার মত বহিয়া যাইতেছে। লেখক সুনিপুণ কৌশলে, মুন্সিয়ানার সহিত, ওস্তাদির সহিত পাঠককে গ্রন্থের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিতে বাধ্য করেন। কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য এক দুর্দ্দমনীয় ব্যাকুলতা জন্মে। লেখকের পক্ষে ইহা কম বাহাদুরীর বিষয় নহে। লেখক ক্ষমতাশালী, তাঁহার ভাষা নিখুঁত ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর—ইনি প্রতিভাবান্ বলিয়া তাঁহার কাছে এক বিনীত অনুরোধ আছে, শক্তিশালী লেখক আমাদিগকে দিতে পারেন বলিয়াই বলিতেছি, দিন "The cup that cheers but does not anebriate" জাহ্নবী, ১ম বর্ষ—ষষ্ঠ সংখ্যা।

নীলবসনা সুন্দরী। বঙ্গসাহিত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত বাবু পাঁচকড়ি দে প্রণীত। ইনি সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। আমরা এই পুস্তক অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ভাল ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস ছিল না—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবু বঙ্গীয় পাঠকগণের সে অভাব পূরণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের সমাদর করি। তাঁহার ন্যায়—প্রতি পরিচ্ছেদে এমন নব নব কৌতূহল সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আর কাহারও দেখি না। যদি এমন উপন্যাস পড়িতে চাহেন, যাহা একবার পড়িয়া তৃপ্তি হয় না, দশবার পড়িয়া দশজনকে শুনাইতে ইচ্ছা করে, তবে এই "নীলবসনা সুন্দরী" পাঠ করুন। পড়িতে পড়িতে যেন এই উপন্যাস চুম্বকের আকর্ষণে পাঠককে টানিয়া লইয়া যায়। ঘটনা

যেমন কৌতূহলজনক, ভাষাও তেমনি সরল ও তরল, যেন নির্ঝরিণীর ন্যায়, তর তর বেগে বহিয়া যাইতেছে। শব্দচ্ছটাও অতি সুন্দর। বঙ্গসাহিত্যে গ্রন্থকারের ডিটেক্টিভ উপন্যাসের যথেষ্ট আদর আছে; আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে আরও সমাদর লাভ করিবে। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবু রহস্য-বিন্যাসে বঙ্গের গেবোরিয়া এবং রহস্যোদ্ভেদে কনান ডয়াল; তাঁহার সৃষ্ট অরিন্দম ও দেবেন্দ্রবিজয় লিকো ও সার্লক হোম্সের সহিত সর্ব্বতোভাবে তুলনীয়।" বঙ্গভূমি, ১৯শে মাঘ, ১৩১১ সাল।

"নীলবসনা সুন্দরী। ডিটেক্টিভ উপন্যাস। শ্রীযুক্ত বাবু পাঁচকড়ি দে প্রণীত। "অর্চ্চনা"র পাঠকবর্গের নিকটে পাঁচকড়ি বাবুর পরিচয় অনাবশ্যক। আমরা অতি আগ্রহের সহিত পুস্তকখানি পাঠ করিয়াছি। ইহার ভাষা প্রাঞ্জল, ঘটনা-বিন্যাস রহস্যোদ্দীপক, কাগজ ও মুদ্রাঙ্কনাদি অতি পরিপাটী! ঘটনা এরূপ কৌতুকাবহ যে, পাঠ করিতে বসিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না। লেখকের ইহা কম বাহাদুরী নহে। আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি! হত্যাকারী সকলের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া, সকলকে বিভ্রান্ত করিয়া নির্ভয়ে সকলের সম্মুখে হাসিতেছে, খেলিতেছে, বেড়াইতেছে, এবং সুনিপুণ গোয়েন্দা দেবেন্দ্রবিজয় যখন তাহাকে সন্দেহ পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না, তখন পাঠক যে কল্পনাতেও তাহাকে ধরিতে পারিবেন না, ইহা স্থির। সকলকেই লেখকের চাতুর্য্যময় বর্ণনা প্রশংসা করিতে হইবে। অর্চ্চনা, ৫ম বর্ষ। ২য় সংখ্যা চৈত্র, সন ১৩১৬ সাল।

"We have great pleasure in acknowledging receipt of an interesting detective story Nilbasana Sundari" written by the well-known detective author, Babn P. C Dey. One will be awe-struck while going through its pages with the thrilling descriptions and adventures of Debendra Bijoy We can without any scruple say that Babu P. C. Dey's detective books may justly take a very conspicuous place in this particular class of literature in the Bengalee language. The chief reason why he has been so successful in his laudable attempt as a writer of detective stories is to be attributed to the peculiarly novel and attractive way in which he delineates the character of the principal hero. From beginning to end there is full of mysteries and wonderful events. The book under review contains more than 300 pages, and has been very neatly got up and the printing is highly satisfactory." The Indian Echo, July 5 1904.

"NILBASANA SUNDARI"—We are glad to acknowledge the receipt of an interesting. Bengalee detective novel, Nilbasana Sundari, written by the well-known detective story writer Babu P C Dey. It is a sensational story from beginning to end and enthralls in a remarkable degree the attention of the reader. Babu P. C. Dey's ability in writing detective stories is in no way inferior to that of English or French writers of the class The book under review in one of his best productions. It is Illustrated with a number of beautiful portrait. The Indian Empire, July 10. 1906.

## হত্যাকারী কে ?

বিখ্যাত "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" প্রণেতা, বিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "হত্যাকারী কে ? উপন্যাস। শ্রীপাঁচকড়ি দে প্রণীত। এখানি একখানি ডিটেক্‌টিভ গল্প এবং সে হিসাবে ইহাতে বিবৃত ঘটনার সমাবেশে এবং অনুসন্ধানের প্রণালীতে কারিকুরীর পরিচয় পাওয়া যায়। অক্ষয় বাবু যে একজন সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভ, ইহা গ্রন্থকার দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন। পুস্তকখানির কাগজ ভাল, ছাপা ভাল, ভাষাও প্রশংসার্হ।" বঙ্গদর্শন—৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা।

"বসুমতী" সম্পাদক, বিখ্যাত ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় বলেন, "শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবু ডিটেক্‌টিভের গল্প লিখিয়া পাঠক সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন; তাঁহার পরিচয় অনাবশ্যক। "হত্যাকারী কে ?" একখানি ডিটেক্‌টিভের গল্প; এই গল্পটী প্রথমে 'আরতি' নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়; এখন তিনি গল্পটী পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া গ্রন্থস্বত্ব শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রদান করিয়াছেন; ইহা তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। গল্পটী বেশ হইয়াছে, গল্পটী আদ্যোপান্ত পাঠ করিবার পর সত্যসত্যই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে, "হত্যাকারী কে ?" ইহাতে লেখকের বাহাদুরী প্রকাশ পাইতেছে। যে পাঠকগণ ডিটেক্‌টিভ গল্প পাঠ করিতে বিশেষ উৎসুক, এই পুস্তকখানি তাঁহাদের নিশ্চয়ই ভাল লাগিবে।" বসুমতী ১৯শে ভাদ্র ১৩১০ সাল।

হত্যাকারী কে ? উপন্যাস। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে প্রণীত। গল্প চমৎকার; অতি অদ্ভুত রসাত্মক, কৌতূহলোদ্দীপক, ভাষা উপন্যাসেরই যোগ্য। বঙ্গবাসী ২রা আশ্বিন.—১৩১১ সাল।

"সুপ্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয়ের লিখিত ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস আজকাল বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর, উপস্থিত করিয়াছে। তাঁহার কৃত গ্রন্থগুলি আজ সর্ব্বত্র সমাদৃত। এই পুস্তকের ঘটনা তেমন দীর্ঘ না হইলেও—অল্পের মধ্যে অত্যন্ত নিবিড়। গ্রন্থকার স্বীয় অপূর্ব্ব লিপিকৌশলে হত্যাকারীকে এমন দুর্ভেদ্য রহস্যের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন যে, যতক্ষণ না তিনি নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক

অঙ্গুলিনির্দ্দেশে হত্যাকারীকে না দেখাইয়া দিতেছেন, ততক্ষণ অতি নিপুণ পাঠককেও ঘোর সংশয়ান্ধকার মধ্যে থাকিতে হয়।" বঙ্গভূমি।

"হত্যাকারী কে? সচিত্র ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে প্রণীত। উপন্যাসখানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার ভাষা ভাব চরিত্রসৃষ্টি প্রশংসার্হ। ইহার কাগজ ও মুদ্রাঙ্কণাদিও উৎকৃষ্ট।" বসুধা, ৩য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

"বাবু পাঁচকড়ি দে বাঙ্গালা পাঠকের নিকট অপরিচিত নহেন। বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে ইঁহার যথেষ্ট নাম, ইনি একজন বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ ঔপন্যাসিক। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস প্রণয়নে ইনি যে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা বড় একটা কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। আমরা তাঁহার "হত্যাকারী কে?" নামক ক্ষুদ্র ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া যার-পর-নাই সুখী হইয়াছি। আশা করি, তিনি দিন দিন এরূপ উন্নতি করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করুন।" জাহ্নবী ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

"Hatyakari Ke ?"—By Babu Panchkari Dey. The author has already made a name in the field of Bengali literature by his well-known detective stories which are persued with great avidity by the reading public. The present volume entitled "Who is the Murderer" belongs to the series and is prepared with such tact and cleverness that you go through the whole of the book and still you are actually in the dark as to who was the real murderer. The language and style of the composition is all that could be desired and is eminently fitted for the subject it deals. The manner of delineation of the story is happy and your interest for the book grows as you proceed on in its perusal. The two pictures which are beautifully executed evidently enhances the value of the book. All the publications by the author may be had at the Bengal Medical Library, 201, Cornwallis Street, Calcutta." Amrita Bazar Patrika, 10, January, 1905.

"Hatyakari Ke or Who is the Murderer, a detective tale in Bengali by Babu Panchcari Dey who has already made a name as a writer of detective stories. Well illustrated, and fairly well written the book maintains the reputation of the author." The Illustrated Police News. 15, August 1903.

"WHO IS THE MURDERER ?—This is a delightful detective story in Bengali by Babu Panch Kori Dey. The story is attractive and sensational that one can hardly keep it aside before finishing it." The Indian Empire, February 28, 1905.

HATYAKARI KE."—Is detective story by Babu Panchcori Dey which can no fail to interest lovers of sensational literature. The Bengalee, June 22, 1906.

# জীবন্মৃত-রহস্য

জীবন্মৃত-রহস্য। শ্রীপাঁচকড়ি দে প্রণীত, একখানি "হিপ্‌নটিক" উপন্যাস। হিপ্‌নটিজম্ দ্বারা কি কি অদ্ভুত কার্য্য হইতে পারে, তাহা দেখান হইয়াছে। এপ্রকারের উপন্যাস বঙ্গভাষায় এই নূতন। পাঁচকড়ি বাবু চিত্তোত্তেজক (Sensational) এবং ডিটেক্‌টিভ গল্প রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এ পুস্তকেও তাঁহার সুনাম যথেষ্ট রক্ষিত হইয়াছে। পাঁচকড়ি বাবু যে উদ্দেশ্যে পুস্তক লিখিয়াছেন, সে উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। তিনি বলেন, 'আমার উপন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য, পাঠকের চিত্তরঞ্জন।' জীবন্মৃত-রহস্য পড়িয়া অনেকেই প্রীতিলাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।" বঙ্গবাসী, ২৭শে চৈত্র, ১৩১০ সাল।

জীবন্মৃত-রহস্য। হিপ্‌নটিক উপন্যাস। হিপ্‌নটিক উপন্যাস পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে ছিল না; শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবু ইহার প্রথম পথ-প্রদর্শক, অথচ উহা হিপ্‌নটিক উপন্যাসের চরমোৎকর্ষ। ইহার আখ্যান ভাগ অতীব নৈপুণ্যের সহিত সম্বদ্ধ। বিস্ময়াবহ ঘটনা—ঘটনার প্রবাহ, এমন আর হয় না। অন্যান্য অসার উপন্যাসের অসার ঘটনাবলী পাঠ করিয়া যাঁহারা বিরক্ত এবং আগ্রহশূন্য, ইহা তাঁহাদিগের জন্য —ইহার চরিত্র-সৃষ্টি, ঘটনা-বৈচিত্র্য, রহস্য-বিন্যাস সকলই সর্ব্বতোভাবে অভিনব, অনাগত এবং প্রশংসার্হ। ইহাতেও হত্যাকারী সংগোপনের সেই অনন্য-সুলভ বিচিত্র কৌশল—পাঠক অনেককেই খুনী বলিয়া সন্দেহ করিবেন, কিন্তু যতক্ষণ না পাঠ শেষ হয়, ততক্ষণ কিছুতেই প্রকৃত স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন না। আমরা এখানে হত্যাকারীর নাম বলিয়া তাঁহার গল্পের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিতে চাহি না—পাঠক পড়ুন—পড়িয়া দেখুন, আমাদের কথাটি কতদূর সত্য। বঙ্গভূমি, ৩রা শ্রাবণ, ১৩১১।

"Jibanmrita-Rahasya."—By Babu Panchcari Dey. Those who like an engrossing story will enjoy this latest production from the pen of a brilliant author. The plot is an original one and so worked out that the authorship of the crime will not readily detected by readers. Of course there is a love story in connection with the crime and certain domestic incidents interspersed, making the novel altogether a very interesting one. The reader with more than once be tempted to suppose that he is on the right track; but he is always deceived and in the end the guilt is laid on the shoulders of one whom few if any, will, suspect. The author's triumph is an uncommon one" The Indian Echo. October 11. 1904.

"Jibanmrita-Rahashya" By Babu Panchcori De. This is a sensational Hypnotic Novel in Bengalee. This, we are sure, prove interesting to those who like an engrossing story, and will he much delighted by its reading. The Indian Empire, June 9, 1908.

# মনোরমা

"হেমচন্দ্র" "পঞ্চবটী" প্রভৃতি প্রণেতা প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক হরিদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "ইহা পাঠে আমরা যার-পর-নাই, তৃপ্তিলাভ করিয়াছি, আমরা এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় যতগুলি ডিটেক্‌টিভের গল্প পড়িয়াছি, তাহার মধ্যে—ইহার গল্পাংশ অতি সুন্দর ও চমকপ্রদ। আমরা সকলকে ইহা পাঠ করিয়া ইহার সুন্দরত্ব অনুভব করিতে অনুরোধ করি।" প্রভা, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ১৩০৪ সাল।

হিন্দী সাহিত্যে প্রসিদ্ধ লেখক, "বৃণকেটেশ্বর" "জাসুষ" প্রভৃতি সাময়িক পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক, শ্রীযুক্ত গোপালরাম গুপ্ত * মহাশয়ের পত্রের কিয়দংশ ;—

"আপনার রচিত "মনোরমা" ও "মায়াবিনী" পাঠে আমি প্রীত ও আহ্লাদিত হইয়াছি, এমন সুন্দর ডিটেক্‌টিভের গল্প বঙ্গভাষায় আমি এই প্রথম দেখিলাম ; হিন্দী সাহিত্য যে একেবারেই দীনহীন, তাহা আপনার সদৃশ মহানুভব গ্রন্থকারের অবিদিত নাই। সেই দীনহীন হিন্দী সাহিত্যকে আপনার "মনোরমা" ও "মায়াবিনীর" অনুবাদ করিয়া সুশোভিত করিতে আমার একান্ত ইচ্ছা। ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রথমে আপনার আজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া পরম কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া মহোদয়ের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি। ইহাতে আপনার পুস্তক বিক্রয় সম্বন্ধে কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই, পরন্তু আপনার যশোবৃদ্ধির সম্ভাবনা। অতএব উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের হিন্দী অনুবাদ করিবার আজ্ঞা দিয়া বাধিত করিবেন। নিবেদন, ইতি।

(সাক্ষর) শ্রীগোপালরাম গুপ্ত।"

মনোরমা। ডিটেকটিভ উপন্যাস। বঙ্গসাহিত্যে অদ্বিতীয় ডিটেকটিভ উপন্যাস লেখক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয়ের লিখিত উপন্যাসগুলি বঙ্গসাহিত্যে কি বিপুল প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা এখন আর কাহারও অবিদিত নাই : সুতরাং তাঁহার ডিটেকটিভ উপন্যাস সম্বন্ধে কাহাকেও নূতন করিয়া কোন পরিচয় দেওয়ার আবশ্যক দেখি না। আমরা অতীব আগ্রহের সহিত ইহা পড়িয়াছি, পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। পড়িয়া মনে হইল যেন দশখানি বড় বড় উপন্যাস শেষ করিয়া উঠিলাম, এত অল্প স্থানের মধ্যে সুকৌশলী গ্রন্থকার এমনভাবে এত জিনিষ সাজাইয়া লইয়াছেন যে, বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারা যায় না ; সকলকেই পড়িতে অনুরোধ করি। বঙ্গভূমি, ৩রা শ্রাবণ, ১৩১২ সাল।

* ইনি এক্ষণে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয়ের প্রায় সমগ্র গ্রন্থ হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। প্রকাশক

# পরিমল

"বসুমতী" সুযোগ্য সম্পাদক, বিখ্যাত ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখক শ্রীযুক্ত জলধর বাবু বলেন, "পরিমল। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে প্রণীত। পাঁচকড়ি বাবুর লিখিবার ক্ষমতা বেশ আছে ; তিনি বেশ গল্পও সাজাইতে পারেন ; কিন্তু তিনি অতি অল্প স্থানের মধ্যে অনেক জিনিষ প্রবেশ করাইতে চান ; সুতরাং তাঁহার পুস্তক পড়িতে গেলে ঘটনার উপর ঘটনার সমাবেশে হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। তিনি যে ঘটনা অবলম্বনে "পরিমল" লিখিয়াছেন, তাহা ধীরে ধীরে বলিতে গেলে অন্ততঃ বড় তিনখানি বইএর দরকার।" বসুমতী, ২৪শে কার্ত্তিক, সন ১৩০৬।

"পাঁচকড়ি বাবু একজন লিখিয়ে লোক বটেন, গল্পটী অতি সুন্দর— অতিশয় কৌতূহলজনক। আমরা এই গল্পের শেষ কবে পাইব বলিয়া পথপানে চাহিয়া আছি। সকলে বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিতে পারিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।" সুলভ দৈনিক, ১১ই আশ্বিন ১৩০৩।

"এখানি গোয়েন্দা সংক্রান্ত পুস্তক। যে কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে. তাহা পাঠ করিতে করিতে শরীর রোমাঞ্চিত ও ধমনীতে রক্তস্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হয় ; এবং গল্পটীর সমস্তটা পড়িবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে বলবতী হয়। আজকাল গোয়েন্দা সংক্রান্ত যে সকল পুস্তকাদি প্রকাশিত হইতেছে,এখানি তাহাদের অপেক্ষা কম চিত্তাকর্ষক নহে। পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল ও তেজস্বী।" নবযুগ ১৪ই আষাঢ়, ১৩০৩।

বাংলোর সিটি হইতে শ্রীযুক্ত ডি, কৃষ্ণমা চারআয়্যর মহাশয় গ্রন্থকারকে লিখিতেছেন ;—

*56th January 1907.*

Sir,

I ordered for your famous novels and read them throughly. I find them much interesting. As it is impossible for the people of our Province to study and enjoy the beauties of the language, I most humbly request you to kindly grant me permission to translate them into our language (Kanarese & Telugu) and spread your fame in this Province by doing so.

Awaiting your favourable reply

I am &c.

(Sd.) D. KRISHNAMA CHARYAR

# মায়াবিনী

"We have been presented with a copy of an interesting detective story *Mayabini* written by the well known author of detective stories Babu Panch Couri De. We have gone through it and have no hesitation in saying that the author has sustained the reputation, he holds as a writer of this particular class of literary production. The book is very nicely got up and we hope the author will endeavour to satisfy the reading public with other production of similar native. Babu [illegible]das Chatterjee of the Bengal Medical Library is the publisher." The Indian Echo, Tuesday June 14, 1904.

UDIPI (S CANARA) 11TH OCTOBER, 1912.

**Dear Sir,**

On the 28th August last, I wrote to you for your kind permission to secure for me the right of translation over your Bengali Novels. I am sorry to have not received a reply to the same as yet. The work I have uudertaken, as you are well aware of, is more an undertaking of pure self-sacrifice at the alter of my mother-language. As such, I hope you will kindly see your way to grant me the necessary permission and to bless me with your elderly Asirvad and timely advice.

Hoping to receive a favourable reply.

Yours Sincerely

(Sd) Raja Gopalkrishna Rao.

মহীশূর প্রদেশ হইতে বহুভাষাবিৎ পণ্ডিতবর এ, এন, নরসিংহ মহাশয় লিখিতেছেন :—

437, Pandits Agraher.

*Mysore city, 19th September, 1911.*

Sir,

Let me introduce myself as one of your most ardent admirers. It is true that I have not personally seen you. Your contribution to the Bengali Literature, nay so the Literature of India as a whole has been immense and incredibly great. Such of your works (Parimala, Monorama, Mayabinee) as I could get first through the translations of Mr. B. Venkatachar and then in the originals themselves have so much enchanted me that I have unconsciously learnt to admire you most ardently.

I cannot enjoy these Novels of yours all to myself thus keeping my countrymen ( who do not know Bengali ) in ignorance of the Gems of Indian Literature produced by the Indians of modern days.

I request you, therefore to permit me to translate the rest of your novels into Canarese.

Trusting that you will quench the thirst of an ardent admirer.

I beg to remain

Sir

Sincerely yours

(Sd.) A. N. Narasimhia.

# গোবিন্দরাম

গোবিন্দরাম। ডিটেক্টিভ উপন্যাস। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে সঙ্কলিত। ডিটেক্টিভ গল্পে পাঁচকড়ি বাবু প্রসিদ্ধ। গোবিন্দরাম উপন্যাসের ভাষা মনোহর, বর্ণনা বেশ মাধুর্য্যময়, ঘটনাবিন্যাস কৌতূহলোদ্দীপক। আমরা এই উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। পাঁচকড়ি বাবু এইরূপ উপন্যাস লিখিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টিসাধন করুন। সাহিত্য-সংহিতা, ৭ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, ১৩১৩ সাল আষাঢ়।

গোবিন্দরাম। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবুর আর একখানি নূতন ধরণের ডিটেক্টিভ উপন্যাস। আমরা এই পুস্তকখানি খুব আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি—পড়িয়া সুখী হইয়াছি; ডিটেক্টিভ উপন্যাস লিখিতে গ্রন্থকারের বেশ হাত আছে; তাঁহার প্রণীত পুস্তকাদি পাঠে আমরা সে পরিচয় অনেকদিন আগেই পাইয়াছি। ডিটেক্টিভ উপন্যাস প্রণয়নে তিনিই এক্ষণে বঙ্গসাহিত্যে সর্ব্বাপেক্ষা যশস্বী; তাঁহার যশঃ অক্ষুণ্ণ থাকুক, ইহাই আমাদের আকিঞ্চন। অন্যান্য অসার কুরুচিপূর্ণ উপন্যাস পাঠে সময় নষ্ট না করিয়া এই পুস্তক পড়িলে জ্ঞান ও শিক্ষা উভয়ই লাভ হইয়া থাকে, আমরা সকলকেই পড়িতে অনুরোধ করি। বঙ্গভূমি, ১৭ই বৈশাখ, ১৩১৪ সাল।

গোবিন্দরাম। বিখ্যাত "মায়াবী" প্রণেতা শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয়ের একখানি ঘটনা-বৈচিত্র্যময় সুলিখিত নূতন উপন্যাস। ইহাতে গ্রন্থকারের লিপিনৈপুণ্য অতি অপূর্ব্ব; সুশিক্ষিত পাঠকমাত্রেই ইহা পড়িয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। কন্সাণ্টীং ডিটেক্টিভ গোবিন্দরাম যেন মন্ত্রবলে নিজের সমুদয় কার্য্যোদ্ধার করিতেছেন; তাঁহার নৈপুণ্য ও কার্য্যকলাপে পাঠক বিস্মিত হইবেন। অদ্ভুত ক্ষমতা—অখণ্ড প্রভাব ও অমানুষিকী অভিজ্ঞতা, লোকের মুখ দেখিয়া তিনি পুস্তক পাঠের ন্যায় সমুদয় কথাই বলিতে পারেন, কারণও দেখাইয়া দেন, তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ শক্তিতে মুগ্ধ হইতে হয়, পাঠকের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। স্বদেশী কাগজে নূতন অক্ষরে এই পুস্তক উৎকৃষ্টরূপে ছাপা। যে তিনখানি ছবি আছে, তাহাও অতি সুন্দর। বঙ্গভূমি। ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪।

গোবিন্দরাম (সচিত্র উপন্যাস) মূল্য ১৵০ মাত্র।

**রহস্য-বিপ্লব** ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে প্রণীত। ডিটেক্‌টিভ গল্প লিখিতে দে মহাশয় সিদ্ধহস্ত। আলোচ্যগ্রন্থে তাহার পরিচয় প্রস্ফুট। গ্রন্থখানি ৩৫৫ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থেরগুলি ভাল ভাল ছবি আছে পড়িতে বসিলে পড়া শেষ না করিয়া উঠিতে ইচ্ছা হয় না। রহস্যের পর রহস্য। বড় কৌতূহলোদ্দীপক। ভাষাটি বেশ। পুলিস ... নারায়ণ, ধর্ম্মনিষ্ঠ অথচ কার্য্যদক্ষ লোক পাওয়া যায়, এ গ্রন্থ পাঠ ... পরিচয় পাই। পুলিস-কর্ম্মচারীরা সেরূপ প্রশিক্ষিত ... কাজ করিতে পারেন, তাহা এ গ্রন্থ পড়িয়া বুঝা যায়। পুলিস-কর্ম্মচারীদিগের ... খানি পড়া উচিত। বঙ্গবাসী, ১৯শে মাঘ ১৩১৩ সাল।

রহস্য-বিপ্লব ... পাঁচকড়ি দে মহাশয়ের নূতন উপন্যাস। গ্রন্থকার বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। এই রহস্য-বিপ্লবে তাহার কৃতিত্ব দর্শনে পরিতৃপ্ত হইলাম। আমরা জানি, বঙ্গের সর্ব্বত্রেই শ্রীরই পাঠক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবুর ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পড়িয়া থাকেন; পড়িবারই ত কথা—কারণ ঘটনা ... পূর্ণ করিয়া সাজাইয়া লইতে না পারিলেও এমন মজাটি হয় না। এমন কি আমরা তাহার প্রণীত কোন একখানি উপন্যাস একবার আরম্ভ করিলে ... ফেলিয়া তাহা সর্ব্বাগ্রে পড়িয়া শেষ করিতে বাধ্য হই; ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস প্রণয়নে গ্রন্থকারের খুবই বাহাদুরী আছে। আর তিনি সুবিজ্ঞ ডিটেক্‌টিভ বলবন্ত কীর্ত্তিকরের চরিত্র যেরূপ সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা আমাদের বঙ্গীয় কর্ম্মচারীগণের আদর্শস্বরূপ হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। আমরা অনুরোধ করি, আমাদের পুলিস-কর্ম্মচারিগণ যেন এই পুস্তক প্রথম সুযোগেই পাঠ করেন; এবং কীর্ত্তিকরের উদার চরিত্র যেন তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে অনুকরণীয় হয়। বঙ্গভূমি, ৩১শে বৈশাখ, ১৩১৪ সাল।

**বিষম বৈসূচন** শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে প্রণীত। অনেকেই যে নামে চমকাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ফল কথা, পুরুষের স্ত্রীবেশে নানা লীলাখেলাকেই বৈসূচন বলে। এই গ্রন্থে এইরূপ লীলাখেলার কথাই আছে। পড়িতে খুব ... হয়। এরূপ আমোদজনক গল্প লিখিতে দে মহাশয় সিদ্ধহস্ত। ভাষা বেশ। রহস্য-রঙ্গে পাঠকের অঙ্গ উল্লসিয়া উঠে। বঙ্গবাসী, ১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ সাল।

বিষম বৈসূচন উপন্যাস। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে প্রণীত। গ্রন্থকার সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত, বিশেষতঃ রহস্যপূর্ণ উপন্যাস প্রণয়নে তিনি সিদ্ধহস্ত। এরূপ অনন্যসুলভ ক্ষমতা আমরা আর কাহারও দেখি না; তাঁহার যে কোন উপন্যাস একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে কিছুতেই ছাড়িয়া উঠিতে পারা যায় না—কি যেন অমোঘ মন্ত্রের প্রভাবে প্রথম পংক্তি হইতে শেষ পংক্তিটি পর্য্যন্ত মুগ্ধ থাকিতে হয়। এই উপন্যাসখানিতে দে মহাশয় ভারি মজা করিয়াছেন—বৈসূচন ব্যাপারটা প্রকৃতই বিষম ও গুরুতর বটে। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবুর সকল পুস্তকেরই ঘটনা-সৃষ্টি আগাগোড়া চমৎকার; তাহার উপরে ভাষা সরল সুন্দর মনোহর, তাই তাঁহার উপন্যাসগুলি সকলের কাছে এত আদৃত। বঙ্গভূমি, ২৪শে ভাদ্র ১৩১৪ সাল